মানব কল্যাণে ওয়াকফ ব্যবস্থা ঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

[WAQF SYSTEM FOR HUMAN WELFARE ঃ FROM THE PERSPECTIVE OF BANGLADESH]

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ]

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গবেষক

মুহাম্মদ আবুল ফারাহ

রেজি নং : ৬/ ২০১০/২০১১

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ঢাকা

তারিখ : ২৮ - ০৪ - ২০১৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ।
ফোন : ৯৬৬১৯২০/৬২৯০,৬২৯১

DEPARTMENT OF ISLAMIC STUDIES
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-1000 BANGLADESH.
PHONE : 9661920-73/6290 , 6291

স্মারক নং .... Date :

প্রত্যয়ন পত্র

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক জনাব মুহাম্মদ আবুল ফারাহ্ রেজিঃ নং ০৬/২০১০-২০১১ এর "মানব কল্যাণে ওয়াক্ফ ব্যবস্থা ঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে এ শিরোনামে কোথাও পিএইচ.ডি. / এম. ফিল. বা অন্য কোন ডিগ্রী লাভের জন্য কোন অভিসন্দর্ভ সম্পাদিত হয়নি। অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ বা আংশিক কোথাও প্রকাশিত হয়নি। আমি অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে জমাদানের জন্য অনুমোদন করছি।

অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, **“মানব কল্যাণে ওয়াক্ফ ব্যবস্থা ঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ”** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। এই গবেষণাকর্মের সম্পূর্ণ বা আংশিক আমি কোথাও প্রকাশ করিনি এবং প্রকাশের জন্য জমা দেইনি।

(মুহাম্মদ আবুল ফারাহ্)
সহকারী অধ্যাপক
পিএইচ.ডি. ফেলো: ইউজিসি
রেজিঃ নং - ০৬/২০১০
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা সে মহান আল্লাহ্‌র, যিনি অত্যন্ত মেহেরবানি করে এ গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করার তৌফিক দান করেছেন। অসংখ্য দরুদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মহান শিক্ষক সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি, যিনি বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন।

অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এ গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান-এর প্রতি, যিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করেছেন। অভিসন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাস, উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহ, গবেষণা পদ্ধতি, তত্ত্ব ও তথ্য সংযোজন প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত ও মূল্যবান পরামর্শ অভিসন্দর্ভটিকে মানসম্পন্ন করে তুলেছে। এ গবেষণা কর্মের প্রতিটি শব্দ ও বাক্য তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে দেখে আমাকে ঋণের জালে আবদ্ধ করেছেন। মূলত তাঁর সহযোগিতা না পেলে আমার এ গবেষণাকর্ম অসম্পূর্ণই থেকে যেত।

বিশেষভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের প্রফেসর ও প্রাক্তন বিভাগীয় চেয়ারম্যান, বন্ধুবর জনাব এ বি এম সিদ্দিকুর রহমান নিজামীর প্রতি, যার সুচিন্তিত পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে আমাকে দারুণভাবে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। অভিসন্দর্ভের বিষয় ও শিরোনাম নির্বাচনে তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা আমাকে আজীবন ঋণী করে রাখবে।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রফেসর ড. নেসার উদ্দিন আহমদ-এর প্রতি, যিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য আমাকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রেরণা দান করেছেন। তাঁর নিকট আমি অনেক পরিমাণে ঋণী।

ধন্যবাদ জানাচ্ছি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক স্নেহাস্পদ ড. মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানের প্রতি, যিনি গবেষণার বিষয়, বিভিন্ন বই-পুস্তক ও তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সরকারি বাংলা কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক জনাব আব্দুল আজিজ মিয়ার প্রতি, যিনি বিভিন্নভাবে আমাকে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি

বাংলাদেশ সচিবালয়ের কর্মকর্তা জনাব শামীমা চৌধুরী এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা জনাব হাবিবুর রহমানের প্রতি, যারা নিঃস্বার্থভাবে আমাকে সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

পরম শ্রদ্ধা আর অসীম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি আমার মরহুম পিতা-মাতা ও শ্বশুরকে, যাঁরা জীবদ্দশায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য আমাকে সর্বদা উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং আমার ডিগ্রী লাভের জন্য মহান আল্লাহ্‌র দরবারে প্রাণ খুলে দো'আ করেছিলেন। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধেয় শ্বাশুড়ী জাহানারা বেগমের প্রতি, যিনি সর্বদা আমার গবেষণা কাজের খোঁজ-খবর নিয়েছেন এবং আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। আর একজনের কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করলেই নয়, তিনি হলেন আমার প্রিয় সহধর্মীনী সাহেদা আক্তার। তার ত্যাগ, ধৈর্য ও অনুপ্রেরণা আমাকে অভিসন্দর্ভটি রচনায় মানসিক শক্তি যুগিয়েছে।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষকে, যাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পিএইচ. ডি. কোর্সে ভর্তি হওয়ার অনুমতি প্রদান ও ছুটি মঞ্জুর করে আমার উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পথ সুগম করে দিয়েছেন। আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃপক্ষকে, যাঁরা তিন বছরের ফেলোশিপ মঞ্জুর করে আমার গবেষণাকর্মে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনে যে সকল সম্মানিত লেখক, গবেষক, স্কলার ও অর্থনীতিবীদের লেখা বই, প্রবন্ধ, মতামত প্রভৃতি থেকে সরাসরি সহযোগিতা নিয়েছি, তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বিভিন্ন লাইব্রেরী, গ্রন্থাগার ও সেমিনারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি, যারা বই-পুস্তক ও বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। এর মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরী, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সেমিনার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের মাননীয় ওয়াক্‌ফ প্রশাসক, সহকারী ওয়াক্‌ফ প্রশাসক, হামদর্দ প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা, হযরত শাহ আলী মাযার, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক ও এক্সিম ব্যাংকের কর্মকর্তাদের প্রতি, যারা বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করে আমাকে সহযোগিতা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি শ্রদ্ধেয় বড় বোন মাহফুজা, আফরোজা, বড় ভাই সালেহ উদ্দীন, মহিউদ্দীন ও গিয়াস উদ্দীন এবং ছোট ভাই কেপায়েত, আশরাফ, ছোট বোন মাহবুবা, নাসরিন, ভাগিনা সাইফ, স্নেহের সায়মা, সাকিব ও রাকিব, প্রিয় ছাত্র আরিফ, সাঈদ ও সোহেলের প্রতি, যারা অভিসন্দর্ভটি কম্পোজ, বাধাঁইসহ বিভিন্ন ভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন।

পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন এ প্রয়াস কবুল করেন।

গবেষক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পিএইচ.ডি. ফেলো, ইউজিসি

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

(স.)	:	সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম
(আ.)	:	আ'লাইহিস সালাম
(রা.)	:	রাদিয়াল্লাহু আ'নহু
(রহ.)	:	রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহ্
ড.	:	ডক্টর
হি.	:	হিজরী
ইং	:	ইংরেজি
খ্রি.	:	খ্রিস্টাব্দ
ব.	:	বঙ্গাব্দ
তা.বি.	:	তারিখ বিহীন
ই.ফা.বা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ই.ফা.প	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
প্র.	:	প্রকাশ, প্রকাশিত
সং	:	সংস্করণ
IBL	:	Islami Bank Bangladesh Limited
SIBL	:	Social Investment Bank Ltd.
IRTI	:	Islamic Research and Training Institute
IDB	:	Islamic Development Bank
OIC	:	Organization of Islamic Co-Operation
P.	:	Page
PP.	:	Pages
Ibid	:	Ibidem (used when footnote refers to the same work and the same page as the previous footnote.)
Op. cit.	:	Open cito / Opera citarae
Vol.	:	Volume

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রত্যয়ন পত্র

ঘোষণা পত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শব্দ সংক্ষেপ

ভূমিকা

বিবরণ:	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অধ্যায়	
ওয়াক্ফ পরিচিতি ও নীতিমালা	১ - ২১
প্রথম পরিচ্ছেদ: ওয়াক্ফ পরিচিতি	
* ওয়াক্ফ-এর সংজ্ঞা ও পরিচিতি	
* ওয়াক্ফ ও দান-সাদাকাহ্	
* ওয়াক্ফ এবং ট্রাস্ট	
* ওয়াক্ফ-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	
* ওয়াক্ফ-এর বিষয়-বস্তু	
* ওয়াক্ফ-এর শ্রেণি বিভাগ	
* ওয়াক্ফ-এর গুরুত্ব	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ইসলামে ওয়াক্ফ নীতিমালা	২২ - ৪৪
* ওয়াক্ফ-এর শর্তাবলী	
* ওয়াক্ফকারীর সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলী	
* ওয়াক্ফ কর্মের সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলী	
* ওয়াক্ফ সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলী	
* ওয়াক্ফ করার নিয়ম	
* ওয়াক্ফ সম্পন্ন হওয়ার উপায়	
* ওয়াক্ফ প্রত্যাহার, পরিবর্তন ও শর্তসাপেক্ষে ওয়াক্ফ	
* মুশা বা এজমালি সম্পত্তি ওয়াক্ফ	

* মাসারেফে ওয়াক্ফ বা ওয়াক্ফের ব্যয় খাত
* জনহিতকর কাজে ওয়াক্ফ
* নিজের, সন্তানের এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওয়াক্ফ
* উত্তরাধিকারীদের জন্য ওয়াক্ফ
* মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ
* অমুসলিমদের জন্য ওয়াক্ফ
* মুমূর্ষু ব্যক্তির ওয়াক্ফ
* অমুসলিমদের ওয়াক্ফ সম্পত্তি
* মুতাওয়াল্লি ও পরিচালনা কমিটি গঠন ও নিয়োগ
* মুতাওয়াল্লি বা পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব কর্তব্য
* মুতাওয়াল্লি বা পরিচালনা কমিটির অব্যাহতি

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামে মানবকল্যাণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং ওয়াক্ফের উৎপত্তি ও বিকাশ ৪৫ - ৮৭

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলামে মানবকল্যাণ দৃষ্টিভঙ্গি

* প্রচলিত মানবকল্যাণ
* ইসলামে মানবকল্যাণের ধারণা
* ইসলামে মানবকল্যাণ নির্দেশনা
* ইসলামে পূর্ণাঙ্গ জীবনের ধারণা
* ইসলামে সম্পদের গুরুত্ব
* প্রচলিত অর্থব্যবস্থা ও ইসলাম
* ইসলামে সম্পদ অর্জন ও বন্টন নীতি
* ইসলামে মানবকল্যাণ প্রথা ও প্রতিষ্ঠানাদি
* যাকাত
* বায়তুলমাল
* করযে হাসানা
* ফিতরা ও কুরবানী
* সাদাকাহ্ বা দান
* ওয়াক্ফ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ওয়াক্‌ফের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৮৮ - ১১১

* ওয়াক্‌ফ-এর উৎপত্তি
* মহানবী (স.)-এর পূর্বযুগে ওয়াক্‌ফ
* মহানবী (স.)-এর সময় ওয়াক্‌ফ
* মহানবী (স.) প্রতিষ্ঠিত ওয়াক্‌ফ
* ওয়াক্‌ফ-এর ক্রমবিকাশ
* খোলাফায়ে রাশেদীনদের ওয়াক্‌ফ
* অন্যান্য সাহাবীদের ওয়াক্‌ফ
* উমাইয়া শাসনামলে ওয়াক্‌ফ
* আধুনিক যুগে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা
* কিছু জনকল্যাণমূলক ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থার ইতিবৃত্ত ও স্বরূপ ১১২ - ১২৩

প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থার ইতিবৃত্ত

* বাংলাদেশে ইসলামের আগমন
* পাক-ভারত উপমহাদেশে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা
* বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের কার্যক্রম ১২৪ - ১৫১

* ওয়াক্‌ফ আইনের পটভূমি
* ওয়াক্‌ফ আইনের বিবর্তন
* ওয়াক্‌ফ পরিসংখ্যান
* বিভাগ ও জেলাভিত্তিক ওয়াক্‌ফ প্রশাসন কাঠামো
* সাংগঠনিক কাঠামো
* জনবল বিন্যাস
* বিভাগ ভিত্তিক পরিসংখ্যানগত তথ্য
* জেলা ভিত্তিক পরিসংখ্যানগত তথ্য
* ওয়াক্‌ফের আর্থিক সংশ্লেষ

Dhaka University Institutional Repository

* ওয়াক্ফ প্রশাসনের বিগত ১০ বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী
* বিগত ১০ বছরে ওয়াক্ফ চাঁদা আদায়ের বিবরণ
* বিভাগওয়ারী চাঁদা দাবী ও আদায় এর তুলনামূলক চিত্র
* বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসনের কার্যাবলী
* ওয়াক্ফ প্রশাসনের অগ্রাধিকারমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী
* ওয়াক্ফ প্রশাসনের সেবামূলক কার্যক্রম
* ওয়াক্ফ প্রশাসনকে গতিশীল ও যুগোপযোগী করার লক্ষে গৃহীত পদক্ষেপ
* ওয়াক্ফ প্রশাসকের দায়িত্ব-কর্তব্য
* মুতাওয়াল্লি বা কমিটি নিয়োগ
* কমিটি বা মুতাওয়াল্লির কার্যাবলী ও ক্ষমতা
* মুতাওয়াল্লির অপসারণ
* মুতাওয়াল্লির দন্ড
* বিচারাধীন মামলার বিবরণ
* আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে ক্যাশ ওয়াক্ফ কার্যক্রম ১৫২ - ২০৫

* ক্যাশ ওয়াক্ফ কি
* ক্যাশ ওয়াক্ফ চালুর উদ্দেশ্য
* ক্যাশ ওয়াক্ফ-এর উদ্ভব ও বিকাশ
* ক্যাশ ওয়াক্ফ-এর গুরুত্ব
* সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ
* ক্যাশ ওয়াক্ফ চালুর পেছনে ব্যাংকের উদ্দেশ্য
* নিজের কল্যাণ
* পরিবারের কল্যাণ
* সামাজিক কল্যাণ ও বিনিয়োগ
* দরদি সমাজ গঠন
* তহবিলের নিরাপত্তা
* এসআইবিএল-এর ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট কার্যক্রম
* ক্যাশ ওয়াক্ফ স্কীমের লভ্যাংশ বেনিফিসিয়ারীদের মধ্যে বন্টন
* ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিট স্কীম খোলার পদ্ধতি

Dhaka University Institutional Repository

* ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিট স্কীমের মাধ্যমে ওয়াকিফের প্রাপ্য সুবিধা
* এসআইবিএল-এর বর্তমান ক্যাশ ওয়াক্ফ কার্যক্রম
* এসআইবিএল-এর স্বেচ্ছাসেবা খাতে ব্যাংকিং
*** ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড**
* মুদারাবা ওয়াক্ফ ক্যাশ সঞ্চয়ী হিসাব
* লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
* হিসাব খোলার নিয়মাবলী
* ব্যাংক নির্ধারিত খাতসমূহ
* মুদারাবা ওয়াক্ফ ক্যাশ হিসাব পরিচালনার নিয়মাবলী
*** আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ**
* মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্ফ হিসাব পরিচালনার নিয়মাবলী
* আল-আরাফাহ্ ব্যাংক নির্ধারিত ওয়াক্ফ খাতসমূহ
*** এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড (এক্সিম ব্যাংক)**
* মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিট
* এক্সিম ব্যাংকের মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিটের উদ্দেশ্য
* হিসাব খোলার অত্যাবশ্যকীয় নিয়মাবলী
* ব্যাংক নির্ধারিত ওয়াক্ফ খাতসমূহ
* প্রয়োজন পৃথক ওয়াক্ফ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা
* ক্যাশ ওয়াক্ফ ক্ষুদ্র ঋণের (Microcredit) বিকল্প হিসেবে ব্যবহার
* ক্যাশ ওয়াক্ফ আয়করের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার
* ক্যাশ ওয়াক্ফ-এর বিশ্বজনীন রূপ
* স্বেচ্ছাসেবা খাতের বিশ্বায়ন: বিশ্ব সামাজিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে ওয়াক্ফ সমস্যা ও সমাধানের পথ-নির্দেশ ২০৬ - ২১৪

প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে ওয়াক্ফে বিরাজমান সমস্যা
* ওয়াক্ফে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ
* প্রশাসনিক সমস্যা
* আইনগত সমস্যা
* আর্থিক সমস্যা

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ওয়াক্‌ফ সমস্যা সমাধানের পথ-নির্দেশ ২১৫ - ২৩৯

* সমস্যা সমাধানকল্পে নির্দেশনা
* প্রশাসনিক ক্ষেত্রে করণীয়
* আইনের ক্ষেত্রে করণীয়
* আর্থিক ক্ষেত্রে করণীয়
* ওয়াক্‌ফ : প্রয়োজন আন্দোলন

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ওয়াক্‌ফের সম্ভাবনা ২৪০ - ২৪৬

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতার ধারণা

* বাংলাদেশে ধর্মের প্রভাব
* ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতার ধারণা এবং বাংলাদেশে তার প্রভাব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফের ভূমিকা ২৪৭ - ২৬০

* ওয়াক্‌ফ-এর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস-ঐতিহ্য
* আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ওয়াক্‌ফের ভূমিকা
* বাংলাদেশে বর্তমান ওয়াক্‌ফ কার্যক্রম (বিশেষত : হামদর্দ ও শাহ আলী মাযার)
* হামদর্দ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ
* হামদর্দ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ-এর কার্যক্রম
* মিরপুর শাহ্ আলী (র.) মাযার ওয়াক্‌ফ এস্টেট
* মাযার-ওয়াক্‌ফ কার্যক্রম

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফের সম্ভাবনা ও সুপারিশ ২৬১ - ২৮৩

* বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ওয়াক্‌ফ
* বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফের সম্ভাবনা ও সুপারিশ
* বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ ঃ প্রয়োজন সমন্বিত উন্নয়ন

*** উপসংহার** ২৮৪ - ২৯১

*** গ্রন্থপঞ্জি** ২৯২ - ৩০৪

ভূমিকা

'ওয়াক্‌ফ' ইসলামের এক অনুপম ও গুরুত্বপূর্ণ মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠান। যে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্য কেবল মসজিদ, মাদ্‌রাসা কিংবা এতিমখানা নির্মাণ নয়; বরং সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন তথা ধর্মীয়, শিক্ষা, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রের সুষম অগ্রগতি। ইসলাম মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণের পথ-নির্দেশক। মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ এর আলোচ্য বিষয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) ও খোলাফায়ে রাশেদার যুগে ইসলামের আর্থিক বিধি-বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজে যে সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধির সোনালী অধ্যায় রচিত হয়েছিল তা গোটা বিশ্বের জন্য অনুকরণীয়। মানব কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম অর্থ-সম্পদ অর্জন, ভোগ ও বন্টনের মৌলিক নীতিমালা পেশ করেছে। সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রতি। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম সমাজের বিপন্ন ও অসহায় মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিত্তবানদের উপর যাকাত আদায় ফরয করে দিয়েছে। কিন্তু প্রাকৃতিক বা পারিপার্শ্বিক কোন কারণে যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরও যদি কোন সমাজের দারিদ্র্য দূরীভূত না হয়, সে ক্ষেত্রে ইসলাম ঐচ্ছিক দান-সাদাকাহ্‌ ও ওয়াক্‌ফের ন্যায় মানবিক আচরণ করার জন্য বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। দানের অফুরন্ত কল্যাণের প্রতি কুরআন ও হাদিসের উৎসাহব্যাঞ্জক আহ্বান মানুষের মনকে প্রচন্ডভাবে আলোড়িত করে। ফলে মানুষ ইহলৌকিক শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তির জন্য দানশীল হয়। আর আল্লাহ্‌র রাস্তায় স্বেচ্ছায় সম্পদ ব্যয় করার সর্বোত্তম পন্থা হলো ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা।

সাধারণভাবে কোন মুসলিম কর্তৃক তার ধন-সম্পদের সমুদয় বা আংশিক আল্লাহ্‌র মালিকানায় আটক রেখে এর উৎপাদন বা উপযোগ কল্যাণকর খাতে স্থায়ীভাবে দান করাকে ওয়াক্‌ফ বলে। এ পদ্ধতিতে মানব জীবনের পরম লক্ষ্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব হয়। এটি সমাজ সেবা ও মানব কল্যাণের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। দাতার মৃত্যুর পরও তার এ দান মানবতার কল্যাণে অব্যাহত থাকে। মূলত দানের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা, সামাজিক স্থিতিশীলতা তথা দুস্থ ও অসহায় মানুষকে স্বাবলম্বী করার চেতনা থেকেই মুসলিম সমাজে ওয়াক্‌ফ রীতির সূচনা হয়েছিল। হালাল উপায়ে অর্জিত অর্থ-সম্পদ মানব কল্যাণে ওয়াক্‌ফ করলে তা সাদাকায়ে জারিয়া রূপে একদিকে মানুষের পার্থিব জীবনকে বিপদ-আপদমুক্ত, দারিদ্র্য দূর এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে সহায়তা করে, অপরদিকে তা দাতাকে সমাজে অমর করে রাখে এবং পরকালীন মুক্তি ও শান্তির পথ প্রশস্ত হয়। তাই ইসলামী অর্থনীতি ও মুসলিম সমাজে এটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়ে আসছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজেই ওয়াক্‌ফের সূচনা করেছিলেন, যার ধারাবাহিকতা খোলাফা-ই রাশেদীন ও মুসলিম উম্মাহ্‌ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অব্যাহত রেখেছে।

ধর্মীয় অনুভূতিই এর মূল তাত্ত্বিক বিষয়। ওয়াক্‌ফ দাতা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে তথা ইহ ও পরকালের কল্যাণে জন্য ওয়াক্‌ফ সৃজন করেন। দান-সাদাকাহর গুরুত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে অনেক নির্দেশনা থাকলেও ওয়াক্‌ফ বিষয়ে সরাসরি কোন আয়াত পাওয়া যায় না। তবে বহু হাদিসে মহানবী (স.) কর্তৃক ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রমাণ রয়েছে। বিশেষ করে সহীহ বুখারী শরিফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর একটি হাদিস এর মূলভিত্তি। হযরত উমর (রা.) তাঁর এক খন্ড জমি পুণ্য কাজে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে মহানবী (স.) এর পরামর্শ চাইলে তিনি বলেন, "সম্পত্তিটি আটক কর এবং এর উপস্বত্ব এমন ভাবে উৎসর্গ কর যে, তা বিক্রি করা যাবে না, দান করা যাবে না, এবং উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করা যাবে না; বরং এর উপযোগ ও উৎপাদন মানবতার কল্যাণে ব্যয় করা হবে।" হযরত উমর (রা.) উক্ত শর্তাধীনে জায়গাটি দরিদ্র, আত্মীয়-স্বজন, দাস মুক্তি, মুসাফির, অতিথি সেবা ও অন্যান্য সৎ কাজের জন্য ওয়াক্‌ফ করেন।

আক্ষরিক অর্থে ওয়াক্‌ফ বলতে বুঝায় নিবৃত্তি বা আটক। শরী'আতের পরিভাষায় ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি কর্তৃক মুসলিম আইনে ধর্মীয়, পবিত্র বা দাতব্য বলে স্বীকৃত উদ্দেশ্যে যে কোন সম্পত্তি স্থায়ীভাবে উৎসর্গ করা। যিনি ওয়াক্‌ফ করেন তাঁকে ওয়াকিফ এবং ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপককে মুতাওয়াল্লি বলা হয়। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মালিক স্বয়ং আল্লাহ্। ওয়াক্‌ফ তিন প্রকার। ১. ওয়াক্‌ফ-ই-খায়রী, যার আয় সম্পূর্ণরূপে জনকল্যাণে ব্যয় হয়। ২. ওয়াক্‌ফ-ই-আহলী, যার আয় ওয়াক্‌ফকারীর বংশধরদের মধ্যে সমুদয় বা আংশিক ব্যয় করা হয়। ৩. ওয়াক্‌ফ-ই-লিল্লাহ্, যে সম্পত্তির আয় সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় কাজে ব্যয় হয়। মসজিদ, মাদ্‌রাসা, মক্তব, ঈদগাহ ও কবরস্থান ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম এর অন্তর্ভুক্ত। মোটকথা ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্য হলো মানবকল্যাণ সাধন করা। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় থেকে সাধারণত মসজিদ, মাদ্‌রাসা, মক্তব, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, গরিব আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও দুস্থ-অসহায়দের শিক্ষা-দীক্ষা তথা মৌলিক চাহিদা পূরণে সহায়তা, বিভিন্ন ধর্মীয় দিবস ও অনুষ্ঠানাদি উদযাপন, পুল, কালভাট, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামতইত্যাদি সমাজ উন্নয়নমূলক কায্ক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

বিগত প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে মুসলিম সমাজে যাকাত, দান-সাদাকাহ্ ও ওয়াক্‌ফের মত দারিদ্র্য বিমোচনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ চালু রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানসমূহ সমাজ উন্নয়ন ও পুণর্গঠনে অতীত থেকেই ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে আসছে। এমন এক সময় গেছে যখন যাকাত নেয়ার মত লোকও খুঁজে পাওয়া যায়নি। উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামল এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দারিদ্র্য বিমোচনের এই অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে একদিকে যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন, অপরদিকে ওয়াক্‌ফের ন্যায় মানবিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান ব্যাপক হারে গড়ে উঠার কারণে। ফলে সমস্ত শিক্ষা

ব্যবস্থা, চিকিৎসা ও মুসাফিরদের সরাইখানা ইত্যাদি ওয়াক্ফের আয় দ্বারাই ফ্রি চালানো সম্ভব হতো। বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশেও বিপুল পরিমাণ ওয়াক্ফ সম্পত্তির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে হাজী মুহাম্মদ মহসিন ওয়াক্ফ এস্টেট, নবাব ফয়জুন্নেসা ওয়াক্ফ এস্টেট ও নোয়াখালীর ভুলোয়া ওয়াক্ফ এস্টেটসহ উত্তর বঙ্গের বহু ওয়াক্ফ সম্পত্তি কালের অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছে। নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে বর্তমানেও বহু ওয়াক্ফ সম্পত্তি বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ইসলামের স্বেচ্ছামূলক এ খাতকে আর্থিক করণ অর্থ্যাৎ যথাযথ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়া হলে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে তা হবে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

বাংলাদেশে ওয়াক্ফের রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস ও প্রচুর সম্ভাবনা। বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি ধর্মীয়, সমাজকল্যাণ ও সেবামূলক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এতিম, দুস্থ ও অসহায়দের রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে অসংখ্য ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। এসব ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হামদর্দ ল্যাবরেটরিজ, হযরত শাহ আলী (র.) মাযার, সলিমুল্লাহ্ মুসলিম এতিমখানা, কদম মোবারক এতিমখানা, ইসলামীয়া চক্ষু হাসপাতাল ও পীর ইয়ামেনী ওয়াক্ফ এস্টেট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিভিন্ন ওয়াক্ফ এস্টেটের অধীনে হাসপাতাল, এতিমখানা, লঙ্গরখানা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, ঈদগাহ্, কবরস্থান, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়ে আসছে। এসব ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান স্বল্প পরিসরে বা আঞ্চলিকভাবে সমাজ সেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। পাক ভারত উপমহাদেশে ১৯১৩ সালে জারীকৃত ওয়াক্ফ ভেলিডেটিং এ্যাক্টের মাধ্যমে ওয়াক্ফ প্রথম স্বীকৃতি লাভ করলেও মূলত ১৯৩৪ সালে *Bangal Waqf Act* বলে ওয়াক্ফ প্রশাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ওয়াক্ফ প্রশাসনকে আরো গতিশীল ও যুগপোযুগী করার নিমিত্তে ১৯৬২ সালে ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ জারী করা হয়। ১৯৮৭ সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুযায়ী দেশে মোট ১,৫০,৫৯৩ টি ওয়াক্ফ এস্টেটের মধ্যে মাত্র ১৫,০০০ টি এস্টেট ওয়াক্ফ প্রশাসনে তালিকাভুক্ত আছে। বাংলাদেশে ওয়াক্ফ সম্পত্তিসমূহ সাধারণত মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ্, কবরস্থান, দরগাহ্, মাযার, দাতব্য চিকিৎসালয়, ফসলী জমি, দোকান-পাট ও বাসা-বাড়ি ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ বিপুল সংখ্যক ওয়াক্ফকে যথাযথভাবে এবং আনুষ্ঠানিক রূপদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে তা দারিদ্র বিমোচন ও সমাজ পরিবর্তনে এক নীরব বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হবে।

আমাদের দেশের অর্থনীতি মূলত পুঁজিবাদী ও বিদেশী সাহায্য নির্ভর। এ দেশের প্রায় ৮৭% মানুষ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় ইসলামের অর্থব্যবস্থা ও এর স্বেচ্ছামূলক খাত পুরোপুরি উপেক্ষিত। ইসলামের যাকাত, ফিত্রা ও ওয়াক্ফ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্ভাবনাকে

আমরা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারিনি। দারিদ্র বিমোচনের লক্ষে সরকারের নানা উদ্যোগের পাশাপাশি দেশী ও বিদেশী বহু এনজিও, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে। কিন্তু দারিদ্র বিমোচন সম্ভব হচ্ছে না। এর কারণ সঠিক পরিকল্পনার অভাব, সমন্বয়হীনতা, দুর্নীতি এবং দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীতে এদেশের মানুষের ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধের অনুপস্থিতি। অথচ এ দেশের মানুষের অনুভূতিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করে একটি বৈষম্যহীন অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা খুবই জরুরী। এর সাথে যোগ করতে হবে ‘ক্যাশ ওয়াক্‌ফ’ ব্যবস্থা, যা বর্তমান সময়ে দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ মডেল বিবেচিত হতে পারে। দারিদ্র বিমোচনের লক্ষে এটি হতে পারে ক্ষুদ্রঋণ (Microcredit) এবং সামাজিক পুঁজি গঠনের বড় উৎস। মুসলিম উম্মাহর সামাজিক পুঁজি, অবকাঠামো ও মানব-সম্পদ উন্নয়নের জন্য ক্যাশ ওয়াক্‌ফের ব্যাপক প্রচলন একান্ত প্রয়োজন। আয়-করের বিকল্প হিসেবেও এটি ব্যবহৃত হতে পারে। বর্তমানে OIC (Organization of Islamic Co-Operation)-তে ৫৭টি মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে। অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে এদেশের অর্থনীতিকে স্বাবলম্বী ও টেকসই উন্নয়নের ধারায় পৌঁছানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা সময়ের অনিবার্য দাবী।

ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহকে যুগোপযুগী করার লক্ষে ১৯৬২ সালের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশের সংস্কার বর্তমানে খুবই জরুরী। এ আইনে সুদের সংশ্লেষসহ আরো বেশ কিছু বিধি-বিধান ওয়াক্‌ফের গতিশীলতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে চলছে। বিভাগীয় ও কিছু জেলায় নামে মাত্র ওয়াক্‌ফ অফিস চালু রয়েছে। অথচ ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও ওয়াক্‌ফ কার্যক্রম দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। দীর্ঘদিনের অবহেলা, অননুমোদিত জনবল, ওয়াক্‌ফ দলিল ও সম্পত্তির বিভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্য ও জটিলতা, মামলা শুনানীর সনাতন পদ্ধতি, ওয়াক্‌ফ আদালতের বিচারাধীন বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে শরণাপন্ন হওয়ার অবকাশ থাকা ইত্যাদি নানাবিধ কারণ ওয়াক্‌ফ প্রশাসনকে গতিশীল করার পথে অন্তরায়। জবরদখল, বেআইনীভাবে হস্তান্তর, দুর্নীতি ও প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে বহু ওয়াক্‌ফ এস্টেট বিলীন ও অনিয়মতান্ত্রিক ভাবে চলছে। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, ওয়াক্‌ফ এস্টেটের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষাকরণ, তালিকা বহির্ভূত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ইত্যাদি নানা সমস্যা বিদ্যমান। বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের গতিশীলতার পরিপন্থী সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধান করার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া অত্যাবশ্যক। কেননা ওয়াক্‌ফকে একটি স্বাবলম্বী ও সফল সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো গেলে মানব কল্যাণে অধিকহারে ব্যয় করা সম্ভব হবে। সে ক্ষেত্রে এ খাতকে সরকারের মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিপূরক সংস্থা হিসেবে গণ্য করা খুবই যুক্তিসঙ্গত হবে। এতে একদিকে যেমন সমাজের ছিন্নমূল, ভাগ্যাহত ও নিঃস্ব মানুষ অধিক হারে উপকৃত হবে, অপরদিকে তেমনি জাতীয়

প্রবৃদ্ধির সূচকও বেড়ে যাবে। এভাবে ওয়াক্ফে নিহিত অমিত সম্ভাবনা ও বর্ধিত আয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দারিদ্র বিমোচন সর্বোপরি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে ।

বাংলাদেশে ওয়াক্ফ ব্যবস্থা সরকারি ও বেসরকারি কোন পর্যায়েই তেমন গুরুত্ব লাভ করেনি। দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে এমন একটি কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা, সভা-সেমিনার, লেখা-লেখি বা গবেষণাকর্ম নেই বললেই চলে। এমনকি ওয়াক্ফ বিষয়ে বাংলা ভাষায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বইপত্রও পাওয়া যায় না। আরবি, উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় কিছু কিছু বই-পুস্তক থাকলেও তা দুস্প্রাপ্য। ফলে ওয়াক্ফ বিষয়ে পাঠকদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করার সুযোগ যেমন সীমিত তেমনি উচ্চতর পাঠক-গবেষকদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহও এক কষ্টসাধ্য বিষয়। যার মুখোমুখী এ গবেষককেও হতে হয়েছে। অভিসন্দর্ভটি প্রণয়নে তথ্য ও উপাত্তসমূহ ওয়াক্ফের প্রধান কার্যালয়ের রেকর্ডপত্র, নথিপত্র, সরকারি আদেশ, সার্কুলার, বিধি এবং ১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ আধ্যাদেশ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। কয়েকটি ওয়াক্ফ এস্টেট পরিদর্শনকালে এস্টেটের মুতাওয়াল্লি ও দরগাহ্/ মাযার ব্যবস্থাপনা কমিটির কর্মকর্তা / সদস্যদের নিকট থেকে প্রাথমিক উপাত্ত পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক দেশের ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের উপর পরিচালিত ১৯৮৭ সালের জরিপের তথ্যাদি যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। বিভিন্ন ব্যাংক কর্মকর্তাদের দেয়া তথ্য, ব্যাংকের প্রসপেক্টাস ও নিয়ম-বিধি সূত্র থেকে সহায়তা নেয়া হয়েছে। এছাড়া ইন্টারনেটের মাধ্যমে বেশ কিছু প্রবন্ধ, গ্রন্থ ও জার্নাল হতে এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত বইপত্র, সাময়িকী থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

মূলত উপর্যুক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা ও পর্যালোচনা করেই অভিসন্দর্ভটি রচনা করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে ও পাঠকের নিকট অধিকতর বোধগম্য করে তোলার জন্য অভিসন্দর্ভটি মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে প্রতিটি অধ্যায়কে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : প্রথম অধ্যায়কে ২টি পরিচ্ছেদে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে ওয়াক্ফের সংজ্ঞা ও পরিচিতি এর উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, বিষয়বস্তু, শ্রেণি বিভাগ এবং গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইসলামে ওয়াক্ফ ব্যবস্থার মূলনীতিগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ওয়াক্ফের শর্তাবলী, নিয়মাবলী, ওয়াক্ফের বিধান ও ওয়াক্ফ পরিচালনা কার্যক্রম ইত্যাদি শরী‘আহ্ সম্মত বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুন তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : দ্বিতীয় অধ্যায়ও ২টি পরিচ্ছেদে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে মানব কল্যাণ ও জনসেবা সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি, ইসলামে মানবকল্যাণ নির্দেশনা ও

মানব কল্যাণ প্রতিষ্ঠানাদি যথা- যাকাত, সাদাকাহ্ ও ওয়াক্ফ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ওয়াক্ফের উদ্ভব ও বিকাশ, হযরত মুহাম্মদ (স.) থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হয়েছে এবং এর সাথে অতীত ঐতিহ্যের নিদর্শন স্বরূপ কিছু জনকল্যাণমূলক ওয়াক্ফ কার্যক্রমও তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : তৃতীয় অধ্যায়কে ৩টি পরিচ্ছেদে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে বাংলাদেশে ইসলামের আগমন, পাক-ভারত উপমহাদেশে ওয়াক্ফের অবস্থা এবং বাংলাদেশে ওয়াক্ফের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাংলাদেশে ওয়াক্ফ প্রশাসনের কার্যক্রম, ওয়াক্ফ আইনের পটভূমি, বিভাগ ও জেলাভিত্তিক ওয়াক্ফ-প্রশাসন কাঠামো, ওয়াক্ফের আর্থিক সংশ্লেষ, ওয়াক্ফ প্রশাসকের দায়িত্ব-কর্তব্য ও সক্ষমতা ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে বাংলাদেশে ক্যাশ ওয়াক্ফ কার্যক্রম, এর উদ্দেশ্য, ক্যাশ ওয়াক্ফের উদ্ভব, বিকাশ ও গুরুত্ব এবং সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডসহ মোট ৪টি ব্যাংকের ক্যাশ ওয়াক্ফ কার্যক্রম এবং সর্বশেষে ক্যাশ ওয়াক্ফকে ক্ষুদ্রঋণ ও আয়করের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার এবং এর সর্বজনীন রূপ, স্বেচ্ছাসেবা খাতের বিশ্বায়ন তথা বিশ্ব সামাজিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : এ অধ্যায়কে দু'টি পরিচ্ছেদে ভাগ করে প্রথম পরিচ্ছেদে ওয়াক্ফে বিদ্যমান সমস্যা ও গতিশীলতার পথে অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হযেছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও গতিশীল করার লক্ষে সমাধান ও কতিপয় সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : পঞ্চম অধ্যায় তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে প্রথম পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের জনমানসে ধর্মের প্রভাব এবং ইসলামের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সহযোগিতার ধারণা ও বাংলাদেশে তার প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ওয়াক্ফের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ওয়াক্ফের ভূমিকা, হামদর্দ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ ও মিরপুর শাহ্ আলী (র.) মাযার ওয়াক্ফ এস্টেটের কার্যক্রম সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ওয়াক্ফের গুরুত্ব, ওয়াক্ফের ভবিষ্যৎ ও অমিত সম্ভাবনা এবং সমন্বিত উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে।

পরিশেষে উপসংহার এবং সহায়ক গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা সংযোজন করে অভিসন্দর্ভটির সমাপ্তি টানা হয়েছে। এ থেকে সাধারণ বোদ্ধাপাঠক ও প্রাগ্রসর শিক্ষার্থীগণ সর্বোপরি তথ্য-উপাত্ত সন্ধানী গবেষকগণ বিপুলভাবে উপকৃত হবে, এটাই বিশ্বাস।

প্রথম অধ্যায়
ওয়াক্‌ফ পরিচিতি ও নীতিমালা
প্রথম পরিচ্ছেদ : ওয়াক্‌ফ পরিচিতি

ওয়াক্‌ফ-এর সংজ্ঞা ও পরিচিতি

وقف আরবি শব্দ। বহু বচনে 'আওকাফ' (اؤقاف) । তবে 'মাওকূফ' (موقوف) বা 'ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি' অর্থে শব্দটি সর্বাধিক ব্যবহৃত। হিদায়া গ্রন্থাকারের মতে এর আভিধানিক অর্থ আবদ্ধ করা (الحبس)।[১] ইমাম সারাখ্‌সীর মতে এর অর্থ প্রতিরোধ করা বা বিরত রাখা (Prevent or Restrain), নিবৃত্তি বা আটক রাখা (Confinement or Detention), বাধা দেয়া, সংযত করা, দান করা ইত্যাদি।[২] আল্লামা ওবায়দুল্লাহর মতে, কোন সম্পদ আল্লাহ্‌র নামে নির্দিষ্ট করে দেয়াই ওয়াক্‌ফ।[৩] Ahmed Raissouni-এর মতে, "Waqf means forbidding movement, transport or exchange of something"[৪] বাংলা পিডিয়ায় উল্লেখ আছে, ওয়াক্‌ফ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ চুক্তি বা উৎসর্গ। ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে মুক্ত কোন সম্পত্তি নিরাপদে হিফাজত করা।[৫] Ariff Mohamed এর মতে,

"A waqf, also spelled wakf, (Arabic: وقف, pronounced [ˈ wɑ qf]; plural Arabic: أوقاف, awqāf; Turkish: vakif, Urdu: وقف) is, under the context of 'sadaqah', an inalienable religious endowment in Islamic law, typically donating a building or plot of land or even cash for Muslim

---

১. (الوقف لغة هو الحبس) সাইয়্যিদ আমীর আলী, *আইনুল হিদায়া* (লাহোর: কানূনী কুতুবখানা, তা. বি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪১

২. ইমাম শামসুদ্দিন আস সারাখ্‌সী, *আল মাবসূত* (বৈরুত: দারুল মা'আরিফা, ১৯৭৮), ১২তম খণ্ড, পৃ. ২৭

৩. (حبس العين على ملك الله تعال) আল্লামা ওবায়দুল্লাহ, *শারহুল বিকায়া* (দেওবন্দ: মাক্‌তাবাতে রহমানিয়া, তা. বি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫০

৪. Ahmed Raissouni, *Islamic "waqf Endowment" Scope and Implications,* ISESCO, Rabat, Morocco, 2001, p. 13

৫. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলা পিডিয়া* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪৬.

religious or charitable purposes. The donated assets are held by a charitable trust. The grant is known as mushrut-ul-khidmat, while a person making such dedication is known as wakif. ”[১]

বাংলা একাডেমী অভিধানে ওয়াক্‌ফ শব্দের অর্থ করা হয়েছে, পুণ্যের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দান; এক প্রকার উইল (ওয়াক্‌ফ করে মানবসেবায় বিলিয়ে দেয়া) আল্লাহ্‌র নামে প্রদত্ত দানপত্র বা দলিল।[২] ইংরেজিতে বলা হয়, Grant for religons purpose (অর্থ্যাৎ দীনি উদ্দেশ্যে স্বত:স্ফূর্তভাবে দান করাই ওয়াক্‌ফ)। মুসলিম আইনের পরিভাষায় এর অর্থ সম্পত্তির আয়কে কোন পবিত্র কাজে উৎসর্গ করা, রক্ষা করা, এটিকে তৃতীয় ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত হতে বাধা দেয়া।[৩]

শরী‘আতের পরিভাষায় ওয়াক্‌ফের সংজ্ঞা হল ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানায় সম্পদ আটক রেখে সম্পদের উপযোগ অপরের জন্য দান করা। ইমাম আবু হানিফার (র.) মতে, “কোন নির্দিষ্ট বস্তুতে ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা আবদ্ধ রেখে তার আয় দরিদ্রের জন্য কিংবা অন্য কোন সৎ উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করাকে ওয়াক্‌ফ বলে।”[৪] অর্থাৎ ওয়াক্‌ফ হচ্ছে অন্যের উপকারের জন্য স্থায়ীভাবে উৎসর্গকৃত যে কোন অর্থ-সম্পদ, যার অর্জিত আয় দ্বারা ওয়াকিফের নির্দেশিত ইসলামী শরী‘আধীন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণে ব্যয় করা হয়। ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ এর সংজ্ঞানুসারে,

“Waqf means the permanent dedication, by a person professing Islam, of any movable or immovable property for any purpose recognised by the Muslim law as pious, religious charitable and includes any other endowment or grant for the aforesaid purposes, a waqf by a user and a waqf created by a non-Muslims. ”[৫] (অর্থাৎ ওয়াক্‌ফ হলো ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত কোন ব্যক্তি দ্বারা কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি মুসলিম আইনে স্বীকৃত কোন ধর্ম বা দাতব্য উদ্দেশ্যে চিরতরে উৎসর্গ করা।

---

১. Ariff Mohamed, *The Islamic voluntary sector in Southeast Asia*, Institute of Southeast Asian Studies, 1991, p. 42, ISBN 981-3016-07-8

২. সম্পাদক মন্ডলী, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭), পৃ. ১৯৯

৩. ইমাম শামসুদ্দিন আস সারাখসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৪. (وهو فى الشرع عند ابى حنيفة حبس العين **على ملك الواقف والتصدق با لمفعة**) মুহাম্মদ উবাইদ আল কুবাইসী, *আহকামে ওয়াক্‌ফ ফিস শরী‘আতীল ইসলামিয়া* (বাগদাদ: ১৯৭৭), ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬

৫. S. A. Hasan, *The Waqf Ordinance 1962* (Dhaka: Bangladesh law Book Company, 1999), p. 103

একই উদ্দেশ্যে কোন অমুসলিম দান করলেও তা এর অন্তর্ভুক্ত হবে।) Dictionary of Islam-এ বলা হয়েছে,

"Waqf lit. "Standing, shopping, healting." A term which, in the language of the law, signifies the appropriation or dedication of property to charitable uses and the service of God. An endowment. The object of such an endowment of appropriation must be of a perpetual nature, and such property or land cannot be sold or transferred."[১]

ইমাম আবু ইউসূফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদের (র.) মতে, "ওয়াক্ফ হচ্ছে কোন সম্পদের স্বত্ব আল্লাহ্‌র মালিকানায় এভাবে আবদ্ধ করা যে, ঐ সম্পদের মুনাফা দাতার পছন্দ অনুযায়ী আল্লাহ্‌র বান্দারা ভোগ করবে।"[২] ওয়াক্ফের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবীদ ড. মনজের কাহ্‌ফ (Monzer kahf) বলেছেন,

"From the Shariah point of view, a waqf may be defined as holding a maal (asset) and preventing its consumption for the purpose of repeatedly extracting its usufruct for the benifit of an objective reprenting righteousness/philanthropy." Hence a waqf is a continuously usufruct giving asset as long as its principle is preserved. Preservation of principal may result from its own nature, for example, as in land or from arrangements and conditions prescribed by the waqf founder."[৩]

Encyclopedia of Religion- এ ওয়াক্ফ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

"The Arabic term waqf (pl. awqaf) refers to the act of dedicating property to a Muslim foundation and by extension, also means the endowment thus created-The meaning of the Arabic word is "Stop" ;

১. Thomas patrick hughes, *A Dictionary of Islam* (Lahore: premier Book house, 1964), p. 664

২. মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহ আল কুবাইস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

৩. Monzer kahf, *Financing the Development of Awqaf Property,* The American journal of Islamic social sciences (Economics) Vol- 6, No- 4, 1999, p. 41

that is, stop from being treated as ordinary property. The property is then said to be mawquf. In the law of Sunni Maliki School and hence is North west Africa, the terminoloty is 'habis' or 'hubs', meaning "retention". To create a 'waqf', the legitimate owner of a property must state that it is blocket in perpetuity, inlienably and irrevocably, for the purpose of pleasing God, The property in waqf there by becomes the sole property of God, according to the majority opinion among Muslim School of thouhgt, while income or usufruct passes to a designated beneficiary such as a School, dervish convent, hospital or mosque. According to some authorities (e. g. the Maliki School), the property in waqf remains the possession of the founder and his heirs, but they are blocked form the usual rights of ownership." [১]

ইসলামী বিশ্বকোষে ওয়াক্‌ফের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "ওয়াক্‌ফ বলতে এমন বস্তু বুঝায় যার মালিক ঐ বস্তুর মালিকানা স্বত্ব ও আয় এ শর্তে ত্যাগ করে যে ঐ বস্তুর মালিকানা স্বত্ব অক্ষুন্ন থাকবে এবং তার উৎপন্ন আয় শরী'আহ্ সম্মত সৎকাজে ব্যয় হবে। যে আইনানুগ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি দ্বারা এ ধরণের দান সম্পাদিত হয় প্রকৃতপক্ষে তাকেই ওয়াক্‌ফ বলা হয়।" [২]

১৯১৩ সালের ভারতের মুসলমান ওয়াক্‌ফ বৈধকরণ আইনের প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী ওয়াক্‌ফ বলা হয় "কোন মুসলমান কর্তৃক তার সম্পত্তির কোন অংশ এমন কাজের জন্য স্থায়ীভাবে দান করা যা মুসলিম আইনে 'ধর্মীয়, পবিত্র বা সেবামূলক' হিসেবে স্বীকৃত।"[৩] রোমান আইনে 'সম্পত্তি অর্পণ' এবং হিন্দু আইনে 'দান' ওয়াক্‌ফ এর সমতুল্য।[৪] মালেকীদের মধ্যে তথা মরক্কো, আলজেরিয়া এবং তিউনিসে এ প্রকার প্রদত্ত বস্তুকে সাধারণত 'হুবুস' অথবা সংক্ষেপে 'হুবস' (বাধা দেয়া সংযত করা) বলা হয়।

---

১. Mircea Eliade, Encyclopedia of Religion, N. Y. 1986, p. 337-338

২. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ২৪১

৩. The Indian statute, *Mussalman Wakf Validating Act* of 1913 defined a wakf as: "... a permanent dedication by a person professing the Mussalman faith of any property for any purpose recognized by the Mussalman law as religious, pious or charitable." (Fyzee, A., *Outlines of Muhammadan Law*, 4th Ed. Delhi, Oxford University Press, 1974, pp. 274-274)

৪. *বাংলা পিডিয়া*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

এজন্যই ওয়াক্ফের ফরাসী আইনগত পরিভাষা Hobows (হোবোস)।[১] পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন প্রসঙ্গে আত্মীয়, প্রতিবেশী এবং দরিদ্রকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদানের তাগিদ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বিভিন্ন হাদিসে গরিব, মিসকিন, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের মুক্ত হস্তে দান করার উপদেশ দিয়েছেন। এ চেতনা থেকেই ওয়াক্ফের সৃষ্টি।

ইসলামী পরিভাষায় ওয়াক্ফ-এর অর্থ হলো দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত কোন সম্পত্তি ব্যবহার করে তার আয় থেকে উপকৃত বা লাভবান হওয়া এবং মূল সম্পত্তি হস্তান্তর থেকে বিরত থাকা।[২] আইনের এ ব্যাখ্যায় আরো বলা হয়েছে, ইসলামী আইন অনুমোদিত কোন ধর্মীয় কাজে অথবা যে কোন সৎ ও দাতব্য উদ্দেশ্যে একজন মুসলমান কর্তৃক প্রদত্ত স্থায়ী সম্পত্তি হলো ওয়াক্ফ। সমকালীন আইনের সংজ্ঞা অনুসারে, "কোন মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত কল্যাণে অথবা সমষ্টিগত কল্যাণে নিয়োজিত প্রকল্প অথবা প্রতিষ্ঠান লাভজনক তথা আয় উৎপাদক কোন কিছু দান করাকে ওয়াক্ফ বলা হয়।"[৪] আর দান করে দেয়া সম্পত্তি কখনো হস্তান্তরযোগ্য কিংবা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ব্যবহারযোগ্য বিবেচিত হবে না।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) খায়বার যুদ্ধের পর গনিমত হিসাবে প্রাপ্ত তাঁর অত্যন্ত মূল্যবান একখন্ড জমি দান করে দেয়ার প্রাক্কালে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর পরামর্শ চাইলে মহানবী (স.) তাঁকে বললেন, "তুমি এমনভাবে এটি সাদাকাহ কর যে, তা বিক্রি করা যাবে না, দান করা যাবে না, উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করা হবে না; বরং এর উপযোগ ও উৎপাদন ব্যয় করা হবে।[৪] হযরত উমর (রা.) উক্ত শর্তাধীনে তাঁর সম্পত্তিটি দরিদ্র, আত্মীয়-স্বজন, দাস মুক্ত করা, মুসাফির, অতিথি সেবা ও অন্যান্য সৎ কাজের জন্য ওয়াক্ফ করেন। তিনি বলেন যে, মুতাওয়াল্লি (তত্ত্বাবধায়ক) এ থেকে তার প্রয়োজনীয় খোরপোশ নিতে পারবেন। এমনকি ন্যায়সঙ্গত ভাবে নিজের বন্ধু-বান্ধবদেরও খাওয়াতে পারবেন। তবে তিনি তা হতে সঞ্চয় করতে পারবেন না।[৫] বস্তুত হযরত উমর (রা.) এর ওয়াক্ফের মধ্যে যে সব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, এটিই হলো ওয়াক্ফের যথার্থ সংজ্ঞা। অর্থাৎ কোন সম্পদ মহান আল্লাহর নামে ওয়াক্ফ করা হলে তার আয় ফকির-মিসকিন, মুসাফির, ঋণগ্রস্ত, আত্মীয়-স্বজন এতিম বা জনকল্যাণে ব্যয় করতে হবে।

---

১. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১

২. প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নান, *নীরব অর্থনৈতিক বিপ্লব: বিকল্প চিন্তাধারা* (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০০৪), পৃ. ১১১

৩. প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

৪. (تصدق لايباع ولايوهب ولايورث ولكن تنفع ثمرته) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম, সূত্র: কামাল উদ্দিন মুহাম্মদ, *ফাতহুল কাদীর*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (পাকিস্তান: আল-মাক্তাবা আল রশিদিয়া, কোয়েটা, ১৯৮৫), পৃ. ২০৫

৫. হিফজুর রহমান (অনু: আব্দুল আউয়াল), *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা* (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৮), পৃ. ২৯৬

মূল সম্পদ বিক্রয় কিংবা দান করা যাবে না এবং যিনি ওয়াক্ফ করেছেন তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টনও করা যাবে না। ওয়াক্ফ দ্বারা ওয়াক্ফকারীর অধিকার নিঃশেষ হয়ে মালিকানাটি আল্লাহ্‌র নিকট চলে যায়। যিনি ওয়াক্ফ করেন তাঁকে ওয়াকিফ এবং যার উপর ওয়াক্ফ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তাঁকে মুতাওয়াল্লি বলা হয়। ইসলামী আইন প্রণেতাগণ ওয়াক্ফের সংজ্ঞায় যে বিষয়টি অত্যন্ত দৃঢ় ও স্পষ্ট করে বলেছেন তা হলো ওয়াক্ফকৃত সম্পদে উপকারভোগী কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কেবলমাত্র উপকার ভোগ করতে পারবে। কেননা মূল সম্পদের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ বৈধ নয়। এ জন্য তা ক্রয়-বিক্রয় করা যায় না রেহানও (বন্ধক) রাখা যায় না। হিবা * করা যায় না অথবা মিরাসের ** ভিত্তিতে বন্টনও করা যায় না।[১]

উল্লেখিত সংজ্ঞাসমূহের সার কথা হচ্ছে, সাধারণভাবে কোন মুসলিম কর্তৃক তার ধন-সম্পদের সমুদয় বা আংশিক মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করার পদ্ধতিকে ইসলামী বিধান মতে ওয়াক্ফ বলে। শরী'আতের পরিভাষায় কোন বস্তু আল্লাহ্‌র মালিকানায় রেখে তার উৎপাদন বা উপযোগকে গরিবদের মধ্যে কিংবা যে কোন কল্যাণকর খাতে স্থায়ীভাবে দান করাকে ওয়াক্ফ বলা হয়। ওয়াক্ফের পরিচিতি ও এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য (Characteristic of waqf) তুলে ধরতে গিয়ে Waqf Management in Islam-এ বলা হয়েছে,

i. "Perpetuity-In a waqf the property is settled permanently so that its retract is always available for an identifies period. There can not be waqf for a limited period.

---

* 'হিবা' অর্থ- দান, উপহার, ইসলামের বিধান মতে সম্পত্তি দান বা দানপত্র ইত্যাদি। হিবা বা দান হলো অবিলম্বে এবং কোন কিছুর বিনিময় ছাড়া সম্পত্তি হস্তান্তর। ১৯৮২ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১২২ ধারায় বলা হয়েছে, যে কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে এবং কোনরূপ প্রতিদান গ্রহণ না করে কোন স্থাবর কিংবা অস্থাবর সম্পত্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে হস্তান্তর করলে এবং সে ব্যক্তি অথবা তার পক্ষে অন্য কেউ তা গ্রহণ করলে সেটি হিবা বা দান বলে বিবেচিত হবে। (সূত্রঃ এস.এ. হাসান, ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ, ঢাকা: বাংলাদেশ ল' বুক কোম্পানী, ২০০৪, পৃ. ৫)

** 'মিরাস' অর্থ-ওয়ারেসি সম্পত্তি বা উত্তরাধিকার। এক ব্যক্তির নিকট হতে অন্য ব্যক্তির নিকট বা এক জাতি হতে অপর জাতির নিকট কোন কিছু স্থানান্তরিত হওয়া, তা সম্পদ হোক কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞান বা অন্য কিছু। শরী'আতের পরিভাষায় মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিকানা তার জীবিত ওয়ারিসদের নিকট স্থানান্তরিত হওয়াকে মিরাস বলা হয়। (সূত্রঃ আল মাওয়ারিস ফিশ শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৩১-৩২)

১. আবু যাহরা, *মুহাযারাত ফিল ওয়াক্ফ* (কায়রো: দারুল ফিকির আল আরবি, ১৯৭৬), পৃ. ৩৯

ii. Non transferability-When a waqf is created, the property vested in the implied ownership of god. The result is that its property becomes non transferable. Even according to Abu Hanifa, who holds that property does not vest in god, the founder has no right to transfer the waqf property.

iii. Irrevocability -Once it is created, the waqf can not be revoked. As the property is deemed to vest in god, the waqf can not revoke it subsequently.

iv. Absoluteness -The settlement of the property in waqf is unconditional and absolute. A conditional on contingent waqf is void.

v. Religions or charitable use of usufruct -The produce and benefits of the waqf property are utilized only for such purposes which are recognized as religions, pious or charitable under Muslim law. ”[১]

এক কথায় অন্যের উপকারের জন্য স্থায়ীভাবে উৎসর্গকৃত সম্পদকেই ওয়াক্‌ফ বলে। মূলত ওয়াক্‌ফ এমন একটি পুণ্যের কাজ যা দ্বারা মানুষ নিজের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে।

ওয়াক্‌ফ ও দান-সাদাকাহ্‌

লেনদেনের বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যের কারণে অনেকেই ওয়াক্‌ফ, সাদাকাহ্‌ এবং দানকে অভিন্ন মনে করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাদাকাহর বা দানের সাথে ওয়াক্‌ফের পার্থক্য রয়েছে। কেননা সাদাকাহ্‌র ক্ষেত্রে সম্পদের মূল অংশ ও লাভ উভয়ই হস্তান্তর হয়, কিন্তু ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রে মূল সম্পদ থেকে যায়। শুধু মুনাফা সুবিধাভোগীদের (Beneficiaries) অধিকারে চলে যায়। দানের ক্ষেত্রে কোন বিবেচনা (Consideration) ছাড়াই সম্পদের মালিকানা এক ব্যক্তির নিকট থেকে অন্য ব্যক্তির নিকট চলে যায়। কিন্তু ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রে মূল সম্পদ অবশিষ্ট থাকে এবং ওয়াকিফের উদ্দেশ্য অনুযায়ী তার মুনাফা ব্যয় করা হয়।

---

১. www.assignmentpoint.com/arts/social-science/waqf-management-islam.html, p. 2

এ প্রসঙ্গে ড. এম এ মান্নান বলেন,

"From the very nature of its transaction, waqf may be seen as a kind of Sadaqah. But what distinguishes it from Sadaqah is that in the case of Sadaqah, the substance is transferred and also the profits. In waqf, however, the substance is retained but the profits go to the beneficiaries of the waqf. Similarly, the difference between waqf and a gift is that, in the case of a gift, the substance is transferred from one person to another person without consideration but a waqf is for a consideration, that is, religious merit. Clearly, waqf revenue cannot be regarded as Zakat which is obligatory and its eight heads of expenditure are specified in the Holy Qur'ān. "[১]

ওয়াক্ফ এবং ট্রাস্ট

একইভাবে ওয়াক্ফ এবং ট্রাস্টের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। ওয়াক্ফের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ্র রাস্তায় দান। অন্যদিকে ট্রস্টি তার ইচ্ছা মাফিক যে কোন উদ্দেশ্যে ট্রাস্ট গঠন করতে পারেন। এছাড়া ওয়াক্ফ শাশ্বত ও চিরন্তন। কিন্তু ট্রাস্ট চিরন্তন হতে হবে বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যেই হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এ প্রসঙ্গে ড. এম এ মান্নান বলেন,

"That a waqf must also be distinguished from Trust. In a waqf, the property is vested in God, while in a Trust it is vested in the Trustee. Unlike a waqf, in a Trust, it is not necessary that a Trust must be perpetual, irrevocable or inalienable or made with a pious or religious motive. Waqf can, however, be created in favor of both affluent and indigent alike, or in favor of family or indigent exclusively, although pious and religious motives become the predominant concern of awqāf endowments. "[২]

---

১. M.A. Mannan, *Cash-waqf Certificate Global Opportunities for Developing the Social Capital Market in 21st-Century Voluntary-sector Banking,* Harvard University. 1999. pp. 243-256

২. M. A. Mannan, Ibid, pp. 243-256

ওয়াক্ফ-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

ওয়াক্ফ এর উদ্দেশ্য মানবকল্যাণ ও সমাজসেবা। এর লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে ইহলৌকিক শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তি লাভ করা। দান* এবং উইলের** মাধ্যমেও পারলৌকিক কল্যাণ ও ইহলৌকিক খ্যাতি বা জনপ্রিয়তা অর্জন করা যায়। কিন্তু সর্বাবস্থায় ওয়াক্ফের মর্যাদা সর্বোচ্চ। ওয়াক্ফের মাধ্যমে যদিও সুনাম, সুখ্যাতি বা জনপ্রিয়তা অর্জন করা যায় তথাপি কেউ যদি নিছক এসব অসৎ উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করেন তবে তা আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনকি ওয়াক্ফ করার পর তা অন্যের নিকট বলে বেড়ালেও তার এ দান নিষ্ফল হতে বাধ্য।[১] ওয়াক্ফ সর্বাবস্থায় চিরস্থায়ী ও কল্যাণকর উদ্দেশ্যে হতে হবে। অস্থায়ী কিংবা ক্ষণস্থায়ী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ওয়াক্ফ করা যায় না। এমনকি পঞ্চাশ বছরের জন্যও ওয়াক্ফ করা বৈধ নয়। মানুষের অমঙ্গল হয় বা হতে পারে এমন কোন ক্ষেত্রে বা উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করা যায় না।[২] ওয়াক্ফ মানুষের কল্যাণের জন্য হতে হবে, অপরাধ বৃদ্ধির জন্য নয়। এ কারণে মন্দির, গির্জা ইত্যাদি নির্মাণের জন্য ওয়াক্ফ করা বৈধ নয়। বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করা হলে তা সাধিত না হলে ওয়াক্ফ নষ্ট কিংবা অসিদ্ধ হয় না; বরং ওয়াকিফের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্যের কাছাকাছি যে কোন কাজে ওয়াক্ফ সম্পত্তির মুনাফা ব্যয় করা যায়।[৩] তবে ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় উদ্দেশ্যের অনিশ্চয়তার কারণে ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যেতে পারে।[৪] একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ওয়াক্ফ করা হলে এবং এর একটি বৈধ এবং অপরটি অবৈধ (ইসলামী শরী'আহ অনুযায়ী) বিবেচিত হলে সে ক্ষেত্রে সমস্ত সম্পত্তিই বৈধ উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে হবে। ইসলামী শরী'আহ অনুসারে স্বীকৃত যে কোন উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করা যেতে পারে।

---

* 'দান'- সমস্ত স্বত্বাধিকারসহ সম্পদ চিরদিনের জন্য দান গ্রহীতার বরাবরে হস্তান্তর করাকে দান বলা হয়। দানের ক্ষেত্রে যে কোন শর্ত অকার্যকর।

** 'উইল'- উইল বা অসিয়্যত এর শাব্দিক অর্থ আদেশ দান, ভার অর্পণ। পরিভাষায় কোন ব্যক্তি তার মৃত্যু পরবর্তীকালের জন্য কাউকে কোন কিছুর মালিকানা প্রদানার্থে যে নির্দেশ প্রদান করেন তাকেই উইল বা অসিয়্যত বলা হয়। এটা উইলকারীর জীবদ্দশায় বা তার মৃত্যুর পরে পালনের জন্যও হতে পারে। মোট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের বেশী অসিয়্যতের মাধ্যমে হস্তান্তর করা যায় না।

১. আল কুরআন, ২ : ২৬৪

২. যেমন- মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা, অশ্লীল নাচ, গান ও সিনেমা ইত্যাদি এরূপ ইসলামে অবৈধ ঘোষিত যে কোন কিছুর নির্মাণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য ওয়াক্ফ করা বৈধ নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন অমুসলিমও ওয়াক্ফ করতে পারেন, তবে তার পুণ্য লাভ করার বিষয়টি নির্ভর করবে তাওহীদে বিশ্বাস করা না করার উপর।

৩. গাজী শামসুর রহমান, *ওয়াক্ফ আইনের ভাষ্য* (ঢাকা: ল' বুক হাউজ, ১৯৯৭), পৃ. ৮৬

৪. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, বাংলাদেশে মুসলিম আইন (ঢাকা: অবণি প্রকাশনী, ১৯৯১), পৃ. ২৯৬৩. গাজী শামসুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য এমন কিছু হতে হবে যা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি নিশ্চিত করতে পারে। অধিকাংশ ইসলামী চিন্তাবিদগণের মতে ওয়াক্ফ সম্পত্তির মুনাফা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নওমুসলিম, মসজিদ, হাসপাতাল ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে ব্যয় হতে হবে। ওয়াক্ফ এর মূল উদ্দেশ্য হলো সামাজিক পুঁজি গঠন কিংবা সামাজিক খাতকে অর্থায়ন করা। এটি একটি নিরবচ্ছিন্ন ও চিরস্থায়ী সামাজিক দাতব্য কর্ম। ওয়াক্ফ এর অনন্য বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা (Advantage) হলো মূল সম্পদ চিরস্থায়ীভাবে অক্ষুন্ন রেখে সেখান থেকে অর্জিত আয় বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা। ওয়াক্ফের চূড়ান্ত লক্ষে গরিবের অধিকারের নিশ্চয়তা থাকতে হবে। বস্তুত ধর্মীয়, শিক্ষা সংক্রান্ত বা অন্য যে কোন জনহিতকর কাজের উদ্দেশ্যে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ওয়াক্ফ করা যায়। এ প্রসঙ্গে অর্থনীতিবীদ জনাব হাবীব আহমেদ বলেন,

"The objective of waqf may be for the society at large, including the provision of religious services, socio-economic relief to the needy segment, the poor, education, environmental, scientific, and other purposes. Many scholars term the ownership of awqaf assets/properties "as if it were owned by God." The founder (waqif) determines the objectives for which the property made into waqf can be used and the way its fruits, services and revenues can be distributed. The founder also determines the waqf management and process of succession of managers. The founder can impose any restrictions or qualifications he/she likes on his/her waqf, etc. Most awqaf are perpetual and very often this is emphasized in the waqf deeds. "[১]

স্যার ডি এফ মোল্লার মুসলিম আইন অনুসারে ইসলামের দৃষ্টিতে ওয়াক্ফের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ [২]

১. জ্ঞাতি-গোষ্ঠি, এতিম, বন্দী এবং দুঃখীদের আল্লাহ্র ওয়াস্তে দান করা এবং আত্মীয় ও পোষ্যদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা ;

২. মসজিদের সংরক্ষণ তথা ইমাম মুয়াজ্জিন দ্বারা নামাজ আদায় করার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা এবং ঈদগাহে অনুদান দেয়া ;

৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সংরক্ষণ এবং শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা শিক্ষার সুব্যবস্থা করা ;

---

১. Habib Ahmed, Paper written for the International Seminar on *"IntegratingAwqaf in the Islamic Financial Sector*" Singapore , March 6-7, 2007 , p 3

২. D. F. Molla, *Principles of Mohammadn Law,* 14th ed. Calcutta Eastern Law House, 1955, p. 164

৪. পয়:প্রণালী, সেতু ও সরাইখানার নির্মাণসহ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা
৫. হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালনের মাধ্যমে তাঁর জীবন থেকে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করা ;
৬. পবিত্র মহরম মাসে অধিক হারে দান-সাদাকাহ্ করা ;
৭. দাতব্য চিকিৎসালয়, এতিমখানা, ধর্মীয় এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানাদী যথাযথভাবে পরিচালনা ও সংরক্ষণ করা এবং বে-ওয়ারিশ মৃত ব্যক্তিদের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা;
৮. পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা ;
৯. ওয়াকিফ ও তার পরিবারের বাৎসরিক ফাতেহা সম্পন্ন করা ;*
১০. মক্কা শরীফে হাজীদের জন্য 'বোরাত' বা বিনা খরচে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা ;
১১. ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ;
১২. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা ।

Waqf Management in Islam-এ ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, "The purpose for which waqf may be created must be one recognized by the Mohammedan law as "religious, pious on charitable" The following are valid objects of a waqf:

1. Mosques and provision for imams to conduct worship therein.
2. College and provision for professors to teach in colleges.
3. Aqueducts bridges and caravanserais.
4. Distribution of alms to poor persons, and assistance to the poor to enable them to perform the pilgrimage to macca.
5. Celebrating the birth of Ali murtaza
6. Keeping tazias in month muharram and provision for camels and dulled for religions procession during Muaharram.
7. Repairs of imambarars.
8. The maintenance of a khankah
9. Burning lamps in a mosque
10. Maintenance of poor relations and dependents" [১]

* 'ফাতেহা' অর্থ মৃত ব্যক্তিবর্গের আত্মার মঙ্গলের উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় করা এবং তাসবিহ্ পাঠ ও গরিব-দু:খীকে দান। (সূত্র: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৭৬, জুন ২০০৩, পৃ. ৯৩)

১.www.assignmentpoint.com/arts/social-science/waqf-management-islam.html,p.4

এক কথায় ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজসেবা ও মানবতার কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে দারিদ্র দূর করে সমাজকে স্থিতিশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ রাখা এবং এর লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে ইহলৌকিক শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তি।

ওয়াক্ফ-এর বিষয়-বস্তু

যে কোন প্রকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্ফ করা যায়। জমিজমা, বাড়ি-ঘর, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাজ-সরঞ্জাম, বই-পত্র, অস্ত্র-শস্ত্র, জীব-জন্তু ইত্যাদি। এক কথায় যে সব জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় বৈধ এবং তা থেকে সর্বদা উপকার পাওয়া যায় সে সব সম্পদ ওয়াক্ফ করা বৈধ। সুতরাং কেবল স্থাবর সম্পত্তিই নয়; বরং অস্থাবর সম্পত্তি, যৌথ কোম্পানীর শেয়ার, সরকারি অঙ্গীকারপত্র, এমনকি নগদ অর্থও ওয়াক্ফ করা বৈধ।[১] এ প্রসঙ্গে Waqf Management in Islam-এ বলা হয়েছে,

> "The subject of waqf under waqf Act may be "any properties". A valid waqf may, there fore, be made only of immovable property, but also of movables, such as shares in joint stock companies government promissory notes and even money. "[২]

বর্তমানে ক্যাশ ওয়াক্ফ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইতোমধ্যে ক্যাশ ওয়াক্ফ ব্যবস্থা চালু করেছে। কোন অস্থাবর সম্পদ যদি কোন স্থাবর সম্পত্তির অধীন হয় সেটিরও ওয়াক্ফ বৈধ। যেমন জমির সাথে ষাড়, বলদ, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।[৩] জমি ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে জমিতে যাওয়ার পথ ও পানি সেচের ঘাট ওয়াক্ফের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।[৪] এছাড়া যদি কোন দেশে দিরহাম, দিনার, টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড়, ওজনযোগ্য বস্তু এবং পরিমাণযোগ্য বস্তু ইত্যাদি ওয়াক্ফ করার নিয়ম প্রচলিত থাকে তবে সে সব দেশে ঐ জাতীয় বস্তু ওয়াক্ফ করা বৈধ। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে ওয়াক্ফকৃত মূলবস্তু অবশিষ্ট রেখে এর থেকে উপকার নেয়া যাবে।[৫]

---

১. *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী*, ২য় খণ্ড (পাকিস্তান: মাক্তাবায়ে মাজিদিয়া, কোয়েটা, তা. বি.), পৃ. ৩৫৫

২. www.assignmentpoint.com/arts/social-science/waqf-management-islam.html, p. 3

৩. *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫

৪. *শামী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৫৫

৫. প্রাগুক্ত, ৫৫৫

Waqf Management in Islam-এ বলা হয়েছে,

"The property dedicated by way of waqf must belong to the waqif (dedicator) at the time of dedication. A periods who is in fact the owner of the property but is under the benefit that he is only a mutawalli there of is competent to make a valid waqf of the prosperity to make a valued waqf of the property. What is to be seen in such cases is whether or not that person had a power of disposition over the property. "[১]

ওয়াক্‌ফ-এর শ্রেণি বিভাগ

ওয়াক্‌ফ তিন প্রকার।

১. ওয়াক্‌ফ-ই-লিল্লাহ্, যে সম্পত্তির আয় সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় কাজে ব্যয় হয়। মসজিদ, মাদ্‌রাসা, মক্তব, ঈদগাহ, কবরস্থান ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

২. ওয়াক্‌ফ-ই-খায়রী, যার আয় সম্পূর্ণরূপে জনকল্যাণে ব্যয় হয়।

৩. ওয়াক্‌ফ-ই-আহলী, যার আয় ওয়াক্‌ফকারীর বংশধরদের মধ্যে সমুদয় বা আংশিক ব্যয় হয়।

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবীদ ড. মনজের কাহ্‌ফ বলেন, মহানবী (স.)-এর সময়ে ওয়াক্‌ফের কোন শ্রেণি বিভাগ না থাকলেও পরবর্তীতে ইসলামী পণ্ডিতগণ ওয়াক্‌ফকে তিন শ্রেনিতে ভাগ করেন। তিনি বলেন,

"Through there was no division or categorization of awqaf in the Prophetic period. But subsequently it was categorized into three types by the scholars of Islam: the religious waqf (Waqf li-Allah*)*, the philanthropic waqf (al-Waqf al-Khayrī), and the family waqf (Waqf li al-awlad). " [২]

1.Religious awqaf or Waqf li-Allah establish mosques and provide revenues for the maintenance and operation of mosques.

---

১. www.assignmentpoint.com/arts/social-science/waqf-management-islam.html, p. 3

২. Monzer Kahf, *'Waqf and its sociopolitical aspects' (1992*) [published by Islamic Research and Training Institute (IRTI) of the Islamic Development Bank (IDB), Jeddah, Saudi Arabia] at 20 June 2005, http://monzer.kahf.com

2. Philanthropic awqaf or al-Waqf al-Khayrī are broader in their scope than merely religious awqaf: they are established for the benefit of the poor, as well as for wide-ranging public interests such as basic social services, education, health care, libraries, roads and bridges, and parks - and even for the care of animals.

3. Quite supposedly, the third type of waqf or waqf alal awlād came into existence when some startedto create awqaf not only for the benefit of the needy, but also included a condition that their own children and descendants should have priority to the waqf revenues, with only the surplus going to benefit the poor. [১]

যে সমস্ত ওয়াক্‌ফ এস্টেটের বার্ষিক আয়ের পঞ্চাশ ভাগের বেশী জনসাধারণের কল্যাণার্থে, ধর্মীয় ও দাতব্য খাতে ব্যয়িত হয়, সে সমস্ত ওয়াক্‌ফ এস্টেট লিল্লাহ্ ওয়াক্‌ফ হিসেবে গণ্য হয়। আর যে সমস্ত এস্টেটের আয় ধর্মীয় উদ্দেশ্যসহ ওয়াকিফের পরিবার ও বংশধরদের কল্যাণের জন্য ব্যয়িত হয়, সে সমস্ত এস্টেটকে ওয়াক্‌ফ আলাল আওলাদ হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের এক নিবন্ধে এরূপ মতামতই ব্যক্ত করা হয়েছে,

"The income is divided in various proportions for the purpose mentioned in the waqf documents such as charity, redemption of obligation, benefit of descendants of the waqifs. Where more than 50% of the net available income of a waqf property is exclusively applied for religious and charitable purposes, such a waqf is deemed to be a Public Waqf. Similarly, Endowments where more than 50% of the net available income is meant for waqif's descendants, such a waqf is treated to be a Waqf-al-Awlad. " [২]

---

১. Andrew White, The Role of the Islamic Waqf in Strengthening South Asian Civil Society: Pakistan as Case Study, *International Journal of Civil Society Law*, Volume IV, Issue 2, April 2006, p.17

২. Office of the Bangladesh Waqf Administrator, 4, New Eskaton Road Dhaka – 1000, Citizen Charter : www. waqf.gov.bd

কারো কারো মতে ওয়াক্ফ প্রধানত দু'প্রকার। [১]
১.ওয়াক্ফ লিল্লাহ্, ২.ওয়াক্ফ আলাল আওলাদ

১. ওয়াক্ফ লিল্লাহ্ বা জনকল্যাণমূলক ওয়াক্ফ আবার দু'প্রকার।

ক) ধনী, দরিদ্র, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের জন্য উন্মুক্ত ওয়াক্ফ। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ, কবরস্তান, মুসাফিরখানা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, সেতু তৈরি, জনসাধারণের পানির অভাব মোচনের জন্য কূপ, খাল, পুকুর ইত্যাদি খননসহ যে কোন কল্যাণকর খাতে ওয়াক্ফ করা। এরূপ ওয়াক্ফ থেকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ কল্যাণ লাভ করতে পারে।

খ) কেবল দরিদ্রের জন্য ওয়াক্ফ। অর্থাৎ এটি সমাজের শুধুমাত্র দরিদ্র, অসহায় ও নিঃস্ব মানুষের মৌলিক চাহিদা অন্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের মত অতি প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের জন্য ওয়াক্ফ।

২. ওয়াক্ফ আলাল আওলাদ বা পারিবারিক ওয়াক্ফ। অর্থাৎ ওয়াক্ফকারী ব্যক্তির পরিবার ও বংশধরদের মধ্যে সমুদয় সম্পত্তি বা অংশ বিশেষ দান করা। সাধারণত এ ধরণের ওয়াক্ফের সাথে কল্যাণকর কাজে ব্যয়ের কথাও থাকে।

Waqf Management in Islam-এ ওয়াক্ফের শ্রেণি বিভাগ সম্পর্কে বলা হয়েছে, [২]

"Broadly, waqfs are of two kinds: public and private. But the most accepted is its three fold classification i. public ii. queasy public and private.

i. Public waqfs

Those which are dedicated to the public at large having no restriction of any kind regarding its use: for example, constructing wells, roads, etc.

ii. Quays public waqfs

---

১. মো: নিজাম উদ্দিন, *বাংলাদেশে ওয়াক্ফ : সমস্যা ও সম্ভাবনা* (ঢাকা: বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ১৯৯৪, সিনিয়র ষ্টাফ প্রশিক্ষণ কোর্সে উপস্থাপিত সেমিনার পেপার), পৃ. ৮

২. www.assignmentpoint.com/arts/social-science/waqf-management-islam.html, p. 1

Those which are partly public and partly to private for the benefit of a particular individual or class of individuals which may be the settlors family.

iii. Private waqfs

Those which are for the benefit of private individuals including the settlers family or relation. Such a waqf is termed as waqf alat aulad. ”

বাংলা পিডিয়ায় উল্লেখ আছে, ওয়াক্ফ তিন প্রকার।[১]

১. ওয়াক্ফ ফি লিল্লাহ্ অর্থাৎ সর্বসাধারণের জন্য ওয়াক্ফ,
২. ওয়াক্ফ আলাল আওলাদ অর্থাৎ ব্যক্তিগত ওয়াক্ফ এবং
৩. মিশ্র ওয়াক্ফ।

কেবল ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে সৃষ্ট ওয়াক্ফকে ওয়াক্ফ ফি লিল্লাহ্ বলা হয়। উৎসর্গকারীর নিজের জন্য, কিংবা পরিবার বা বংশধরদের উপকারের জন্য যখন উৎসর্গ করা হয় তখন তাকে ওয়াক্ফ আলাল আওলাদ বলা হয়। মিশ্র ওয়াক্ফে ধর্মীয় ও দাতব্য প্রকৃতির সর্বজনীন উদ্দেশ্য এবং উৎসর্গকারীর, তার পরিবার ও বংশধরদের ভরণ-পোষণ উভয় উদ্দেশ্যই রয়েছে।

কেউ কেউ ওয়াক্ফকে নিম্নোক্ত তিন ভাগে ভাগ করেছেন: [২]

১. গণওয়াক্ফ
২. আধা গণওয়াক্ফ, ও
৩. ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ওয়াক্ফ।

ওয়াক্ফ-এর গুরুত্ব

ইসলামী জীবন-বিধানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ইসলামী অর্থনীতি। এর অন্যতম লক্ষ্য দারিদ্র বিমোচন ও মানব জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে মানুষের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে সম্পদ অর্জন, ভোগ ও বণ্টনের মৌলিক নীতিমালা উপস্থাপন করেছে। ইসলাম চায়, সম্পদ কোথাও পুঞ্জীভূত না হয়ে ন্যায়সঙ্গত ও সুষম পন্থায় বন্টিত ও আবর্তিত হোক। কেননা ধন-সম্পদের অসম বন্টনই সমাজে শাসন ও শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি করে।

---

১. *বাংলা পিডিয়া*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

২. গওছুল আলম, *মুসলিম আইন* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৯), পৃ. ২১০

ফলে সমাজে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য ও ভারসাম্যহীনতা তথা সামগ্রিক অবক্ষয়। অপরদিকে ইসলাম নির্দেশিত পথে সম্পদ বন্টিত হলে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীভূত হয়ে দারিদ্রমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক ও উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। এ জন্য ইসলাম মানুষকে অবৈধ পথ পরিহার করে বৈধ পন্থায় ধন-সম্পদ অর্জনের নির্দেশ দিয়েছে, উৎসাহ জুগিয়েছে। ইবাদতের পর সম্পদ অন্বেষণের জন্য পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছে।[১] কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে কৃপণতা যেমন মারাত্মক মানসিক রোগ, তেমনি অকর্মণ্যতা বা দারিদ্রও সর্বোতভাবে পরিত্যাজ্য।

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় যাকাত ছাড়াও দান সাদাকাহর ব্যাপারে বার বার তাগিদ দেয়া হয়েছে। যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরও কোন সমাজের অভাব-অনটন ও দারিদ্র দূর করা সম্ভব না হলে সে সমাজের বিত্তবানদের জন্য ঐচ্ছিক দান-সাদাকাহও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করছে মানুষের মৌলিক ও মানবিক চাহিদা পূরণের প্রতি। কেননা মৌলিক চাহিদা বৈধ উপায়ে পূরণ করতে ব্যর্থ হলে মানুষ অবৈধ পন্থায় তা পূরণের প্রচেষ্টা চালায়। এখান থেকেই চুরি, ডাকাতি, সুদ, ঘুষ, সন্ত্রাস, চোরাকারবারী, ছিনতাই, রাহাজানী, মজুতদারী, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, যৌতুকসহ নানাবিধ সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ জন্য সমাজ বিজ্ঞানীরা মৌলিক চাহিদার অপূর্ণতাকেই সামাজিক সমস্যার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মানুষের মৌলিক ও মানবিক চাহিদা অপূর্ণ রেখে যত আইনই করা হোক না কেন এবং যত নীতিবাক্যই বলা হোক, সমাজ থেকে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অপরাধ প্রবণতা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, যৌতুকপ্রথা, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি অপসারণ করা যাবে না। তাই সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য বিত্তবানদের প্রতি কুরআনের নির্দেশনা হচ্ছে, "লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে তারা কি ব্যয় করবে, আপনি বলে দিন প্রয়োজনাতিরিক্ত সবকিছুই।"[২] মানুষকে দানশীলতার প্রতি এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে বলা হয়েছে, "তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় না করা পর্যন্ত পরম সাফল্য (জান্নাত) লাভ করতে পারবে না।"[৩] দানের ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের এ সব আহবান মানুষের মন ও মননে প্রচন্ডভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ফলে মানুষ ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি চিন্তা করে দানশীল হয় এবং নিজের সঞ্চিত ধন-সম্পদ দুস্থ মানবতার সেবায় ব্যয় করে। আর আল্লাহ্র রাস্তায় ঐচ্ছিকভাবে দান-সাদাকাহ করার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে ওয়াক্ফ ব্যবস্থা। কুরআনে 'সাদাকাহ' শব্দটি যাকাতের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।[৪]

১. আল কুরআন, ৬২: ১০
২. আল কুরআন, ২: ২১৯
৩. আল কুরআন, ৩: ৯২
৪. আল কুরআন, ৯ : ৬০

তবে যাকাতের চেয়ে সাদাকাহর পরিধি আরো ব্যাপক। সাদাকাহ্ দু'ভাগে বিভক্ত। আবশ্যিক (Obligatory) সাদাকাহ্ ও স্বতঃস্ফূর্ত (Spontaneous) সাদাকাহ্। যাকাত আবশ্যিক সাদাকাহর বলয়ে পড়ে। আর ওয়াক্‌ফ স্বতঃস্ফূর্ত সাদাকাহ্সমূহের অন্যতম। এটি পুণ্য অর্জন, দারিদ্র বিমোচন ও সমাজ সেবার একটি শ্রেষ্ঠ উপায়। ঐচ্ছিক দান-সাদাকাহসমূহের মধ্যে সাদাকায়ে-জারিয়াহ বা স্থায়ী সাদাকার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। আবার সাদাকায়ে জারিয়ার মধ্যে ওয়াক্‌ফ সর্বোৎকৃষ্ট এবং এর মর্যাদা সর্বাধিক। কুরআনে সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও হাদিসে এর বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবীদ ড. মনজের কাহ্‌ফ বলেছেন,

"The Qur'an does not contain any specific reference to waqf and its legal parameters have been developed by jurists across centuries. It is inspired from repeated emphasis upon charity in the Qur'an. As a special of dispensing charity, Awqaf is certainly included under the general terms of Sadaqah and Infaq. Sadaqah is mentioned in the Qur'an some 19 times and Infaq some 64 times. But the Sunnah of the Prophet (saas) does have some explicit or implicit references in the forms of his sayings and actions to the awqaf system. " [১]

ওয়াক্‌ফ বিষয়ক হাদিসসমূহের মধ্যে ফকীহ্গণ হযরত উমরের (রা.) খায়বারের জমি দান করা সংক্রান্ত হাদিসটির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। হযরত উমর ফারুক (রা.) তাঁর এক খণ্ড জমি আল্লাহর রাস্তায় দান করার ব্যাপারে নবী কারিম (স.) এর পরামর্শ চাইলে তিনি তাঁকে জমিটি ওয়াক্‌ফ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "তুমি তা এমনভাবে সাদাকাহ কর যে, তা বিক্রি করা যাবে না, দান করা যাবে না, উত্তরাধিকার হিসেবে বন্টন করা যাবে না; বরং এর উপযোগ বা মুনাফা ব্যয় করা হবে।" [২] এ প্রসঙ্গে ড. মনজের কাহ্‌ফ বলেন,

"The most important and illustrious role played for the construction of the idea, policy, and principles of waqf is the incident to Umar (r) who got a land in Khaybar and then went to the Prophet (saas), and said: Messenger of Allah! I got a land in Khaibar. I never got a property more

১. Monzer Kahf, *Al-Waqf al-Islami, Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuh,* (Islamic Endowments, Its growth, Management, and Development), pp. 62-63
২. কামাল উদ্দিন মুহাম্মদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

Precious to me than this. What do you advise me? He said: “If you want, you can make habs on (bequeath) it, and give it as sadaqah (charity); provided that it should not be sold, bought, given as gift or inherited.” Ibn Umar, the narrator of the incident, said, “then Omar gave it as charity for the poor, relatives, slaves, wayfarers, and guests. There is no harm for the person responsible for it to feed himself or a friend from it but for free, without profiteering. ” [১]

সুতরাং এটি সুস্পষ্ট যে, ঐচ্ছিক দানের মধ্যে ওয়াক্ফ সর্বোত্তম। কোন সমাজে যাকাত প্রদানের পরও দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব না হলে ইসলাম সে ক্ষেত্রে সমাজের বিত্তবানদেরকে ঐচ্ছিক দানের হাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসতে নির্দেশনা প্রদান করেছে। এর বিনিময়ে তাদেরকে বহুগুণ বেশী প্রতিদান দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে পবিত্র কুরআনে।[২] ফলে মুসলমানরা মানবকল্যাণের স্বার্থে ওয়াক্ফের ন্যায় মানবিক আচরণে ব্যাপকভাবে এগিয়ে এসেছেন। কেননা ওয়াক্ফ এমন একটি স্থায়ী পুণ্যের কাজ যা দ্বারা নিজের প্রিয় সঞ্চয়কে নিজের পছন্দনীয় কাজে ও আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণে ব্যয় করা সম্ভব হয় এবং সেবার এ ধারায় মানবজীবনের পরম লক্ষ্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। দাতার মৃত্যুর পরও তার এ দান মানবতার কল্যাণে অব্যাহত থাকে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, “মানুষ মারা যাওয়ার পর তার তিনটি আমল ব্যতীত সকল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ঐ তিনটি আমল হলো- ১. সাদাকায়ে জারিয়া, ২. ঐ জ্ঞান, যে জ্ঞান দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং ৩. সৎ সন্তান, যে সন্তান তার জন্য সর্বদা দু‘আ করে।”[৩] অন্য এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, “মু‘মিনের মৃত্যুর পর যে সব আমল ও ভাল কাজের ফলাফল সে পেতে থাকে তা হলো, তার বিতরণ করা জ্ঞান, রেখে যাওয়া সৎ সন্তান, কুরআনের পান্ডুলিপি, তার তৈরী করা মসজিদ বা মুসাফিরখানা, খনন করা কূপ অথবা এই জাতীয় স্থায়ী সাদাকাহ যা সে সুস্থাবস্থায় করেছিল, মৃত্যুর পর তা তার সাথী হবে।”[৪]

---

১. Muhammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Jāmi'*, Kitāb al-Shurūt, Hadith no. 2737, Muslim Ibn al-Hajjaj, *Jāmi'*, Kitāb al-Wasāyā, Hadith no. 2764, Besides, the Hadith is mentioned in other Hadith Books, all on the authority of Ibn Umra, the son of Umar (r). Kahf, *Role of Zakat and Awqaf..., Referring to* "Al Kettani, ‘Abd al Hayy, al Taratib al Idariyyah, V 1, pp 401-401"

২. আল কুরআন, ২: ২৬১-২৬৬, ২৭১, ৩: ৯২,

৩. আবু ঈসা আত-তিরমিযী, জামে তিরমিযী, ১ম খণ্ড, দেওবন্দ, ভারত, তা. বি. পৃ. ১৬৫

৪. সম্পাদক মন্ডলী, ইসলামিক স্টাডিজ-৫: *ইসলামিক অর্থ ব্যবস্থা*, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ.১২৬

ওয়াক্‌ফের স্থায়ী প্রভাব ও উপকারীতার কারণে অন্য সব সাদাকার চেয়ে এর পুরস্কারও অনেকগুণ বেশী পাওয়া যায়। ইসলামের দৃষ্টিতে সমগ্র মানবজাতি একই উৎস থেকে উৎসারিত [১] এবং সমাজ কাঠামোতে সকলের অবস্থান সমান।[২] এখানে যে শক্তিশালী সে অপেক্ষাকৃত দুর্বলকে সাহায্য করবে। যেমন ঐচ্ছিক দানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে কুরআনে বলা হয়েছে, "যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্যবীজ যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে রয়েছে একশত শস্যকণা। আল্লাহপাক যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ্‌ প্রাচুর্যময়।"[৩] ওয়াক্‌ফ এমনই এক ব্যবস্থা যা দ্বারা দুর্বলকে সাহায্য করার মাধ্যমে সমাজ সেবা ও মানবকল্যাণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ইসলাম এমনভাবে দানশীলতা ও পরোপকারের প্রতি অনুপ্রেরণা দেয়, যাতে মানুষের মনে কৃপণতা, সংকীর্ণতা ও দারিদ্রভীতি ইত্যাদি শয়তানী প্ররোচনা ঢুকতেই না পারে। কুরআনে বলা হয়েছে, "শয়তান তোমাদেরকে অভাব অনটনের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজ করতে প্ররোচনা দেয়, অন্যদিকে আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ক্ষমা ও দয়ার ঘোষণা দেন। আল্লাহ্‌ অত্যন্ত ব্যাপক ও সর্বজ্ঞ।"[৪] অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমরা পরস্পর কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা কর।"[৫] এভাবে ইসলাম বিত্তবানদের উন্নত মানসিকতা ও সুন্দর চরিত্র গঠনের অনুপ্রেরণা যোগায়। মালিক-শ্রমিক, শাসক-শাসিত, ধনী-গরিব সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার (তাআ'উন) এক ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ, ভ্রাতৃত্ববোধ ও আন্তরিকতার পথ প্রশস্ত করে দেয়। ফলে শুধু ব্যক্তি নয়; গোটা সমাজ উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্বাবলম্বিতা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

মূলত ওয়াক্‌ফ ইসলামের এমনই এক চমৎকার ও সুন্দর ব্যবস্থা যা একদিকে সমাজ থেকে নানা অন্যায় অপরাধ দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা রাখে অপরদিকে সমাজে পারস্পরিক ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতার পরিবেশ এবং মানবিক চেতনা সৃষ্টিতে ব্যাপক অবদান রেখে থাকে। সর্বোপরি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্য বজায় রেখে উন্নত সমাজ গঠনে সহায়তা করে থাকে। এ কারণে ইসলামের শুরু থেকে অদ্যাবধি মুসলিম উম্মাহ্‌ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের এ সুন্দরতম ব্যবস্থা অনুসরণ করে আসছে। মহানবী (স.) ও তাঁর সাহাবীগণ কার্যকর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে একে সুদৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম উম্মাহর সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়নে ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান আগাগোড়াই পালন করে আসছে অসামন্য অবদান এবং তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা।

---

১. আল কুরআন, ৪৯ : ১৩
২. আল কুরআন, ২ : ২৬১
৩. আল কুরআন, ৪ : ৩৬, ৫১ : ১৯
৪. আল কুরআন, ২ : ২
৫. আল কুরআন, ২ : ১৪৮

অতীতে ওয়াক্ফের কল্যাণে মুসলিম পণ্ডিতদের অনেকের জীবিকা নির্বাহের পথ নিশ্চিত হওয়ায় তাঁরা গভীর গবেষণা এবং জ্ঞানচর্চার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে সহায়তা পাওয়ার ফলে তাঁদেরকে সরকার ও ক্ষমতাসীন শ্রেণির মুখাপেক্ষী হতে হয়নি। তাঁরা স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহের সক্ষমতা অর্জন করার ফলে একাগ্রচিত্তে জ্ঞান গবেষণায় মনোনিবেশ করে ছিলেন। এতে দেশ, জাতি ও সকল মানুষের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে এক সময় বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষের অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা হতো ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় হতেই। বাংলাদেশেও এর ভুরি ভুরি নজির রয়েছে। হাজী মুহাম্মদ মহসিন ওয়াক্ফ এস্টেট ও নবাব ফয়জুন্নেসা ওয়াক্ফ এস্টেটসহ অসংখ্য ওয়াক্ফ এস্টেট এর প্রমাণ। ওয়াক্ফ শুমারী ১৯৮৬ অনুসারে বাংলাদেশ সরকারের রেজিষ্ট্রিকৃত ওয়াক্ফ এস্টেটের সংখ্যা ৯৭,০৪৬ টি, মৌখিকভাবে ও দলিলপত্রে স্বীকৃত ৪৫,৬০৭ টি এবং ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় চলে আসছে ৭,৯৪০ টি। এই দেঢ় লক্ষাধিক এস্টেটের আওতায় ফলের বাগান, পুকুর ও আবাদী জমি মিলিয়ে রয়েছে প্রায় ১.২০ লক্ষ একর জমি। সরকারি হিসাব মতেই যার বার্ষিক আয় ৯০.৬৫ কোটি টাকা।[১] এ আয়ের সিংহ ভাগই চলে যায় প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহ এবং মসজিদ, মাদ্‌রাসা ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ভাতা প্রদানে।

বিদ্যমান বিপুল ওয়াক্ফ সম্পত্তির উন্নয়নে সরকারি বা বেসরকারি তেমন কোন উদ্যোগ নেই। সঠিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে জবরদখল ও হাত-বেহাতের মাধ্যমে অনেক ওয়াক্ফ এস্টেটের অস্তিত্ব দিন দিন বিলীন হয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি এর সাথে যোগ হয়েছে সীমাহীন দুর্নীতি। ফলে এ খাতের আয় থেকে সমাজকল্যাণমূলক কাজে অর্থ জোগান দেয়া তো দূরের কথা, ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের ব্যয় নির্বাহ করাই দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। অথচ কার্যকর পদক্ষেপ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ খাত হতে বহুগুণ আয় বৃদ্ধি করে মানবসম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচন করা কোন দূরহ ব্যাপার নয়। এর সাথে যোগ হয়েছে নব উদ্ভাবিত ক্যাশ ওয়াক্ফ কার্যক্রম। এ খাতের বর্ধিত আয় দ্বারা দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অপুষ্টি ও অভাব অনটন অনেকটাই দূর করা সম্ভব। এক কথায় বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ ওয়াক্ফ সম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে।

১. শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি ঃ নির্বাচিত প্রবন্ধ* (রাজশাহী: স্কয়ার পাবলিকেশন্স, ১৯৯৩), পৃ. ১৮৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামে ওয়াক্‌ফ নীতিমালা

ওয়াক্‌ফ-এর শর্তাবলী

ওয়াক্‌ফ বিশুদ্ধ ও আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হওয়ার জন্য ইসলাম কিছু মৌলিক নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এসব নীতিমালা সঠিকভাবে অনুসৃত না হলে ওয়াক্‌ফ যেমন শুদ্ধ হয় না তেমনি এর দ্বারা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যও অর্জিত হয় না। তাই ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক ওয়াক্‌ফ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রথমত কতগুলো শর্ত রয়েছে। এসব শর্তসমূহের কতিপয় ওয়াক্‌ফকারীর সাথে সম্পর্কিত, কতগুলো ওয়াক্‌ফ কর্মের সাথে এবং কিছু শর্ত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত। নিম্নে এসব শর্তাবলী এবং ওয়াক্‌ফ বিশুদ্ধ হওয়ার শরী'আহ্ সম্মত নীতিমালা পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা হলো।

ক. ওয়াক্‌ফকারীর সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলী

১. ওয়াক্‌ফকারীকে সুস্থ ও বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে।

২. অপ্রাপ্ত বয়স্ক, পাগল ও শিশুর ওয়াক্‌ফ সহীহ্ নয়।

৩. স্বাধীন হওয়া, ক্রীতদাসের ওয়াক্‌ফ বৈধ নয়।

৪. ওয়াক্‌ফের জন্য প্রস্তাবিত সম্পত্তির নিরঙ্কুশ স্বত্ব ও তা হস্তান্তরে পূর্ণ অধিকার থাকতে হবে।

৫. ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি হতে ওয়াকিফ নিজেকে নিঃস্বত্ববান করবেন যার মালিকানা আল্লাহ্‌র উপর অর্পিত হবে।

অবশ্য ওয়াক্‌ফ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ওয়াক্‌ফকারী মুসলিম হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং কোন জিম্মি বা অমুসলিম বিধি মোতাবেক ওয়াক্‌ফ করলে তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে।[১]

খ. ওয়াক্‌ফ কর্মের সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলী

১. ওয়াক্‌ফ হতে হবে পুণ্যকর্মের জন্য যা ইসলামের দৃষ্টিতে সৎকাজ।[২] অথবা দাতব্য চেতনা

---

১. সম্পাদনা পরিষদ, ফাতাওয়া ও মাসাইল, ৬ষ্ঠ খণ্ড (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০), পৃ. ২৫০

২. যেমন- মসজিদ, মাদ্‌রাসা, রাস্তা-ঘাট, সরাইখানা এবং গরিব অসহায়দের সাহায্যে ওয়াক্‌ফ করা ইত্যাদি। অর্থাৎ শরী'আতের দৃষ্টিতে যা কিছু অন্যায় ও অপরাধ তা ব্যতীত সব কিছুর জন্য ওয়াক্‌ফ করা বৈধ। সুতরাং গির্জা, মন্দির বা প্রেক্ষাগৃহ ইত্যাদি তৈরী করার জন্য ওয়াক্‌ফ করা বৈধ নয়।

থাকতে হবে। দানকৃত সম্পত্তির একটি আয় ও মুনাফা বা সুবিধা (Benefit) থাকতে হবে।

২. ওয়াক্‌ফকে কোন শর্তের উপর নির্ভরশীল করে রাখা যাবে না। যেমন আমার ভাই রহিম যদি আসে তবে আমার এ সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ।

৩. ওয়াক্‌ফ করার সময় ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বিক্রি করে এর অর্থ নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করার শর্তারোপ করা যাবে না। যেমন কেউ বলল, আমি সম্পদ এ শর্তে ওয়াক্‌ফ করছি যে, যখন ইচ্ছা আমি এটি বিক্রি করে এর অর্থ নিজের প্রয়োজনে খরচ করতে কিংবা দান সাদাকাহ্ করতে পারব। এরূপ শর্তারোপ করা হলে ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হবে না। তবে মসজিদের ক্ষেত্রে এ মাসআলা ভিন্ন। অর্থাৎ মসজিদের জন্য এরূপ শর্তারোপ করে ওয়াক্‌ফ করলে তা সহীহ হবে এবং শর্তটি বাতিল বলে গণ্য হবে।[১]

৪. ওয়াক্‌ফ চিরস্থায়ী হতে হবে। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য ওয়াক্‌ফ বৈধ নয়। অবশ্য সাধারণভাবে স্থায়ীত্বের বিষয়টি মুখে উচ্চারণ করা জরুরী নয়।[২]

৫. ওয়াক্‌ফ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়, একে স্থগিত বা মুলতবি করা যায় না। ওয়াক্‌ফ সহীহ হওয়ার জন্য এটাও শর্ত যে, ওয়াক্‌ফ করার সময় ভেবে দেখার জন্য সময় হাতে রাখা যাবে না। যেমন কেউ বলল, আমি সম্পদ এ শর্তে ওয়াক্‌ফ করলাম যে, তিন দিন ভেবে দেখব এবং ইচ্ছা হলে এ সময়ের মধ্যে প্রত্যাহার করে নেব। এরূপ শর্ত আরোপ করলে ওয়াক্‌ফ সহীহ হবে না। তবে মসজিদের জন্য এরূপ ওয়াক্‌ফ করলে তা সহীহ হবে। কেননা তখন বিবেচনার শর্ত বাতিল হয়ে যাবে।

৬. নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা বংশের জন্য ওয়াক্‌ফ করা বৈধ নয়। কেননা এক সময় তাদের শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ ওয়াক্‌ফ স্থায়ীভাবে হওয়া শর্ত। সুতরাং ওয়াক্‌ফ হতে হবে এমন খাতে যা স্থায়ী হয়। যেমন সাধারণভাবে দরিদ্রের জন্য, মসজিদের জন্য ইত্যাদি।

৭. ওয়াক্‌ফ দলিলের বিধান সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হতে হবে।

৮. মৌখিক কিংবা লিখিতভাবে ওয়াক্‌ফ করা যাবে।

---

১. *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬

গ. ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলী

১. ওয়াক্ফ করার সময় ওয়াকিফকে ওয়াক্ফ সম্পদের মালিক হতে হবে। কোন প্রকার জবর দখলকৃত সম্পদের ওয়াক্ফ বৈধ নয়। এমনকি পরবর্তীতে তা কিনে মূল্য পরিশোধ করলেও পূর্বের ওয়াক্ফ সহীহ হবে না।[১] তবে অন্যের মালিকানাধীন বস্তু তার অনুমতি ছাড়া যদি কেউ ওয়াক্ফ করে এবং পরবর্তীতে প্রকৃত মালিক তা অনুমোদন করে তবে সে ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে।[২]

২. ওয়াক্ফকৃত সম্পদের পরিমাণ ও অবস্থান সুনির্দিষ্ট হতে হবে। যদি কেউ বলে, আমি আমার সম্পদ থেকে ওয়াক্ফ করলাম; কিন্তু কোন সম্পদ কতটুকু সম্পদ তা উল্লেখ না করে তবে এরূপ ওয়াক্ফ বৈধ হবে না।[৩] কিন্তু যদি সম্পদটি সুনির্দিষ্ট হয় যা সকলেই চিনে ও জানে এরূপ ক্ষেত্রে পরিমাণ ও সীমারেখা উল্লেখ না করলেও ওয়াক্ফ সহীহ হবে।[৪]

৩. ওয়াক্ফ সম্পদ স্থায়ী ও স্থাবর হতে হবে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে অস্থাবর সম্পদ ওয়াক্ফ করা বৈধ। যেমন হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদসহ (রা.) আরো বহু সাহাবী যুদ্ধ সামগ্রী ঘোড়া, অস্ত্র ইত্যাদি ওয়াক্ফ করেছিলেন এবং রাসূল (স.) তা অনুমোদন করেছিলেন।[৫]

৪. ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তরযোগ্য নয়।

৫. ওয়াক্ফ প্রত্যাহার করা যাবে না বা বাতিল যোগ্য হবে না।

৬. ওয়াক্ফ সম্পত্তি কখনও বাজেয়াপ্ত করা যায় না।

তবে একটি সহীহ বা গ্রহণযোগ্য ওয়াক্ফের জন্য Waqf Management in Islam- এ নিম্নোক্ত শর্তাবলী উল্লেখ রয়েছে,

"The essentials of a valid waqf may be briefly summarized as follows: [৬]

1. There must be clear intention on the part of waqif to create the waqf.
2. Waqif must declare his intention either orally or is writing.

---

১. কামাল উদ্দিন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০১

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

৩. ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫

৪. কামাল উদ্দিন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

৫. *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭

৬. www.assignmentpoint.com/arts/social-science/waqf-management-islam.html,p.2

3. Waqif must be the owner of the property to be dedicated as waqf.
4. The waqf must be perpetual; although no express mention of perpetuity waqf is essential and it is presume a nevertheless it waqfnama says that the waqf is for, say, 50 years, it is invalid.
5. The objects of waqf should not be in conflict with the Islamic principles.
6. The waqf must be of sound mind and major and a Muslim, However waqfs by non Muslims are recognized under certain conditions.
7. Waqf must not be contingent or conditional.

ওয়াক্‌ফ করার নিয়ম

নির্দিষ্ট কিছু শব্দ ও কাজ দ্বারা ওয়াক্‌ফ সংঘটিত হয়। সাধারণত দুই পদ্ধতিতে এটি সম্পন্ন হয়ে থাকে। ক) কথা দ্বারা ও খ) কাজ দ্বারা। ক) কথা দ্বারা: ওয়াক্‌ফকারী যখন বলে আমি আমার এ সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করলাম। খ) কাজ দ্বারা: কেউ মসজিদ তৈরী করে তাতে মানুষকে নামায পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন অথবা কেউ রাস্তা তৈরী করে তাতে মানুষের চলাচলের ব্যবস্থা করে দিলেন। এ প্রসঙ্গে শায়খ সালিহ (Shaykh Saalih) বলেছেন, “The contract of the waqf is done in either of two ways: [১]

(1)   By saying something that indicates that a waqf is being established, such as saying, “I make this place a waqf” or “I make it a mosque.”

(2) By doing something that customarily indicates a waqf, such as making a house into a mosque, or giving general permission to the people to pray there, or making one’s land into a graveyard and giving people permission to bury their dead there. ”

১. Shaykh Saalih ibn Fawzan Aal Fawzaan, From al-Mulakhkhas al-Fiqhi, p. 158.

ওয়াক্‌ফের প্রকৃত চেতনা হচ্ছে ওয়াক্‌ফকৃত মূল সম্পদ অটুট ও অক্ষুন্ন রেখে তার লাভ বা উপযোগ জনকল্যাণের জন্য ব্যয় করতে হবে। সুতরাং ওয়াক্‌ফের ভাষায় বা ওয়াক্‌ফকারীর উদ্দেশ্যে এটা সুস্পষ্ট থাকা প্রয়োজন যে, ওয়াক্‌ফকৃত বস্তু সংরক্ষিত রাখা হবে। সে সাথে ওয়াক্‌ফ বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। এমন কোন শর্ত বা শব্দ সংযুক্ত করা যাবে না, যার দ্বারা ওয়াক্‌ফ সহীহ হওয়ার শর্তের লঙ্ঘন ঘটে এবং ওয়াক্‌ফ মেয়াদী হয়ে পড়ে বা কোন এক সময় তার ব্যয় খাত শেষ হয়ে যায়। ওয়াক্‌ফনামা লিখিত হওয়া জরুরী নয়। ওয়াক্‌ফ লিখিত ভাবে করা যায় আবার মৌখিক ভাবেও করা যায়। তথাপি এর জন্য সাধারণত লিখিত দলিল সম্পাদন করা হয় এবং এটি লিখিত হওয়াই উত্তম।

মূলত ওয়াক্‌ফ সম্পাদিত হওয়ার জন্য এমন শব্দ বা বাক্য প্রয়োগ করা আবশ্যক যা দ্বারা আইনগত ভাবে ওয়াক্‌ফ প্রমাণিত হয়। এর জন্য সরাসরি ওয়াক্‌ফ শব্দের ব্যবহার জরুরী নয়। ওয়াক্‌ফের শর্তাবলীর পরিপন্থী নয় এমন যে কোন শব্দ ও কাজ দ্বারা ওয়াক্‌ফ সাব্যস্ত হবে। যেমন কেউ যদি বলে, আমার এ সম্পদ আমার জীবদ্দশায় ও ইন্তিকালের পর অর্থাৎ চিরকালের জন্য সাদাকাহ বা ওয়াক্‌ফ করে দিলাম। আমার এ জমি আমি মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিলাম। আমার এ জমি আমি মাদ্‌রাসা কিংবা রাস্তার জন্য ওয়াক্‌ফ করলাম ইত্যাদি।[১] ওয়াকিফ তার জীবদ্দশায় অথবা অসিয়্যতের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করে যেতে পারেন। অসিয়্যতের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করে তিনি যদি তাতে শর্ত জুড়ে দেন যে, তার পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে ওয়াক্‌ফ বলবৎ হবে না। পরে যদি সত্যিই তার পুত্র সন্তান জন্ম নেয়, তাহলে একমাত্র এ কারণেই ওয়াক্‌ফটি অবৈধ বলে গণ্য হবে। কোন ব্যক্তি তার সমুদয় সম্পদ ওয়াক্‌ফ করতে পারেন। কিন্তু অসিয়্যতের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ করা হলে অথবা মুমূর্ষু অবস্থায় ওয়াক্‌ফ করা হলে তা তার মোট সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগের উপর বলবৎ হবে। তবে তার মৃত্যুর পর ওয়ারিশগণ (উত্তরাধিকারীগণ) সম্মত হলে সমুদয় সম্পত্তির উপরই ওয়াক্‌ফ বলবৎ হতে পারে।[২] ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে নির্ধারিত শর্ত ছাড়া ক্ষতিকর কোন শর্ত অরোপ করা বৈধ নয়। এ অধিকারও কারো নেই। ওয়াক্‌ফ সম্পাদনের পর তা ক্রয়-বিক্রয় কিংবা অন্য কোন উপায়ে কাউকে মালিক বানিয়ে দেয়া যাবে না; বরং যে কাজে ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে তার জন্য সংরক্ষিত থাকবে। সে সম্পত্তি থেকে যা কিছু উৎপন্ন হবে তা যথানিয়মেই ব্যয় করতে হবে। মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করলেও যতক্ষণ না মসজিদের দখল প্রতিষ্ঠিত হবে ততক্ষণ দাতার মালিকানা বিলুপ্ত হয় না। কেননা ওয়াক্‌ফ করার পর সে সম্পত্তি ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি

১. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০), পৃ. ৬৬৫

২. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

থাকে না; বরং তা জনকল্যাণের একটি চিরস্থায়ী মূলধনে পরিণত হয়।[১] ওয়াক্‌ফকৃত মূল সম্পত্তি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা না হলে কিংবা স্থায়ীভাবে ওয়াক্‌ফ করা না হলে তা ওয়াক্‌ফ বলে গণ্য হবে না।

ওয়াক্‌ফ সম্পূর্ণ হওয়ার উপায়

ইমাম আবু ইউসূফ (র.) এর মতে ওয়াক্‌ফ সম্পাদিত হওয়ার জন্য ওয়াকিফের ঘোষণা দেয়াই যথেষ্ট। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে ওয়াকিফের ঘোষণাই যথেষ্ট নয়; বরং মুতাওয়াল্লি নিয়োগ ও তাঁর নিকট সম্পদের দখল দান না করা পর্যন্ত ওয়াক্‌ফ সম্পূর্ণ হবে না।[২] এতদ্ব্যতীত ওয়াক্‌ফ চূড়ান্তভাবে সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পূরণ করা প্রয়োজন।

* ওয়াক্‌ফ চিরস্থায়ী হতে হবে। নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি কিংবা নির্ধারিত কোন সময়ের জন্য ওয়াক্‌ফ বৈধ নয়। যাদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে তারা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর তা দরিদ্রের হকে পরিণত হবে এবং তারাই তা ভোগ করবে।[৩]

* ওয়াক্‌ফ অবিলম্বে কার্যকর হবে। তা স্থগিত রাখার মত অন্য কোন শর্ত তাতে থাকবে না। তবে ওয়াকিফের মৃত্যু পর্যন্ত তা স্থগিত রাখা যায়। কিন্তু ওয়াকিফের মৃত্যু পর্যন্ত স্থগিত রাখার শর্ত আরোপ করা হলে তা ওসিয়্যতের সম্পত্তির অনুরূপ এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত কার্যকর হবে।

* ওয়াক্‌ফ অপরিবর্তনীয় আইনগত চুক্তি। ইমাম আবু হানিফার (র.) মতে ওয়াক্‌ফকারীর মৃত্যুর সাথে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি সংযুক্ত করা না হলে ওয়াক্‌ফকারীর পক্ষে ঐ ওয়াক্‌ফ বাতিল করে তা ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকবে।[৪] সুতরাং হানাফী মাযহাবের অনুসারী ওয়াক্‌ফকারী সর্বদা তদীয় সম্পত্তি প্রত্যার্পনের জন্য তত্ত্বাবধায়কের বিরুদ্ধে যথারীতি মামলা দায়ের করতে পারেন। আবু হানিফা (র.) ও আবু ইউসূফ (র.) এর সিদ্ধান্তের যে কোন একটি মোতাবেক বিচারক বিচার করতে পারেন। ইমাম আবু ইউসূফের মতে ওয়াক্‌ফ অপরিবর্তনীয় বলে বিচারক ঐ বিধান অনুসারে ওয়াক্‌ফ বহাল রেখে আবেদন নাকচ করতে পারেন।[৫]

---

১. ইবনুল আবেদীন, *রাদ্দুল মোহতার আলাদ দুররিল মুখতার*, ৩য় খন্ড (কোয়েটা: আল মাক্‌তাবা আল মাজিদিয়া, ১৩৯৯ হিজরী), পৃ. ১৭৭

২. বুরহান উদ্দীন আলী ইবন আবুবকর, *আল হিদায়া*, ২য় খন্ড (অনু: আবু তাহের মিছবাহ), (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০) পৃ. ৫৪৬

৩. আল মিসবাহুন নূরী, ১ম খণ্ড, (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা. বি.), পৃ. ৩৯০

৪. ইমাম শামসুদ্দিন আস সারাখ্‌সী, ১২তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৫. বুরহান উদ্দীন আলী ইবন আবুবকর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৫

ওয়াক্ফ চূড়ান্তভাবে গৃহীত হওয়ার জন্য আরো যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, যাদের অনুকূলে ওয়াক্ফ করা হয়েছে তাদের নিকট অথবা তত্ত্বাবধায়কের নিকট ওয়াক্ফ সম্পত্তি অর্পণ করা। জনকল্যাণার্থে ওয়াক্ফ করা হলে উক্ত ওয়াক্ফকৃত বস্তু কোন একজন মানুষ ব্যবহার করলেই ওয়াক্ফ চূড়ান্ত হয়ে যাবে। অপরদিকে মালিকী মাযহাব মতে, উপরোক্ত বিষয়গুলো অপরিহার্য নয়; বরং তদীয় উত্তরাধিকারীগণও প্রত্যাহার করতে পারে।[১]

ওয়াক্ফকারী নিজেকেই প্রথমে মুতাওয়াল্লি নিয়োগ করতে পারেন। ওয়াক্ফকারী এবং মুতাওয়াল্লি একই ব্যক্তি হওয়ার ক্ষেত্রে উভয় মতেই দখল প্রদানের প্রয়োজন হয় না এবং মালিক হিসেবে তার নামের সম্পত্তি মুতাওয়াল্লির নামেও বদলী করতে হয় না। ঘোষণা দ্বারা ওয়াক্ফ সৃষ্টি হয় বটে, তবে সে ঘোষণা হতে হবে অকৃত্রিম। ওয়াক্ফকারী যদি ওয়াক্ফনামা নিজের কাছে রেখে কোন কাজ না করে তবে তাতে প্রতীয়মান হবে যে, ওয়াক্ফকারীর ঐ ওয়াক্ফ কার্যকর করার কোন ইচ্ছা ছিল না। হয়ত ওয়াক্ফদাতা তার বিরুদ্ধে কোন দাবিকে পরিহারের জন্য এর আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু যদি ওয়াক্ফ ঘোষণা করা না হয় কিংবা দখল প্রদান করা না হয় সে ক্ষেত্রে ওয়াক্ফের সম্পত্তি দানের জন্য পৃথক করে রাখলেও কিংবা তার আয় কাঙ্ক্ষিত দানের জন্য ব্যয় করলেও তা ওয়াক্ফ সম্পূর্ণ হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হবে না।[২]

তবে একবার যদি ওয়াক্ফ কার্যকরীভাবে বাস্তবায়িত হয়ে যায় তা আর প্রত্যাহার করা যাবে না। ওয়াক্ফদাতা একবার যদি ওয়াক্ফ করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন এবং মুতাওয়াল্লি হিসেবে ওয়াক্ফ সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেন তা হলে কোন ক্রমেই ঐ ওয়াক্ফ অগ্রাহ্য করা যাবে না এবং এ ক্ষেত্রে ওয়াক্ফকারী যদি সেটাকে ওয়াক্ফ নয় বলে দাবীও করে তবুও তা বৈধভাবে সম্পাদিত ওয়াক্ফ হিসেবে পরিগণিত হবে।[৩] সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে যদি কোন ব্যবস্থা ওয়াক্ফ বলে প্রতীয়মান হয় তাহলে যে ব্যক্তি তা ওয়াক্ফ নয় বলে দাবী করবে তাকেই তা প্রমাণ করতে হবে। ওয়াক্ফ দলিলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত না হলে ওয়াক্ফদাতার প্রকৃত ইচ্ছা প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু ওয়াক্ফ দলিলের মাধ্যমে সম্পাদিত হলে এবং শুধু এর অর্থ দ্ব্যর্থক হলে ওয়াক্ফকারীর প্রকৃত উদ্দেশ্য বিচারের জন্য সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।[৪]

---

১. Nasir Jamal, *The Islamic law and personal low,* london, 1986, p. 248

২. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৪. গওছুল আলম, *মুসলিম আইন* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৯), পৃ. ২১৯

ওয়াক্‌ফ প্রত্যাহার, পরিবর্তন ও শর্তসাপেক্ষে ওয়াক্‌ফ

অসিয়্যতের মাধ্যমে যদি ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে, তবে ওয়াক্‌ফকারী যে কোন সময় তা প্রত্যাহার করতে পারেন। মৃত্যু শয্যায় সৃষ্ট ওয়াক্‌ফ সম্পর্কেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। কিন্তু সাধারণ ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে না। যদি ওয়াক্‌ফ দলিলের মাধ্যমে না হয়, তা হলে ওয়াক্‌ফকারী যদি ওয়াক্‌ফ করার সময় প্রত্যাহারের ক্ষমতা তার হাতে রেখে দেয় তাহলে ঐ ওয়াক্‌ফ বৈধ হবে না। তবে ওয়াক্‌ফ প্রত্যাহারের ক্ষমতা সংরক্ষিত রাখতে না পারলে ওয়াক্‌ফ হতে যারা উপকৃত হবে তাদের পরিবর্তনের ক্ষমতা তিনি সংরক্ষিত রাখতে পারেন। ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি করার সময় তা হতে যারা উপকার পাবে তাদের সংখ্যা অথবা তাদের অংশ কম-বেশী করার ক্ষমতা ওয়াক্‌ফদাতা নিজের নিকট সংরক্ষিত রাখতে পারেন।[১] উক্ত রূপ ক্ষমতা সংরক্ষণ ব্যতীত ওয়াক্‌ফকারী তার সৃষ্ট ওয়াক্‌ফের শর্তাবলী পরিবর্তন করতে পারেন না, অথবা মুতাওয়াল্লির সংখ্যার মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তনও করতে পারেন না। ক্ষমতা সংরক্ষিত হয়ে থাকলেও অংশ হ্রাসের ক্ষমতা তিনি এমনভাবে করতে পারেন না, যার ফলে কোন সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ হতে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার হয়ে যেতে পারে। অথবা ওয়াক্‌ফের কোনও উদ্দেশ্য তিনি এমনভাবে পরিবর্তন করতে পারেন না, যার ফলে একটি বৈধ উদ্দেশ্যের স্থলে একটি অবৈধ উদ্দেশ্য হয়ে যেতে পারে।[২] ওয়াক্‌ফদাতা ইচ্ছা করলে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিবর্তনের শর্তও আরোপ করতে পারেন।

পরিবর্তনের শর্ত তিনি নিজের জন্যও নির্দিষ্ট করতে পারেন আবার অন্যের উপরও তা ন্যস্ত কিংবা উভয়ের উপরও ন্যস্ত রাখতে পারেন। যার উপরই ন্যস্ত রাখা হোক না কেন, পরিবর্তনের শর্ত আরোপ করলে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিবর্তন করা বৈধ। ওয়াক্‌ফকারী যদি পরিবর্তনের শর্তারোপ না করে সেক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির দু'অবস্থা হতে পারে । এক অবস্থায় পরিবর্তন করা বৈধ এবং আরেক অবস্থায় তা অবৈধ। যে অবস্থায় পরিবর্তন করা বৈধ তা হলো, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি এমন অবস্থায় পৌঁছে গেছে যে, তা কোন উপকারে আসে না। এটা বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন- (ক) ফসলের জমি, কিন্তু তাতে আদৌ ফসল জন্মায় না, কিংবা (খ) ফসল জন্মালেও যার ব্যয় আয়ের চেয়ে বেশী হয়। এরূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আদালত সে সম্পত্তি পরিবর্তন করতে পারে। তবে এ পরিবর্তনের জন্য কতগুলো শর্ত রয়েছে। যেমন- (ক) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি কিনতে হবে। (খ) পরিবর্তনের ফয়সালা দাতা বিজ্ঞ, মুত্তাকী (কাযী, বিচারক) হতে হবে। (গ) এমন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করতে হবে যে বিক্রেতার কাছে ঋণগ্রস্ত নয়। (ঘ) নিজের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের কাছেও বিক্রি করা যাবে না।

---

১. আলিমুজ্জামান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬-৩০৭

২. বুরহান উদ্দীন আলী ইবন আবুবকর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৫

(ঙ) এ জমির পরিবর্তে যে জমি ক্রয় করা হবে তা একই মহল্লায় তার চেয়ে উৎকৃষ্ট কিংবা লাভজনক মহল্লায় হতে হবে।[১] ওয়াক্ফকারী ওয়াক্ফকালে পরিবর্তনের শর্ত আরোপ না করে থাকলে এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তি যদি কিছুটা লাভজনক হয়, সে অবস্থায় ওয়াক্ফ সম্পত্তি পরিবর্তন করা যাবে না।[২] যে সব শর্ত ওয়াক্ফ সহীহ হওয়ার পরিপন্থী নয় এ জাতীয় যে কোন শর্ত আরোপ করে ওয়াক্ফ করা বৈধ। যেমন ওয়াক্ফকারী যদি এরূপ শর্ত আরোপ করে ওয়াক্ফ করে যে, আমি যতদিন জীবিত থাকব ততদিন এর আয়ের পূর্ণ অংশ আমি নিজে ভোগ করবো। আমার মৃত্যুর পর দরিদ্রজন তা ভোগ করবে। কিংবা বললো, এ সম্পত্তির অর্ধাংশ আমি নিজে ভোগ করবো আর বাকী অর্ধাংশ মসজিদের জন্য বা মাদ্রাসার জন্য কিংবা দরিদ্রদের দান করবো। এ ভাবে ওয়াক্ফ করা বৈধ। যদি কেউ এরূপ শর্ত আরোপ করে যে, ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় হতে তার নিজের ভরণ-পোষণ নির্বাহ করতে হবে অথবা তিনি যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন ওয়াক্ফ সম্পত্তির সমস্ত আয় তিনি তার ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করবেন এবং তার মৃত্যুর পর তা জনকল্যাণে ব্যয় হবে। এটি ওয়াক্ফ করার খুব সহজ উপায়। বিশেষ করে নিঃসন্তান লোকদের জন্য এটি একটি উত্তম পন্থাও বটে। এতে নিজের কোন ক্ষতি বা কষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে না এবং মৃত্যুর পর সম্পত্তি নষ্ট হওয়ারও ভয় থাকে না; বরং এতে চিরস্থায়ীভাবে নেকী অর্জনের পথ প্রশস্ত হয়।[৩]

যদি কেউ এরূপ শর্তে ওয়াক্ফ করে যে, আমার সম্পত্তির আয়ের এত অংশ বা এত টাকা আমার সন্তানগণ পাবে এবং এর বাকী অংশ অমুক সৎ কাজে ব্যয় হবে। এভাবেও ওয়াক্ফ করা বৈধ। কোন ব্যক্তি যদি এ শর্তে ওয়াক্ফ করে যে, ইচ্ছা করলে আমি তা বাতিল করতে পারবো তবে কারো কারো মতে এ ওয়াক্ফ বাতিল বলে গণ্য হবে। আবার কারো কারো মতে শর্তটি বাতিল বলে গণ্য হবে। কিন্তু ওয়াক্ফ বৈধ হবে।[৪] যদি কোন ব্যক্তি এ শর্তে ওয়াক্ফ করে যে, এ সম্পত্তির উৎপাদিত ফসল আমি যাকে ইচ্ছা দান করতে পারব, তবে তা বৈধ হবে। এ ক্ষেত্রে ওয়াক্ফকারী তার ইচ্ছানুযায়ী যাকে চান দান করতে পারেন। তবে সে নিজে ভোগ করতে পারবে না। অবশ্য ওয়াক্ফকারীর মৃত্যুর পর তা আর কারো ইচ্ছা মাফিক বন্টন করা যাবে না। বরং এ সম্পত্তির উৎপাদিত ফসল বা অর্থ দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে।[৫]

---

১. *শামী*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪২৪, *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০

২. বিস্তারিত: *রাদ্দুল মুহতার*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২৪ *ফাতহুল কাদির*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২৮

৩. সম্পাদনা পরিষদ, *ওয়াক্ফ সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল* (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৭), পৃ. ১৮

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৫. *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০

কোন ওয়াক্ফের কার্যকারীতা কোন অনিশ্চিত ঘটনার উপর নির্ভরশীল করা হলে ওয়াক্ফটি অচল ও অবৈধ বলে গণ্য হবে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি তার সম্পত্তি ওয়াক্ফ করে তার সাথে এরূপ একটি শর্ত যোগ করে দেন যে, তিনি যদি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান কেবলমাত্র তাহলেই তার সম্পত্তিটি ধর্মীয় কাজে ব্যয় হবে। এরূপ ওয়াক্ফ অচল ও বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে ওয়াক্ফের কার্যকারীতা ওয়াক্ফদাতার নিঃসন্তান হয়ে মারা যাওয়া না যাওয়ার মত একটি অনিশ্চিত ঘটনার উপর নির্ভরশীল করা হয়েছে।[১]

মুশা বা এজমালি সম্পত্তি ওয়াক্ফ

স্থাবর কিংবা অস্থাবর এজমালি সম্পত্তিকে মুশা বলা হয়। এটি দু'প্রকার। ক) যা বিভাজনযোগ্য নয়, বা বিভাজন করলে তা কোন উপকারে আসে না, খ) বিভাজনযোগ্য বস্তু, কিন্তু এখনও বিভাজন করা হয়নি। বিভাজনযোগ্য নয় এমন বস্তুর ওয়াক্ফ সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ। যেমন একটি গোসলখানার দু'জন মালিক। একজন তার অর্ধেক ওয়াক্ফ করে দিল। তা জায়েয হবে। কিন্তু যে জিনিস বিভাজনযোগ্য তা ভাগবন্টন না করে ওয়াক্ফ করা বৈধ নয়। বিভাজনগযোগ্য নয় এমন সম্পত্তি মসজিদ ও কবরস্থানের জন্য ওয়াক্ফ করা জায়েয নয়।[২] একটি জমির মধ্যে দুই ব্যক্তি সমান ভাবে অংশীদার। এ অবস্থায় তারা প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ অংশ ওয়াক্ফ করে দেয় তাহলে তারা এই সম্পত্তি ভাগ করে পৃথক করে নিবে এবং তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশের মুতাওয়াল্লি হিসেবে গণ্য হবে। তবে সমঝোতার ভিত্তিতে একজনকে মুতাওয়াল্লি নিয়োগ করলেও তা বৈধ হবে।[৩]

মাসারেফ-এ ওয়াক্ফ বা ওয়াক্ফের ব্যয় খাত

ওয়াক্ফের বস্তু হতে উপার্জিত অর্থ দ্বারা সর্বপ্রথম ওয়াক্ফকৃত বস্তুর সংস্কার, মেরামত ও হিফাজত ইত্যাদির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। চাই ওয়াক্ফকারী এটা তার ওয়াক্ফের মধ্যে শর্ত করুক বা না করুক। এটা ঐ সময় যখন ওয়াক্ফের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ব্যয়ের খাত উল্লেখ না থাকে। আর যদি কোন সুনির্দিষ্ট খাত উল্লেখ থাকে তবে সর্ব প্রথম ঐ খাতে ওয়াক্ফের মুনাফা ব্যয় হবে । আর যদি কেউ ওয়াক্ফ করার সময় এরূপ শর্ত উল্লেখ করে যে, ওয়াক্ফকৃত মালের উপার্জিত অর্থ এ বছর অমুক ব্যক্তির জন্য ব্যয় হবে, অতঃপর তা দরিদ্রের জন্য ব্যয় হবে এবং সে যদি ওয়াক্ফের মধ্যে ওয়াক্ফকৃত বস্তু মেরামত ইত্যাদির শর্ত করে দেয় তবে এ অবস্থায় অমুক ব্যক্তির হক বা

---

১. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

২. *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী*, ২য় খণ্ড, ফাতাওয়া ও মাসাইল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪

৩. *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪-২৫৫

অধিকার হতে ওয়াক্ফ বস্তুর মেরামত ইত্যাদি কার্য পরবর্তী পর্যায়ে নিতে হবে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, মেরামত ইত্যাদি কাজে দেরি করলে ওয়াক্ফ বস্তুর বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে, তবে মেরামতের কাজটি আগে করে নিতে হবে।[১]

যদি ওয়াক্ফ কোন এক ব্যক্তি কিংবা একাধিক নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর হয় এবং শেষে ফকির-মিসকিনদের জন্য হয় তবে তা ওয়াক্ফকারীর সম্পদ হতে হবে অর্থাৎ ওয়াকিফের জীবদ্দশায় সে তার জন্য কোন সম্পদ হতে এটা দিয়ে দেবে। তারপর যখন সে ইন্তিকাল করবে তখন ঐ সম্পদ উক্ত ওয়াক্ফকৃত বস্তুর উপার্জিত অর্থ হতে দিতে হবে। যদি কেউ নিজ গৃহ স্বীয় বংশধরদের বসবাসের জন্য ওয়াক্ফ করে, তবে উক্ত গৃহে বর্তমানে যে থাকে তার উপর ঐ গৃহ মেরামত করা ওয়াজিব হবে। তারপর যদি সে তা না করে অথবা দারিদ্রের কারণে সে অসমর্থ হয় তবে কাজী ঐ গৃহ ইজারা দিয়ে তার অর্থ দ্বারা উক্ত গৃহ মেরামতের নির্দেশ দিবেন। তারপর যখন মেরামত, সংস্কার ইত্যাদি হয়ে যাবে তখন যার জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে তাকে তা ফেরত দিবে। আর যে ব্যক্তি ঐ গৃহ মেরামত করতে রাজি না হবে তার উপর এ ব্যাপারে জবরদস্তি করা যাবে না।[২]

যদি কোন ব্যক্তি তার নিজের জমি নিম্নোক্ত শর্তে ওয়াক্ফ করে যে, প্রতি বছর আমার পক্ষ থেকে পাঁচ হাজার দিরহাম দ্বারা একটি পূর্ণ হজ্জ আদায় করা হবে এবং যান বাহন ইত্যাদিসহ হজ্জ করার ব্যয় যদি মোট এক হাজার দিরহাম পড়ে তাতে ঐ হজ্জের জন্য এক হাজার দিরহাম খরচ করে বাকী চার হাজার দিরহাম গরিব-মিসকিনদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। আর যদি কেউ বলে যে, আমার এ জমি জিহাদ এবং গাজীদের উপর সাদাকায়ে মাওকুফাহ্ অথবা মৃত ও তাদের দাফন কাফনের উপর সাদাকায়ে মাওকুফাহ্ তবে এরূপ ওয়াক্ফ বৈধ হবে।[৩] যদি কেউ ক্বারী, ফকীহ্, এবং মুয়াল্লিমদের জন্য ওয়াক্ফ করে তবে তা বাতিল হবে। অক্ষম ও অন্ধ ব্যক্তিদের জন্য ওয়াক্ফ করা সহীহ হবে। কোন মসজিদের নির্দিষ্ট ইমাম, মুয়াজ্জিনের জন্য ওয়াক্ফ করা বৈধ নয়। কবরের নিকট কুরআন তিলাওয়াতকারী ও সূফী লোকদের জন্য ওয়াক্ফ করা বৈধ নয়। তবে এদের মধ্যে যারা গরিব তাদের জন্য ওয়াক্ফ করা যাবে।[৪]

জনহিতকর কাজে ওয়াক্ফ

১. *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

২. বুরহান উদ্দীন আলী ইবন আবুবকর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৭

৩. *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৫০

ঈদগাহ, মাদ্রাসা, কবরস্থান, মুসাফিরখানা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, সেতু তৈরী, জনসাধারণের পানির অভাব মোচনের জন্য কূপ, খাল, পুকুর ইত্যাদি খননসহ যে কোন কল্যাণকর খাতে ওয়াক্ফ করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (স.) মুসাফিরদের জন্য একখণ্ড জমি ওয়াক্ফ করেছিলেন।[১] হয়রত উসমান (রা.) মদীনাবাসীর পানির অভাব দূর করার জন্য 'রূমা' নামক কূপ ক্রয় করে ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন।[২] এরূপ ওয়াক্ফ দ্বারা ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলেই উপকৃত হতে পারে। ওয়াক্ফ করার সময় কবরস্থানে গাছপালা থাকলে ওয়ারিশগণ তা কেটে নিতে পারে। কিন্তু কবর স্থান ব্যতীত অন্যান্য স্থানে গাছপালা ওয়াক্ফকৃত জমির অর্ন্তভুক্ত হয়ে যায়। ওয়াক্ফ করার পর যদি কবরস্থানে বৃক্ষ জন্মায় তবে তা রোপণকারী পাবে। কে রোপণকারী তা জানা না থাকলে সে বৃক্ষ আদালতের রায় অনুযায়ী ওয়াক্ফরূপে গণ্য হবে এবং তার বিক্রয় লব্ধ অর্থ কবরস্থানের কাজে ব্যবহৃত হবে।[৩]

নিজের, সন্তানের এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওয়াক্ফ

ওয়াক্ফকারী নিজের জন্যও সম্পত্তি ওয়াক্ফ করতে পারে। যেমন কেউ যদি বলে, এ জমি আমার নিজের জন্য ওয়াক্ফ করলাম। অথবা এ জমি আমি এ শর্তে ওয়াক্ফ করলাম যে, যতদিন আমি বেঁচে থাকব এর সম্পূর্ণ আয় বা আংশিক আয় আমি নিজে ভোগ করবো। আমার মৃত্যুর পর তা গরিব মিসকিনদের জন্য ব্যয় হবে। ইমাম আবু ইউসূফ (র.) মতে এরূপ ওয়াক্ফ করা বৈধ।[৪] অনুরূপভাবে পুত্র, কন্যা, নাতী-নাতনী ও পরবর্তী বংশধরদের জন্যও ওয়াক্ফ করা বৈধ।

যদি কেউ বলে আমার এ সম্পত্তি আমার নিজের জন্য ওয়াক্ফ করলাম তবে তার ঔরসজাত পুত্র-কন্যা সে ওয়াকফের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ নিজের সন্তানরাই তা পাবে। নাতী-নাতনীরা নয়। আর সন্তানদের মধ্যে কেউ জীবিত না থাকলে তা দরিদ্রদের মধ্যে ব্যয়িত হবে। আর যদি সন্তানের সঙ্গে নাতী-নাতনীর কথাও উল্লেখ করে থাকে তবে তারাও সে ওয়াক্ফের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাদের সন্তানগণ (তৃতীয় প্রজন্ম) অন্তর্ভুক্ত হবে না। কিন্তু যদি সন্তান, তার সন্তান ও পরবর্তী সন্তান এভাবে তিন স্তর উল্লেখ করে তবে যতকাল পর্যন্ত তার বংশধারা অব্যাহত থাকবে সে সম্পত্তির আয় তাদের মধ্যেই বন্টন করা হবে। যদি কখনও বংশধারা বিলুপ্ত হয়ে যায় তখন তা গরিবদের মধ্যে বিতরণ

---

১. কামাল উদ্দিন মুহাম্মদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

২. আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈ'ল, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৯

৩. কামাল উদ্দিন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৩৯

৪. বুরহান উদ্দীন আলী ইবন আবুবকর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৯

করতে হবে।[১] সুনির্দিষ্ট কোন সন্তানের কথা উল্লেখ না করে সাধারণভাবে সন্তানদের কথা বললে এবং এ অবস্থায় যদি কোন সন্তান মারা যায় তবে তার অংশ জীবিত সন্তানদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। যার কোন পুত্র সন্তান নেই কিন্তু পৌত্র আছে, সে যদি তার সন্তানের জন্য ওয়াক্ফ করে তবে এ ক্ষেত্রে ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় পৌত্রকে দেয়া হবে। পরে যদি তার কোন পুত্র সন্তান জন্ম নেয় তবে তখন থেকে তা পুত্রকেই প্রদান করা হবে।[২] যদি বর্তমান সন্তানদের জন্য ওয়াক্ফ করে তবে পরে জন্ম গ্রহণকারী সন্তানরা সে ওয়াক্ফের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

সাধারণভাবে আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্ফ করলে তাতে মসলিম, অমুসলিম, ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং ওয়াক্ফের আয় থেকে তাদের সকলকেই মাথাপিছু সমানহারে বন্টন করা হবে। শুধু আত্মীয়-স্বজনদের জন্য ওয়াক্ফ করা হলে ওয়াক্ফকারীর পিতা-মাতা, দাদা-দাদি ও ঔরসজাত সন্তান তার অন্তর্ভুক্ত হবে না।[৩] ওয়াক্ফকারী ইচ্ছা করলে নির্দিষ্টভাবে তার কোন গরিব, ইয়াতিম বা দীনদার আত্মীয়ের জন্য ওয়াক্ফ করতে পারে। যা পালন করা মুতাওয়াল্লির জন্য আবশ্যিক হবে। পর্যায়ক্রমে নিকটতম আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্ফ করা হলে ওয়াক্ফের আয় সে অনুসারেই বিতরণ করা হবে। যেমন কোন ব্যক্তি বলল, এ জমি আমার নিকটতম আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্ফ করলাম। তারপর তাদের পরবর্তীদের জন্য, তারপর তাদের পরবর্তীদের জন্য, তারপর তাদের পরবর্তীদের জন্য। এ ক্ষেত্রে দাতার সবচেয়ে নিকট আত্মীয়গণই উত্তরাধিকার আইনের নীতি অনুযায়ী প্রথমে এর হকদার হবে। তাদের মধ্যে যদি একজনও জীবিত থাকে তবে সে একাই ওয়াক্ফের সমুদয় আয় লাভ করবে, পরবর্তীগণ কিছুই পাবে না। এরূপ কেউ জীবিত না থাকলে তখন দ্বিতীয় স্তরের আত্মীয়গণ, তারপর তৃতীয় স্তরের আত্মীয়গণ এভাবে পর্যায়ক্রমিক ভাবে তারা এর হক্দার হবে। এরূপ ওয়াক্ফ সম্পর্কে Encyclopedia of Religion-এ বলা হয়েছে,

"It (Waqf) may also be ahli or dhurri, that is, designated for one's own descendants since it is also laudable to provide for them. In the past of the advantage of making one's property or part of it mauquf and designating the income for ones heirs lay in the fact that the state could not then seize the waqf at the founder's death. Such a

১. *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৮

৩. *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৯

seizer was particularly likely to happen in the case of a state official, on the justification that whatever property he had been able to amass had belong to the state in the first place. The family waqf also served to avoid the application of the Islamic inheritance laws which would normally entail a share of the property for other relatives, such as parents and brothers, and involve a prograssive fragmentation of the property among the heirs of the heirs. ”[১]

প্রতিবেশীর জন্য ওয়াক্‌ফ করাও বৈধ। প্রতিবেশীর জন্য ওয়াক্‌ফ করা হলে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত হবে। ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির উৎপাদিত ফসলাদী ও আয় সকল প্রতিবেশীর মধ্যে মাথাপিছু হারে বন্টন করা হবে। যদি কারো দু’টি বাড়ি থাকে এবং এক বাড়িতে সে নিজে বাস করে সে ক্ষেত্রে সে নিজে যে বাড়িতে বাস করে সে বাড়ির প্রতিবেশীরাই ওয়াকফের হক্‌দার হবে। আর যদি ওয়াক্‌ফকারীর দুই বাড়িতে দুই স্ত্রী বসবাস করে তা হলে উভয় বাড়ির প্রতিবেশীগণই উক্ত সম্পত্তির উৎপাদিত ফসলের অধিকারী হবে।[২]

উত্তরাধিকারীদের জন্য ওয়াক্‌ফ

ওয়াক্‌ফকারী যদি মুমূর্ষু অবস্থায় স্বীয় ওয়ারিসদের জন্য কোন সম্পদ ওয়াক্‌ফ করে তাহলে এ ওয়াক্‌ফ বৈধ হবে না; বরং এক্ষেত্রে অসিয়্যতের বিধান প্রয়োগ হবে। আর অসিয়্যতের বিধান হলো ওয়ারিসদের জন্য কোন ওসিয়্যত করা বৈধ নয়। সুতরাং এরূপ ওয়াক্‌ফ বাতিল বলে গণ্য হবে। এছাড়া যদি সুস্থ অবস্থায় কোন ওয়ারিসের জন্য নিজ সম্পদ ওয়াক্‌ফ করে তবে তা বৈধ।[৩]

মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ

মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা খুবই পুণ্যের কাজ। রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন, “যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ তৈরী করে তবে মহান আল্লাহ্‌ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন।”[৪]

---

১. *Encyclopedia of Religion*, Vol-15 p. 338

২. *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০

৩. আহমদ বিন মুহাম্মদ, *আশ শরহুস ছগীর*, ৪র্থ খন্ড (মিসর: দারুল মা‘আরিফ, ১৯৭৪), পৃ. ১১০

৪. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫), পৃ. ৬৬৮

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ দু'ভাবে হতে পারে। মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি দান এবং মসজিদের উন্নয়ন কাজ ও আসবাবপত্রসহ অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দান। মসজিদের নির্মাণের জন্য জমি ওয়াক্ফ করলে তা সমর্পণ না করা পর্যন্ত দাতার মালিকানায় থাকবে। সমর্পণ কথা দ্বারা বা কাজ উভয় পদ্ধতিতেই হতে পারে। ইমাম আবু ইউসূফ (র.) এর মতে ওয়াক্ফকারী যদি এ ঘোষণা প্রদান করে যে, আমি এ জমিকে মসজিদ বানালাম, তবে তাই যথেষ্ট। এর দ্বারাই তা মসজিদ রূপে গণ্য হবে এবং দাতার মালিকানাও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (র.) ও ইমাম মোহাম্মদের (র.) মতে মসজিদের ঘোষণা দেয়াই যথেষ্ট নয়; বরং জামাতের সঙ্গে সালাত আদায়ের অনুমতি প্রদান এবং আযান ও ইকামতসহ সালাত আদায়ও জরুরী। অন্যথায় দাতার মালিকানা বিলুপ্ত হয় না এবং তা মসজিদরূপে গণ্য হয় না।[১] আযান-ইকামত ছাড়া গোপনে সালাত আদায় করলে মসজিদ সাব্যস্ত হবে না।

মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করার পর মুতাওয়াল্লির হাতে সমর্পণ দ্বারাও মসজিদ চুড়ান্ত হয়ে যায়, যদি সালাত আদায় করা নাও হয়।[২] মসজিদ সাব্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর ওয়াক্ফ প্রত্যাহার করার সুযোগ থাকে না এবং তা ক্রয়-বিক্রয় করা কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে তাতে কারও মালিকানা লাভেরও অবকাশ থাকে না।[৩] মসজিদের উন্নয়ন কাজ ও অপরাপর খরচাদির জন্য স্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্ফ করা যেতে পারে, যার আয় থেকে গরিব-দু:খীদের সাহায্য করার কথা যোগ করাও বৈধ এবং তা না করলেও ওয়াক্ফ সহীহ হবে। যদি গরিবদের সাহায্য করার কথা উল্লেখ করা হয় তবে মসজিদের ব্যয় নির্বাহের পর কিছু বেঁচে থাকলে তা তাদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।[৪] এমনিভাবে গাছ-পালা ও টাকা-পয়সা ইত্যাদিও ওয়াক্ফ করা যায় যা মুতাওয়াল্লির হাতে অর্পণ করা দ্বারা চুড়ান্ত হবে। মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি কেবল মসজিদ নির্মাণ-উন্নয়ন কাজেই ব্যবহার করা যায়, সাজ-সজ্জা ও অলংকরণের কাজে ব্যবহার করা বৈধ নয়।[৫] কেবল মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির আয় যদি উদ্বৃত্ত থেকে যায়, তবে তা মসজিদের জন্য আয়কর খাতে বিনিয়োগ করতে হবে এবং দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা যাবে না।[৬]

---

১. ইবনুল আবেদীন, *রাদ্দুল মোহতার আলাদ দুররিল মুখতার*, ৬ষ্ট খণ্ড, পৃ. ৫৪৫; *ফাতাওয়ায়ে* আলমগীরী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪; ফাতহুল কাদির, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩

২. রাদ্দুল মুহতার, ৩য় খণ্ড,৪০৪-৪০৫; *ফাতাওয়ায়ে* আলমগীরী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪

৩. কামাল উদ্দিন মুহাম্মদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

৪. *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬০

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬১

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৩

অমুসলিমদের জন্য ওয়াক্‌ফ

হানাফী মাযহাব অনুযায়ী মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা বৈধ, কেননা তাদেরকে সাদাকাহ্‌ দেয়া জায়েয এবং সওয়াবের কাজ। যদি কোন মাল কেবল দরিদ্র জিম্মিদের* জন্য ওয়াক্‌ফকারী ওয়াক্‌ফ করে থাকে আর মুসলমানদের কথা না বলে থাকে তাহলে সে সম্পদ থেকে মুসলমানদেরকে কিছু দেয়া যাবে না।[১]

মুমূর্ষু ব্যক্তির ওয়াক্‌ফ

মুমূর্ষু ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ওয়াক্‌ফ করতে পারে। এর বেশী নয়। যদি এর বেশী করে তবে তা ওয়ারিসদের সম্মতি সাপেক্ষে কার্যকর হবে। অনুমতি না দিলে এক-তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত অংশের ওয়াক্‌ফ বাতিল হয়ে যাবে। যদি কিছু সংখ্যক ওয়ারিসগণ অনুমতি দেয় এবং কিছু সংখ্যক ওয়ারিস না দেয় তবে অনুমতিদাতাদের প্রাপ্য অংশ পরিমাণ কার্যকর হবে আর বাকীদের অংশে ওয়াক্‌ফ বাতিল হয়ে যাবে। মুমূর্ষু ব্যক্তির ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে যদি বৃক্ষ থাকে এবং তার মৃত্যুর আগে তাতে ফল ধরে তবে তাও ওয়াক্‌ফের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু ওয়াক্‌ফের দিনই যদি তাতে ফল থাকে তবে তা ওয়াক্‌ফের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না; বরং তা ওয়ারিসগণ পাবে।[২] মুমূর্ষু ব্যক্তির যদি তার সম্পত্তির সমপরিমাণ ঋণ থাকে তবে তার ওয়াক্‌ফ বাতিল হয়ে যাবে। আর ঋণ যদি সম্পত্তির সমপরিমাণ না হয় তবে ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশে ওয়াক্‌ফ কার্যকর হবে।[৩]

অমুসলিমদের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি

অমুসলিমগণ তাদের বিষয়-সম্পত্তি বিধি মোতাবেক ওয়াক্‌ফ করলে তা বৈধ বলে গণ্য হবে। ফকির-মিসকিনদের সাহায্যের জন্য ওয়াক্‌ফ করা অথবা হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা, রাস্তা-ঘাট ও পুল ইত্যাদি নির্মাণ করার জন্য ওয়াক্‌ফ করা যাবে। এ কাজগুলো যেমন ইসলামের দৃষ্টিতে সাওয়াবের কাজ তেমনি অমুসলিমদের ধর্ম মতেও পুণ্যের কাজ। সুতরাং এসব কাজের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি শরী'আহ অনুযায়ী শুদ্ধ হবে। আর কোন কাজ যদি এমন হয় যে, তা অমুসলমানদের কাছে পুণ্যের হলেও ইসলামের দৃষ্টিতে পুণ্যের নয়।

---

* ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকদের শরী'আতের পরিভাষায় জিম্মি বলা হয়।

১. কামাল উদ্দিন মুহাম্মদ, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

২. *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪

৩. দুররুল-মুখ্‌তার; রাদ্দুল মুহতার, ৬ষ্ট খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০১

যেমন তাদের ধর্মীয় উপসনালয় বা পূজা পার্বনের অন্যান্য বিষয়াদি ওয়াক্ফ করা বৈধ নয়। এমনিভাবে যেসব অমুসলিম মসজিদ নির্মাণকে পুণ্য কাজ বলে বিশ্বাস করে না, তারা মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করলে তা শুদ্ধ হবে না।[১]

বস্তুত বাহ্যিক অবস্থার দ্বারা বুঝা যায় যে, আমাদের সমাজে যে সব অমুসলিম বসবাস করছে তারা মসজিদ বানানোর কাজকে সাওয়াবের কাজ মনে করে থাকে। তাই তাদের টাকা-পয়সা দ্বারা তৈরীকৃত মসজিদে নামায আদায় করতে কোন ক্ষতি নেই। সাধারণভাবে এরূপ না হওয়াই উত্তম। এছাড়া অমুসলিম ধর্মমতে সৃষ্টিকুলের সেবা করা পুণ্যের কাজ মনে করা হয়। একারণে সৃষ্টিকুলের সেবার দিক দিয়ে এ ওয়াক্ফ সহীহ। কোন অমুসলিম মসজিদ বা মাদ্‌রাসার জন্য চাঁদা দিতে চাইলে তা গ্রহণ করা তখনই বৈধ হবে যখন কোন সময় তাদের মন্দিরে বা কোন ধর্মীয় কাজে চাঁদা দেয়ার শর্ত থাকবে না বা বাধ্য হতে হবে না বা লজ্জিত হতে হবে না। কেননা মুসলমানদের জন্য অমুসলিমদের ধর্মীয় কাজে চাঁদা দেয়া বৈধ নয়।[২] হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী হিন্দু ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিও কোন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা ও পূজা, বাহ্মণ বা দরিদ্র ভোজন এবং দুর্গাপূজার মতো ধর্মীয় উৎসব ইত্যাদি ধর্মীয় ও দাতব্য উদ্দেশ্যে সম্পত্তি দান করতে পারেন। সাধারণত উইল বা দানে গঠিত এই রকম সম্পত্তিকে দেবোত্তর বলে এবং উইল দ্বারা সৃষ্ট কোন বৃত্তিদানের ক্ষেত্রে উইলকে অবশ্যই লিখিত রূপে দুইজন সাক্ষী দ্বারা সত্যায়িত করতে হয়। দেবোত্তরের জন্য কোন ধর্মীয় উৎসব আয়োজন বা ট্রাস্ট গঠন করার প্রয়োজন হয় না। যেটি সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা হলো এই মর্মে একটি সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়া যে, সম্পত্তিটি ঐ উদ্দেশ্যে আলাদা করে রাখা হয়েছে। তবে সর্বজনীন ধর্মীয় উৎসবে দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যবহারের অনুকূলে একটি ট্রাস্ট গঠন করা যেতে পারে। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ উৎসর্গীকৃত দেবোত্তর সম্পত্তি প্রায়শ কোন মন্দিরে স্থানান্তরিত হয় এবং এই ধরণের মন্দিরের ম্যানেজারকে ‘সেবাইত’ বলা হয়। একজন মোহান্ত মঠ অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নরত ছাত্রদের আবাসস্থলের জন্য প্রাপ্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করেন। মন্দিরের আইনগত কোন সত্তা নেই, কিন্তু দেবতার আইনগত মর্যাদা রয়েছে। মন্দির ও দেবতা উভয়ে আদালতে অভিযোগ আনতে পারে এবং সেবাইত বা মোহান্তের মাধ্যমে অভিযুক্ত হতে পারে। আইনী প্রয়োজন ব্যতীত কোন সেবাইত দেবোত্তর সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারে না। অসদচারণের জন্য সেবাইতকে তার দফতর থেকে অপসারণ করা যেতে পারে। আদালতও তাকে হিসাব উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।[৩]

---

১. *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪

২. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *ইসলামে ভূমি ব্যবস্থা* (অনুদিত) ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১৬৩

৩. *বাংলা পিডিয়া*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

মুতাওয়াল্লি বা পরিচালনা কমিটি গঠন ও নিয়োগ

ওয়াক্‌ফ নীতিমালা অনুসারে কোন ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সমস্ত অধিকার ওয়াক্‌ফকারীর নিকট হতে হস্তান্তরিত হয়ে আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত হয়। এ সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য যিনি নিযুক্ত হন তাঁকে মুতাওয়াল্লি বলা হয়। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি তার উপর বর্তায় না এবং সেগুলোর উপর তার কোন অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয় না। তিনি এসবের একজন পরিচালক মাত্র। পরিচালক হিসেবে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির তদারক করা এবং যে উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ সৃষ্টি হয়েছে তা সুচারুরূপে সম্পাদন করাই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য। ওয়াক্‌ফ দাতা নিজেকে বা তার পুত্রকে বা অন্য কোন লোককে বা তার বংশধরদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তিকে মুতাওয়াল্লি নিয়োগ করতে পারেন। এমনকি তিনি কোন মহিলা অথবা কোন অমুসলিমকেও মুতাওয়াল্লি নিয়োগ করতে পারেন। কিন্তু মুতাওয়াল্লির কাজের মধ্যে যেখানে নামাযের ইমামতি, খাদেম ইত্যাদি ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের বিষয়াদি উল্লেখ থাকে সেখানে মহিলা বা অমুসলিম নিয়োগ করা যাবে না।

ওয়াক্‌ফকারী মুতাওয়াল্লির ধারা অর্থাৎ কার পর কে মুতাওয়াল্লি হবে তার নামোল্লেখ করে অথবা বংশের ধারা উল্লেখ করে তিনি তা মনোনীত করতে পারেন। এছাড়া তিনি মুতাওয়াল্লির যোগ্যতা নির্ধারণ করতে এবং তাকে পরবর্তী মুতাওয়াল্লি নিয়োগের ক্ষমতাও দিয়ে যেতে পারেন।[১] প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ, বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন এবং স্বয়ং কিংবা প্রতিনিধির মাধ্যমে তত্ত্বাবধান কার্য সম্পাদনে সক্ষম ব্যক্তিকেই মুতাওয়াল্লি নিয়োগ দান করা বৈধ। এ ব্যাপারে নারী-পুরুষ এবং চক্ষুষ্মান ও অন্ধের কোন প্রভেদ নেই। উপর্যুক্ত গুণাবলী বিদ্যমান থাকাই নিয়োগ দানের জন্য যথেষ্ট। নাবালিগকে মুতাওয়াল্লি নিয়োগ করা হলে বালিগ না হওয়া পর্যন্ত তা স্থগিত থাকবে। বালিগ হওয়ার পর সে মুতাওয়াল্লি সাব্যস্ত হবে।[২] কোন মুতাওয়াল্লির মৃত্যু হলে অথবা তিনি কাজ করতে অস্বীকার করলে অথবা তিনি আদালত কর্তৃক অপসারিত হলে অথবা অন্য কোনভাবে উক্ত পদ শূন্য হলে তা নিম্নোক্তভাবে পূরণ করতে হবে।

১. ওয়াক্‌ফকারী নিজে মুতাওয়াল্লি নিয়োগ করতে পারেন, অথবা
২. তার অছি থাকলে তিনি মুতাওয়াল্লি নিয়োগ করতে পারেন, অথবা
৩. বর্তমান মুতাওয়াল্লি তার মৃত্যুর আগে সাময়িকভাবে একজন নতুন মুতাওয়াল্লি নিয়োগ করতে পারেন, অথবা
৪. প্রশাসকের মাধ্যমে নতুন মুতাওয়াল্লি নিয়োগ করা যেতে পারে।

---

১. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

২. *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী*, ৫ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

আবার মুতাওয়াল্লি ইচ্ছা করলে তার কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে ওয়াক্ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের কাজ সম্পাদন করতে পারে। তবে এ নিয়োগ ও বাস্তবায়নের বিষয়টি মুতাওয়াল্লিরই ইখতিয়ারাধীন থাকবে। ওয়াক্ফকারীর জীবিতাবস্থায় তার নিযুক্ত মুতাওয়াল্লির যদি মৃত্যু হয়, তবে দ্বিতীয় মুতাওয়াল্লি নিয়োগের অধিকারও তারই। যদি ওয়াক্ফকারী জীবিত না থাকে তখন এ ইখতিয়ার হবে তার অসীর। যদি তার কোন অসী না থাকে তখন এ দায়িত্ব বর্তাবে কাজীর উপর। ওয়াক্ফ করার পর কাউকে মুতাওয়াল্লি নিযুক্ত করার আগেই যদি ওয়াক্ফকারীর মৃত্যু হয়ে যায় তবে কাজী কাউকে এ পদে নিয়োগ দান করবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত দাতার বংশধরদের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তি থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত বাইরের কাউকে মুতাওয়াল্লি বানানো ঠিক হবে না। উপযুক্ত ব্যক্তির অভাবে বাইরের কাউকে এ পদে নিযুক্ত করার পর ওয়াক্ফকারীর বংশে কোন উপযুক্ত ব্যক্তির জন্ম হলে পদটি তারই প্রাপ্য হবে। ওয়াক্ফ সম্পত্তির কোন মুতাওয়াল্লি না থাকলে যাদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে তারা কাউকে মুতাওয়াল্লি বানিয়ে নিতে পারে। এমনিভাবে মসজিদের মুতাওয়াল্লির ইন্তেকাল হয়ে গেলে মহল্লাবাসী পরামর্শের ভিত্তিতে কাউকে এ পদে নিযুক্ত করতে পারেন। আর মুতাওয়াল্লি ইচ্ছা করলে তার কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে ওয়াক্ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতে পারে। তবে নিয়োগ বাস্তবায়নের বিষয়টি মুতাওয়াল্লিরই ইখতিয়ারাধীন থাকবে।[১] মুতাওয়াল্লি নিয়োগ সম্পর্কে Waqf Management in Islam- এ নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ রয়েছে,

"A mutuwalli can be appointed by the following in the given order: [2]

a. The waqif himself.

b. His exceutior

c. The mutuwalli

d. The Court

a. By the waqif himself: It is lawful for the waqif to reserve the mutuwalliship for himself. And where a waqf has been created, but the waqif has appointed on mutawalli for the administration of the waqf ,

১. কামাল উদ্দিন মুহাম্মদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

২.http://www.assignmentpoint.com/arts/social-science/waqf-management-islam.html, p. 5

nor has reserve the mutuwalliship for himself, the office would nevertheless appertain to him qua waqif. In Ali Azghar v. Farid Uddin, the waqif appointed himself as the first mutaualli and after his death Ali Asghar.

b. His executor: Should the waqif die without making any express appointment, the power of appoint a mutawalli devolves upon lies executor

c. By the mutawalli: A mutawalli can appoint his successor under very restricted conditions, which are as follows-

i. Waqif and his executor both dead

ii. Waqif deed is silent on the point of succession of mutawalliship

iii. There is no positive custom regarding such devolution.

iv. The waqf deed authorizes him to this effect.

d. By the court : It no such appointment is made the court may appoint a mutawalli. But court should select by preference a member of the founder family. It there by any fit persons possessing that qualification. If the members of the founders family is not a person possessing that qualification, the court may appoint a stranger, as happened in the case of Shabar Banoo v. Aga mahomed. ”

উল্লেখ্য বর্তমান সময়ের মসজিদ কমিটি বা অপরাপর ওয়াক্ফ সম্পত্তির পরিচালনা পরিষদকে মুতাওয়াল্লির প্রতিনিধি ধরে নেয়া যেতে পারে। কাজেই তাদের নিয়োগ বরখাস্তের বিষয়টি মুতাওয়াল্লির ইখতিয়ারাধীন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, ওয়াক্ফকারী কয়েক ব্যক্তিকে মুতাওয়াল্লি নিযুক্ত করে তাদের উপর পরিচালনার ভার অর্পণ করেছে এবং তারাই পরিচালনা কমিটি রূপে পরিচিত। এরূপ ক্ষেত্রে সে কমিটি স্বয়ং মুতাওয়াল্লি, মুতাওয়াল্লির প্রতিনিধি নয়।

মুতাওয়াল্লি বা পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব-কর্তব্য

ওয়াক্ফ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও তার আয়-উৎপাদন যথাযথ নিয়মে ব্যবহার করাই মুতাওয়াল্লি বা পরিচালনা কমিটির মূল দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে Waqf Management in Islam- এ বলা হয়েছে,

"The mutawalli is manager of the waqf property. His primary duty is to preserve the property like this own, but to manage and spend it like a servant of God. As discussed earlier a mutawalli is not owner of the waqf property, the property vest in God, not in him. Although his functions are similar to that of a trustee under the Indian trust Act, 1882 yet, the not a trustee is its technical senses unlike a trustee, the property close not vest in mutawalli. The mutwalli simply holds the office as manager of the property. But, he is not allowed to manage the property at his own choice. He has to administer the property strictly according to the object and direction laid down by the founder. He has no right to spend the benefit of waqf for purposes which may be religious or charitable according to him but are not specified as objects or the waqf."[১]

ওয়াক্ফের আয় দ্বারা সর্বপ্রথম ওয়াক্ফ সম্পত্তির সংস্কার কার্য সম্পাদন করতে হবে। এতে যদি সমুদয় আয়ও ব্যয় হয়ে যায় তবুও তা মুতাওয়াল্লির প্রথম দায়িত্ব। জলাবদ্ধতার কারণে ভূমিতে কোন ফসল না হলে এবং মাটি ফেলে ভরাট করা আবশ্যক হলে জমিকে আবাদযোগ্য করার জন্য মুতাওয়াল্লিকে প্রথমে তাই করতে হবে। এমনিভাবে মসজিদ জরাজীর্ণ হয়ে পড়লে বা ঈদগাহ ব্যবহার অযোগ্য হয়ে গেলে ওয়াক্ফের আয় দ্বারা এর সংস্কার কার্য সম্পাদন করতে হবে। অতপর আয়ের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকলে নির্মাণ ও সংস্কার কাজের যেটি বেশী প্রয়োজন সে কাজে অর্থ ব্যয় করতে হবে। আর এটি হচ্ছে ওয়াক্ফের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা যা দ্বারা ওয়াক্ফের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। এক্ষেত্রে মসজিদের জন্য ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে এই পরিমাণ বেতন-ভাতা দিতে হবে যা তাদের জীবন নির্বাহের জন্য যথেষ্ট হয়। তারপরও কিছু বেঁচে থাকলে ওয়াক্ফের অপরাপর প্রয়োজনে যেমন- মসজিদের জন্য বিছানা, বাতি প্রভৃতি কাজে তা ব্যয় করা যাবে।

১.http://www.assignmentpoint.com/arts/social-science/waqf-management-islam.html, p. 6

মসজিদ অলংকরনের কাজে ওয়াক্ফের অর্থ ব্যয় করা বৈধ নয়। ওয়াক্ফ সম্পত্তির প্রয়োজন মেটানোর পরও কিছু অর্থ বেঁচে থাকলে তা দ্বারা মুতাওয়াল্লি ও পরিচালনা কমিটি লাভজনক কোন ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারে। তবে এর লভ্যাংশও অবশ্যই ওয়াক্ফ সম্পত্তির অংশ।[১] ওয়াক্ফ সম্পত্তি (বাড়ি ইত্যাদি) যদি বসবাসের জন্য হয়, তবে যে বা যারা তাতে বাস করবে তাদেরকেই নির্মাণ ও সংস্কার কাজের ব্যয় ভার বহন করতে হবে। ওয়াক্ফের আয় দ্বারা তা নির্বাহ করা হবে না। বসবাসকারী যদি তা করতে রাজী না হয় বা সে দরিদ্র হয় তবে সে বাড়ি ভাড়া দিয়ে তার অর্থ দ্বারা সংস্কার কাজ সম্পাদন করা হবে এবং তারপর তা বসবাসকারীর কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে। মুতাওয়াল্লি ও পরিচালনা কমিটিকে সর্বদা ওয়াক্ফের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। এমন কোন পদক্ষেপ নেয়া যাবে না যার দরুন ওয়াক্ফের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়। যেমন- ওয়াক্ফের দোকান, জমি ইত্যাদি ন্যায্য মূল্যের কমে ভাড়া দেয়া বা ওয়াক্ফের কাজে শ্রমিক নিয়োগ করতে গিয়ে বাজারের দরের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দেয়া ইত্যাদি। এরূপ করলে মুতাওয়াল্লির পক্ষে সেটা খেয়ানত বলে সাব্যস্ত হবে। এমনিভাবে ওয়াক্ফের বস্তু কাউকে ধার-কর্য দেয়াও তার জন্য বৈধ নয়। ওয়াক্ফের কোন আয়-উপার্জন যদি বিক্রি করা হয় তবে মুতাওয়াল্লি স্বয়ং তা ক্রয় করতে পারবে না। তাতে দৃশ্যত ওয়াক্ফ সম্পত্তির উপকার হলেও করা যাবে না।[২]

মুতাওয়াল্লি ও পরিচালনা কমিটির অব্যাহতি

ওয়াক্ফ সম্পত্তির রক্ষণা-বেক্ষণ ও আয় উৎপাদন যথাযথ খাতে ব্যবহার করাই মুতাওয়াল্লি বা পরিচালনা কমিটির মূল দায়িত্ব। এসব দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যদি মুতাওয়াল্লির বিরুদ্ধে অসদাচরণ বা বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ প্রমাণিত হয় অথবা অন্য কোন কারণে তিনি যদি অযোগ্য বলে বিবেচিত হন, তাহলে প্রশাসক তাকে অপসারণ করতে পারেন। এমনকি ওয়াক্ফকারী মুতাওয়াল্লিকে কোন ক্রমেই অপসারণ করা যাবে না এমন নির্দেশও দিয়ে থাকেন তাহলেও প্রশাসক তাকে অপসারণ করতে পারেন। ওয়াক্ফনামায় যদি মুতাওয়াল্লিকে অপসারণের ক্ষমতা রেখে থাকেন, তাহলে ওয়াক্ফ সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করার পর তিনি আর মুতাওয়াল্লিকে অপসারণ করতে পরেন না। তিনি নিজে মুতাওয়াল্লি হয়ে উপযুক্ত অভিযোগে প্রশাসক কর্তৃক অপসারিত হতে পারেন। ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে জনসাধারণের উপকারের জন্য সৃষ্ট ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে আদালত সর্বপ্রথম জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করবেন। অতএব কোন মুতাওয়াল্লি দেউলিয়া হয়ে পড়লে অথবা ওয়াক্ফ নামায় বর্ণিত ধর্মীয় দায়িত্ব পালন না করলে অথবা ওয়াক্ফ সম্পত্তিকে নিজের

১. *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৮, শামী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৯
২. *আল বাহরুর রাইক*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮-২৩৯

ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে দাবী করলে প্রশাসক তাকে অপসারণ করে তার স্থলে নতুন মুতাওয়াল্লি নিয়োগ করবেন অথবা ওয়াক্ফ সম্পত্তি পরিচালনার জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।[১] ওয়াক্ফকারী ইচ্ছা করলে বিনা অপরাধেই মুতাওয়াল্লিকে অব্যাহতি দান করতে পারেন। কিন্তু কাজী বিনা অপরাধে তা পারেন না। হাঁ মুতাওয়াল্লি যদি কোন অপরাধ তথা ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে খিয়ানত করে তবে কাজী (সরকারী প্রতিনিধি) তাকে অব্যাহতি দান করবে। তহবিলে অর্থ থাকা সত্ত্বেও ওয়াক্ফ সম্পত্তির নির্মাণ, সংস্কার কাজ না করা, ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রয় করে ফেলা ইত্যাদি বিষয়গুলো খিয়ানত এবং মুতাওয়াল্লির বরখাস্তের কারণ হিসেবে বিবেচিত হবে। মুতাওয়াল্লি যদি উন্মাদ হয়ে যায় এবং এ অবস্থা এক বছরকাল দীর্ঘায়িত হয় তবে তাকে অব্যাহতি দান করতে হবে। এক বছরের কম হলে অব্যাহতি দেয়া যাবে না। সুস্থ হওয়ার পর তাকে পুনরায় সে পদে বহাল করা হবে। পরিচালনা কমিটি যদি মুতাওয়াল্লিও হয়, তবে উপরোক্ত বিধি-বিধান তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আর যদি মুতাওয়াল্লির প্রতিনিধি হয় তবে মুতাওয়াল্লি যখন ইচ্ছা সে কমিটি বরখাস্ত করতে পারে।[২]

১. *আল বাহরুর রাইক*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩৪, *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৩, *আল বায়যাবিয়া*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

২. *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৬; *ফাতহুল কাদির*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইসলামে মানব কল্যাণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং ওয়াক্‌ফের উৎপত্তি ও বিকাশ
প্রথম পরিচ্ছেদ
ইসলামে মানব কল্যাণ দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম মানবজাতির পরিপূর্ণ ও কল্যাণময় জীবন বিধান।[১] এটি গোঁড়ামী, উগ্রতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং কুসংস্কারমুক্ত একটি প্রগতিশীল ও বাস্তবধর্মী জীবন ব্যবস্থা। স্থান, কাল, পাত্রের উর্ধ্বে ইসলাম বিশ্ব মানবের ঐক্য, শান্তি, মানবতাবোধ ও পরমত সহিষ্ণুতার এক বিরল দৃষ্টান্ত। এটি ইহকাল সর্বস্ব কিংবা পরকাল সর্বস্ব নয়; বরং মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ এর আলোচ্য বিষয়। কোন একটি বিশেষ দিকের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে মানব জীবনের স্বাভাবিক ভারসাম্য বিনষ্ট করার অনুমতি ইসলামে নেই। মানুষের জীবনাচার, অর্থ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, দর্শন, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি তথা ইহ ও পরকাল ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামের রয়েছে অনুপম দিক-নির্দেশনা। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "আমরা আপনার প্রতি এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি যার মধ্যে প্রতিটি বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা বিদ্যমান।"[২]

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব 'আশরাফুল মাখ্‌লুকাত'। মানব প্রকৃতি সর্বদা শান্তি ও কল্যাণের প্রত্যাশী এবং তা লাভের অদম্য প্রয়াস মানবজীবনকে মহীয়ান করে রেখেছে। মানুষের মন-মস্তিষ্কপ্রসূত কল্যাণ চিন্তা ও মতবাদের অসারতা ও ব্যর্থতার নির্মম পরিণতি বিশ্ববাসীর নিকট আজ সুস্পষ্ট। ফলে সর্বত্র সকলের মধ্যে বিরাজ করছে শান্তি ও কল্যাণ লাভের এক অসাধারণ আর্তি। একমাত্র ইসলামই বিশ্বমানবতার সার্বিক কল্যাণ লাভের কালোত্তীর্ণ বিধান। এ বিধান অতীন্দ্রিয় কোন তত্ত্ব কিংবা দুর্বোধ্য কোন দর্শন নয়; বরং এটি মানুষের সহজাত, সহজ-সরল জীবন-যাপন প্রণালী।[৩]

---

১. 'ইসলাম' সিলমুন (سلم) ধাতু থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ- শান্তি, কল্যাণ, নিরাপত্তা, আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ ইত্যাদি। পরিভাষায় রাসূল (স.) হাদিসে যেমনটি বলেছেন, "ইসলাম হচ্ছে এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর প্রেরিত রাসূল। সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমজান মাসে রোজা রাখা ও হজ্জ পালন করা। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-১।) বস্তত এক আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার নামই ইসলাম।

২. আল কুরআন, ১৬ : ৮৯, ১২ : ১১১

৩. আল কুরআন, ১ : ৫

যা হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূল, সাহাবীগণ এবং যুগেযুগে ইসলামের অনুসারীগণ নিজেদের জীবনে ও সমাজে প্রয়োগ করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। কেননা এটি মানুষের শান্তি ও কল্যাণ লাভের সর্বশেষ চূড়ান্ত বিধান। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড এম. এন. রায় এ সত্য অকপটে স্বীকার করে বলেছেন,

"When dispassionate and scientific study of history dissipates, legends and discredited malicious tales, disappear the rise of Islam stands out not as a scourge but a blessing to mankind." [১]

মানুষের জ্ঞান সীমিত।[২] এ সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বারা তার পক্ষে নিরপেক্ষ কল্যাণ চিন্তা কিংবা জীবন পরিচালনার জন্য নির্ভুল পথ রচনা সম্ভব নয়। তাই মহান আল্লাহ্ অত্যন্ত অনুগ্রহ করে বিশ্বমানবতার সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য শাশ্বত বিধান ইসলামকেই মনোনীত করেছেন।[৩] এতদ্ব্যতীত মানবতার প্রকৃত কল্যাণ অসম্ভব।[৪]

প্রচলিত মানব কল্যাণ

সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মানুষ চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা চালিয়ে আসছে। এর উদ্দেশ্য মানবকল্যাণ সাধন করা। মানবকল্যাণ বা Human welfare থেকে Humanism বা মানবতাবাদ এর উৎপত্তি। এটি একটি বহুমাত্রিক ধারণা।[৫] কল্যাণ শব্দের অর্থ মঙ্গল, কুশল, সমৃদ্ধি, সহায়তা, আনুকল্য, দাক্ষিণ্য ইত্যাদি।[৬] সাধারণভাবে মানবকল্যাণ বলতে বুঝায় মানুষের কল্যাণমূলক চিন্তা-ভাবনা ও কার্যক্রমকে। বিশেষ অর্থে মানবকল্যাণের জন্য গৃহীত চিন্তা-গবেষণা, কর্মসূচী ও পদক্ষেপ এবং তা বাস্তবায়ন করাকে বুঝায়।

---

১. M. N. Ray, *The historical Role of Islam,* 1931-P. 88

২. আল কুরআন, ১৭ : ৮৫

৩. আল কুরআন, ৩ : ১৯, ৪ : ৩২, ২ : ১৯৫, ২৮ : ৭, ১৬ : ৯০

৪. আল কুরআন, ৩ : ৮৫

৫. কখনও কখনও এটি আপেক্ষিক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় এ কল্যাণ-চিন্তা বা কর্মসূচী বিশেষ কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের স্বার্থে গ্রহণ বা বাস্তবায়ন করা হয় এবং সে ক্ষেত্রে অন্যের ক্ষতির দিকটি বিবেচনা করা হয় না। এ ধরণের কল্যাণকে প্রকৃত অর্থে মানব কল্যাণ বলা যায় না। মানব সমাজে এরূপ কার্যক্রমের দৃষ্টান্ত অতীতে এবং বর্তমানে অসংখ্য ও ভুরিভুরি।

৬. *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ২০০০ খ্রি:), পৃ. ২৩৩

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র তথা মানুষের বৃহত্তর জীবনে সুখ শান্তির প্রত্যাশা এবং তা প্রতিষ্ঠা করার অভিপ্রায় থেকেই কল্যাণ-চিন্তা উদ্ভূত। কোন পথে চললে মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ হবে, মানুষ সুন্দর ও শান্তিময় জীবন লাভ করবে। পারস্পারিক সুসম্পর্ক বজায় রেখে কিভাবে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক জীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করবে, কী করে তার সুকুমার বৃত্তিগুলোকে মহৎ জীবন গঠনের সাধনায় নিয়োজিত রাখবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সর্বকালে সর্বযুগে অগণিত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও জ্ঞানী-গুণীজন এসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন, অবিরাম গবেষণা চালিয়ে আসছেন এবং নিজেদের মত করে মতামত ও মতাদর্শ পেশ করেছেন। ফলে রচিত হয়েছে নানা মতবাদ,[১] জন্ম নিয়েছে বিভিন্ন সংঘ, সংস্থা ও নীতিমালা বা সনদ।[২] এ সবের প্রবক্তাগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ চিন্তা-গবেষণা ও পরিকল্পনানুযায়ী কল্যাণ-থিওরী (Method of Human welfare) দিয়েছেন ও এর স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন এবং কমবেশী তারা এর ফলাফলও উপভোগ করেছেন।

এ প্রেক্ষাপটেই দুনিয়ার তাবৎ শান্তিকামী মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়েছে নানা মত ও বিভিন্ন দল উপদলে। অনৈক্য আর প্রতিহিংসার লেলিহান শিখা গ্রাস করে নিয়েছে গোটা পৃথিবীকে। ফলে হিসাবের খাতায় যোগ হয়েছে অগণিত রক্তক্ষয়ী সংঘাত, সংঘর্ষ এবং তা গড়িয়েছে দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত। পদধ্বনি শুনা যাচ্ছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের। পারস্পরিক কিংবা এক জাতির সাথে অন্য জাতির এ সংঘর্ষ হয়েছে ক্ষমতা, অর্থ, ভৌগলিক সীমারেখা, ভাষা, ধর্ম, বর্ণ ইত্যেকার সংকীর্ণ স্বার্থ-চিন্তা থেকেই। কারণ যাই হোক না কেন, এর পেছনে কোন না কোন কল্যাণ চিন্তাও যে ছিল, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তবে কালের সাক্ষী ইতিহাস এর ফলাফল সফলতা ও ব্যর্থতার মোড়কে সযত্নে সংরক্ষণ করে রেখেছে অনাগত ভবিষ্যতের জন্য।

বর্তমান বিশ্বে মানবতার যে চরম বিপর্যয় ঘটে চলছে তা মূলত মানব সৃষ্ট বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদেরই দ্বন্দ্বের ফসল। মানব সৃষ্ট এ সব মতবাদের কোনটিই মানুষকে তার কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ ও শান্তির লক্ষে পৌঁছে দিতে পারেনি। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তাশক্তির অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে মানব সভ্যতা আজ সুউচ্চ শিখর স্পর্শ করছে। ডিস-এন্টিনা ও ইন্টারনেটের বদৌলতে সারা পৃথিবী এখন মানুষের হাতের মুঠোয়।

---

১. মানুষের মন-মস্তিষ্কপ্রসূত সকল মতবাদ ও মতাদর্শই এ প্রেক্ষাপটে রচিত। যেমন: পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, জাতীয়তাবাদ ও বর্ণবাদ ইত্যাদি। একইভাবে বিভিন্ন দেশে নানা প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ, দল-মত ও গোষ্ঠীবাদ ইত্যাদি।

২. যেমন: জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ, আই.এম.এফ, ন্যাটো, সার্ক ইত্যাদি বিভিন্ন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সামরিক আঞ্চলিক সংস্থা ও সংঘ একই উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছে।

মুহূর্তের মধ্যে মানুষ দূর থেকে দূরে দ্রুতযানের সাহায্যে চলে যাচ্ছে। পাখির ন্যায় মানুষ শূন্যে-মহাশূন্যে উড়ে বেড়াচ্ছে। চলে যাচ্ছে এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে। মহাশূন্যযানে করে মানুষ মহাকাশের অনেক অজানা রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা করছে। মঙ্গলগ্রহ ও চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষ অবতরণ করছে। অনুসন্ধান করে চলছে পানিসহ মানব বসবাসের উপযোগী প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণ। মুহূর্তের মধ্যে নিজের কণ্ঠস্বর বেতারে পৌঁছে দিচ্ছে হাজার হাজার মাইল দূরে। মানুষ আবিষ্কার করছে কম্পিউটার, দূরবীণসহ আরো কত কি। পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কার দিন দিন মানুষের সামনে আবিষ্কারের নতুন নতুন দ্বার উন্মোচন করে দিচ্ছে। সন্দেহ নেই, এ সব আবিষ্কারের ফলে মানুষ বহুভাবে উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ কি পেয়েছে তার আরাধ্য (শান্তি বা কল্যাণ নামক) বস্তুটির সন্ধান? পেলে কতটুকুই বা পেয়েছে? না পেলে কেনই বা পায়নি? এ হিসাব মেলানো আজ সময়ের অনিবার্য দাবী।[১]

এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বিশ্বে ৩শ' কোটি লোকের দৈনিক আয় ২ ডলারের কম। ১শ' ৩০ কোটি লোক বিশুদ্ধ খাবার পানি পায় না। ১৩ কোটি শিশু স্কুলে যায় না এবং অনাহারজনিত রোগে প্রতিদিন অসংখ্য শিশু মারা যায়। চিকিৎসার অভাব, অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং সামাজিক বঞ্চনায় কোটি কোটি মহিলা ও মেয়ের জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। এ পরিস্থিতিতে বিশ্বের আপামর জনগণের অর্থনৈতিক বঞ্চনা আন্তর্জাতিক সংকটকে আরো ঘনিভূত করে তুলছে।[২]

মানুষের কল্যাণের জন্য মানব রচিত আইন ও বিধি-বিধানের ব্যর্থতা এবং এর নির্মম পরিণতি বিশ্বব্যাপী আজ দৃশ্যমান। সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি সত্ত্বেও মানুষের মন-মস্তিষ্ক প্রসূত বিধি-বিধান সভ্যতা ও মানবিকতা ধ্বংসের সকল আয়োজন সম্পন্ন করে চলছে। মানুষের জীবন থেকে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা কেড়ে নিয়েছে। মানুষের প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস এবং রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের সদ্ভাব ও সদিচ্ছাকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুদ, ঘুষ ও দুর্নীতি সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। ধর্মীয় উগ্রতা এবং এক ধর্মের প্রতি অন্য ধর্মের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, বর্ণবাদের নিষ্ঠুর হিংস্রতা ও স্বাধীনতাকামীদের উপর অত্যাচারের ষ্টীমরোলার বিশ্ববাসীকে করে চলছে ভয়ানক ভাবে বিপদগ্রস্ত এবং মানুষের মানবিকতাকে করে চলছে চরমভাবে অপমানিত।

---

১. Editor, professor Dr. Ragia Akter Banu, *Bangladesh Journal of Islamic Thought*. মানবকল্যাণ ও ইসলাম: একটি পর্যালোচনা, ড. মীর মনজুর মাহমুদ (ঢাকা: Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), ২০০৯), পৃ: ১০৯

২. প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নান, *নীরব অর্থনৈতিক বিপ্লব: বিকল্প চিন্তাধারা* (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স-২০০৪), পৃ. ১৮৯

সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিগুলো ছলে বলে কৌশলে সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করার পরিকল্পনা ও পাঁয়তারা চালিয়ে যাচ্ছে। সাহায্য-সহায়তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষার নামে দুর্বলের উপর চলছে সবলের নিপীড়ন ও শোষণ। বিশ্বব্যাপী এ অশুভ শক্তি মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পন্ন দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মৌলবাদ উৎখাতের ছদ্মাবরণে নিরন্তর যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।* ফলে অবিশ্বাস, আতঙ্ক ও বারুদের গন্ধ বিশ্ব বায়ুমণ্ডলে এক অস্বাভাবিক ও অসুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করছে, যার মধ্যে প্রাণভরে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়াও কষ্টকর হয়ে উঠছে। উন্নত ও অনুন্নত উভয় সমাজেই অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। বিশ্ব-নেতৃত্বের অপরিণামদর্শী কুটিল চিন্তার নির্মম ফলশ্রুতিতে সর্বত্র অশান্তি, অস্থিরতা, রক্তাক্ত সংঘাত, উত্তেজনা গোটা পৃথিবীকে যেন এক নরককুণ্ডে পরিণত করে তুলছে।[১]

বস্তুত মানুষের উপর মানুষের অন্যায় প্রভুত্ব করার অতীত জাহেলী প্রবণতা আর আধুনিক সম্রাজ্যবাদী প্রবণতার মধ্যে তেমন কোন ফারাক নেই। অন্ধকার যুগের দাম্ভিক শাসকরা যেমন নিজ দেশের জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণের চাইতে মানুষের উপর অন্যায় প্রভুত্ব কায়েমের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকতো এবং এ উদ্দেশ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে সম্পদ ও প্রাণহানিতে গর্ববোধ করতো, আধুনিক নব্য জাহেলিয়াতেরও ঠিক একই চরিত্র সর্বত্র দৃশ্যমান। এ নব্য জাহেলিয়াতে আচ্ছন্ন দাম্ভিক বড় বড় শাসকরা নিজ দেশের মানুষের বাঁচার নূন্যতম দাবী পূরণের চাইতে অপর দেশের মানুষের উপর অন্যায় প্রভুত্ব করার ও সম্পদ হরণের অন্ধ প্রতিযোগিতায় এতই দিশেহারা যে, তারা মানুষ বাঁচানোর চাইতে মানুষ মারার জন্য মারণাস্ত্র তৈরীতে প্রতি মিনিটে ১৬ লক্ষ ডলার ব্যয় করাকে জরুরী মনে করে থাকে।[২] বস্তুত সারা বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে আজ সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র তৈরীর যে কান্ডজ্ঞানহীন ও অপরিণামদর্শী প্রতিযোগিতা চলছে, তা কেবল নিজ দেশের অধিকারহারা ও অভুক্ত মানুষদের অধিকার হরণই নয়; বরং বিশ্ব মানবতাকে হত্যা করার এক চরম মাতলামী বৈ কিছুই নয়। মানব কল্যাণ চিন্তার ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দুনিয়ার

---

* আফগানিস্তান, ইরাক ও লিবিয়ার সরকার উৎখাত এবং ফিলিস্তিন, মিসর, সিরিয়া ও পাকিস্তানের বর্তমান যুদ্ধংদেহী পরিস্থিতিই এর উজ্জল দৃষ্টান্ত। এর পরের তালিকায় রয়েছে ইরান, তুরস্কসহ বেশ কয়েকটি মুসলিম দেশ।

১. Editor, professor Dr. Ragia Akter Banu, *Bangladesh Journal of Islamic Thought*.প্রবন্ধ:মানবকল্যাণ ও ইসলাম:একটি পর্যালোচনা, ড. মীর মনজুর মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৯।

২. আমেরিকা ও ইউরোপের ন্যাটো জোটভূক্ত দেশগুলো এ প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান দখল করে অছে। (জুলফিকার আহমদ কিসমতী, *চিন্তাধারা* , ঢাকা: ইফাবা, ২০০৫, পৃ. ১০২)

তাবৎ জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ মানব জীবনের সফলতা খুঁজে বেড়িয়েছেন কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে। বিত্ত-বৈভবের বিপুল সমাহার এবং ভোগ-সম্ভোগের বিচিত্র উপকরণের মধ্যেই তারা সন্ধান করেছেন জীবনের প্রকৃত সার্থকতা ও মহিমা। বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী Charles Zastrow যেমনটি বলেছেন, "The objective of social welfare is to meet the social, economic, health and recreational needs of all men of the society."[১]

ফলে তাদের কল্যাণ চিন্তায় উদ্ভূত ও আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক অবদানসমূহের কার্যকারিতা ও উপকারিতা মানুষের দেহসত্ত্বার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং মানবকল্যাণে আবিষ্কৃত অবদানসমূহ অর্থহীন হয়ে পড়েছে। কেননা দেহ ও আত্মার সুষম-উন্নতি ছাড়া প্রকৃত মানবকল্যাণ অসম্ভব। আত্মার বিকাশ ও উন্নতি ছাড়া শুধু দেহের উন্নতি বরং পাশবিক প্রবণতাকেই উসকিয়ে দিয়ে থাকে। এর প্রমাণ সেসব জাতি, যারা নিছক বস্তুবাদ গবেষণায় উন্নতি ও উৎকর্ষতা লাভ করেছে। সেসব জাতি আজ মানবতা ধ্বংসের মহোৎসবে মেতে উঠেছে। তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হস্তক্ষেপে সর্বত্র মানুষের রক্ত ও অধিকার নিয়ে চলছে হলি-খেলা । এর চেয়েও ভয়ানক ও বেদনাদায়ক বিষয় হচ্ছে, তাদের মুখ দিয়েই যুগপৎভাবে মানবাধিকার, গণতন্ত্র, শান্তি ও মানবকল্যাণের বাণী অতি উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে চলছে। ফলে গোটা পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িছে যে, কোটি কোটি শান্তিকামী মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে চুরমার করে দিয়ে যে কোন মুহূর্তে তাদের যে কারোর উগ্রতা, প্রতিশোধস্পৃহা বা অবিমৃষ্যকারিতা কয়েক মিনিটের মধ্যে বিশ্বকে ধ্বংস্তুপে পরিণত করে দিতে পারে। সুতরাং এদের কল্যাণ-চিন্তা মোটেই সর্বজনীন, ত্রুটিহীন বা সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তার উর্ধ্বে নয়। এদের তৈরী ব্যবস্থায় নিজের বা নিজ জাতির স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে অন্যের কল্যাণ-অকল্যাণকে একেবারেই বিবেচনায় নেয়া হয় না। শুধু তাই নয়, এমনকি অন্যের অকল্যাণ করেও যদি নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করা যায় সেটিকে কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়।[২]

---

১. Charles Zastrow, *Introduction to social welfare Institutions, social problems, service and current Issue*-1982, p. 7

২. মানব রচিত সকল মতবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের উৎপত্তি এ মূল্যবোধ থেকেই। পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, বর্ণবাদ, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, উপসাগরীয় যুদ্ধ, ইরাক, লিবিয়া ও আফগানিস্তানে হামলা এর জ্বলন্ত প্রমাণ। মানুষের মনগড়া এসব বিধি-ব্যবস্থায় বিক্ষিপ্ত কিছু কল্যাণ হলেও অকল্যাণ এবং ক্ষতির মাত্রাই অনেকগুণ বেশী। ফলে চরম অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা ও অশান্তি বিরাজ করছে আজ সর্বত্র।

Dhaka University Institutional Repository

মূলত এসবই মানুষের তৈরী কল্যাণ-চিন্তা ও বিধি বিধানের ফল। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, মানুষ নিজে তার কল্যাণ-চিন্তা বা নিজের তৈরী করা আইন দিয়ে সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবন নিশ্চিত করতে পারে না এবং পারছেনা। এর কারণ মানুষকে মহান আল্লাহ্ ঐ পরিমাণ যোগ্যতা ও ক্ষমতা দেননি। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গভাবে মানবকল্যাণ চিন্তা করার মত মেধাশক্তি (Software) মানুষের মাথায় সেট করা হয়নি। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, মানুষ সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী।[১] তার পক্ষে জ্ঞানের এ সীমাবদ্ধতা দ্বারা নিজের বা অপর মানুষের পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ কল্যাণ চিন্তা সম্ভব নয়। তাই দেখা যায়, মানুষের উদ্ভাবিত আইন ও বিধি-বিধান বা কল্যাণ চিন্তা দ্বারা এক শ্রেণির মানুষের কল্যাণ সাধিত হলেও অধিকাংশ মানুষ হয় বঞ্চিত, শোষিত ও ক্ষতিগ্রস্ত। ফলে কিছুকাল পরপরই সে সব বিধি-বিধান সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই একুশ শতকের আজকের বিশ্বে একদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষের অভূতপূর্ব উন্নতি, অপরদিকে সারা বিশ্বে মানবতার মহাবিপর্যয়, মহাসাগরের অতলস্পর্শী ধসের ইঙ্গিতই বহন করে চলছে। এ প্রেক্ষাপটে আমরা বিশ্বমানবতার জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত কালজয়ী আদর্শ ইসলামে মানবকল্যাণ অনুসন্ধান করতে পারি।

ইসলামে মানব কল্যাণের ধারণা

ইসলামের দৃষ্টিতে জগতের সব কিছুই মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্ট।[২] মানুষ নিজের উদ্ভাবনী ও প্রায়োগিক জ্ঞান দ্বারা সৃষ্টি জগতের প্রতিটি জিনিস যথাযথভাবে ব্যবহার করে উপকৃত হবে, জীবন ও মন-মানসিকতাকে উন্নত করবে, এটাই মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য। আল্লাহর সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বস্তু বহুমুখী কল্যাণে ব্যবহার করতে হলে মানুষকে ঐসব জিনিসের গুণাগুণ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। তাই পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন সৃষ্টি ও প্রাকৃতিক বিবর্তনের কথা উল্লেখ করে এ ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করার জন্য মানুষকে বারবার উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।[৩] এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বস্তু গবেষণার মধ্য দিয়ে একদিকে মানুষ তার উন্নত জীবন-উপকরণ উদ্ভাবন করতে সক্ষম হবে, অপরদিকে এর কার্যকারিতা ও উপকারিতা লক্ষ্য করে বস্তুর স্রষ্টা মহান আল্লাহর প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় মাথা নুইয়ে দেবে। কিন্তু বস্তু সংক্রান্ত মানুষের একপেশে চিন্তা-গবেষণার কারণে প্রথম উদ্দেশ্যটি কিছুটা অর্জিত হলেও দ্বিতীয়টি অর্জিত হয়নি।

---

১. আল কুরআন, ১৭ : ৮৫

২. আল কুরআন, ২ : ২৯, ৩১ : ২

৩. আল কুরআন, ৩ : ১৯১, ৪৫: ৩, ৩১: ২০, ৭১: ১৪-১৫, ৫০: ৬

ইসলামে মানব কল্যাণের ধারণা বস্তুবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এখানে বস্তুবাদ পারলৌকিক কল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের জন্য আখিরাতকে বাদ দিয়ে শুধু দুনিয়ার কল্যাণ বা শান্তি অন্বেষণ করা কিংবা দুনিয়াকে বাদ দিয়ে কেবল আখিরাতের কল্যাণ চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়ার সুযোগ নেই। ইসলাম এ উভয় প্রকার চরম পন্থার ঘোর বিরোধী। পবিত্র কুরআনের সূরা আল-বাকারার ২০১ নম্বর আয়াতে প্রথমে দুনিয়ার কল্যাণ তারপর আখিরাতের কল্যাণ চাওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এর অর্থ দুনিয়াতে মানুষ কল্যাণকর কাজ করলে তার বিনিময় অবধারিতভাবেই (Automaticaly) আখিরাতে পাওয়া যাবে। বস্তুত মানুষের একপেশে কল্যাণ চিন্তার ফলেই মানব জীবন আজ ভারসাম্যহীন, অনিয়ন্ত্রিত ও দুর্দশাগ্রস্ত। ইসলামের মূল লক্ষ্য হলো মানব কল্যাণ নিশ্চিত করা। মানব জীবনের চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষাও কল্যাণ লাভ করা। মূলত ইসলামের প্রতিটি বিধান ও অনুশাসন মেনে চলার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বিশ্বমানবের সার্বিক কল্যাণ। কল্যাণের ইসলামী পরিভাষা হচ্ছে ‘ফালাহ্’। ফালাহ্ (Falah) বা কল্যাণ শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পবিত্র কুরআনে বিভিন্নভাবে শব্দটি ৪০ বার ব্যবহৃত হয়েছে।[১] ইসলামের উদ্দেশ্যকে ড. এম. ওমর চাপরা বর্ণনা করেছেন ‘মাকাসিদ আল শরী‘আহ্’ হিসেবে। যা শরী‘আতের সীমার মধ্যে থেকে কল্যাণ লাভ এবং ‘হায়াতে তাইয়্যেবা’ বা পবিত্র জীবন লাভের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি হচ্ছে সে লক্ষ্য যার দিকে প্রতিদিন মুয়াজ্জিন পাঁচবার বিশ্ববাসীকে আহবান করে থাকেন। এভাবে ইসলাম সর্বজনীন ও সার্বিক ফালাহ্ বা কল্যাণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।[২]

আরবি ফালাহ্ শব্দটি এসেছে ‘আফলাহা ইউফলিহু’ থেকে। যার অর্থ হচ্ছে সমৃদ্ধি অর্জন করা, উন্নতি করা, সুখী হওয়া, কৃতকার্য হওয়া ইত্যাদি। আল্লামা রাগিব ইস্পাহানির মতে ফালাহ্ শব্দটি পার্থিব জীবনের জন্য তিনটি অর্থ প্রকাশ করে।[৩]

---

১. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামে সম্পদ অর্জন ব্যয় ও বন্টন* (ঢাকা : জমজম প্রকাশনী-২০১০), পৃ. ৭

২. ড. এম. উমর চাপরা, *ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়ন* (প্রবন্ধ), অর্থনৈতিক গবেষণা, মুহাম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত, ৩৫৭/এ/৬ মধুবাগ, নয়াটোলা থেকে প্রকাশিত, সংখ্যা- ৯, অক্টোবর ২০০৭, পৃ. ৫। ড. এম. উমর চাপরা প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ। তিনি পাকিস্তানে জন্ম গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ৩৫ বছর তিনি সউদী মনিটরি এজেন্সির এডভাইজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি জেদ্দাস্থ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের ইসলামিক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (IRTI) এর গবেষণা উপদেষ্টা।

৩. আল্লামা রাগিব আল ইস্পাহানী, *আল মুফরাদাত ফি গারীব আল কুরআন*, কারখানাই তিজারাতই কুতুব (করাচী), মুহাম্মদ আকরাম খান, ইনট্রডাকশন টু ইসলামিক ইকনমিক্স, দি ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট এবং ইনস্টিটিউট অব পলিসি স্টাডিজ ইসলামাবাদ, ১৯৯৪, পৃ. ৩৪

১. বাক্বা (Survival) বেঁচে থাকা।

২. গিনা (Freedom from Want) অভাব থেকে মুক্তি।
৩. ইজ্জত (Power and Honour) ক্ষমতা ও সম্মান।

আর আখিরাতের অনন্ত জীবনের জন্য ফালাহ্ শব্দটি চারটি অর্থ প্রকাশ করে -
১. বাক্বা বিল ফানাহ্ (Eternal Survival) অনন্ত জীবন সত্তাকে সার্থক করা।
২. গিনা বিল ফকর (Eternal Prosperity) অনন্ত সমৃদ্ধি।
৩. ইজ্জ বিল দুউল (Everlasting glory) চিরস্থায়ী সম্মান।
৪. ইলম বিল জাহেল (Knowledge free all Ignorance) অজ্ঞতামুক্ত জ্ঞান।[১]

ড. শেখ মকসুদ আলী ফালাহ্ শব্দের তিনটি অর্থ করেছেন-
১. অপরের সুখ কামনা করা (Wish happiness) ।
২. অন্যের সুখে সুখী হওয়া (Share happiness)।
৩. অপরের দুঃখ কষ্ট ভাগ করে নেয়া (Share sufferings)।[২]

ইসলামের অন্যতম দার্শনিক আলেম ইমাম গাযালীর মতে, যা কিছু ঈমান বা বিশ্বাস, জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তি, প্রাণ বা জীবন, মাল বা অর্থনীতি, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য কল্যাণকর তা-ই প্রকৃত মানবকল্যাণ। আর যা কিছু এ সবকে নষ্ট করে অর্থাৎ জীবনের কল্যাণ, মাল বা অর্থনীতির কল্যাণ বিরোধী, ঈমান বিরোধী এবং যা কিছু মানুষের বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট করে তা-ই ('মাফাসিদ') অকল্যাণকর।[৩] আধুনিক যুগের ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম গবেষক ও লেখক ড. ওমর চাপড়া, ড. ফাহিম খান, ড. মনওয়ার ইকবাল, প্রফেসর খুরশীদ আহমদ, ড. তরিকুল্লাহ্ খান, ড. নাজাতুল্লাহ্ সিদ্দিকী, ড. মনজের কাহাফ প্রমুখের মতে ইসলামী অর্থনীতির দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে আদালত বা জাস্টিস। তাঁরা কুরআন বিশ্লেষণ করে বলেছেন, পবিত্র কুরআনের প্রায় একশ'

১. মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা (ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০০৩), পৃ. ৪০১
২. সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। গত ৩১ জুলাই ২০০৪ ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো আয়োজিত 'Structural Characteristics and Development in an Islamic perspective' শীর্ষক সেমিনারে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ থেকে উদ্ধৃত।
৩. শাহ আবদুল হান্নান, *ইসলামী অর্থনীত: দর্শন ও কৌশল* (ঢাকা: আল-আমীন প্রকাশনী, ২০০৬), পৃ. ৪৯, (ইমাম গাযালী, আল-মুসতাসফা, ১ম খণ্ড, ইবনুল কাইয়্যেম, ই'লাম আল-মুয়াক্কিয়িন, ৩য় খণ্ড)

আয়াতে আদল বা জাস্টিস, ইনসাফ বা ন্যায় বিচারের কথা বলা হয়েছে এবং প্রায় একশ' আয়াতে জুলুম না করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রায় দু'শ আয়াতে ইনসাফের কথা বলা হয়েছে।

ইনসাফের মূল তাৎপর্য হচ্ছে মানুষের প্রয়োজন মেটানো। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Need fulfillment করা। এর অর্থ দাঁড়ায় মানবকল্যাণ। যা ইসলামী শরী'আতের লক্ষ্য।[১] ইসলামে সর্বজনীন কল্যাণের পরিসর এতই ব্যাপক, বিস্তৃত ও সুদূর প্রসারী যে, মানবীয় চিন্তা-ভাবনা ও জ্ঞান-গবেষণা তা কল্পনা করতেও অপারগ। শুধু মানুষ নয়, গোটা সৃষ্টি নিচয়ের জন্য কল্যাণময় বিধান ইসলাম। এর মহান বার্তাবাহক সম্পর্কে কুরআন সে কথাই সুস্পষ্ট করে বলেছে, "আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি।"[২] সুতরাং ইসলামে কল্যাণের ধারণা সর্বব্যাপী, সর্বজনীন, পূর্ণাঙ্গ ও কালোত্তীর্ণ। কেননা এটি আল্লাহ্ প্রদত্ত ও ওহী নির্দেশিত। মানুষের মন-মস্তিষ্কপ্রসূত কল্যাণ-চিন্তা বা ফর্মূলা সমগ্র মানবজাতির জন্য স্থায়ী ও নিশ্চিত কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনা। এটি মানুষের জ্ঞান, সক্ষমতা ও এখতিয়ার বহির্ভূত।[৩] কেননা যে কোন কল্যাণ-চিন্তার ক্ষেত্রে তিনটি কাল বা সময় (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) অবধারিতভাবে বিবেচনায় নিতে হয়। মানুষের ক্ষেত্রে এ তিনটি কালের নেতিবাচক দিক হচ্ছে, মানুষ অতীত ভুলে যায়, বর্তমানে যা করে তাতে ভুল করে এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছুই জানে না, এমন অসহায়, দুর্বল ও নশ্বর মানুষ কি করে গোটা মানবজাতির জন্য কল্যাণ-চিন্তা বা ফর্মূলা দিতে পারে? এটি মানুষের পক্ষে কেবল দূরহ নয়; অসম্ভবও বটে।[৪]

এতদ্ব্যতীত যিনি কোন কিছুর স্রষ্টা বা আবিষ্কারক মূলত তিনিই সে বিষয় বা বস্তুর পরিচালনা সংক্রান্ত নির্ভুল নির্দেশিকা (Guideline) দিতে পারেন। অন্য কারো পক্ষে তা দেয়া বাস্তব সম্মত কিংবা সম্ভব নয়। যেহেতু বিশ্বজগত ও মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্। সেহেতু মানব জীবন পরিচালনা সংক্রান্ত নির্ভুল ও সঠিক দিক-নির্দেশনা (Guideline) একমাত্র তিনিই দিতে পারেন। সুতরাং এটি সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্পাকই সকল কল্যাণের উৎস, মালিক ও দাতা (Distributor)।[৫] তাঁর দেয়া একমাত্র জীবন বিধান ইসলামই বিশ্বমানবতার স্থায়ী কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে।

---

১. শাহ আবদুল হান্নান, *ইসলামী অর্থনীতি: দর্শন ও কৌশল* (ঢাকা:আল-আমীন প্রকাশনী,২০০৬), পৃ. ৪৯,

২. আল কুরআন, ২১ : ১০৭

৩. প্রাগুক্ত, ১৭ : ৮৫

৪. প্রাগুক্ত, ৩ : ৮৫

৫. প্রাগুক্ত, ৩ : ২৬

মানুষ 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সৃষ্টির সেরা জীব। মহান আল্লাহ্ অন্য সৃষ্টির চাইতে সম্মানিত করে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ আল্লাহ্র খলিফা বা প্রতিনিধি। তাই আল্লাহ্র প্রতিনিধি ও শ্রেষ্ঠ জীব

হিসেবে প্রত্যেক মানুষের নিজের প্রতি, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, গরিব দঃখী, এতিম, সমাজ ও রাষ্ট্র এমনকি অন্যান্য প্রাণীর প্রতিও, দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে।[১] এ দায়িত্ব আল্লাহ্ প্রদত্ত। আর তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশনা অনুযায়ী যথাযথভাবে পালন করার নামই ফালাহ্ বা কল্যাণ। মানব জীবনের প্রকৃত কল্যাণ কেবল তখনই অর্জিত হতে পারে, যখন তা জীবনের উভয় পর্যায়ে অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতে অর্জন করতে মানুষ সক্ষম হবে। কেননা এ জীবনের সকল কর্মকান্ডের প্রতিফল মানুষকে আখিরাতে দেয়া হবে।[২] একারণে ইসলাম মানুষের ইহকাল ও পরকাল উভয় জীবনের প্রতিই সমান গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ্ মানুষকে জীবনের উভয় পর্যায়ের কল্যাণ কামনা করার শিক্ষা দিয়েছেন, “হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দিন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন। আর আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।”[৩] অপর কয়েকটি আয়াতে মানবকল্যাণ সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশনা হচ্ছে, “ তোমরা পরস্পর কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা কর।”[৪] “আল্লাহ্ তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন, তার মাধ্যমে তুমি পরকালের ঘর তৈরীতে সচেষ্ট থাক। পৃথিবীতে তোমার অংশ গ্রহণের কথা ভুলে যেও না। তুমি অন্য মানুষের কল্যাণ কর, যেমনি আল্লাহ্পাক তোমাকে কল্যাণ দান করেছেন।”[৫] “নিশ্চয় মহান আল্লাহ্ ন্যায়বিচার ও কল্যাণকর কাজ করার আদেশ দিয়েছেন।”[৬]

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ সামাজিক জীব এবং মানুষে মানুষে রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ফলে সমাজবদ্ধ প্রতিটি মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা এবং কল্যাণ-অকল্যাণের সাথে সমাজের অপরাপর মানুষের কল্যাণ অকল্যাণ সম্পৃক্ত। সমাজে বহু ইয়াতিম, মিসকিন, অসহায়, অক্ষম, বৃদ্ধ বা বিধবা স্ত্রীলোক রয়েছে, যাদের দেখা-শুনা ও জীবিকা নির্বাহের দায়িত্ব পালনের কেউ নেই। একইভাবে সমাজে রয়েছে বহু ঋণগ্রস্ত, চাকর-বাকর, ভৃত্য ইত্যাদি। এরা মনিব ও মালিকের হাতে নিরন্তর অমানুষিক নির্যাতন ও নিপীড়ন ভোগ করে থাকে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের কোন উপায়ই তাদের নেই।

---

১. আল কুরআন, ৪: ৩৬
২. আল কুরআন, ৯৯: ৭-৮
৩. আল কুরআন, ২: ২০১
৪. আল কুরআন, ৫: ৪৮
৫. আল কুরআন, ২৮ : ৭৭
৬. আল কুরআন, ১৬ : ৯০

এমতাবস্থায় সমাজের কাউকে না কাউকে তাদের জীবিকা এবং উক্তরূপ অবস্থা থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করতে এগিয়ে আসতে হবে, তা না হলে তারা কোন দিনই দুনিয়ায় মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না। ইসলাম যেহেতু মানব কল্যাণের চূড়ান্ত বিধান সে কারণে মানব কল্যাণে অবদান

রাখাকে ঈমানী দায়িত্ব ঘোষণা করেছে। "(হে রাসূল) আপনি কি জানেন সেই দুর্গম পথটি কী? তা হচ্ছে মানুষকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করা বা উপবাসের দিনে নিকটবর্তী এতিম বা ধূলা-মলিন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো, অত:পর সেই ঈমানদার লোকদের মধ্যে শামিল হওয়া, যারা পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের ও সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয়।"[১] সুতরাং ইসলামের কল্যাণ ধারণার সাথে মানবীয় কল্যাণ চিন্তার কোন তুলনাই হয় না। এ কারণে ইসলামের কল্যাণ ধারণার সাথে পাশ্চাত্যের কল্যাণ ধারণার পার্থক্য যেমন সুস্পষ্ট তেমনি ইসলামের কল্যাণ-রাষ্ট্রের সাথে পাশ্চাত্যের কল্যাণ-রাষ্ট্রের পার্থক্যও প্রণিধানযোগ্য। পাশ্চাত্যের ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্রে (যেমন-সুইডেন) যদি কোন লোক নিজে তার আয়-রোজগার ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে না পারে তা হলে তার দায়িত্ব বর্তায় রাষ্ট্রের উপর। এর ফলে রাষ্ট্রের উপর দায়িত্বের বোঝা অনেক বেড়ে যায়।[২] এটি মোকাবিলা করার জন্য রাষ্ট্রকে জনগণের উপর বেশী বেশী কর বা ট্যাক্স বসাতে হয় অথবা সুদের উপর ঋণ নিতে হয়। কিছুদিন এভাবে চলার পর এক সময় সব কিছু স্থবির হয়ে যায়। পরিস্থিতি মোকাবিলা করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে জনকল্যাণমূলক প্রোগ্রাম কাট-ছাঁট করতে রাষ্ট্র বাধ্য হয়। কেননা ঋণের সুদ অথবা জনগণের উপর মাত্রাতিরিক্ত কর আরোপ সামগ্রিক অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। মোটকথা মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত কল্যাণচিন্তা যেমন স্থায়ী ও টেকসই নয় তেমনি তা একটি সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আরো বহু সমস্যার জন্ম দেয়।

পক্ষান্তরে ইসলামে এ বিষয়টি সমাধানের পদ্ধতি খুবই চমৎকার ও স্থায়ী। যদি কোন ব্যক্তি নিজে আয়-রোজগার করতে না পারে বা অক্ষম হয়, তা হলে তাৎক্ষণিকভাবে তার দায়-দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর বর্তায় না; বরং তার দায়-দায়িত্ব নিতে হয় তার পরিবার (ছেলে, পিতা, ভাই ইত্যাদি) ও আত্মীয়-স্বজনকে। এমনকি তার প্রতিবেশীদেরও দায়িত্ব রয়েছে। আর রাষ্ট্র দেখবে যে তারা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছে কি না। কিন্তু কেউ যদি নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করে তবে রাষ্ট্র তাকে দায়িত্ব পালনে বাধ্য করবে। কেননা তার উপর দায়িত্ব পালনের বাধ্য-বাধকতা (Obligation) রয়েছে।

---

১. আল কুরআন, ৯০: ১২-১৭

২. শাহ আবদুল হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯,

কিন্তু যার দায়িত্ব পালন করার মতো কেউ নেই, কেবলমাত্র তার দায়িত্বই রাষ্ট্রের উপর বর্তাবে। সুতরাং পাশ্চাত্যের ওয়েলফেয়ার সিস্টেমে রাষ্ট্রের উপর যে বিরাট দায়িত্বের চাপ আসে সে তুলনায় ইসলামের ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্রের উপর দায়িত্বের বোঝা অনেক কম। ফলে ইসলামের ওয়েলফেয়ার অনেক বেশী কার্যকর (More sustainable) ও টেকসই। মানব কল্যাণের ক্ষেত্রে ইসলামের

দৃষ্টিভঙ্গি এতই ব্যাপক সর্বজনীন ও বাস্তবধর্মী যে, এর নান্দনিক দিক মানব মনকে প্রচন্ডভাবে আলোড়িত ও অনুপ্রাণিত করে। এতে মানুষের মনে কৃপণতা, সংকীর্ণতা ও দারিদ্র-ভীতি ইত্যকার শয়তানী প্ররোচনা ঢুকতেই পারেনা। ফলে ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা প্রত্যেকেই একাজে এগিয়ে আসতে পারে। ধনী ও ক্ষমতাবানরা নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রভাব- প্রতিপত্তি দিয়ে আর গরিব নিজের শারীরিক শক্তি-সামর্থ, সুন্দর আচরণ, মনের দরদ, বুদ্ধি ও মেধা ইত্যাদি দ্বারা মানবকল্যাণে প্রভূত অবদান রাখতে পারে। এক কথায় মানুষের উপকার হয় এমন প্রতিটি কাজই সৎকাজ ও পুণ্যের কাজ। সুতরাং মানব কল্যাণ করা যাবে না, এমন অবস্থা ইসলামে নেই। একবার কিছু দরিদ্র লোক রাসূল (স.) এর নিকট এসে ফরিয়াদ করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! ধনী লোকেরা পুণ্যকর্মে আমাদের চাইতে এগিয়ে গেছে। কেননা তারা জনকল্যাণ খাতে তাদের বিপুল ধন-সম্পত্তি ব্যয় করছে। আমরা দরিদ্র বলে আমাদের হাতে কিছু নেই যে, দান-সাদাকাহ্ করবো। রাসূল (স.) তাদেরকে বুঝালেন যে, পুণ্য অর্জনের উপকরণ শুধু ধন-সম্পদ নয়। মানুষের উপকার হয় এমন প্রতিটি কাজই সৎকাজ। রাসূল (স.) তাদের বললেন,

"যদি তুমি একবার আল্লাহর প্রশংসা কর তবে তা একটি সাদাকাহ্ বা পুণ্যের কাজ হিসেবে পরিগণিত হবে। কাউকে একটি ভাল কাজের উপদেশ দাও কিংবা মন্দ কাজে বাধা দাও, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দাও, দু'জন বিবাদীর মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দাও, কাউকে তার ভারবাহী উটের পিঠে চড়তে সাহায্য কর, এ সবই এক একটি সাদাকাহ বা পুণ্যের কাজ।"[১]

এভাবে ইসলাম মানব কল্যাণ তথা পুণ্যকর্মের পথ সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এ কারণে ইসলাম একজন মানুষের মুসলিম হওয়া না হওয়ার বিষয়টিকে মানবকল্যাণে অবদান রাখা না রাখার মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করে। রাসূল (স.) বলেছেন,

"তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবেনা, যতক্ষণ না তোমরা অন্যের জন্য তা-ই পছন্দ করবে, যা তোমরা নিজেদের জন্য পছন্দ কর।"[২] পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "যদি অন্যের কল্যাণ সাধন কর তাতে তোমারই কল্যাণ হবে।

১. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ বুখারী* (দিল্লীঃ কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ্ ১৪০৯ হিজরী), হাদীস নং- ২৭৫৩

২. ওলিউদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, *মিশকাতুল মাসাবিহ,* কলিকাতা, তা.বি. পৃঃ ৪২২

আর যদি অন্যের ক্ষতি সাধন কর তবে সে ক্ষতিও তোমারই।"[১] অন্য এক হাদিসে রাসূল (স.) বলেছেন, "তুমি পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া প্রদর্শন কর তাহলে মহান আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়াদ্র হবেন।"[২] মানব কল্যাণের ক্ষেত্রে ইসলামের এ বুনিয়াদী (Fundamental) দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ব্যক্তি নিজের স্বার্থেই অন্যের সাথে ভাল ব্যবহার করে, অন্যের কল্যাণ চিন্তা করে, সর্বোপরি অন্যের ক্ষতি

করা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়।[৩] ইসলামের এ কল্যাণ-ধারণা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রে সংকীর্ণ ব্যক্তি বা গোষ্ঠি স্বার্থের ভেদ রেখা টানার কোন সুযোগ নেই। যেমন রাসূল (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি পেট পুরে খাবার খায় আর তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে সে মুসলিম নয়।"[৪]

এখানে প্রতিবেশী কোন ধর্মের বা কোন বর্ণের এ প্রশ্ন অবান্তর। ইসলামের এ উদার মানবতাবাদী, সর্বজনীন ও যুগান্তকারী দৃষ্টিভঙ্গি পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। মানুষে মানুষে ঐক্য ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি স্থাপন এবং মানবীয় সাম্যের এমন অসাধারণ নজির বিশ্বসভ্যতায় অদ্বিতীয়। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আমীর আলী যথার্থই বলেছেন,

> "Islam is not a mere creed. It is a life to be lived in the present, a religion of right doing, right thinking and right speaking, funded on devine love, universal charity and the equality of man in the sight of the lord." [৫]

ইসলাম মানেই কল্যাণ। সুতরাং এ আলোচনার পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাই এ পর্যায়ে আমরা ইসলামে মানবকল্যাণ সম্পর্কিত কয়েকটি মৌলিক নির্দেশনা সংক্ষেপে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব।

ইসলামে মানব কল্যাণ নির্দেশনা

১। তাওহীদের ধারণা : তাওহীদ ইসলামের মূলমন্ত্র। এর উপর ভিত্তি করেই ইসলামী জীবন-প্রাসাদ রচিত। এটি মানুষের প্রতি মহান আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় নি'আমত। মানবজীবনে কল্যাণ

---

১. আল কুরআন, ১৭ : ৭

২. ওলিউদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪২৩

৩. আল কুরআন, ৯৯: ৭-৮

৪. ওলিউদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪২৪

৫. Syed Amir Ali, *The Spirit of Islam* (London: Methuen & Coltd, 1967), P. 178

লাভের ক্ষেত্রে এক আল্লাহর অস্তিত্বে নিরঙ্কুশ বিশ্বাস এবং রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি অবিচল আস্থা স্থাপনের কোন বিকল্প নেই। অবশ্য ইসলামে কেবল বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়; বরং এর সাথে 'ন্যায্য কর্মাচরণ'ও অত্যাবশ্যকীয়।[১] মানুষের ইহ ও পরকালের সকল কল্যাণই তাওহীদি চেতনাকে ঘিরে আবর্তিত এবং এর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অর্থাৎ তাওহীদে বিশ্বাস ব্যতীত মানব জীবনে প্রকৃত কল্যাণ লাভ করা সম্ভব নয়। সুতরাং স্রষ্টায় অস্বীকার করে মানুষ যত মহৎ কাজই করুক না

কেন, তা পরকালে কোন কাজে আসবে না। মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তাওহীদের সার্বভৌম সত্য থেকে বিচ্যুতির ফলে যুগে যুগে মানব সমাজ বিভ্রান্ত হয়েছে, অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বহুজাতি [২] বহুসভ্যতা।[৩] এক আল্লাহ্কে অস্বীকার করার ফলে মানুষ শত সহস্র দেবতার গোলামে পরিণত হয়েছে। মানব রচিত নানা মতবাদ আর বিভিন্ন কুসংস্কার মানব জীবনকে গ্রাস করে কঠিন গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে ফেলেছে। এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে বিশ্ববাসী ভোগ করে চলছে নানামুখী বিশৃঙ্খলা, বিপর্যয় ও অশান্তি। অথচ সকল প্রকার গোলামীর শৃঙ্খল মুক্ত করে বিশ্বমানবতাকে বিমুক্ত স্বাধীন ও কল্যাণময় জীবনের দিশা দেয়ার জন্যই আগমন ঘটেছিল অসংখ্য নবী-রাসূলের। বিশ্ববাসীর প্রতি তাঁদের সকলেরই উদাত্ত আহবান ছিল হে মানুষ! শান্তি, কল্যাণ আর মুক্তি চাও তো, এক আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন কর। এটিই মানব কল্যাণ আর মুক্তির রাজপথ। সুতরাং এটা অনস্বীকার্য যে, মানব জীবনে প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে হলে তাওহীদি জীবনবোধ অপরিহার্য।

২। জ্ঞানার্জনের অপরিহার্যতা : মানব জীবনে কল্যাণ লাভের ক্ষেত্রে ইসলামের দ্বিতীয় নির্দেশনা হচ্ছে জ্ঞানার্জনের অপরিহার্যতা। জ্ঞান ব্যতীত মানুষের বেঁচে থাকা বা সুস্থ ও সুন্দর জীবন যাপন প্রায় অসম্ভব। ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানার্জন ব্যতীত মানব কল্যাণ সুদূর পরাহত। এর অপরিহার্যতা সর্বজনবিদিত। সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই জ্ঞান মানুষের কল্যাণ লাভের অন্যতম প্রধান শর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) জ্ঞানের কারণেই শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ ফিরিশতাদের নিকট থেকে সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন।[৪]

---

১. আল কুরআন, ২ : ১৭৭, ৪ : ৩৬

২. যেমন: আদজাতি, ছামুদজাতি, সাবাজাতি, তুব্বাজাতি, আসহাবুল আয়কা, আসহাবে ফিল, আসহাবুল উখদুদ প্রভৃতি জাতি ধ্বংসের কাহিনী কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল কুরআন, ৩৪: ১৫-২১

৩. যেমন: রোমসভ্যতা, পারস্যসভ্যতা, মিসরীয়সভ্যতা, মাদয়ানসভ্যতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আল কুরআন, ৭: ৮৫; ৯: ৭০; ১১: ৮৪-৮৫; ২০: ৪০; ২: ৪৯-৭১; ৭: ৭৫-৯০; ১৭: ১০১-১০২

৪. আল কুরআন, ২ : ৩১-৩৪

মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে জ্ঞানার্জনের নির্দেশনা দিয়েই বিশ্বসভায় বক্তব্য আরম্ভ করেছিলন। "পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"[১] অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে, "যাকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে।"[২] মূলত জ্ঞান ব্যতীত মানুষের পক্ষে কোন কাজই নির্ভুলভাবে করা সম্ভব নয়। তাই বিশ্বমানবতা যাতে নির্ভুল কাজের মাধ্যমে প্রভূত কল্যাণের অধিকারী হতে পারে সে জন্য রাসূল (স.) জ্ঞানার্জনকে অপরিহার্য (ফরয) ঘোষণা

করেছেন।[৩] এভাবে পবিত্র কুরআনের প্রায় ৭৫৬ টি আয়াত এবং অসংখ্য হাদিসের মাধ্যমে ইসলাম জ্ঞানার্জনের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।[৪] এক্ষেত্রে জ্ঞানের কোন সীমা-পরিসীমা নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং স্থান কাল পাত্রের কোন ব্যবধানও টানা হয়নি। তবে ইসলামের নিদের্শনা হচ্ছে, এ জ্ঞান হতে হবে নির্ভুল ও কল্যাণপ্রদ, যা মানবতার কল্যাণে অবদান রাখবে।

আজকের সভ্যতাগর্বী পৃথিবীর সচেতন প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট এ সত্য সুস্পষ্ট যে, জ্ঞানই শক্তি। কেননা জ্ঞানের মাধ্যমেই অর্জিত হয় সক্ষমতা, নৈপুণ্য ও দক্ষতা। এসবের পাশাপাশি অতীব প্রয়োজন সততার, সুচিন্তার ও পবিত্রতার জ্ঞান। এতদ্ব্যতীত মানব কল্যাণ সুদূর পরাহত। কেননা প্রচলিত নিছক বস্তুবাদী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতা মানবজীবনে শান্তি, কল্যাণ ও নিরাপত্তা দিতে পারেনি; বরং এসবের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মানবজীবনে অশান্তি, অকল্যাণ ও নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকি বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছে। এর অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধান করে পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট দার্শনিক প্রফেসর জে.বি. হাল প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে বলেছিলেন,

“শিক্ষা ব্যবস্থায় তিনটি "R" এর সাথে যদি চতুর্থ "R" সংযুক্ত করা না হয়, তাহলে শিক্ষিত জ্ঞানীরা পঞ্চম "R" এ পরিণত হতে বাধ্য "If you give them three ‘Rs’ i.e. reading writting and arithmetic, and do not give them the forth ‘R’ i.e. Religion, they are sure to became the fifth ‘R’ i.e. Rascal."[৫]

সূতরাং জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে নৈতিকতা শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়; অপরিহার্যও বটে। তবেই তা মানবকল্যাণে যথার্থ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

---

১. আল কুরআন, ৯৬ : ১-৫

২. আল কুরআন, ২ : ২৬৯

৩. ওলিউদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪

৪. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইসহাক, *শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি* (চট্টগ্রাম: ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র-১৯৮০), পৃ. ৪৬

৫. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, *“আমাদের শিক্ষা : কিছু ভাবনা”* দৈনিক ইনকিলাব, ৪ জুন, ২০০৩, পৃঃ ১৩।

৩। সৎকর্ম সম্পাদন : মানব কল্যাণের জন্য ইসলামের তৃতীয় নির্দেশনা হচ্ছে, সৎকর্ম সম্পাদন করা। কুরআনের পরিভাষায় এটি ‘আমলে-সালেহ’। এক্ষেত্রে ঈমান ও আমল একটি অপরটির পরিপূরক। একটিকে বাদ দিলে অন্যটি অকার্যকর, মূল্যহীন ও অগ্রহণযোগ্য। এ কারণে পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে এ দু’টিকে একসাথে উল্লেখ করে মানব জীবন সফল ও সার্থক করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।[১] সূরা আসরে সময়ের কসম করে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, “সমগ্র

মানবজাতি ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত, কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে।”[২] সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, ঈমান ও সৎকর্মই মানুষের কল্যাণ ও মুক্তিলাভের একমাত্র পথ।

প্রশ্ন হচ্ছে সৎকর্ম কোনগুলো? ইসলামের দৃষ্টিতে গুটিকতক আচার অনুষ্ঠান, বিশেষ কিছু কাজের নাম আমল, সৎকর্ম কিংবা ইবাদত নয়;[৩] বরং এর পরিধি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। এক কথায় ইসলামের দৃষ্টিতে কর্মই ধর্ম। অর্থ্যাৎ মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি কাজই ইসলামে সৎকর্ম হিসেবে বিবেচিত।[৪] এমনকি গোটা সৃষ্টি নিচয়ের কল্যাণে কাজ করাও সৎকর্মেরই অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে কাজটির উদ্দেশ্য হতে হবে সৎ এবং পদ্ধতি হতে হবে নির্ভুল। অর্থ্যাৎ আল্লাহ প্রদত্ত এবং রাসূল (স.) নির্দেশিত নিয়মে কাজটি সম্পাদিত হতে হবে। অন্যথায় কাজ মহৎ হলেও কোন সুফল বয়ে আনবে না। এক কথায় কাজ ছোট, বড় বা মহৎ যেমনই হোক না কেন, এর নিয়্যাত ও পদ্ধতি হতে হবে সৎ ও নির্ভুল। তবেই মানুষের সকল কাজ সৎকাজ হিসেবে গণ্য হবে এবং তা মানবজীবনে প্রভূত কল্যাণ নিশ্চিত করবে।

---

১. আল কুরআন, ১৩: ২২, ২৩: ৯৬, ২৯: ৭, ৪১: ৩৪,৩৫, ৫১: ১৬-২০, ৫: ৪৮, ৬: ১৬১, ২: ৬২, ৮২, ১১২, ১৪৮, ৩: ১০৪, ১৪৫, ৪: ১২২, ১২৪, ১৪৯, ১৭৩
২. আল কুরআন, ১০৩: ১-৩
৩. আমাদের সমাজে সাধারণত কেবলমাত্র নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, কুরবানী, দান-সাদাকাহ, শবে কদর, শবে মি'রাজ, ঈদের নামাজ, নফল নামাজ, নফল রোজা, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি কতক আনুষ্ঠানিক ফরয, সুন্নত ও নফল কাজকে সৎকাজ ও ইবাদাত মনে করা হয়। নি:সন্দেহে এগুলো সৎকাজ। কিন্তু এর বাইরে মানব জীবনের বিশাল কর্মজগতকে ইবাদত থেকে পৃথক মনে করা হয়। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হারাম ব্যতীত মানুষ যত কাজ করে বা করার প্রয়োজন হয় সবই সৎকাজ। তবে শর্ত হচ্ছে কাজের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি ইসলাম সম্মত হতে হবে।
৪. যেমন- খাওয়া-দাওয়া, ঘুম-নিদ, আলাপ-আলোচনা, ঘর-সংসার, কৃষিকাজ, পরিবার-সমাজ, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক-বীমা, রাষ্ট্রীয় কাজ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি, এমনকি অন্য সৃষ্টি বা পরিবেশ রক্ষার্থে মানুষের যা কিছু করা প্রয়োজন তা সবই সৎকাজ ও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

৪। **খিলাফত ও ইবাদতের দায়িত্ব পালন :** মানুষ মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'আশরাফুল মাখলুকাত'। মানুষকে এক আল্লাহর খিলাফত [১] তথা ইবাদতের [২] দায়িত্ব দিয়েই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত ও বহু হাদিসে বিভিন্ন ভাবে একথা বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, “পৃথিবীতে আমি আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করতে চাই।”[৩] মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, “জিন এবং মানবজাতিকে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।”[৪] উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে

খিলাফত ও ইবাদাত সম্পর্কিত শব্দ দু'টি একটি অপরটির পরিপূরক এবং এর উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। এখানে খিলাফতের দায়িত্বই প্রধান ও মূখ্য। কেননা খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যেই পৃথিবীতে মানুষের অভ্যুদয় ঘটেছে।[৫] সুতরাং খিলাফতের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই ইবাদত করতে হবে তবেই তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে।

---

১. 'খলিফা' অর্থ স্থলাভিসিক্ত, প্রতিনিধি, (Representative)| খলিফা বলা হয় যে অন্য কারোর পক্ষ হয়ে তাঁরই প্রদত্ত ক্ষমতা ও ইখতিয়ার প্রয়োগ করে।'মানুষ আল্লাহর খলিফা' এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ মহান আল্লাহর জাত বা মূলসত্তা কিংবা তাঁর সকল গুণ বা কার্যক্রমের প্রতিনিধি; বরং এর অর্থ হচ্ছে মানুষ শুধুমাত্র মহান আল্লাহর রুবুবিয়াত বা প্রতিপালন ও তত্ত্বাবধানগুণের প্রতিনিধি। সে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী মানবিক আবেদন ও অনুভূতির লালন-পালন, জীবজগৎ ও প্রকৃতির অন্যান্য সৃষ্টির সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ভোগ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করবে মাত্র। বস্তুত মানুষ সার্বভৌম আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট কিছু কাজের প্রতিনিধি বা (Representative) দায়িত্ব পালনকারী মাত্র।

২. 'ইবাদত' অর্থ সর্বান্তকরণে বশ্যতা স্বীকার করা, উপাসনা করা। এক কথায় আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে জীবন যাপন করাই ইবাদত। বিশেষ কিছু কাজ ও নির্দিষ্ট কোন সময়ের আনুগত্য ও বশ্যতা নয়; বরং মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় প্রতিটি কাজকর্ম, চিন্তা-চেতনা, পদক্ষেপ ও তৎপরতা আল্লাহপাকের নির্দেশনা ও রাসূল (স.) প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুযায়ী বাস্তবায়ন করাই ইবাদত। অর্থাৎ খিলাফতের দায়িত্ব পালন করলেই তা ইবাদতে গণ্য হবে। এ জন্যই একজন মুমিনকে ঘোষণা করতে বলা হয়েছে- "আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সবকিছুই এক আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিবেদিত।" (আল কুরআন, ৬:১৬২)

৩. আল কুরআন, ২: ৩০, ৬: ১৬৫, ৩০: ৩০, ৩৫: ৩৯, ৩৮: ২৬

৪. আল কুরআন, ৫১: ৫৬, ২: ২১-২২, ৩: ১৮, ৪: ৮৭, ৬: ১০২, ১৬১-১৬২, ১০: ১৮, ১১: ১২৩

৫. নিছক আল্লাহ্পাকের গুণকীর্তন নয়; বরং খিলাফতের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই ইবাদত করতে হবে। কেননা মানব সৃষ্টির প্রাক্কালে ফিরিশতাদের প্রশ্নের উত্তরে গুণকীর্তনের মাধ্যমে ইবাদতের প্রসঙ্গটি আল্লাহ্ অগ্রাহ্য করে বলেছেন, "খলিফার দায়িত্ব সম্পর্কে আমি সম্যক অবহিত" অর্থ্যাৎ খলিফার দায়িত্ব আরো ব্যাপক, বিস্তৃত। রাসূল(স.) বলেছেন, "সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ্র পরিবারভূক্ত। সুতরাং সৃষ্টির মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে আল্লাহ্র পরিবারভূক্তদের প্রতি বেশী সদাচরণ করে।" (বায়হাকী, মিশকাতুল মাসাবিহ্, পৃ. ৪২৫)

মহান আল্লাহ বলেছেন, "কেবলমাত্র পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোর মধ্যে কোন পুণ্য নেই; বরং পুণ্য আছে আল্লাহ্, পরকাল, ফিরিশতা, ঐশী কিতাব ও নবীদের উপর বিশ্বাসে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আত্মীয়-স্বজন, এতীম, অভাবগ্রস্ত মুসাফির ও প্রার্থীজনের সাহায্যার্থে আপন সম্পদ বিতরণে, দাসত্ব মোচনের ব্যয়ে, সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদানে এবং ওয়াদা পূরণ করলে।"[১] মূলত এক আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং সৃষ্টির সেবা করার মাধ্যমে খিলাফত ও ইবাদতের দায়িত্ব পালন করলেই মানব কল্যাণ নিশ্চিত হবে।

৫। অকল্যাণকর কর্ম ও চিন্তা বর্জন করা : মানুষের রূহ বা আত্মা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা একটি আদেশ মাত্র।[২] ফলে স্বভাবতই মানুষ কল্যাণধর্মী ও সৎপ্রবণ হয়। এক লোক রাসূলকে (স.) কল্যাণ ও অকল্যাণকর চিন্তা এবং কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বলেন, "যে কাজে তোমার মন স্বস্তি ও শান্তি পায়, তা-ই পুণ্য ও কল্যাণকর। পক্ষান্তরে যে কাজে তোমার মন স্বস্তি ও শান্তি পায় না, তা-ই পাপ ও অকল্যাণ, ফতোয়াদাতারা এর বিপরীতে যতই ফতোয়া দিক না কেন।"[৩] বস্তুত এ মন বা বিবেকই নৈতিকতার ভিত্তিমূল। এখান থেকেই মানুষের চিন্তা-ভাবনার উৎপত্তি হয়। এজন্যই চিন্তাকে বলা হয় কর্মের বীজ বা কলি। চিন্তাই কর্মের উৎপত্তিস্থল। মানুষ যা কিছু ভাবে বা চিন্তা করে সাধারণত তা-ই করে থাকে বা করতে প্রয়াসী হয়। সুতরাং ভাল কাজের পূর্ব শর্ত ভাল চিন্তা করা। ইসলামে অকল্যাণকর চিন্তা ও কর্মের কোন স্থান নেই। এটিকে গর্হিত ও পাপকাজ অভিহিত করে সর্বোতভাবে বর্জন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূল (স.) বলেছেন, "তোমরা মন্দ ধারণা করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা মন্দ ধারণা জঘন্যতম মিথ্যা।"[৪] প্রায় একই কথা কুরআনেও উল্লেখ রয়েছে। "তোমরা বেশী বেশী ধারণা করা থেকে দূরে থাক, কেননা কোন কোন ধারণা পাপ।"[৫] অকল্যাণকর কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ তোমাদেরকে অশ্লীলতা, পাপের কাজ এবং অবাধ্য হতে বারণ করেন।"[৬] কেননা "পৃথিবীর জলে ও স্থলে তোমরা যেসব বিপর্যয় লক্ষ্য কর তা মানুষের কৃতকর্মেরই ফল।"[৭] সুতরাং মানুষকে নিজের স্বার্থেই অকল্যাণকর

---

১. আল কুরআন, ২ : ১৭৭
২. আল কুরআন, ১৭ : ৮৫
৩. মু. নূরুল ইসলাম, *নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের ধারণা* (ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো,২০০৪), পৃ. ১৯
৪. নিহায়া ফী গারিবিল হাদিস, ৩য় খন্ড, পৃ. ১৬২
৫. আল কুরআন, ৪৯ : ১২
৬. আল কুরআন, ১৬ : ৯০
৭. আল কুরআন, ৩০ : ৪১

চিন্তা ও কর্ম থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। তবেই মানবজীবন সফল, সার্থক ও কল্যাণময় হবে।

৬। ঐক্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের ধারণা : ইসলামী সভ্যতায় মানুষের মর্যাদা সর্বোচ্চ। তাই মানবতার মর্যাদা রক্ষার্থে এবং মানবকল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য মানুষের পারস্পরিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতি ইসলাম সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে কোন বিভাজন নেই। পৃথিবীর সকল মানুষ এক ও অভিন্ন এবং একই উৎস থেকে উৎসারিত।[১] এখানে মানুষকে এবং মানবজীবনের ক্রোড়ভূমি এ পৃথিবীকে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করা হয়, তাতে রয়েছে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব

ও সর্বজনীনতার এক অন্তরঙ্গ সূর। ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবী ইসলামের এ সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে বলেছিলেন, "ইসলামের মহত্তম দিকটি হলো এ ব্যবস্থায় জাতিগত, বর্ণগত, Race বা নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ে কোন প্রকার বৈষম্যের স্বীকৃতি নেই।"[২] ইসলামে বিভাজন রয়েছে মাত্র একটি ক্ষেত্রে এবং তা হল ভাল-মন্দ বা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য। অন্য কোন ক্ষেত্রে ইসলাম বিভাজনের ভেদ রেখা টানেনি। এখানে গরীবের উপর ধনীর, রাজার উপর প্রজার, কালোর উপর সাদার কিংবা আরবের উপর অনারবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। ইসলামে শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি সততা ও নিষ্ঠা। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "মানুষের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তি বেশী মর্যাদাবান যে জীবন যাপনের ক্ষেত্রে যতবেশী খোদাভীরু (সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ)। "[৩] ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবতার কল্যাণ নিশ্চিত করা। তাই মানুষের মধ্যে যেন কোন প্রকার গোঁড়ামী, সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িক চিন্তা ঢুকতেই না পারে সেজন্য বলা হয়েছে, "হে মানবজাতি তোমরা সকলে মিলে একটাই জাতি।"[৪] ইসলাম তার অনুসারীদের পারস্পরিক সম্পর্ককে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সুদৃঢ় রাখার পাশাপাশি বিশ্বমানবকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জীবন যাপনের উদাত্ত আহবান জানায়, "তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (ইসলাম) দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"[৫] এভাবে ইসলাম সকল প্রকার সংকীর্ণ জাতিভেদ, বর্ণভেদ, ভৌগলিক সীমারেখা ও বংশীয় কৌলিন্য এবং সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষের মূলোৎপাটন করে তদস্থলে মানুষে মানুষে সম্প্রীতি, ও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে সমাজবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনের উদাত্ত আহবান জানায়। কেননা এতদ্ব্যতীত বিশ্বমানবের প্রকৃত কল্যাণ সুদূর পরাহত।

---

১. আল কুরআন, ৪৯ : ১৩
২. প্রফেসর ড. এমাজ উদ্দীন আহমদ, *ইসলাম ও উন্নত জীবন ব্যবস্থা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫), পৃ.১৭
৩. আল কুরআন, ৪৯ : ১৩
৪. আল কুরআন, ২ : ২১৩
৫. আল কুরআন, ৩ : ১০৩

৭। সম্পদ ও সার্বভৌমত্বের [১] মালিক আল্লাহ্ : সম্পদ ও ক্ষমতা মানুষকে স্বেচ্ছাচারিতা এবং সীমালঙ্ঘনের দিকে ধাবিত করে। ফলে মানবজীবনে অনিবার্য হয়ে দেখা দেয় ক্ষুধা-দারিদ্র, দুঃখ-বেদনা ও জুলুম-নির্যাতন এবং এক সময় মনুষ্যবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠে মানুষের জন্য সাজানো সুন্দর এ পৃথিবী। মানবজাতির ইতিহাসে এর নজির অনেক। তাই ইসলাম সর্বপ্রথম এ শোষণ ও শাসনবাদী মানসিকতার মূলোৎপাটনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বলেছে, "সম্পদ, ক্ষমতা বা সার্বভৌমত্বের নিরঙ্কুশ মালিক একমাত্র আল্লাহ্।"[২] তবে মানুষকে সম্পদ, ক্ষমতা এবং এ পৃথিবীর সব কিছুই নির্দিষ্ট সীমারেখার (ইসলামী শরী'আহ্) মধ্যে ভোগ-ব্যবহারের অধিকার ও স্বাধীনতা

দেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষ এসবের মালিক নয়; বরং সাময়িক আমানতদার, ইজারাদার কিংবা কেয়ারটেকার মাত্র। সুতরাং ভোগ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা অবাধ ও নিরঙ্কুশ নয়; বরং এর সীমারেখা নিয়ে একদিন তাকে কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে এবং সীমালঙ্ঘনের দায়ে তাকে কঠিন পরিণতি ভোগ করতে হবে। যেহেতু আল্লাহপাক মানুষের কল্যাণ চান, সেহেতু মানুষ যাতে সম্পদ আর ক্ষমতার মোহে মোহগ্রস্ত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য এগুলোর মালিকানা রহিত করে প্রকারান্তরে মানব কল্যাণের পথই প্রশস্ত করে দিয়েছেন। একই সাথে এগুলো নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে ভোগ-ব্যবহারের অধিকার দিয়ে মানব জীবনকে সম্মানীয় ও মহীয়ান করেছেন।

৮ । অপব্যয় ও অপচয় পরিহার : মানব জীবনে কল্যাণ লাভের অন্যতম দু'টি উপায় হচ্ছে সম্পদ ও সময়ের সদ্ব্যবহার।[৩] ইসলাম এসব ভোগ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে সব ধরনের অপব্যয় ও অপচয়ের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করে মানব কল্যাণের নির্দেশনা প্রদান করেছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "খাও এবং পান কর, কিন্তু অপচয় করো না।"[৪]

১. সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে বুঝায়, যে সত্তা একই সময়ে একাধারে সবকিছু দেখেন, সবকিছু শুনেন, জানেন এবং সবকিছু করার ক্ষমতা রাখেন। যিনি চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব সর্বময় ক্ষমতা সম্পন্ন এক ও একক সত্তা। কুরআনের পরিভাষায় তিনি আল্লাহ্। পবিত্র কুরআনে সার্বভৌম সত্তার পরিচয় এভাবে দেয়া হয়েছে। (সূরা বাকারা-২৫৫)
২. আল কুরআন, ২: ১০৭, ২৫৫, ২৮৪, ৩: ২৬,১৮৯, ৫: ১৮, ৪০, ১২০, ৬৭: ১-৫, ২৬: ৪৯
৩. সময় মানব জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। পবিত্র কুরআনে সময়ের শপথ করে আল্লাহ্পাক মানুষের দায়িত্ব কর্তব্য নির্দেশ করেছেন। সময়ের অপচয় না করে এবং সর্বোত্তম ব্যবহারের উপর মানবজীবনের সফলতা ও কল্যাণ নির্ভর শীল। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জীবনে কল্যাণ লাভের ক্ষেত্রে সম্পদ ও সময়ের সদ্ব্যবহার সমান গুরুত্বপূর্ণ।
৪. আল কুরআন, ৭ : ৩১

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, "অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই।"[১] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "মহান আল্লাহ্ তোমাদের তিনটি কাজে সন্তুষ্ট এবং তিনটি কাজের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। যে তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন তা হলো ১) তোমরা তাঁর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না।২) তোমরা আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে এবং ৩) যাঁকে আল্লাহ তোমাদের শাসক বানিয়েছেন তাঁর মঙ্গল কামনা করবে। আর তিনি যে তিনটি কাজ অপছন্দ করেন তা হলো : ১) বাদানুবাদ বা অযথা কথাবার্তা, ২) অধিক প্রশ্ন করা এবং ৩) ধন-সম্পদের অপচয় করা।"[২] ইসলামের এসব বিধি-নিষেধের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়বোধ জাগ্রত করে একদিকে সম্পদ আহরণের অদম্য স্পৃহা থেকে নিবৃত করা অপরদিকে ভোগ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে

নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা। কেননা সম্পদের মোহ, কুক্ষিগত করণের নেশা ও অনিয়ন্ত্রিত ভোগ-ব্যবহার শুধু ব্যক্তিকেই না, সমাজকেও মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে মানবজীবন হয়ে উঠে দুর্বিষহ ও বিভীষিকাময়।

আজকের সভ্যতাগর্বী পৃথিবীতে একদিকে বঞ্চনা আর না পাওয়ার হাহাকার অন্যদিকে অপচয় আর অপব্যয়ের মহোৎসব পৃথিবীবাসীর উপর জগদ্দল পাথরের ন্যায় জেঁকে বসেছে। এ উম্মাদনার পথ বেছে নিয়ে যুগে যুগে সামর্থ ও ক্ষমতাবানরা মানবতাকে যেমন অপমানিত করেছে তেমনি মানব ইতিহাসকেও করেছে কলঙ্কিত। ইসলামে এ অবস্থা সর্বোতভাবে পরিত্যায্য। তাই সমাজে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার লক্ষে ইসলাম মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে সকল প্রকার অপচয় ও অপব্যয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। একই সাথে আয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও হালালপন্থা এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশনা প্রদান করেছে।

ইসলামে পূর্ণাঙ্গ জীবনের ধারণা

ইসলাম মানবজাতির স্বভাবজাত, সর্বাঙ্গীন সুন্দর, কল্যাণময় ও পরিপূর্ণ জীবন-দর্শন।[৩] মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ (All aspects of life) ব্যষ্টি ও সমষ্টি, ব্যক্তি ও সমাজ, আমল ও ইবাদত, দুনিয়া ও আখিরাত ইত্যাদির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে স্থায়ী সুখ-শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা এর লক্ষ্য। মূলত মানবজীবন অখণ্ড ও অবিভাজ্য। তাওহীদ এর মূলমন্ত্র। এর উপর ভিত্তি করেই ইসলামী জীবন-প্রাসাদের সকল কার্যক্রম আবর্তিত।

১. আল কুরআন, ১৭ : ২৬-২৭
২. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, ইফাবা,২০০৪, হাদীস নং-৪৪৪
৩. আল কুরআন, ৫ : ৩ , ৩ : ১৯, ১৬ : ৮৯

এক আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে নিরঙ্কুশ বিশ্বাস, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি অবিচল আস্থা স্থাপন মানবজীবনে কল্যাণ লাভের প্রথম শর্ত। এর সাথে ন্যায্য ও অপরিহার্য কর্মাচরণ নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং হালাল হারামের বিধি-নিষেধ মেনে চলাও অত্যাবশ্যক। ইসলামের দৃষ্টিতে এ সব বিষয়ে এবং জীবন-ধারণের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনেরও কোন বিকল্প নেই। কেননা জ্ঞান ব্যতীত সৎকর্ম সম্পাদন কিংবা খিলাফত বা ইবাদতের দায়িত্ব পালন করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি অকল্যাণকর কর্ম ও চিন্তা বর্জন করে মানুষে মানুষে ঐক্য, সম্প্রীতি, ও সর্বজনীন কল্যাণ প্রতিষ্ঠাও অসম্ভব। তাই ইসলামে জ্ঞান অর্জন ফরয। ইসলামে সম্পদ ও ক্ষমতার নিরঙ্কুশ মালিক মহান আল্লাহ্।[১] তবে নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে মানুষকে এসব ভোগ-ব্যবহারের অধিকার ও স্বাধীনতা দেয়া

হয়েছে। একই সাথে আয়ের ক্ষেত্রে হালাল পন্থা এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে মানুষের মৌলিক ও মানবিক চাহিদা পূরণের প্রতি। এর মধ্যে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও নিরাপত্তা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজন অর্থ-সম্পদ। আল্লাহ্র দেয়া সম্পদ বৈধ পথে অর্জনের জন্য ইসলাম অলসতা ও অকর্মণ্যতার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে মানুষকে অব্যাহতভাবে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেছে।[২] প্রকৃতপক্ষে ইসলামের দৃষ্টিতে জীবনমুখী, কল্যাণকর ও বাস্তব কর্মই ধর্ম। আর মানুষের অর্জিত সম্পদ এবং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্যেই প্রকৃত মানব কল্যাণ নিহিত। এ পর্যায়ে ইসলামে সম্পদের গুরুত্ব, সম্পদ অর্জন ও বন্টনের মৌলিক নীতিমালা এবং সমসাময়িক অন্যান্য অর্থব্যবস্থার সাথে ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য সংক্ষেপে তুলে ধরার প্রয়াস পাব।

ইসলামে সম্পদের গুরুত্ব

ইসলাম আল্লাহ্ প্রদত্ত অলঙ্ঘনীয় এক বিধান। এ বিধান মানুষের স্বভাবজাত, সুন্দর ও সর্বাঙ্গীন কল্যাণময়। এ বিধান লঙ্ঘনে মানুষের ইহ ও পরকালে সমূহ ক্ষতি নিশ্চিত। মানুষকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য প্রথম মানব হযরত আদমকে (আ:) নবু'আতের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণের মাধ্যমে পৃথিবীতে ইসলামের অভ্যুদয় ঘটেছে। এর লক্ষ্য শুধু মানুষ নয়, গোটা পৃথিবীবাসীর সর্বাঙ্গীন কল্যাণ নিশ্চিত করা। সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবন যাপনের জন্য পৃথিবীতে মানুষের নানা বিষয়াদির প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অর্থ-সম্পদ। সম্পদ মানব জীবনের অপরিহার্য এক উপাদান। ধন-সম্পদ বা অর্থ ব্যতীত মানব জীবনের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। মানব জীবনের কর্ম-চাঞ্চল্য, চাকচিক্য বা স্বাভাবিকতা বলতে গেলে অর্থ-সম্পদের উপর নির্ভরশীল।

---

১. আল কুরআন, ৭: ৫৪

২. আল কুরআন, ৬৭: ১৫, ৬২: ১০

এটি মানুষের নিকট আল্লাহ্ প্রদত্ত এক আমানত। অর্থ-সম্পদ ব্যতীত মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। এ জন্য সালাত শেষ হলে মানুষকে আল্লাহ্ প্রদত্ত রিজিকের সন্ধানে তথা সম্পদ অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, "যখন সালাত শেষ হয়ে যায় তখন ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র ফজল (রিজিক) অনুসন্ধান কর।"[১] অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, "তিনিই তোমাদের জন্য জমিনকে কর্ষণযোগ্য করে দিয়েছেন, অতএব তোমরা তার দিক দিগন্তে ছড়িয়ে পড় এবং তার দেয়া আহার্য (সম্পদ) গ্রহণ কর।"[২] অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে, "আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠাঁই দিয়েছি এবং তথায় তোমাদের জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করে দিয়েছি।"[২] নবী কারীম (স.) এরশাদ করেছেন, "হালাল জীবিকা অনুসন্ধান

করা আল্লাহ্‌র ফরজসমূহের মধ্যে অন্যতম ফরজ।"[৩] অন্য এক হাদিসে নবী করিম (স.) বলেছেন, "প্রতিটি মুসলমানের জন্য বৈধ জীবিকা উপার্জন বাধ্যতামূলক।"[৪] এভাবে কুরআন ও হাদিসের বহু জায়গায় মানব জীবনের জন্য সম্পদের অপরিহার্যতা এবং হালাল পন্থায় সম্পদ উপার্জন ও সঠিক খাতে তা ব্যয়ের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

প্রচলিত অর্থব্যবস্থা ও ইসলাম

বর্তমান বিশ্বে মানুষের মন-মস্তিষ্কপ্রসূত যে সব অর্থব্যবস্থা চালু রয়েছে তার মাধ্যমে প্রকৃত মানব কল্যাণ সম্ভব নয়। কারণ এসব ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে শোষণ, দুর্নীতি, সীমাহীন দুর্ভোগ, দ্বান্দ্বিকতা ও প্রান্তিকতা। এর মধ্যে সর্বাধিক আলোচিত ও উল্লেখযোগ্য দু'টি অর্থব্যবস্থা হচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। এদের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সুদের মাধ্যমে শোষণ। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ দু'টি অর্থব্যবস্থার কোন কোন দিক ও নীতি কল্যাণজনক মনে হলেও চূড়ান্ত বিচারে এর মধ্যে রয়েছে মানবতার চরম অকল্যাণ।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা : পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম পর্যায়ে তা মানুষের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পরই এর অভ্যন্তরীন ত্রুটি ও মারাত্মক ক্ষতিকর দিকগুলো মানুষের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মূল কথা হচ্ছে:

১. প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের উপার্জিত ধন-সম্পদের মালিক। এতে অন্য কারো অধিকার নেই।

---

১. আল কুরআন, ৬৭ : ১৫

২. আল কুরআন, ৭ : ১০

৩. বায়হাকী ইমাম অধ্যায়ে বর্ননা করেছেন, তাবরানী, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, সূত্র; শাহ মুহাম্মদ আবদুর রাহীম, ইসলাম শিক্ষা (ঢাকা: সোনালী সোপান, ২০০৬), পৃ. ২০১।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

২. নিজের উপার্জিত অর্থ যে ভাবে ইচ্ছা ব্যয় করতে পারবে।

৩. যে কোন উপায়ে অর্থ উপার্জন করা যাবে ।

৪. সুদ ও সুদের কারবার আয়ের প্রধান উৎস।

৫. মওজুতদারী ও অতি মুনাফা করা যাবে। এতে প্রতিবাদ করার কারো অধিকার নেই।

এরূপ এক অসম প্রতিযোগিতার ফলে গোটা সমাজ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল লোক সমাজ ও জাতির যাবতীয় ধন-সম্পদ গ্রাস করে নিয়ে রাতারাতি ধনকুবের হয়ে বসে। অপরদিকে দেশের কোটি কোটি অসহায় মেহনতী মানুষ শ্রম দিয়ে অতি কষ্টে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়।

এক কথায় ধনী আরো ধনী হতে থাকে গরিব আরো নিষ্পেষিত হতে থাকে। উপরন্তু এরূপ সমাজে নৈতিকতা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, মায়া-মমতা ইত্যাদি মৌলিক মানবীয় গুণাবলী চর্চা ও বিকাশের কোন অবকাশই থাকে না। ফলে মানুষ স্বার্থপর ও যন্ত্রে পরিণত হয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা : পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার যাঁতাকল থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষে এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। যারা এ মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন তারা পুঁজিবাদী সমাজের মজলুম-শোষিত মানুষকে এ কথা বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, ব্যক্তি মালিকানাই সকল প্রকার বিপর্যয়ের কারণ। ব্যক্তি মালিকানাকে উচ্ছেদ করতে পারলেই সকল অশান্তি, শোষণ ও নির্যাতনের অবসান ঘটবে। এ কারণেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সর্বপ্রথম ব্যক্তি মালিকানাকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং উৎপাদনের সমস্ত উপায় উপাদান ও যন্ত্রপাতি জাতীয় মালিকানা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় এক রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মাধ্যমে এ অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] কিন্তু তাতে আর্থ-সামাজিক উন্নতির পরিবর্তে সে দেশে এক ভয়াভহ পরিস্থিতির সূত্রপাত হয়। সমাজতন্ত্রের নামে রাশিয়ার জনগণের ব্যক্তিগত জীবনের যাবতীয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে হরণ করে নেয়া হয়। সমাজতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে:

১. সম্পদে ব্যক্তির মালিকানা নেই। রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক মালিকানা স্বীকৃত।
২. ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা নেই। ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য কাজ করে যন্ত্রের মত।
৩. সমাজের সকল সমস্যাই অর্থনৈতিক সমস্যা। অন্য সব সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যারই অংশ।
৪. পরোক্ষভাবে ব্যাংক ও বীমার মাধ্যমে সুদ চালু রাখা হয় ।
৫. বাক-স্বাধীনতা বা ব্যক্তির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়।[২]

---

১. মাওলানা মুহাম্মদ অবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ. ৩১
২. মাওলানা মুহাম্মদ অবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

এক কথায় মানুষের মন-মস্তিষ্ক প্রসূত পুঁজিবাদ এবং সমাজবাদ কোনটাই মানুষকে প্রকৃত সুখ- শান্তি ও সমৃদ্ধিপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উপহার দিতে পারেনি। প্রকৃত প্রস্তাবে এটি মানুষের পক্ষে সম্ভবও নয়। ফলে দেখা যায় যে, মানব রচিত এ উভয়বিধ ব্যবস্থা (পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র) মানুষের একটি মাত্র সমস্যার (অর্থনৈতিক) সমাধান করতে গিয়ে হাজারো সমস্যার জন্ম দিয়েছে এবং মানব জীবনকে আরো কঠিন ও জটিলতর করে তুলেছে। অর্থাৎ এ উভয় ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য যান্ত্রিকতা ও মানবতাহীনতা।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা : ইসলাম উপরোক্ত দুই পরস্পর বিরোধী অর্থব্যবস্থার মধ্যবর্তী এমন এক সুষ্ঠু ও সুবিচারপূর্ণ অর্থব্যবস্থার দিক-নির্দেশনা দেয়, যা মানুষের সার্বিক কল্যাণকেই অন্তর্ভুক্ত করে। যেটি হযরত মুহাম্মদ (স.) ও খোলাফায়ে রাশেদা তাঁদের সমাজে বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দিয়েছেন। ইসলাম ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকার করে। তবে এ মালিকানা অবাধ এবং শর্তমুক্ত নয়। আর সে শর্ত হল, ব্যক্তি মালিকানা সর্বদা সামাজিক স্বার্থের সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ইসলাম যেভাবে ব্যক্তির আয়ের ক্ষেত্রে কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে তেমনি ব্যয়ের ক্ষেত্রেও সুষ্ঠু নীতিমালা পেশ করেছে। ফলে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় শ্রেণি সংগ্রাম কিংবা ধন-বৈষম্য সৃষ্টি হওয়ার কোন অবকাশ নেই। এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে কয়েক বছরের ব্যবধানে যাকাতের অর্থ গ্রহণ করার মতো কোন লোক খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর লুৎফর রহমান সরকার চমৎকার বলেছেন, "মদীনায় যে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, কালক্রমে তা একটি সুদমুক্ত যাকাতভিত্তিক ইনসাফপূর্ণ সমাজ সৃজন করেছিল, যেখানে ছিল না শোষণ, বৈষম্য, জুলুম, নিপীড়ন, বঞ্চনা ও অকল্যাণ। ইসলামের কল্যাণকামিতা ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত এবং অবিভাজ্য। এ কারণে ইসলামে অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নে কল্যাণ অর্জনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।"[১]

বস্তুত ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য যেহেতু মানব কল্যাণ, সেহেতু ইসলামে সম্পদ অর্জন ও বন্টন ব্যবস্থা মানব কল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েই প্রণীত। পুঁজিবাদী সমাজে ধনীদের ধন-সম্পত্তিতে ফকির-মিসকিনের অংশ বা অধিকার রয়েছে এবং তারা যা অর্জন করে তা একচেটিয়াভাবে ভোগ-ব্যবহার করতে পারবে না, এমন কথা স্বীকৃত নয়।

---

১. লুৎফর রহমান সরকার, আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এবং মাসিক আল ফুরকানের যৌথ উদ্যোগে বিগত ২৪ জানুয়ারী ১৯৯৭ জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে প্রদত্ত লিখিত ভাষণ, পৃ. ১

একইভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজেও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সাথে সাথে অর্থনৈতিক নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বও সম্পূর্ণরূপে মুষ্টিমেয় শাসকদের করায়ত্ত্ব থাকে বলে অভাবগ্রস্ত মানুষের ফরিয়াদ জানানোর কোন সুযোগ নেই। খাঁচায় বন্দী পাখি কিংবা আথালে বাঁধা গরু-মহিষের ন্যায় কর্তা ব্যক্তিরা যাকে যেটুকু দেয়, ততটুকু পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তাতে পেট না ভরলেও 'আরো চাই' বলে দাবী জানাবার কোন সুযোগ ও অধিকার নেই। পক্ষান্তরে দুনিয়ার অন্যান্য অর্থব্যবস্থা থেকে ইসলামী অর্থব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কেননা ইসলামী সমাজে ধন-সম্পদ ব্যক্তির নিকট আমানত। এর প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ। মালিকের নির্দেশ অমান্য করে আমানতদারের স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে ধন-সম্পদ

এক চেটিয়া ভোগ দখল করার কোন অধিকার নেই। এ ক্ষেত্রে সম্পদের প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ হচ্ছে মানুষ নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ করতে পারবে এবং অন্যের প্রয়োজন মিটানোর জন্য তা দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। কাউকে বঞ্চিত করে কেউ একা খাবে এবং লাগামহীন স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দেবে এ সুযোগ ইসলামে নেই।

ইসলামে সম্পদ অর্জন ও বন্টন নীতি

ইসলামে সম্পদ অর্জন নীতিমালা : ইসলাম তার অনুসারীদের অবাধে বা অবৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের অধিকার দেয়নি। গোটা মানব জাতির সুষ্ঠু, সুন্দর ও কল্যাণকর জীবন নিশ্চিত করার স্বার্থে ইসলাম অর্থ-সম্পদ অর্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে বৈধ অবৈধের বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। ইসলামী বিধান অনুযায়ী যে কেউ স্বাধীনভাবে বৈধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করতে পারে। এ জন্য সে পছন্দসই যে কোন বৈধ উপায় ও পন্থা অবলম্বন করতে পারে এবং এর মাধ্যমে সে যে কোন পরিমাণ অর্থ-সম্পদ অর্জনও করতে পারে। অর্থাৎ যে কোন বৈধ পেশা নির্বাচন করে বৈধ উপায়ে যে কোন পরিমাণ অর্থের মালিক হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু হারাম বা অবৈধ উপায়ে একটি পয়সাও উপার্জনের অধিকার ইসলাম কাউকে দেয়নি। ইসলাম যে সব পদ্ধতিতে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে তা হলো :

১. সুদ, ২. ঘুষ, ৩. জুয়া, ৪. বাজি, ৫. লটারী, ৬. মজুতদারী, ৭. কালোবাজারী, ৮. ফটকাবাজি ও ডাম্পিং ৯. মুনাফাখোরি, ১০. চোরাচালান, ১১. ক্ষমতা ও পদের প্রভাব খাটিয়ে অর্থোপার্জন, ১২. প্রতারণা বা ছলনা, ১৩. হারাম পণ্য (যেমন- শূকরের মাংস, চর্বি, ক্ষুর, রক্ত, হাড্ডি,নাড়িভুঁড়ির মিশ্রণে তৈরী খাদ্য ,পানীয়, ঔষধ, প্রসাধনী ইত্যাদির) উৎপাদন ও বিপণন, ১৪. ভেজাল পণ্য (যেমন- নকল, প্রবঞ্চনা, ঠকামি, জুয়াচুরি, ছলনা, শঠতা ইত্যাদি) বিক্রি করে আয় করা, ১৫. ভেজাল মিশ্রণের (যেমন- ফরমালিন, কার্বাইড, কাপড়ের রং, ইটের গুড়া, দুষিত পানি ইত্যাদি) মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন, ১৬. ওজন ও পরিমাণে কম দিয়ে অর্থোপার্জন, ১৭. পতিতাবৃত্তি বা ব্যভিচারের মাধ্যমে উপার্জন, ১৮. অশ্লীলতা প্রসারকারী উপায় উপকরণের ব্যবসা, ১৯. মাদক দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবসা, ২০. মূর্তি তৈরী ও বিপণন, ২১. ভাগ্য গণনার ব্যবসা, ২২. জবর দখলের মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন, ২৩. লুণ্ঠন, ২৪. ছিনতাই-রাহজানি, ২৫. যাদু মন্ত্রের ব্যবসা, ২৬. চুরি-ডাকাতির মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন, ২৭. আত্মসাৎ, ২৮. চোরাইমাল ক্রয়-বিক্রয়, ২৯. আমানতের খিয়ানত করে সম্পদ উপার্জন, ৩০. ধাপ্পাবাজি বা ধোকাবাজি করে সম্পদ অর্জন, ৩১. টেন্ডারবাজি, ৩২. চটকদার বা ভুয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতারণা করে অর্থ উপার্জন, ৩৩. দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন, ৩৪. এতিমের সম্পদের বল্গাহীন ভোগ ব্যবহারের মাধ্যমে উপার্জন, ৩৫. জুলুমের মাধ্যমে অর্থ আয়, ৩৬. সন্ত্রাস

৩৭. চাঁদাবাজি, ৩৮. মাস্তানী, ৩৯. সিন্ডিকেট করে দাম বাড়ানো, ৪০. মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থোপার্জন।[১]

উপরোক্ত পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ উপার্জনের ফলে ব্যক্তি, দেশ, জাতি তথা বিশ্ব মানবতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানুষের ক্ষতি হয় বা হতে পারে এমন প্রতিটি পদ্ধতিতে অর্থ-সম্পদ উপার্জনকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। শুধু অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রেই নয়; বরং মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষের জন্য ক্ষতিকর বিষয়গুলো ইসলাম হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মানুষের জন্য কল্যাণকর কোন বিষয়কেই ইসলাম হারাম বা অবৈধ ঘোষণা করেননি। এটি মানুষের প্রতি মহান আল্লাহ্‌র অপার দয়া ও অনুকম্পার একটি বড় দৃষ্টান্ত।

ইসলামে সম্পদ ব্যয়ের নীতিমালা : ইসলাম অর্থ-সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে যেমন বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে, তেমনি ব্যয় বা খরচ করার ক্ষেত্রেও সীমারেখা টেনে দিয়েছে। একটি সুবিচার ও ভারসাম্যপূর্ণ কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থায় অন্যায় পথে যেমন অর্থ-সম্পদ উপার্জনের সুযোগ নেই, তেমনি প্রয়োজনাতিরিক্ত যত্র-তত্র বা যেন-তেন ভাবে অর্থ-সম্পদ ব্যয় বা খরচেরও অবকাশ নেই। ব্যয়ের কুরআনিক পরিভাষা হচ্ছে 'ইনফাক'। এর অর্থ যে কোন কল্যাণকর উদ্দেশ্যে ব্যয় করা কিংবা প্রয়োজন মিটানোর জন্য ব্যয় করাকে 'ইনফাক' বলা হয়। ইনফাক সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, " লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে তারা কি ব্যয় করবে? আপনি বলুন, প্রয়োজনোতিরিক্ত সবই।"[২] অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, "লোকেরা আপনাকে ব্যয় করা (ইনফাক) সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আপনি বলে দিন, তোমরা সম্পদ ব্যয় করবে তোমাদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকিন এবং পথচারী মুসাফিরদের কল্যাণের জন্য।"[৩] অপর এক আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বলেছেন, "আল্লাহ্‌ সৎকর্ম পরায়ণদের কর্মফল বিনষ্ট করেন না।

১. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামে সম্পদ অর্জন ব্যয় ও বন্টন* (ঢাকা: জমজম প্রকাশনী,২০০৭),পৃ. ২৫-৫৫
২. আল কুরআন, ২ : ২১৯
৩. আল কুরআন, ২ : ২১৫

তারা ছোট কিংবা বড় যা-ই ব্যয় করে এবং যে কোন প্রান্তরই অতিক্রম করে, তা তাদের অনুকুলে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়, যাতে তারা যা ব্যয় করে আল্লাহ্‌ তার চাইতে উৎকৃষ্টতর পুরস্কার দিতে পারেন।"[১] অন্য এক আয়াতে সম্পদ ব্যয় না করার পরিণতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, " যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না, তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দিন।"[২] এ ভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের বহু জায়গায় উপার্জিত অর্থ-সম্পদ বৈধ পন্থায় ব্যয় করার নির্দেশনা রয়েছে। সাধারণত মানুষ তার উপার্জিত অর্থ-সম্পদ তিনটি উপায়ে ব্যবহার করে থাকে।

১. মজুত বা সঞ্চয় করে ;
২. বিনিয়োগ করে ;
৩. ব্যয় বা খরচ করে।

অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় বা জমা করে রাখতে ইসলাম নিষেধ করেছেন। কারণ এতে সমাজের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বৈধ পন্থায় লাভের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করতে বা ব্যবসা করতে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে এবং উৎসাহিত করেছে।[৩] উপার্জিত অর্থ-সম্পদ বৈধ পন্থায় ব্যয় ও বিনিয়োগ করাকে ইসলাম অপরিহার্য করে দিয়েছে। বৈধ পন্থায় সম্পদ ব্যয়ের খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে-

১. নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করা।
২. পরিবার তথা স্ত্রী, সন্তানসন্ততির ভরণপোষণের জন্য ব্যয় করা।
৩. পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়ের জন্য ব্যয় করা।
৪. ফরজ, ওয়াজিব ও নফল দায়িত্ব পালনে ব্যয় করা।

ইসলামের ফরজ, ওয়াজিব ও নফল (Obligation) দায়িত্বসমূহ [৪]

ফরজ	ওয়াজিব	নফল
যাকাত	সাদাকাতুল ফিতর	সাদাকায়ে নাফেলা
ওশর	নাফাকাত	ওয়াক্ফ
কাফফারাত	নজর-মানাত	অসিয়্যত
ফিদিয়া	আকিকা	মিন্হাহ
মোহর	কুরবানী-উদহিয়া	হিবা

১. আল কুরআন, ৯ : ১২১
২. আল কুরআন, ৯ : ৩৪
৩. আল কুরআন, ৫৩ : ৩৯, ২৯ : ৬৯
৪. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯

এরপরও সম্পদ থাকলে এবং সম্পদশালী ব্যক্তি মারা গেলে তার সম্পদ ইসলামের মিরাসী আইন অনুযায়ী ভাগ হয়ে যাবে। কেননা সম্পদের মালিকানা ব্যক্তির জীবন কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইসলাম অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে একদিকে অল্পে তুষ্ট থাকা, সহজ-সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া এবং ভারসাম্যপূর্ণ তথা মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশনা প্রদান করেছে, অপরদিকে অপচয় ও অপব্যয়

নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। একই সাথে কৃপণতার মত নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয় মানসিক রোগ পরিহার করতে নির্দেশ দিয়েছে। কেননা এ রোগ মানুষকে লোভী ও ধনাসক্ত করে। ফলে সমাজে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।[১]

ইসলামের দৃষ্টিতে মানব কল্যাণের জন্য যেমন প্রয়েজনীয় অর্থ-সম্পদ অপরিহার্য তেমনি তার সুষ্ঠু ও যুক্তিসঙ্গত বন্টনও বাধ্যতামূলক। তবে এ নীতি চরমতার উর্ধ্বে। ইসলাম একটি স্বভাব-সুন্দর ও প্রকৃতি সঙ্গত কল্যাণময় জীবন বিধান। এ বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করেই ইসলামে অর্থ-সম্পদ অর্জন ও বন্টন নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নান বলেন,

"মানুষের ইহকালীন কল্যাণের জন্য যথেষ্ট আয় ও সম্পদ প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন তার যুক্তিসঙ্গত বন্টন। এ ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ। ইসলাম প্রকৃতিসঙ্গত ও কল্যাণময় জীবন বিধান। এ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই দেয়া হয়েছে ইসলামে সম্পদ বন্টন ব্যবস্থা।"[২]

ইসলামে মানবকল্যাণ প্রথা ও প্রতিষ্ঠানাদি

ইসলামের সর্বজনীন কল্যাণের ধারণা শুধু তাত্ত্বিক নয়; বরং কার্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগের সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধানও রয়েছে। ইসলামের অর্থনৈতিক বিভিন্ন প্রথা ও প্রতিষ্ঠান মানব কল্যাণের ক্ষেত্র তৈরী ও সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের উপর ভিত্তি করেই ইসলামের সোনালী যুগে ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে বিশ্বের প্রথম কল্যাণ-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে ইসলামের যে সব অর্থনৈতিক পদক্ষেপ ও প্রতিষ্ঠান মানবকল্যাণে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে আসছে তার কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হলো।

---

১. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬০

২. প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নান, *নীরব অর্থনৈতিক বিপ্লব: বিকল্প চিন্তাধারা* (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০০৪), পৃ. ৫১

যাকাত

ইসলামে যাকাত দেয়া ফরয। এটি মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রধান ভিত্তি। এর মাধ্যমে সব অভাবগ্রস্ত, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের অভাব দূর করা ও অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসন করা সম্ভব। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে পর্যাপ্ত পরিমাণ যাকাত দিতে হবে যাতে তার আর অভাব না থাকে। এক কথায় যাকাত এমন এক সুন্দর ব্যবস্থা যা কঠিন দারিদ্র (Hard core poverty) দূর করতে সক্ষম। যাকাত কুর'আন নির্দেশিত ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) প্রতিষ্ঠিত মানবকল্যাণের প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ। এর মাধ্যমেই সর্ব প্রথম দরিদ্র ও অসহায় মানুষের সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবন যাপনের অধিকার

নিশ্চিত করা হয়। এর অনুকরণেই পরবর্তীকালে আধুনিক মানব কল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচী ও পদক্ষেপ গৃহীত হয়।[১] সুতরাং মানব কল্যাণের ক্ষেত্রে যাকাতের ভূমিকা বাস্তবধর্মী ও সুদূর প্রসারী।

যাকাতের শাব্দিক অর্থ পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। যাকাত ধনীদেরকে পাপ ও কৃপণতা থেকে পবিত্র করে। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সম্পদের কিয়দাংশ দ্বারা অবশিষ্ট সম্পদ পবিত্র হয়। তাই মহানবীকে (স.) সম্বোধন করে আল্লাহ্পাক বলেছেন, "তাদের সম্পদ হতে সাদাকাহ্ আদায় করুন। এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত করুন।"[২] যাকাত দেয়ার ফলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। কুর'আনে উল্লেখ আছে, "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যাকাত প্রদান করে তাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়।"[৩] এতে এটা সুস্পষ্ট যে, যাকাতই সম্পদের প্রাচুর্য ও বৃদ্ধির কারণ এবং তা প্রদানে মানুষ আত্মশুদ্ধি লাভ করে। কুর'আন হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী সম্পদের যে নির্ধারিত অংশ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা মানুষের উপর অবশ্য কর্তব্য (ফরয) করা হয়েছে তাকেই যাকাত বলে।[৪] শরী'আতের পরিভাষায়-" ঋণ ও যাবতীয় প্রয়োজন নির্বাহের পর নির্দিষ্ট পরিমাণ (নিসাব পরিমাণ) অর্থ কারো নিকট পূর্ণ এক বছর যাবত সঞ্চিত থাকলে তার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে ব্যয় করার প্রথাকেই যাকাত বলা হয়।[৫] অন্যভাবে বলা যায়, কোন ব্যক্তির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের উদ্বৃত্তের পরিমাণ কমপক্ষে ৫২.৫ তোলা রৌপ্যের সমপরিমাণ হলে তার শতকরা ২.৫ হারে বাধ্যতামূলকভাবে দরিদ্র ও অসহায় জনগণের মধ্যে বিতরণ করার প্রথাকেই যাকাত বলে। এটি ইসলামের অন্যতম প্রধান মানবকল্যাণমূলক কর্মসূচী।

---

১. আব্দুস সামাদ, *আধুনিক সমাজকল্যাণ* (ঢাকাঃ পুথিঘর, ১৯৮৭), পৃ. ১১৬

২. আল কুরআন, ৯ : ১০৩

৩. আল কুরআন, ৩০ : ৩৯

৪. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭), পৃ. ২৮১

৫. মোঃ আতিকুর রহমান, *সমাজকল্যাণ* (ঢাকা : কোরআন মহল, ১৯৯০), পৃ. ২৫২

যাকাত ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদের অন্যতম। ঈমান ও সালাতের পরেই যাকাতের স্থান। পবিত্র কুর'আনের বহু আয়াতে নামায ও যাকাতের কথা একই সথে উচ্চারিত হয়েছে-"তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত প্রদান কর। তোমরা যা কিছু প্রেরণ করবে তা আল্লাহ্র নিকট পাবে।"[১] "রীতিমত সালাত আদায় কর এবং যাকাত প্রদান করতে থাক এবং আল্লাহ্কে উত্তমরূপে কর্য প্রদান কর।"[২] যাকাত ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মেরুদণ্ড। মানবজীবনে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করাই এর উদ্দেশ্য। এটি দরিদ্রের প্রতি ধনীদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অনুগ্রহ নয়; বরং আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত গরিবের হক বা অধিকার। এর মাধ্যমে দ্বিবিধ কল্যাণ সাধিত হয়।

প্রথমত যাকাত প্রদান করে যাকাত আদায়কারী পাপ, ধন-লিপ্সা বা ধনের প্রতি আসক্তি হতে উদ্ভূত চারিত্রিক দোষ হতে অব্যাহতি পেয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত যারা দরিদ্র, অনাথ, বিধবা, বিকলাঙ্গ, উপার্জনে অক্ষম নারী-পুরুষ এবং জীবন ধারণোপযোগী অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে অসমর্থ, এমন নিঃস্ব ও অভাবী ব্যক্তিরা তদ্বারা উপকৃত হয়ে থাকে। যাকাত দাতার কল্যাণ সাধনই যাকাত ব্যবস্থার আসল উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয় প্রকার কল্যাণ আনুষাঙ্গিকভাবেই সাধিত হয়ে থাকে। এজন্যই কোন স্থানে, কোন সময়ে অনাথ, বিধবা, ফকির, মিসকিন প্রভৃতি না থাকলেও ধনীদের প্রতি যাকাত প্রদানের আদেশ সমভাবে বলবৎ থাকবে। [৩]

যাকাত আদায়ের খাতসমূহ

নিম্নোক্ত পাঁচ শ্রেণির সম্পদের যাকাত প্রদান ফরয :

১. স্বর্ণ, রৌপ্য ও নগদ অর্থ

ক) স্বর্ণঃ যে কারো নিকট সাড়ে সাত তোলা পরিমাণ (বিশ মিসকাল) স্বর্ণ জমা থাকলে তার উপর ২.৫% স্বর্ণ অথবা অনুরূপ মূল্য যাকাত হিসাবে প্রদান করা বাধ্যতামূলক।

খ) রৌপ্যঃ কারো নিকট ৫২.৫ তোলা রৌপ্য থাকলে তাকে ২.৫% বা সমপরিমাণ মূল্য যাকাত হিসেবে দিতে হবে। যদি স্বর্ণ ও রৌপ্য উপরোক্ত পরিমাণ না থাকে তা হলে উভয়ের পরিমাণ ৫২.৫ তোলা রৌপ্যের মূল্যের সমান হলে তার উপরও যাকাত দেয়া বাধ্যতামূলক।

---

১. আল কুরআন, ২ : ১১০
২. আল কুরআন, ৭৩ : ২০
৩. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২

গ) নগদ অর্থঃ নগদ অর্থ, ব্যাংক, বীমা, প্রভিডেন্ড ফান্ড, বৈদেশিক মুদ্রা বা জমা অর্থের উপর যাকাত দেয়া ফরয।

২. গৃহপালিত পশু : বংশ বৃদ্ধি বা লাভ করার উদ্দেশ্যে পশু পালন করলে গরু, মহিষ, উট, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার উপর যাকাত দিতে হবে। যেগুলো চারণ ভূমিতে বিচরণ করে বেঁচে থাকে।

ক) প্রতি ৩০ টি গরু বা মহিষের জন্য একটি এক বছরের অধিক বয়সের বাছুর যাকাত দান ফরয।

খ) প্রতি ৪০ টি ছাগল/ ভেড়া/ দুম্বার জন্য একটি এক বছর বয়সের ছাগল যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

গ) ৫ টি থেকে ৯টি পর্যন্ত উটের জন্য একটি ছাগল যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

৩. উৎপন্ন ফসল : বিনা সেঁচে বা প্রাকৃতিক সেঁচের মাধ্যমে ফসল ফললে তার শতকরা ১০ ভাগের এক ভাগ এবং যান্ত্রিক সেঁচের মাধ্যমে উৎপন্ন ফসলের শতকরা ২০ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। ফসলের যাকাতকে সাধারণত 'উশর বলা হয়ে থাকে।

৪. ব্যবসায়িক পণ্য : ব্যবসায়িক পণ্য বা মূলধন ৫২. ৫ তোলা রৌপ্য বা ৭. ৫ তোলা স্বর্ণের মূল্যের সমান হলে তার ২.৫ % যাকাত দিতে হবে।

৫. খনিজ দ্রব্য : কোন জমিতে খনিজ দ্রব্য, গুপ্ত-ধন বা অনুরূপ সম্পদ পাওয়া গেলে তা ব্যবহারের পূর্বে তার ৫ ভাগের ১ ভাগ যাকাত দিতে হবে।

যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ

পবিত্র কুর'আনের নির্দেশ অনুযায়ী যাকাতের হকদার আটজন। তারা হলো- ১. গরিব, ২. মিসকিন, ৩. যাকাত সংগ্রহকারী ও বিতরণকারী , ৪. নওমুসলিম , ৫. দাস মুক্তির জন্য , ৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, ৭. আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামকারী , ৮. বিপদগ্রস্ত পথিক।[১]

---

১. আল কুরআন, ৯ : ৬০

বস্তুত মানবকল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম যে সব বিধি-ব্যবস্থা মানুষকে বাতলে দিয়েছে তার অন্যতম হচ্ছে যাকাত। কিছু মানুষের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়ে পড়লে সমাজে ব্যাপক অনিয়ম ও বৈষম্য দেখা দেয়। ফলে মানুষের অভাব অনটন বেড়ে যায়, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে, মানুষের নৈতিক চরিত্রের বিপর্যয় ঘটে। যাকাত সামাজিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক এ তিন ক্ষেত্রেই কল্যাণকর অবদান রেখে থাকে। সমাজিক ক্ষেত্রে যাকাত দারিদ্র দূর করে, সংহতি ও উন্নতির ধারা অব্যাহত রাখে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। নৈতিক ক্ষেত্রে এটি সম্পদশালীদের সীমাহীন লোভ ও মালিকানা লাভের আকাঙ্ক্ষাকে বিধৌত করে এবং দারিদ্র দূরীকরণে তাদের স্বজ্ঞান ও দায়িত্বশীল করে তোলে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকল মানুষের জন্য সমান সুযোগ ও ভারসাম্য বজায় রাখে, যাতে

সম্পদ কতিপয় লোকের হাতে কুক্ষিগত না হয় এবং গরিবরা যেন আরো গরিব না হয়ে পড়ে। এভাবে যাকাত মানুষের মন থেকে শয়তানী প্ররোচনা দূর করে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, সহনশীলতা, মিতব্যয়িতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলী অর্জন ও চর্চায় ভূমিকা রেখে থাকে, যা মানবকল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স.) বলেছেন, "যাকাত দেয়া প্রতিটি মুসলমানের জন্য যেমন একটি কর্তব্য তেমনি যাকাত প্রাপ্তদের পক্ষে এটি একটি অধিকার। এর মাধ্যমে সমাজ ও মানবকল্যাণ নিশ্চিত হয়।"[১]

এভাবে যাকাত বিশ্বে প্রথম অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দ্বিতীয় ওমরের (রহ.) শাসনকাল। তাঁর শাসনামলে যাকাত গ্রহণকারী কাউকে খুঁজে পাওয়া যেত না। ইসলামের বিধি অনুযায়ী যাকাত সংগ্রহ এবং বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে বর্তমানেও বাংলাদেশসহ বিশ্বের দরিদ্র ও অনুন্নত দেশসমূহে বিরাজমান দারিদ্র, বেকারত্ব ও ভিক্ষাবৃত্তির ন্যায় জটিল সমস্যার সমাধান পর্যায়ক্রমে করা সম্ভব। এক হিসেবে দেখা গেছে বাংলাদেশে পরিকল্পিতভাবে যাকাত আদায় করা গেলে ২০৬৬.৮৪ কোটি টাকা যাকাত খাতে আদায় করা যায়। যাকাতের এ পরিমাণ থেকে যদি সংখ্যানুপাতে ১৩% অমুসলিমদের ভূমি ও সম্পদকে আলাদা করা হয় তবে যাকাতের পরিমাণ হবে ১৭৯৮.১৪ কোটি টাকা।[২] যাকাতের মাধ্যমে আদায়কৃত এ পরিমাণ অর্থ যদি প্রতি বছর দরিদ্রের বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান কাজে ও পূণর্বাসনে ব্যয় করা হয় তবে কয়েক বছরেই বাংলাদেশে ছিন্নমূল মানুষ বলে কিছু থাকবে না। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মানবকল্যাণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠায় যাকাত আল্লাহ্ প্রদত্ত সর্বোত্তম ব্যবস্থা।

---

১. সহীহ বুখারী, কিতাব আল-যাকাত, হাদিস নং: ১৩১৯

২. ড.মু. রুহুল আমীন, *দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত:প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ* (ঢাকা: বিশ্ব: পত্রিকা,১৯৯৯), পৃ. ১০০

বায়তুলমাল

ইসলামী সমাজের রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে বায়তুলমাল (public Treasury) বলা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রে সরকারের সব তহবিল ও পুঁজিকৃত অর্থ-সম্পদ বায়তুলমালের অন্তর্ভুক্ত। এতে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের অধিকার স্বীকৃত। সমাজের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের উৎস হলো বায়তুলমাল। নিজ নিজ চেষ্টা সাধনা ও শ্রম ব্যয়ের সর্বশেষ পর্যায়ে পৌঁছেও যে সব মানুষ তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থ হয়, বায়তুলমাল তাদের শেষ আশ্রয়স্থল। এখানে লা-ওয়ারিস শিশু, মিরাস বঞ্চিত সন্তান-সন্ততি, ইয়াতিম এবং বিধবাগণ বায়তুলমাল থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পেয়ে থাকে। তাছাড়া কৃষকদের বিনা সুদে ঋণ দান

এবং কৃষি শ্রমিক ও শিল্প শ্রমিকদের ভোগ-ব্যয় ও উৎপাদন-ব্যয় সংকুলানের জন্যও বিনা সুদে ঋণ দান ইত্যাদি বায়তুলমাল থেকে হতে পারে। তাই মানবকল্যাণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বায়তুলমালের ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম এর আয়-ব্যয়ের খাতসমূহ নির্ধারণ করে দিয়েছে।

আয়ের উৎসসমূহ

১. যাকাত, ২. উশর, ৩. খারাজ, ৪. জিয্য়া, ৫. সাদাকা, ৬. ফায় (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ), ৭. খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ), ৮. যারাইব (অতিরিক্ত সাহায্য), ৯. খাস জমির লগ্নি বাবদ আয়, ১০.আশুর (শুল্ক), ১১. ওয়াক্ফ, ১২. বন সম্পদ, ১৩. আমওয়ালে ফাযিলা ও ১৪. ঋণ গ্রহণ।

ব্যয়ের খাতসমূহ

১. বেতন-ভাতা, ২. শিক্ষা, চিকিৎসা, সামরিক ও ব্যক্তিগত ভাতা, ৩. যাকাতের ৮টি খাত, ৪. প্রশাসনিক ব্যয়, ৫. জনকল্যাণ, ও ৬. বিনা সুদে ঋণ দান।

ইসলাম কখনো বেকার ও অলস হয়ে রাষ্ট্রীয় সুবিধাদি ভোগ করতে প্ররোচিত করেনা; বরং সর্বদাই মানুষকে শ্রম-সাধনা ও স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।[১] একই সাথে অলসতা, অকর্মণ্যতা ও পরনির্ভরতাকে সর্বদাই ঘৃণা ও নিরুৎসাহিত করে থাকে।[২] তবে কেউ যদি প্রাকৃতিকভাবে কিংবা জীবন সংগ্রামে হেরে গিয়ে কালের আবর্তে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে সে সব অসহায় মানুষের কল্যাণ সাধনে বায়তুলমাল অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। কেউ যাতে মৌলিক চাহিদা পূরণ হতে বঞ্চিত না হয় সে ব্যবস্থা করাই বায়তুলমালের প্রধান উদ্দেশ্য।

১. আল কুরআন, ৫৩ : ৩৯, ২৯ : ৬৯

২. আল কুরআন, ৫৭ : ২৭

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (স.) বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১] এটি একদিকে দুঃস্থ, অসহায়, অক্ষম ও দরিদ্রের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অপরদিকে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। বিশ্বের দারিদ্র দূরীকরণ এবং মানবকল্যাণ বিধায়ক কর্মসূচীর পথ প্রদর্শক ও ভিত্তি হিসেবে বায়তুলমালকে আখ্যায়িত করা যায়। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই বায়তুলমালের ন্যায় কোন না কোন বিধি-ব্যবস্থার মাধ্যমে মানবকল্যাণের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।[২] কেননা বায়তুলমালের আদর্শ ও নীতির আলোকে প্রণীত ও পরিচালিত বিধি ব্যবস্থার মাধ্যমেই কেবল মানবকল্যাণ করা সম্ভব।

করযে হাসানা

ইসলামের অপর একটি মানবকল্যাণ পদক্ষেপ ও প্রতিষ্ঠান হলো করযে হাসানা। এর অর্থ সুদ মুক্ত ঋণ। অভাবগ্রস্ত মানুষকে প্রয়োজনের মুহূর্তে বিনা সুদে ও শর্ত সাপেক্ষে ঋণ দানের প্রথাকেই করযে হাসানা বলে। এর উদ্দেশ্য হল অভাবগ্রস্ত মানুষকে বিপদের সময় সাহায্য করা এবং শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা। ইসলাম অর্থনৈতিক শোষণের হাতিয়ার সুদকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। অপরদিকে মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী বিনা সুদে ঋণ দানের স্থায়ী কর্মসূচীর ব্যবস্থা করেছে। পবিত্র কুর'আনে প্রয়োজনীয় কাজের জন্য কর্য দেয়া- নেয়ার একটি উৎকৃষ্ট নিয়ম নির্দেশ করা হয়েছে। সুদ মুক্ত হওয়া ও যখন সক্ষম তখন পরিশোধ করার শর্তে করয দেয়া-নেয়া বৈধ করা হয়েছে। অভাবগ্রস্ত মানুষদের সাহায্য করার আন্তরিক ইচ্ছা ও আগ্রহ থেকে এর উৎপত্তি। এটি অভাবী মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সুযোগ নিয়ে দর কষাকষি করার প্রবণতা থেকে মুক্ত। তাই কুরআনে এ সুন্দর কর্যকে আল্লাহ্‌কে কর্য দেয়া বলা হয়েছে, "সে কে যে আল্লাহ্‌কে সুন্দর করয (করযে হাসানা) দেবে ? যা আল্লাহ্ বহুগুণ বৃদ্ধি করে তার হিসাবে জমা দেবেন।"[৩] বিনা সুদে ঋণ দান প্রথম দিকে ব্যক্তিগতভাবে সম্পন্ন হতো। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনামলে বিনা সুদে ঋণ দান রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্যাপকভাবে সম্পন্ন হতো। সরকারি কর্মচারীগণ তাদের চাকুরীর আমানতে বায়তুলমাল হতে বিনা সুদে ঋণ গ্রহণ করতে পারতো। মূলত ঋণ দান প্রথার ইতিহাসে ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালই বিশ্বের প্রথম প্রতিষ্ঠান। সুদ মুক্ত ঋণের ধারণার উপর ভিত্তি করেই ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। সুতরাং করযে হাসানা বা সুদ মুক্ত ঋণ ব্যবস্থার মাধ্যমে দরিদ্রকে আরো দরিদ্র হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে মানবকল্যাণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অবদান রাখার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

---

১. শাহ মু. হাবিবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি: নির্বাচিত প্রবন্ধ*(রাজশাহী:স্কয়ার পাবলিকেশন্স,১৯৯৬),পৃ. ১৬

২. মোঃ আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

৩. আল কুরআন , ২ : ২৪৫

ফিতরা ও কুরবানী

ফিতরা ও কুরবানী পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন বা তার পূর্বে বিত্তবান ব্যক্তিদের তরফ থেকে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য মাথা পিছু ১ কেজি সাড়ে ১২ ছটাক গম/আটা বা তার মূল্য গরীব জনগণের মধ্যে দান করার প্রথাকে ফিতরা বলে। এটাও এক প্রকার যাকাত। পবিত্র রমযান মাসের শেষে এটা প্রত্যেক সাহিব-ই- নিসাব ব্যক্তির উপর ওয়াজিব। যাকাতের নিসাব ও ফিতরার নিসাব সমান। তবে ফিতরার নিসাব গণনায় মাল বর্ধনশীল হওয়ার প্রয়োজন নেই এবং মাল এক বছর অধিকারে থাকারও দরকার নেই। সর্ব মোট সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের সমান সম্পদ হলেই ফিতরা দিতে হবে, অন্যথায় নয়। আর জিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে বিত্তবান ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে

গরু, ছাগল, দুম্বা, উট প্রভৃতি গৃহ পালিত জন্তু আল্লাহ্‌র নামে উৎসর্গ করার প্রথাকে কুরবানী বলা হয়। এ প্রসঙ্গে কুর'আনে বলা হয়েছে, "কুরবানীর রক্ত আল্লাহ্‌র কাছে পৌছায় না, এর গোস্তও না; বরং তার কাছে পৌঁছায় কেবল তোমাদের তাকওয়া বা একনিষ্ঠতা।"[১] আর এ তাকওয়ার চূড়ান্ত অর্থ হলো মু'মিনের ত্যাগের দৃঢ় সংকল্প। প্রয়োজন হলে সে তার সব কিছু এমনকি নিজের জীবনটিও আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী করতে সদা প্রস্তুত থাকবে। কারণ আল্লাহ্ মু'মিনের জান মাল ক্রয় করেছেন জান্নাতের বিনিময়ে।[২] এজন্যই কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে, "অনন্তর আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায প্রতিষ্ঠা করুন এবং কুরবানী করুন।" [৩] ইসলামের এ প্রথাদ্বয়ের উদ্দেশ্য হলো গরীব আত্মীয়-স্বজন ও দরিদ্র জনগণের মধ্যে ঈদের আনন্দ দান এবং তাদের প্রতি দায়িত্বশীল করা। এর ফলে দরিদ্র জনগণের কল্যাণ সাধিত হয়। তাই মানবকল্যাণের ক্ষেত্রে এর অবদান অনস্বীকার্য।

সাদাকাহ্ বা দান

অপরের কল্যাণে, নিঃস্বার্থভাবে এবং বিনাশর্তে দানের প্রবণতাকে সাদাকাহ্ বলা হয়। দানশীলতার বিশেষ রূপ হচ্ছে সাদাকাহ্ বা দান। এর লক্ষ্য হচ্ছে আর্ত-পীড়িত ও বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করা যাতে তাদের কষ্টের লাঘব ও সমস্যার সমাধান হয়। ইসলামে মানবকল্যাণ ও সমাজসেবার অন্যতম পদ্ধতি হচ্ছে এ সাদাকাহ বা দান। শুধু যাকাত প্রদান করেই কোন ব্যক্তি সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে না। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য যাকাত দানের পর সম্পদশালীদের অর্থ ব্যয় করার দায়িত্ব রয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে, "তাদের ধন-সম্পদে অভাবগ্রস্ত, প্রার্থীজন ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।"[৪]

---

১. আল কুরআন, ২২ : ৩৭
২. আল কুরআন, ৯ : ১১১
৩. আল কুরআন, ১০৮ : ২
৪. আল কুরআন, ৫১ : ১৯

সাদাকাহ বা দান ইসলামে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মানবকল্যাণ পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। সাদাকাহ্ দেয়ার বিষয়ে ইসলাম এমন সুন্দর নীতিমালা ঠিক করে দিয়েছে যার কারণে সাদাকাহ্ গ্রহণকারীর উপর দানকারীর কোন শ্রেষ্ঠত্ব বা বড়ত্ব থাকে না। নিজেকে দানশীল হিসেবে প্রকাশ ও পরিচিত করে তোলার হীন মানসিকতা নিয়ে দান করার স্বীকৃতি ইসলামে নেই। মানুষের উপকার করে বলে বেড়ানোর চেয়ে উপকার গ্রহণের জন্য প্রতিবন্ধকতা দ্বিতীয়টি নেই। লোক দেখানোর জন্য দান করা মানবাত্মার জন্য ধ্বংসাত্মক ও নৈতিকতার জন্য জঘন্যতম কাজ। তাই ইসলাম দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের স্বভাবে এমন উচ্চ মনোবৃত্তি সৃষ্টি করে যার মাধ্যমে মানবকল্যাণ সুনিশ্চিত হয়। এ ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক ও সুদূরপ্রসারী। দান-সাদাকাহ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতের কয়েকটি নিম্নরূপ :

"যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ' করে দানা থাকে। আল্লাহ্‌ অতি দয়াশীল ও সর্বজ্ঞ।" "যারা স্বীয় ধন সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করেনা এবং কষ্টও দেয়না, তাদের জন্য তাদের পালন কর্তার নিকট রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোন আশঙ্কা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।" "যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে এবং নিজের মনকে সুদৃঢ় করার জন্য, তাদের উদাহরণ টিলায় অবস্থিত বাগানের মত, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, ফলে তাতে দ্বিগুণ ফসল জন্মে। যদি বেশী বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হাল্কা বর্ষণই যথেষ্ট। আল্লাহ্‌ তোমাদের কাজ-কর্ম যথার্থই প্রত্যক্ষ করেন।" "যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান খয়রাত কর, তবে তা উত্তম। আর যদি গোপনে দান খয়রাত কর এবং অভাবীদের দিয়ে দাও তবে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম। এতে আল্লাহ্‌পাক তোমাদের কিছু পাপ দূর করে দিবেন। আল্লাহ্‌ তোমাদের কাজ-কর্মের খুব খবর রাখেন।"[১] "হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, সে দিন আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় কর, যে দিন না আছে বেচা কেনা, না আছে সুপারিশ কিংবা বন্ধুত্ব।"[২] " তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, পিতামাতা, নিকট আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, অভাবী, সুদূর ও নিকট প্রতিবেশী, মুসাফির এবং বিত্তহীনদের প্রতি সদয় হও।"[৩] সুতরাং দেখা যায় যে, ইসলাম প্রত্যক্ষ নির্দেশের মাধ্যমে যেমন মানবসেবা করার জন্য তাগিদ দিয়েছে তেমনি পরোক্ষভাবেও মানবতার কল্যাণে সম্পদ ব্যয় করার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

---

১. আল কুরআন , ২ : ২৬১–২৬৫ , ২ : ৭১
২. আল কুরআন, ২ : ২৫৪
৩. আল কুরআন, ৪ : ৩৬

একদিকে যেমন মালের যাকাত প্রদান করাকে অপরিহার্য করা হয়েছে অপরদিকে তেমনি জানের সাদাকাহ্‌ করতেও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কেননা নিজস্ব জান-মালকে পরিচ্ছন্ন, হালাল ও নিরাপদ রাখতে উভয় আদায় করা প্রয়োজন। সাদাকাহ্‌ দ্বারা যেমন আত্মার পরিচর্যা ও পবিত্রতা সূচিত হয় তেমনি এর দ্বারা জান-মাল পবিত্র ও নিরাপদ থাকে। যেমন রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) ইরশাদ করেছেন, "তোমরা দান-সাদাকাহ্‌ করতে বিলম্ব করো না ; বরং যথাসম্ভব আগে দান-খয়রাত কর, কেননা এ রূপ দান-সাদাকাহ্‌র অসীলায় বালা-মুসিবত আসতে পারে না। সাদাকাহ্‌ দ্বারা বালা-মুসিবত দূর হয়।"[১] সাদাকাহ্‌ বা দানশীলতা সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছা প্রণোদিত বিষয়, কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা এখানে নেই। ব্যক্তির সামর্থ ও ইচ্ছার উপর সাধারণত এটি নির্ভরশীল। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ প্রচেষ্টা অসংগঠিত হওয়ার ফলে দান গ্রহীতাদের পরনির্ভরশীল করে রাখে। অনেক সময়

দানশীলতাকে ভিক্ষা দানের সমান মনে করা হয়। কিন্তু এটি সঠিক নয়। উভয়ের মধ্যে উদ্দেশ্যের দিক থেকে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। ভিক্ষা দানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে পরকালে আত্মার শান্তি লাভ। মানব কল্যাণ এখানে গৌণ। পক্ষান্তরে দানশীলতা বা সাদাকার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে দুঃস্থ বা আর্তমানবতার সেবা। সাধারণত ক্ষুদ্র ও সামান্য দানকে ভিক্ষা দান বলা হয়। পক্ষান্তরে সাদাকাহ্ বা দানশীলতা দ্বারা বড় ধরণের সাহায্যকে বুঝায়। ফলে দানশীলতার মাধ্যমে অনেক সময় বৃহৎ সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। এর মাধ্যমে মুসলিম সমাজে বহু মসজিদ, মক্তব, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে এবং তা স্থায়ীভাবে মানবকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

দান-সাদাকাহ্ বা দানশীলতার ক্ষেত্রে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)। তিনি তাঁর মালিকানায় কোন কিছু এলে তা দান না করে স্বস্তি পেতেন না।[২] কেউ তাঁর কাছে কিছু চাইলে এবং কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি তাঁর নিকট থাকলে তিনি কম হোক বেশী হোক তাকে দান করতেন।[৩] আবার তিনি যাকে দান করতেন তাকে এত অধিক দান করতেন যে, তার আর দারিদ্রের আশঙ্কা থাকতো না।[৪] দান-সাদাকাহ্ করাই ছিল মহানবী (স.) এর প্রিয় কাজ। কাউকে কিছু দান করতে পারলে তিনি দান গ্রহীতার চেয়ে বেশী খুশী হতেন। তাঁর দানের হাত ছিল প্রবাহিত বাতাসের ন্যায় বহমান।[৫]

১. ওয়ালীউদ্দিন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আল খতীব আত-তিবরিযী, *মিশকাতুল মাসাবিহ* (কলকাতা: এম বাশীর হাসান এণ্ড সন্স, তা. বি.), পৃ. ১৬৭
২. ওয়ালীউদ্দিন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আল খতীব আত-তিবরিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪
৩. প্রাগুক্ত,পৃ. ৫১৯
৪. প্রাগুক্ত,পৃ. ৫১৯
৫. আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫

রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাহাবায়ে কেরাম এক্ষেত্রে রীতিমত প্রতিযোগিতা করতেন। মদীনার সমাজে এর অনন্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কার যায়। যখনই কোন প্রয়োজন দেখা দিত তখন সাহাবায়ে কিরাম দানের হস্ত প্রসারিত করে এ কাজে এগিয়ে আসতেন। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় তাবুক অভিযানের প্রাক্কালে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) দানের কথা ঘোষণা করা মাত্রই সাহাবীগণ নিজ নিজ বাড়িতে ছুটে যান এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যেই রাসূল (স.) এর সামনে নানারকম দ্রব্য সামগ্রী স্তপীকৃত হয়ে যায়। হযরত আবু বকর (রা.) নিজের সর্বস্ব নিয়ে আসেন, তা ছিল ৪০০০ দিরহাম। আর হযরত উমর (রা.) নিজ সম্পদের অর্ধেক দান করেন। এছাড়া যারা যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ দান করেছিলেন তাঁদের অন্যতম কয়েকজন হলেন, আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্, সাদ বিন উবায়দা, মুহাম্মদ বিন মাসলামা, আবদুর রহমান বিন আউফ, আসিম

বিন আদী এবং সবচেয়ে যিনি বেশী পরিমাণ দান নিয়ে এসেছিলেন তিনি হলেন হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.)। তিনি সেনাবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশের ব্যয় ভার বহন করেছিলেন। তবে কারো নিকট থেকে বাধ্যতামূলক কোন কিছু আদায় করা হতো না।[১] সাদাকাহ্ বা দান প্রথা অপরিকল্পিত ও অসংগঠিত হলেও রাসূল (স.) ও তাঁর অনুসারীদের ক্ষেত্রে তা মোটেই বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত ছিল না; বরং তা ছিল প্রাণবন্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক পরিকল্পিত উপাদান। মূলত সাদাকাহ্ বা দানশীলতার কিছু ত্রুটি ও দুর্বল দিক পরিলক্ষিত হলেও মানবকল্যাণে এর অবদান অনস্বীকার্য। তবে এটা ঠিক যে, পরিকল্পিত উপায়ে ও সম্মিলিতভাবে ঐচ্ছিক দান-সাদাকাহ্ সংগ্রহ ও বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে সমাজের আরো অনেক বেশী কল্যাণ সাধিত হবে। সুতরাং ইহ ও পরকালীন শান্তি, কল্যাণ ও মুক্তির জন্য সাধ্যমত প্রত্যেকেরই পরিকল্পিতভাবে সাদাকাহ্ করার মহান কাজে এগিয়ে আসা উচিত।

ওয়াক্ফ

ইসলামে মানব কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছায় সম্পদ সদ্ব্যবহারের একটি অন্যতম প্রশংসনীয় রীতি হলো ওয়াক্ফ ব্যবস্থা। এটি স্বেচ্ছায় সম্পদ সদ্ব্যবহারের স্থায়ী ও সর্বোত্তম পদ্ধতি। ওয়াক্ফ এমন একটি ইসলামী বিধান যা মানব কল্যাণ ও সমাজসেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে। সাধারণভাবে কোন মুসলমান কর্তৃক তার ধন-সম্পদের সমুদয় বা আংশিক স্থায়ীভাবে আল্লাহ্র রাস্তায় দান করার পদ্ধতিকে ইসলামী বিধান মতে ওয়াক্ফ বলে। শরী'আতের পরিভাষায় কোন বস্তু আল্লাহ্র মালিকানায় রেখে তার উৎপাদন বা উপযোগকে গরিবদের মধ্যে কিংবা যে কোন কল্যাণকর খাতে দান করাকে ওয়াক্ফ বলা হয়। মূলত ওয়াক্ফ এমন একটি ব্যবস্থা যা দ্বারা নিজের প্রিয় সঞ্চয়কে নিজের পছন্দনীয় কাজে ও আল্লাহ্র সৃষ্টির কল্যাণে ব্যয় করা হয়।

১. ড. মু. ইয়াসিন মাযহার সিদ্দিকী, *রাসূল (স.) এর সরকার কাঠামো* (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪), পৃ. ২৬৯

এ পদ্ধতিতে মানব জীবনের পরম লক্ষ্য মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব হয়। এটি মানব কল্যাণ ও সমাজসেবার একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। দাতার মৃত্যুর পরও তার এ দান মানবতার কল্যাণে অব্যাহত থাকে।

পবিত্র কুর'আন ও হাদিসে ওয়াক্ফের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু ব্যয় না করা পর্যন্ত পুণ্য লাভ করতে পারবে না।"[১] মহানবী (স.) বলেছেন, "মানুষের মৃত্যুর পর তার তিনটি কাজ ব্যতীত বাকী সবকিছুই বন্ধ হয়ে যায়। এ তিনটি কাজ হচ্ছে, ১. সাদাকায়ে জারিয়া, ২. সে জ্ঞান যে জ্ঞান দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং ৩. সৎ সন্তান, যে তাঁর জন্য দু'আ করে।"[২] কুর'আন ও হাদিসের এরূপ বহু বর্ণনায় দানের যে মাহাত্ম্য ও

মর্যাদা আলোচিত হয়েছে, তা মানুষকে মানবতার সেবায় এগিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করে। এরূপ চেতনা থেকেই ইসলামী সমাজে ওয়াক্ফ রীতির সূচনা হয়েছিল। ইসলামের শুরু হতে অদ্যাবধি মুসলিম উম্মাহ্ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধানের এ সুন্দরতম ব্যবস্থা অনুসরণ করে আসছে। স্বয়ং মহানবী (স.) ওয়াক্ফ কার্যক্রম আরম্ভ করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে সর্ব প্রথম ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান মহানবী (স.) প্রতিষ্ঠিত কু'বা মুসজিদ।[৩] এ ভাবে রাসূলুল্লাহ্ (স.) ওয়াক্ফ প্রথার শার'য়ী ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা খুলাফা- এ-রাশেদীন এবং তৎপরবর্তী ইসলামী সমাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। পরবর্তী মুসলমানরাও পৃথিবীর দেশে দেশে এ ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখেছে এবং মানবকল্যাণে তাদের দায়বদ্ধতার অকৃত্রিম স্বাক্ষর রেখে আসছে। বস্তুত ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানসমূহ মুসলিম সমাজের গর্বের বিষয় হিসেবে বিবেচিত। কারণ এ প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে বিপন্ন মানুষ অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ সার্বিক সাহায্য পেয়ে থাকে। ফলে দারিদ্র বিমোচন এবং শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারে ওয়াক্ফ সমাজে প্রভূত কল্যাণ সাধন করে চলছে।

ওয়াক্ফ-এর উপকারসমূহ

ক) গরিবের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

খ) গরিবের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়।

গ) বিত্তশালী ব্যক্তিও এক ধরনের সামাজিক শান্তি অনুভব করে।

---

১. আল কুরআন, ৩ : ২

২. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনান আত-তিরমিযী*, (দিল্লী: কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ্ , ১৪০৯ হিজরী), পৃ. ১৬৫

৩. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত , পৃ . ২৪৩

ঘ) ধনী ও গরিবের মাঝে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সেতুবন্ধন সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে আর্থ-সমাজিক বৈষম্য ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসে।

ঙ) একে অপরের প্রতি সম্মান ও আস্থাশীল হয়ে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে সমৃদ্ধ এক সমাজ গঠনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

চ) সমাজের ব্যাপক কল্যাণ সাধিত হয়।

বাংলাদেশেও বহু ওয়াক্ফ সম্পত্তি রয়েছে। ১৯৮৬ সালে ওয়াক্ফ এস্টেট এর উপর পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত জরিপ অনুসারে বাংলাদেশে প্রায় ১,৫০৫৯৩ টি ওয়াক্ফ এস্টেট রয়েছে।

এ বিপুল সংখ্যক ওয়াক্ফের মধ্যে রেজিষ্ট্রিকৃত ওয়াক্ফ এস্টেটের সংখ্যা ৯৭০৪৬, মৌখিকভাবে ও দলিদপত্রে স্বীকৃত ৪৫৬০৭ টি এবং ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় চলে আসছে ৭৯৪০ টি।[১]

এ সব ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে এতিমখানা, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, মক্তব, মাদ্‌রাসা, মসজিদ প্রভৃতি। বাংলাদেশে ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানা, কদম মোবারক এতিমখানা, ইসলামীয়া চক্ষু হাসপাতাল, হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ, শাহ্ আলী মাজার ওয়াক্ফ এস্টেট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুঃস্থ মানবতার সেবা, দারিদ্র বিমোচন, এতিম, ছিন্নমূল, অসহায় ও নিঃস্ব মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ আর্থ-সমাজিক উন্নয়ন ও মানবকল্যাণে ব্যাপক অবদান রাখা সম্ভব।

পরিশেষে বলা যায় ইসলাম একটি সর্বজনীন ও সর্বোত্তম কল্যাণময় জীবনাদর্শ। মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে আরম্ভ করে পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত প্রতিটি দিক ও বিভাগের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা এতে রয়েছে। মানুষে মানুষে ও জাতিতে জাতিতে শান্তি, সৌহার্দ্য ও কল্যাণময় পরিবেশ প্রতিষ্ঠা এর মূল উদ্দেশ্য। ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধানের প্রকৃতিই এমন যে, এ ব্যবস্থা মানবজাতির স্থায়ী কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য নৈতিক ও ব্যবহারিক উভয়বিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। কেননা ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য মানবজীবনের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং মানবজীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তোলা। তাই মানবতাবোধর বিকাশ, মানবিক চেতনা সৃষ্টি এবং পারস্পরিক বিপদ-আপদে সাহায্য সহযোগিতা ও দানের প্রেরণা ইসলামই মানুষের মধ্যে জাগ্রত করেছে।

১. Mohammad Azharl Islam, *A wqaf Experience of Bangladesh in South Asia, Country Paper* (New Delhi), P. 3

তাই ইসলামী অনুশাসনের তাগিদেই যুগযুগ ধরে মানুষ সমাজের দুঃস্থ, অসহায় ও বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে এবং মানবজীবনে সুখ, শান্তি ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধানে সচেষ্ট হয়েছে। ইসলাম মানবজীবনের সমস্যা সমাধানের এমন সব বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা মানব কল্যাণের কর্মকৌশল তৈরী ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অতুলনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সময়ে অবাধ তথ্য-প্রবাহ ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নয়নের ফলে মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অকল্পনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়ে চলছে। এর ফলে মানুষ তার মানবীয় শক্তি-সামর্থের উপর বিপুলভাবে আস্থাশীল হয়ে উঠছে। এর পাশাপাশি আশ্চার্যজনক ভাবে এটাও প্রমাণিত হয়ে চলছে যে, মানবীয় শক্তি-সামর্থের ঈর্ষণীয় অগ্রগতি সত্ত্বেও অদৃশ্য এক মহাশক্তির কাছে মানুষ বড়ই

Dhaka University Institutional Repository

অসহায়। কুরআনের পরিভাষায় এ অদৃশ্য শক্তির নাম আল্লাহ্। তাঁর দেয়া একমাত্র বিধানের নাম ইসলাম, যা বিশ্বমানবতাকে যুগে যুগে শান্তি ও কল্যাণের পথ দেখিয়ে আসছে।

সুতরাং আজকের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে মানবসভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে এবং বিশ্বমানবতাকে চরম দুর্দশা ও অশান্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে ইসলামের কল্যাণময় বিধান অনুসরণ অপরিহার্য। প্রখ্যাত পাশ্চাত্য দার্শনিক জর্জ বার্ণার্ড শ' ইসলাম সম্পর্কে তাঁর মতামত উপস্থাপন করতে গিয়ে এ সত্য অকপটে স্বীকার করে বলেছেন, "Islam is the only religion which appears to me to possess that assimilating capacity to the changing phase of assistance which can make itself appeal to every age."[১]

১. মোঃ নূরুল ইসলাম, *প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা* (ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো-২০০৩), পৃ. ২৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ওয়াক্‌ফের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ওয়াক্‌ফ-এর উৎপত্তি

'ওয়াক্‌ফ' উৎপত্তির সময়কাল সম্পর্কে একাধিক মত পরিলক্ষিত হয়। অনেক ঐতিহাসিকের মতে মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই ওয়াক্‌ফ রীতির প্রচলন ছিল। তবে তা ওয়াক্‌ফ নামে পরিচিত ছিল

না। মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকগণের মতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সময় কালেই সর্বপ্রথম ওয়াক্ফ রীতির প্রচলন ঘটে। এ উভয় মতের স্বপক্ষে বেশ কিছু তথ্য-উপাত্ত রয়েছে।

মহানবী (স.)-এর পূর্বযুগে ওয়াক্ফ

অনেক ঐতিহাসিকের মতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আগমনের পূর্বেও ওয়াক্ফ রীতির প্রচলন ছিল। তবে তা ওয়াক্ফ নামে পরিচিত ছিল না।[১] প্রমাণ স্বরূপ বলা হয়ে থাকে জাহেলী যুগ এবং এর পূর্ব যুগেও বিভিন্ন উপসনালয় বিদ্যমান ছিল, যার কোন একক মালিকানা ছিল না এবং ওয়াক্ফের বৈশিষ্ট্য ও প্রতিচ্ছবি এগুলোর মধ্যে প্ররিলক্ষিত হয়। অধিকন্তু আরবগণ বিজিত দেশসমূহে জনকল্যাণে গির্জা, মঠ, অনাথ আশ্রম এবং দুস্থ মানবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত বহু দত্ত-সম্পত্তির অস্তিত্ব দেখতে পান। খ্রিস্টানগণ স্বীয় ধর্মানুযায়ী দাতব্য কাজের জন্য এ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। এ সকল দত্ত-সম্পত্তি হস্তান্তর করা যেত না; বরং বিশপের তত্ত্বাবধানে একজন পরিচালক এর শাসন কার্য পরিচালনা করতেন।[২] এতদ্ব্যতীত নবী কারীম (স.) এর আগমনের পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপসনালয়ের পাশাপাশি মসজিদ ওয়াক্ফ হওয়ার বিষয়টিও স্পষ্টত দৃশ্যমান। বায়তুল্লাহ শরীফ ও মসজিদে আকসার অস্তিত্ব এর বাস্তব প্রমাণ। জনাব মনজের কাহফ (Monzer Kahf) বলেন,

"The tradition of making waqf was in vogue before Islam. The first waqf known to the Arab was the construction of the Mosque which has been declared by Allah to be the first mosque built for the pure purpose of His worship. [৩] This was the place even in the ancient

১. গোলাম আব্দুলহক মুহাম্মদ, *আহকামে ওয়াক্ফ* (ইসলামাবাদ, পাকিস্তান,তাহ্কীকে ইসলামী, ১৯৯৯), পৃ. ২

২. Duff, *The charitable foundation of Byzantium in cambridge bgal essays,* 1926, p. 83

৩. আল কুরআন, ২: ১২৭

Arabia where people of all social strata and country could gather for divine purpose and they were supposed to be hospitalized by the people in Makkah. The Jews, the Christians, the Romans, and the followers of other religions were also in the habit of making donation for some religious purposes. The 'idea of the waqf is as old as humanity "[১]

এসব পবিত্র স্থানের মুনাফা এবং এগুলো ভোগ-ব্যবহারের অধিকার একক কোন ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত ছিল না; বরং সকল মানুষই তাতে শরিক ছিল। সুতরাং এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে,

ওয়াক্‌ফের অস্তিত্ব ও প্রতিচ্ছবি সেগুলোর মধ্যে রয়েছে। এমন বহু রীতিনীতি রয়েছে যেগুলোর প্রচলন রাসূলুল্লাহ (স.) এর আগমনের বহু পূর্ব হতেই চালু ছিল। ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, বিয়ে-শাদী ইত্যাদি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তবে এটা ঠিক যে, রাসূলুল্লাহ (স.) এর আগমনের পর এসব রীতিনীতি পূর্ণতা পেয়েছে এবং সুন্দর ও সুবিন্যস্ত রূপ লাভ করেছে। ইসলাম কিছু মৌলিক নীতিমালা বাতলে দিয়ে এগুলোর মধ্যে ন্যায় ও অন্যায়ের সীমারেখো টেনে দিয়েছে। মুহাম্মদ আবু যাহরা ওয়াক্‌ফের উৎপত্তি পর্যালোচনা করে বলেছেন, ইসলাম ওয়াক্‌ফকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে এবং এর মধ্যে ব্যাপকতা সৃষ্টি করেছে। ওয়াক্‌ফকে কেবল উপসনালয় ও মসজিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে দরিদ্র, আর্তমানবতার সেবা ও জনকল্যাণের মত বিশাল অঙ্গনে অর্থ দানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।[২] প্রখ্যাত অর্থনীতিবীদ ড. মনজের কাহফ (Monzer Kahf) প্রায় একই মন্তব্য করেছেন,

> "Islamic endowments are not confined to religious one, but incorporate other areas. According to the waqf of that Rumah Well by Uthman (r) is the first civil waqf which was then augmented by Umar (r) through his famous waqf of land in Khaybar. "[৩]

---

১. Monzer Kahf, '*Waqf and its sociopolitical aspects'* (1992) [published by Islamic Research and Training Institute (IRTI) of the Islamic Development Bank (IDB), Jeddah, Saudi Arabia] at 20 June 2005, http://monzer.kahf.com

২. গোলাম আব্দুলহক মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৩. Monzer Kahf, *Role of Zakah and Awqaf in Reducing Poverty: A Case for Zakah-Awqaf-Based Institutional Setting of Micro-Finance'*, Paper presented in the International Conference on Poverty Reduction in the Muslim Countries, held in Dhaka between 24-26 Nov. 2006

মহানবী (স.)-এর সময় ওয়াক্‌ফ

মুসলিম আইনজ্ঞদের মতে 'ওয়াক্‌ফ' নামকরণের মাধ্যমে রাসূল কারীম (স.) এর আমলেই সর্বপ্রথম ওয়াক্‌ফ প্রথার প্রচলন ঘটে। এর পূর্বে ওয়াক্‌ফের প্রতিচ্ছবি বিদ্যমান থাকলেও ওয়াক্‌ফ নামে কোন ব্যবস্থা চালু ছিল না। তখন ঘরবাড়ী ও জমাজমি ওয়াক্‌ফ করা হতো না।[১] পবিত্র কুরআনে সরাসরি ওয়াক্‌ফের উল্লেখ নেই। তবে বহু হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স.) কর্তৃক ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রমাণ রয়েছে। খুলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবীগণের প্রায় প্রত্যেকেই তাঁদের সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করেছিলেন।[২]

মহানবী (স.) প্রতিষ্ঠিত ওয়াক্‌ফ

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) মদীনায় আগমন করে মসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা পোষণ করলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি বানু নাজ্জার গোত্রের নিকট থেকে একখন্ড জমি ক্রয় করতে চাইলে তারা এর মূল্য বা বিনিময় নিতে অস্বীকার করে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা আল্লাহ্‌পাকের সন্তুষ্টির জন্য এটি দান করতে চাই।[৩] অতপর মহানবী (স.) তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হিসেবে সেটি গ্রহণ করে মসজিদ নির্মাণ করলেন। ঐতিহাসিকদের মতে এটিই ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি যা মসজিদে 'কোবা' নামে খ্যাত।[৪] এ প্রসঙ্গে মনজের কাহফ (Monzer Kahf) বলেন,

"In Islamic history, the first religious waqf is the mosque of Qubā' in Madinah … which was built upon the arrival of the Prophet Muhammad in 622 … [and which still] stands now on the same site with a new and enlarged structure." [৫]

অধ্যাপক মুস্তফা আয্-যারক্বা লিখেন, ইসলামে সর্বপ্রথম যে সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা হয়েছিল সেটি হলো 'মসজিদে ক্বোবা' যা রাসূল (স.) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন,

১. ইমাম শাফি'ঈ, *কিতাবুল উম্ম*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৫

২. বাদায়েউস্ সানায়ে, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩২৬

৩. আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭

৪. গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবী* (ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ২০০০), পৃ. ১৪

৫ Monzer Kahf, '*Waqf and its sociopolitical aspects*' Ibid, http://monzer.kahf.com

যখন তিনি মদীনায় প্রবেশের পূর্বে 'ক্বোবা' নামক স্থানে অবস্থান করে আমর ইবন আওফ গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কুলসুম ইবন হাদমের মেহমান হয়েছিলেন।[১] দ্বিতীয় ওয়াক্‌ফ 'মসজিদে নববী' যা মদিনা শরীফে মহানবী (স.) নির্মাণ করেছিলেন।[২] এ প্রসঙ্গে মনজের কাহফ (Monzer Kahf) বলেন,

"Many actions of the Prophet (saas) also make clear-cut reference to the establishment of this unique Islamic institution. As 'Awqaf, includes properties used to produce religious services as well as charitable services/revenues', one can rightly argue that the first Waqf-

creating action by the Prophet Muhammad (saas) was the purchase of the land and the construction of his mosque in Madinah (Al-Masjid al-Nabawi). Besides, building the mosque was one of the earliest things the Prophet (saas) did after his arrival. Many of such historical mosques established by the awqaf properties in Madinah in the first centuries on Islam are still surviving, like: Prophet's Mosque, Masjid Qubā, Masjid Banī Harām, Masjid Banī Dīnār, Masjid Banī Tufrah, Masjid al-Jum'ah, Masjid al-Rāyah, Masjid al-Sabaq, and Masjid al-Sajdah etc. "[৩]

তবে ফকীহ্গণ ওয়াক্ফের ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসের উপর বেশী জোর দেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা.) খায়বার যুদ্ধে গনিমত হিসেবে প্রাপ্ত সম্পত্তি ভাগ করার সময় একখন্ড মূল্যবান জমি নিজ ভাগে পেয়ে তা আল্লাহ্র রাস্তায় দান করার ব্যাপারে মহানবী (স.) এর নিকট পরামর্শ চান। মহানবী (স.) তাঁকে বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে জমিটি ওয়াক্ফ করে এর উৎপন্ন আয় বা ফল-ফলাদি দরিদ্র, আত্মীয়-স্বজন, মুসাফির ও আল্লাহ্র রাস্তায় সাদাকাহ্ করতে পার। হযরত উমর (রা.) তা-ই করলেন এবং এতে শর্ত আরোপ করলেন যে, এ জমি বিক্রি করা যাবে না, কাউকে দান করা যাবে না, কেউ এর উত্তরাধিকারী হবে না। তবে মুতাওয়াল্লি এ সম্পত্তি হতে ন্যায়সঙ্গত ভাবে পারিশ্রমিক

১. গোলাম আব্দুল হক মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

২. মুস্তফা আয্-যারক্বা, *আহকামুল আওকাফ* (সিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী ১৯৪৭), পৃ. ৮

৩. Monzer Kahf, *Role of Zakah and Awqaf in Reducing Poverty: A Case for Zakah-Awqaf-Based Institutional Setting of Micro-Finance*, p. 12

নিতে পারবে এবং নিজের জন্য তা হতে সঞ্চয় না করে বন্ধু-বান্ধবদের খাওয়াতে পারবে।[১] এ প্রসঙ্গে মনজের কাহফ (Monzer Kahf) বলেন,

"The most important and illustrious role played for the construction of the idea, policy, and principles of waqf is the incident to Umar (r) who got a land in Khaybar and then went to the Prophet (saas), and said: Messenger of Allah! I got a land in Khaibar. I never got a property more precious to me than this. What do you advise me? He said: "If you want, you can make habs [2] on (bequeath) it, and give it as

sadaqah (charity); provided that it should not be sold, bought, given as gift or inherited.” Ibn Umar, the narrator of the incident, said, “then Omar gave it as charity for the poor, relatives, slaves, wayfarers, and guests. There is no harm for the person responsible for it to feed himself or a friend from it but for free, without profiteering. ”[৩]

এ হাদিসের অপর এক বর্ণনায় আছে, উল্লেখিত সম্পত্তি ছিল ‘ছাম্‌গ্’ নামক খেজুর বাগান। উভয় হাদিসে খায়বারের এক খন্ড জমির উল্লেখ রয়েছে, যার নাম ছাম্‌গ্ বা ‘ছাগ্‌মা’।[৪] পারিবারিক ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে অপর একটি হাদিস হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদিনার আনসারদের মধ্যে হযরত আবু তালহা আনসারী (রা.) সর্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন। ‘বায়রূহা’ নামে তাঁর একটি প্রিয় বাগান এবং বাগানের মধ্যে একটি কূপ ছিল। এটি মসজিদে নববীর নিকটবর্তী ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এখানে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতেন এবং কূপের পানি পান করতেন। যখন পবিত্র কুরআনের এ আয়াত নাযিল হল, “ তোমরা যা ভালবাস তা হতে যতক্ষণ না দান করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পুণ্যের অধিকারী হতে পারবে না।”[৫]

---

১. আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮
2. The word ’Habs’ is interchangeably used to mean ’waqf’. This word is the original word used in the Sunnah to refer to waqf.
৩. Muhammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Jāmi'*, Kitāb al-Shurūt, Hadith no. 2737, Muslim Ibn al-Hajjaj, *Jāmi'*, Kitāb al-Wasāyā, Hadith no. 2764, Besides, the Hadith is mentioned in other Hadith Books, all on the authority of Ibn Umra. Monzer Kahf, *Role of Zakah and Awqaf in Reducing Poverty,* Ibid, pp. 12-13
৪. আস সারখাসী, ১২তম খণ্ড, পৃ. ৩১
৫. আল কুরআন, ৩: ৯২

তখন হযরত আবু তালহা (স.) রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ‘বায়রূহা’ আমার সম্পদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। এটি আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করতে চাই। আপনি যে ভাবে ইচ্ছা এটি ব্যবহার করতে পারেন। মহানবী (স.) খুশী হয়ে বললেন, এটি অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনদের জন্য এটি ওয়াক্‌ফ করে দাও। আবু তালহা (রা.) তাই করলেন।[১] অপর এক হাদিস হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কুরআনের আয়াত নাযিল হলো, “কে আছ এমন, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে? ফলে আল্লাহ্ তার ঋণকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেবে।”[২] তখন সাহাবী হযরত আবু দারদা (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌পাক কি সত্যি আমাদের কাছে ঋণ চাচ্ছেন ? তাঁর তো ঋণের

কোন প্রয়োজন নেই। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তোমাদেরকে জান্নাত দান করতে চান। এ কথা শুনে হযরত আবু দারদা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার দু'টি বাগানই আল্লাহ্কে ঋণ দিলাম। তাঁর আবেগময় কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, একটি বাগান আল্লাহ্র রাস্তায় ওয়াক্ফ করে দাও এবং অপরটি নিজ পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য রেখে দাও। অতপর হযরত আবু দারদা (রা.) বললেন, আপনি সাক্ষী থাকুন, এ দু'টি বাগানের মধ্যে যেটি উত্তম, যাতে ছয়শত ফলন্ত খেজুর গাছ রয়েছে, সেটি আমি আল্লাহ্র রাস্তায় ওয়াক্ফ করলাম। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্পাক এর বিনিময়ে তোমাকে জান্নাত দান করবেন।"[৩]

অধ্যাপক আয্-যারক্বা ইমাম আবু বকর আল-খাস্সাফের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'মুখায়্যিরীক' নামক এক ইহুদী রাসূল (স.) এর প্রতি বন্ধুত্ব ও আন্তরিক ভালবাসা পোষণ করতেন। রাসূল (স.) এর প্রতি ভালবাসার কারণে উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে অংশ নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি নিহত হন। যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে তিনি অসিয়্যত করে গিয়েছিলেন, "আমার মৃত্যুর পর আমার সব সহায়-সম্পত্তির মালিক হবে রাসূল (স.)। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা ব্যবহার করবেন।"[৪] অসিয়্যত অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর পর রাসূল (স.) মুখায়্যিরীকের সকল সম্পত্তি নিজের জিম্মায় নিয়ে নেন এবং সর্ব সাধারণের কল্যাণের জন্য তা ওয়াক্ফ করে দেন। এ হাদিসটি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবন কা'ব ইবন মালেকও বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, মুহাম্মদ ইবন বশীর ইবন হামিদ তাঁর

১. মুহিউদ্দিন আন নব্বী, *রিয়াদুস সালেহীন*, ১ম খণ্ড, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০১), পৃ. ২২৬
২. আল কুরআন, ২ : ২৪৫
৩. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *কুরআন কারীম, সংক্ষিপ্ত তাফসির*, অনুবাদ, মাওলানা মহিউদ্দিন খান, (মদিনা মোনাওয়ারা: বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি:), পৃ. ১৩৫
৪. মোস্তফা আয-যারকা, *আহকামুল আওকাফ* (মাতবায়াহ্ জামে'আহ্ সূরিয়াহ্, বৈরুত, ১৯৪৭), পৃ. ৮

পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ তাঁর খিলাফত কালে বলেছিলেন, আমি মদিনার বিশিষ্ট আনসার ও মুহাজিরদের এক বিরাট সমাবেশে শুনেছি, মহানবী (স.) যে সাতটি বাগান ওয়াক্ফ করেছিলেন তা মুখায়্যিরীকেরই সম্পদ ছিল।[১] তিনি বলেন, আমি ঐ বাগানগুলোর খেজুর খেয়েছি, এর মত সুমিষ্ট ও সুস্বাদু খেজুর ইতোপূর্বে আমি আর কখনও খাইনি। অপর এক হাদিসে হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (স.)-এর তিনটি বাগান ছিল। এর মধ্যে 'ফিদাক' নামক বাগানটি তিনি মুসাফিরদের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন। আর 'খায়বর' নামক বাগানটিকে তিন ভাগে ভাগ করে দুই অংশ সাধারণ মুসলমানদের জন্য এবং বাকী এক অংশ রাসূল (স.) এর পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওয়াক্ফ করেন। রাসূল (স.)-এর পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর পর অবশিষ্ট থাকলে তা গরিব মুহাজিরদের জন্য ব্যয় করার নির্দেশ

দেন। ড. উবায়দ আল-কাবিসী সহীহ বুখারী, সূনানে কোবরা (বায়হাকী), সূনানে নাসাঈ এবং দারে কুতনীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, হযরত আমর ইবন হারেস ইবনুল-মুস্তালিক থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (স.) ইন্তিকালের সময় তাঁর আরোহনের বাহন আল-বায়দা, যুদ্ধ-উপকরণ ও জমা-জমি সব কিছুই ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছেন।[২] মুসলিম আইনজ্ঞগণ এসব হাদিসের উপর ভিত্তি করে রাসূল কারীমকেই (স.) ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠানের সূচনাকারী মনে করেন। হিজরী দ্বিতীয় শতকে ওয়াক্‌ফ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধি-বিধান চালু হয়। মূলত এভাবে রাসূল কারীম (স.)-ই ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থার শার'য়ী ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা পরবর্তী ইসলামী সমাজের সকল যুগে অনুকরণীয় ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। পরবর্তীকালে ইসলামী সভ্যতার সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠান এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে এবং সকল প্রকার সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম চালু হয়।

ওয়াক্‌ফ-এর ক্রমবিকাশ

উপরোক্ত হাদিসগুলো থেকে সুস্পষ্ট ভাবেই প্রতিয়মান হয় যে, মহানবী (স.) এর হাতেই ওয়াক্‌ফের উৎপত্তি হয়েছিল। এরপর হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.) ও অন্যান্য সাহাবীগণ এবং তৎপরবর্তী মুসলমানগণ পৃথিবীর দেশে দেশে ওয়াক্‌ফের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছেন।

১. মাসুর ইবন রাফা কা'আব ইবনুল কারযী থেকে বর্ণনা করেন, সে সাতটি বাগান হচ্ছে, ১.আল-আওয়াফ, ২. আস-সাগিয়াহ্, ৩. আদ্-দাল্লাল, ৪. আল-মুসিব, ৫. বারলাতাহ, ৬. হাসনা, ৭. মাশরাবাহ ইবন ইব্‌রাহীম, (মোস্তফা আয-যারকায়া, *আহকামুল আওকাফ*, পৃ. ৮)

২. ড. মুহাম্মদ উবায়দুল কুবাইসী, *আহকামুল ওয়াক্‌ফ ফি শারি'আতিরল ইসলামিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড (বাগদাদঃ *ইরশাদ প্রকাশনী, ১৯৭৭) পৃ. ৯৬*

খোলাফায়ে রাশেদীনদের ওয়াক্‌ফ

হযরত আবু বকর (রা.) : মক্কায় হযরত আবু বকর (রা.)-এর এক বিরাট জায়গা ছিল। যেখানে তাঁর সন্তানরা এবং বংশ পরম্পরা বসবাস করে আসছিলেন। এ জমি 'ওয়াক্‌ফ আলাল আওলাদ' করা হয়েছিল, যার কারণে এটি কখনো বন্টিত হয়নি।[১]

হযরত উমর (রা.) : হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমার পিতা হযরত উমর (রা.) খায়বরে এক খণ্ড জমি পেয়েছিলেন। তিনি রাসূল (স.)-এর নিকট গিয়ে বললেন, হে আল্লার রাসূল! খায়বারে উত্তম এক খণ্ড জমি পেয়েছি, যা ইতোপূর্বে কখনো আমি পাইনি। এটি সাদাকাহ্ করার বিষয়ে আপনি আমাকে পরামর্শ দিন। তাঁর কথা শুনে রাসূল (স.) বললেন, তুমি

চাইলে জমির মালিকানা আটক রেখে এর মুনাফা বা উপযোগ ওয়াক্ফ করে দিতে পার। তখন হযরত উমর (রা.) জমিটি এ শর্তে ওয়াক্ফ করে দিলেন যে, এটি বিক্রি করা যাবে না, হিবা করা যাবে না এবং উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করাও হবে না। তিনি এর উপযোগ ফকির, মিসকিন, মুসাফির, দাসমুক্তি, মেহমান ও আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকরীদের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন এবং বলেন, মুতাওয়াল্লি ভরণ-পোষণ বাবদ এর থেকে খরচ করতে পারবেন ও বন্ধু- বান্ধবদের খাওয়াতেও পারবেন। তিনি তাঁর অবর্তমানে স্বীয় কন্যা হাফসা (রা.) কে এর মুতাওয়াল্লি নিযুক্ত করার অসিয়্যত করেন এবং অতপর উমরের (রা.) বংশের কাউকে মুতাওয়াল্লি নিযুক্ত করার অসিয়্যত করেন।[২]

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা হযরত উমর (রা.)-এর 'ছাগ্‌মা' নামক একটি উত্তম খেজুর বাগান ছিল। তিনি রাসূল (স.)-এর পরামর্শ অনুযায়ী বাগানটি এ শর্তে ওয়াক্ফ করে দিলেন যে, এটি বিক্রি করা যাবে না, হিবা করা যাবে না, এবং মিরাসের ভিত্তিতে বন্টনও করা যাবে না।[৩] হযরত জাবের ইবন আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.) তাঁর খিলাফত কালে ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠা করেন এবং মুহাজির ও আনসারদের এক বড় অংশকে ডেকে এর সাক্ষী রাখেন। এ খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে মুহাজির ও আনসাদের মধ্যে যাদের নিকট সম্পদ ছিল তাঁরা সকলেই এ শর্তে সম্পদ ওয়াক্ফ করেন যে, এটি বিক্রি করা যাবে না, হিবা করা যাবে না কিংবা মিরাসের ভিত্তিতে বন্টনও করা যাবে না।[৪]

১. বোরহান উদ্দিন ইবন আবু বকর, *কিতাবুল ইস্‌তি'আফে ফি আহকামিল আওকাফ* (মিসর: হিন্দী প্রকাশনী, ১৯০২), পৃ. ৬
২. গোলাম আব্দুল হক মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
৪. আবু বকর আল-খাস্‌সাফী, *আহকামুল ওয়াক্ফ* (মিসর: মাতবায়ে দিওয়ানুল আওকাফ, ১৯০৪), পৃ. ৫

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবন আমের ইবন রাবীয়াহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা.) ওয়াক্ফ করার পর যে ওয়াক্ফনামা লিখেছিলেন আমি সেটি তাঁর হাতে দেখেছি। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রতি বছর তিনি সে ওয়াক্ফের মুনাফা হকদারদের নিকট বন্টন করতেন। হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুর পর এ ওয়াক্ফনামা ও দায়িত্ব তাঁর কন্যা হযরত হাফসার (রা.) নিকট আসে। তাঁর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীগণ এর মুতাওয়াল্লি নিযুক্ত হন।[১]

হযরত উসমান (রা.) : ফরওয়া ইবন আযিনা বর্ণনা করেন যে, আমি আব্দুর রহমান ইবন লোবান ইবন উসমানের (রা.) নিকট এক গুরুত্বপূর্ণ লেখা দেখেছি। যার মধ্যে লেখা ছিল, বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম, এ সম্পত্তি হযরত উসমান ইবন আফ্‌ফান (রা.) তাঁর জীবদ্দশায় ওয়াক্ফ

করেছেন। তিনি তাঁর পুত্র লোবান ইবন উসমানের জন্য খায়বারের ঐ সম্পত্তিটি ওয়াক্ফ করেন যেটিকে 'ইবন আবিল-হাকীমের সম্পত্তি' বলা হয়। এ সম্পত্তি কখনো বিক্রি করা যাবে না, হিবা করা যাবে না এবং উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টনও করা যাবে না। ওয়াক্ফনামায় সাক্ষী হিসেবে হযরত আলী (রা.) ও হযরত উসামা ইবন যায়েদের (রা.) নাম উল্লেখ করা হয়েছে।[২] এছাড়া হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক আরো দু'টি ওয়াক্ফের কথা ইমাম তিরমিজি ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, যেটি জনাব মো: মোখতার আহমেদ তাঁর এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন,

"Imam Tirmidhī and Nasa'ī recorded two such kind of waqf made by the third Caliph Uthman (r). The first one is: 'When the Prophet (saas) arrived in Madinah he realized that the city had very little drinking water except the water of *Bi'r Rumah* (Rumah Well). He asked: "Who will purchase *Bi'r Rumah* to equally share the water drawn therefrom with his fellow Muslims and shall be rewarded with a better well in the Jannah?" Uthman (r) then bought half of it from its owner, who was a Jew, with his own money on the condition the Jew would draw water for the day and the Muslims would draw for the next day. This agreement continued for two days when the Jew came and said that the water had been polluted by the Muslims and asked Uthman (r) to fully purchase the well who then purchased it and made

১. হাসান রাজা, *আহকামুল আওকাফ* (বাগদাদ: মাতবায়া আল-কাইয়ুল আহলিয়া, ১৯৩৮), পৃ. ৫
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

it waqf for the use of the Muslims.[1] The second report is regarding a land purchased by Uthman (r) for the extension of the Prophetic Mosque and making it an endowment. "[২]

হযরত আলী (রা.) : হযরত আব্দুল আজিজ ইবন মুহাম্মদ তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর ইবন খাত্তাব হযরত আলী (রা.) কে প্রবাহমান ঝর্ণা ও পাহাড় ব্যিষ্টত একটি খেজুরের বাগান দিয়েছিলেন। হযরত আলী (রা.) এর সাথে আরো এক খণ্ড জমি ক্রয় করে তার

মধ্যে কূপ খনন করেন। এ কূপ থেকে সুমিষ্ট পানি পাওয়া যেত। হযরত আলী (রা.) এটি ফকির, মিসকিন, মুসাফির, মুজাহিদ, নিকট প্রতিবেশী, দূরবর্তী প্রতিবেশী, যুদ্ধ সময়, যুদ্ধ বিহীন শান্তির সময় কিয়ামত পর্যন্ত সব সময়ের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন।[৩]

অন্যান্য সাহাবীদের ওয়াক্ফ

অতপর হযরত যুবায়ের (রা.), হযরত মুয়াজ (রা.), হযরত আবু তালহা (রা.), হযরত যায়িদ ইবন সাবিত (রা.), উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.), হযরত হাফসাসহ (রা.) অন্যান্য সাহাবীগণও নিজ নিজ জমি, বাগান ইত্যাদি ওয়াক্ফ করেন। এভাবে কিছু না কিছু ওয়াক্ফ করা থেকে কোন সাহাবীই বাদ থাকেননি। হযরত জাবির ইবন আনসারী (রা.) বলেন, রাসল (স.) এর সাহাবীগণের মধ্য থেকে আমি যাদেরকে চিনি, তারা সকলেই নিজ নিজ জমাজমি বা সম্পদ থেকে কিছু না কিছু অবশ্যই আল্লাহর পথে দান করেছিলেন। এ দান এমন ছিল যে, তা কেনাও যায় না, হিবা করাও যায় না এবং উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরিতও হয় না। বস্তুত একেই ওয়াক্ফ বলে।[৪] এরপর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মুসলমানরা ওয়াক্ফের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছেন। তারা ফসলী জমি, বাগান, ঘরবাড়ি ফসলাদি জনকল্যাণমূলক খাতে ওয়াক্ফ করত এবং তা দ্বারা সমাজের ব্যাপক উন্নয়ন হতো। এ ধরণের প্রতিষ্ঠান ছিল অগণিত ও অসংখ্য। মুসলমানগণ দীনহীন, দুস্থ ও অসহায় মানুষের সাহায্যার্থে বিভিন্ন পন্থার উদ্ভাবন করেছেন। তবে এসব সেবাকর্মের স্থায়িত্ব বিধানকল্পে তারা নিজেদের বিভিন্ন শাসনামলে ওয়াক্ফ বিভাগ প্রবর্তন করেছেন।

---

1. Tirmidhi, *Sunan*, Abwab al-Manaqib (Bab Manaqib Uthman), Hadith no. 3787
২. Nasa'I, *Sunan*, Kitab al-Ahbas, (Bab Waqf al-Masajid), Hadith no. 360, Md. Mokhter Ahmad, *Management of Waqf Estates in Bangladesh: Towards a Sustainable Policy Formulation*, (CENURC), pp. 6-7
৩. আবু বকর আল-খাস্সাফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
৪. বাদায়েউস্ সানায়ে, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬

উমাইয়া শাসনামলে ওয়াক্ফ

উমাইয়া শাসনামলের খলীফা ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিক রাজধানী দামেস্কে অন্ধ, বধির ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের জন্য সরকারি খরচে সেবক রেখে দিয়েছিলেন। দামেস্কে এমন একটি ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান ছিল, যা গরিব গৃহভৃত্যদের সাহায্য করতো। ওখানে দুধ থেকে মাখন বের করার জন্য এক প্রকার বিশেষ পাত্র পাওয়া যেতো। ঐগুলো কোন ভৃত্যের হাতে ভাঙ্গা গেলে তাদেরকে মনিবদের হাতে প্রহৃত হতে হতো। এ জন্য ঐ পাত্রের ভগ্নাংশ কোন গরিব ভৃত্য যদি ঐ ওয়াক্ফ সংস্থার কাছে পেশ করতো, তখন তাকে সাহায্য স্বরূপ একটি মাখন তৈরির নতুন পাত্র দিয়ে দিত। ঐ যুগে

"নারী কল্যাণ সংস্থার" অস্তিত্বও লক্ষ্য করা যায়। মরক্কোতে এ ধরণের একটি ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান ছিল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে যেত যে, উভয়ের পক্ষে এক জায়গায় সহাবস্থান আর সম্ভব নয়, তখন নারীরা সেখানে গিয়ে অবস্থান করতো। সেখানে তাদের দৈনন্দিন সকল জীবনোপকরণ পৌঁছিয়ে দেয়া হতো। এভাবে সপ্তাহ বা দিন দশেক পর যখন স্বামী-স্ত্রীর ক্রোধ কমে আসতো, তখন উভয়ে আপোসের উদ্যোগী হতো। অতপর স্ত্রী স্বামীর গৃহে চলে যেতো। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে চিরদিনের জন্যও বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটতো। তবে উক্ত ওয়াক্ফ সংস্থা মাঝখানের অন্তরবর্তী কালীন সময় ঐ জাতীয় পরিস্থিতির শিকার কোন মহিলাকে সাহায্য করতো। ওয়াক্ফ হাম্মাম নামে মুসলিম শাসনামলে তিউনিসিয়ায় একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান ছিল। যে ব্যক্তির হাম্মামে যাওয়ার প্রয়োজন অথচ তার কাছে অর্থ নেই, তখন এ সাহায্য সংস্থা থেকে তাকে অর্থ সাহায্য প্রদান করা হতো। কারণ শীতের সময় ফজরের পূর্বে হাম্মামে যাওয়ার আশু প্রয়োজন দেখা দিত।

তিউনিসিয়ায় উল্লেখযোগ্য আর একটি ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানের নাম 'মনিসুল আলীল' বা রোগী কল্যাণ সংস্থা। এ ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান থেকে ঐ সকল ইমাম ও মুয়ায্যিনকেও পারিশ্রমিক দানের ব্যবস্থা থাকতো, যারা ফজরের পরে সুললিত কণ্ঠে তাসবিহ-তাহলীল পড়ায় মগ্ন থাকতেন।[১] মিসরের ওয়াক্ফ প্রথা সম্পর্কে মাক্রীযীর দেয়া তথ্য মতে আবু বকর মুহাম্মদ ইবন আলী আল মাযারাঈ (মৃ. ৩৪৫/৯৫৬) প্রথম ব্যক্তি যিনি পবিত্র নগরীসমূহে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কৃষিযোগ্য জমি ওয়াক্ফ করেন। অবশ্য এর পূর্বে বাড়িঘর ওয়াক্ফ করার রীতি প্রচলিত থাকলেও আবাদী কৃষিজমি ওয়াক্ফ করা হতো না। ফাতিমীগণ গ্রাম্য ভূসম্পত্তি ওয়াক্ফ করা অনতিবিলম্বে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং কাদি-উল-কুদাত (প্রধান বিচারপতি) এর উপর দীওয়ানুল-আহবাসের সাহায্যে তা তদারকীর ভার ন্যস্ত করেন।

১. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, *চিন্তাধারা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫), পৃ. ৪০৭-৪০৮

৩৬৩/৯৭৪ সনে আল মু'ইয্য ওয়াক্ফ সম্পত্তি এবং ওয়াক্ফ দলীল সরকারি খাজাঞ্চিখানায় (বায়তুলমাল) জমা দিতে নির্দেশ দেন। ওয়াক্ফ সম্পত্তি ইজারা দিয়ে বাৎসরিক কর দাঁড়ায় তখন ১,৫০০,০০০ দিরহাম। উক্ত অর্থ হতে দান গ্রহীতাকে বৃত্তি দেয়ার পর যে অর্থ অবশিষ্ট থাকতো তা সরকারি খাজাঞ্চিখানার প্রাপ্য হতো। এরূপ ইজারা দেয়ার রীতির ফলে আল হাকিমের আমলে ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় এত কমে গিয়েছিল যে, মসজিদসমূহের ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় ঐগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট হতো না। তাই ৪০৫/১০১৪ সনে তিনি বিরাট আকারে নতুন সংস্থা

স্থাপন করেন এবং মসজিদগুলোর অবস্থা নিয়মিত তদারক করেন।[১] মাম্লুকদের রাজত্বকালে এ ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলো তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

(১) আওকাফে আহবাস : বাদশাহ বা সুলতানরা এগুলো তদারকীতে থাকতেন। একজন নাজির বিশেষ দীওয়ান (দফ্তর) দ্বারা কার্য নির্বাহ করাতেন। মিসরের প্রদেশগুলোতে আহবাসের বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি থাকতো (৭৪০/১৩৩৯ সনে, ১৩০,০০০ফাদ্দান) এবং তা মসজিদ ও যাবি'য়াগুলোর পরিচালনায় খরচ করা হতো। মাক্রীযী বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের অপব্যবহার ও অবহেলার জন্য তীব্র ভাষায় অভিযোগ করেন যে, দুর্নীতির মাধ্যমে ঐগুলো আমীরগণ হস্তগত করে। দান গ্রহণকারীদিগকে ফকীহ্ বা খতীব নামে ডাকা হতো। কিন্তু তারা ফিকাহ্শাস্ত্রের কিছুই জানতো না কিংবা ধর্ম প্রচারের কাজও জানতো না।

(২) আওকাফে হুক্মিয়া : মিসর ও কায়রোতে এরূপ ওয়াক্ফের অন্তর্ভুক্ত ছিল শহরের জমি। এগুলোর উৎপন্ন আয় দু'টি পবিত্র নগরী এবং অন্য প্রকার দান কার্যের জন্য নির্ধারিত ছিল। এগুলো কাদিল-কুদাতের পরিচালনাধীন ছিল। আর নাযির কার্য নির্বাহ করতেন। নগরীর প্রত্যেক ভাগের জন্য একটি করে বিশেষ দীওয়ান (দফতর) থাকতো।

(৩) আওকাফে আহ্লিয়া বা পারিবারিক ওয়াক্ফ : এগুলোর প্রত্যেকটির জন্য স্বতন্ত্র পরিচালক ছিল। মিসর ও সিরিয়াতে এ খাতে খানকাহ্, মাদ্রাসা, মসজিদ ও কবরস্থানের জন্য প্রচুর জমিজমা ও ভূসম্পত্তি ছিল। এর মধ্যে কতগুলো সরকারি খাস জমি ছিল, পরে সেগুলো দখল করে ওয়াক্ফ করা হয়েছিল। মিসরের ন্যায় অপরাপর মুসলিম দেশেও এরূপ ওয়াক্ফ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল।[২]

---

১. আল মাকরীযী, *কিতাবুল খিতাত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৫

২. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪ (দ্র. C. H. Becker, *Islamstudien,* i, p. 264)

আওকাফের উৎকীর্ণ লিপি থেকেও বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। সংখ্যা হিসেবে ব্যবসায়ী গৃহ বা দোকান সবচেয়ে বেশী ওয়াক্ফ করা হতো। এরূপ ওয়াক্ফে সচরাচর এক সঙ্গে দশ-বিশটি ছোট ছোট দোকান থাকত। গুদামঘর, আস্তাবল, বাড়ি এমনকি ছোট ছোট বাসগৃহও ওয়াক্ফ করা হতো। এসবের পাশাপাশি বিভিন্ন শিল্পাগার, স্নানাগার, কল-কারখানা, তেল ও চিনির কল, সাবানের কারখানা, কাগজের কারখানা ও তাঁত প্রভৃতি ওয়াক্ফ করা হতো। তৃতীয় পর্যায়ে কৃষি, প্রতিষ্ঠান, ফলের বাগান, গোলাবাড়ি এমনকি গোটা গ্রাম পর্যন্ত ওয়াক্ফ করা হতো। এর আয় ও অর্থ বা

উৎপন্ন ফসল কিভাবে ব্যয় হবে দানপত্রে তা বিস্তারিত লিখা থাকতো।[১] উৎকীর্ণ লিপিতে ওয়াক্ফ সম্পত্তির অপপ্রয়োগ,তসরুফ এবং আত্মসাৎ সম্পর্কেও স্পষ্ট উল্লেখ থাকতো। এ কারণে প্রায়শ রাজাজ্ঞা মারফত ওয়াক্ফ সম্পত্তি অন্যান্য দায় এবং ব্যয়ভার হতে মুক্ত করা হতো। ওয়াক্ফ দাতাগণও ওয়াক্ফ সম্পত্তি তসরুফ বা খিয়ানত ইত্যাদি নিবারণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। এ উদ্দেশ্যে তারা গোটা ওয়াক্ফ সম্পদকে কয়েকটি ছোট ছোট ওয়াক্ফে বিভক্ত করে দানপত্র করতেন, যাতে কয়েকজন পরিচালক পরস্পরের উপর তদারক করতে পারেন অথবা দাতা স্বয়ং তদারকের ভার কোন কার্য-নির্বাহ সংস্থার হাতে ন্যস্ত করতে পারেন। এ সংস্থার সভ্য থাকতেন কাযী, খাতীব এবং নগরীর গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ।[২] তবে সরকার এ প্রকারের সম্পত্তি মাঝে মাঝে বাজেয়াপ্ত করায় এবং পরিচালকগণ অবৈধভাবে বিক্রি করায় এ ধরণের ওয়াক্ফকে বহু ক্ষতির সম্মুখিন হতে হতো। এভাবে ভূসম্পত্তি কুক্ষিগত হওয়ার একটি কুফল এই যে, ভূমির প্রতি যথাযথ যত্ন নেয়ার অভাবে তার উৎপাদন-শক্তি অনুযায়ী উৎপাদন করা যেত না। এমনকি এ বড় বড় জমিদারী প্রায়ই আধুনিক কৃষি পদ্ধতি প্রবর্তনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতো। তাদের অবনতি কখনও কখনও এতদূর গড়ায় যে, তা তাদের প্রয়োজনীয় খরচ মেটানোর জন্য যথেষ্ট হতো না। এসব অসুবিধা দূর করার জন্য এবং প্রজাদের বক্তিগত উৎসাহ জাগ্রত করার জন্য ১৬'শ শতাব্দী হতে চিরস্থায়ী ইজারাসত্ত্ব মঞ্জুর করা হতে থাকে। এটি মূলত কেবলমাত্র অনাবাদী ভূমি সম্পর্কে প্রযোজ্য হলেও কালের প্রবাহে তা অন্যান্য ওয়াক্ফের ক্ষেত্রেও কার্যকর হতে থাকে।

মিসর ও ত্রিপলীসহ প্রাক্তন গোটা তুর্কী সাম্রাজ্যে এ ধরণের বিস্তৃত চুক্তিপত্রের নাম ছিল 'ইজারায়তন'। এর বিপরীতে স্বল্প মেয়াদী বন্দোবস্ত 'ইজারা-ওয়াহিদা' নামে পরিচিত ছিল। এতে টাকার দু'টি অংক থাকায় এ নামে অভিহিত হত।

---

১. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,* ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

২. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪ (উদাহরণঃ *In Mostaganem of the year* 742/1340 in J a, ser. II, xiii, 81)

অংক দুটির একটি চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর জমির মূল্য অনুযায়ী রায়ত কর্তৃক এককালীন দেয় অর্থ এবং অন্যটি বাৎসরিক নির্ধারিত কর প্রতি বছর দিতে হতো। এসব এ জন্য যাতে দত্ত সম্পত্তির মালিকানাসত্ত্ব কোন প্রকারে লোপ না পায়। জমাজমি সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে এবং তাকে উৎপাদনক্ষম রাখতে রায়ত বাধ্য থাকতো। পরিচালকদের অনুমতিক্রমে রায়ত ঐ সম্পত্তি অসিয়্যাত করতে বা সত্ত্ব বিক্রি করতে পারতো। রায়ত উত্তরাধিকারী বিহীন অবস্থায় মরে গেলে উক্ত ভূমি মুক্ত হিসেবে পুনরায় ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে পরিগণিত হতো। নতুন ঘরবাড়ি নির্মাণ ওয়াক্ফ সম্পত্তির

সংযোজন বলে বিবেচিত হতো।[১] সিরিয়া ও মিসরে অপর এক ধরণের চুক্তিপত্র প্রচলিত ছিল তার নাম 'হিকর'। এটা ত্রিপোলী ও তিউনিসের কিরদারের অনুরূপ। কিন্তু তা খাজনা ভূমির মূল্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হতো। রায়ত তা শুধু উইলযোগে হস্তান্তর করতে পারতো। কিন্তু নতুন নির্মিত ঘরবাড়ি এবং নতুন রোপিত বৃক্ষাদিতে তার অবাধ অধিকার থাকতো, কেবল খাজনা অনাদায়েই চুক্তিপত্র বাতিল হতো।

তুরস্কের মুকাতা'আ এবং তিউনিসের এনযেল (ইনযাল) চুক্তিপত্র তারই অনুরূপ। এচুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত খাজনা দেয়া হতো। অনুরূপভাবে আলজিরিয়াতে ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল পর্যন্ত 'আনা' চুক্তিপত্র, মরক্কোতে 'গেলজা' এবং সমগ্র পশ্চিম অঞ্চলে 'খালউ আল ইনতিফা' চুক্তিপত্র প্রচলিত ছিল। এ সকল চুক্তিপত্রে কেবলমাত্র ফল ভোগের অধিকার দেয়া হতো। মূল সম্পত্তিটি ওয়াক্‌ফের সম্পত্তিই থেকে যেত এবং খাজনা আদায় দ্বারা তা স্বীকৃত হতো।[২] এ সকল বিভিন্ন ধরণের চুক্তিপত্র ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ইজারা দেয়ার বিশেষ উদ্দেশ্যে উদ্ভব হয়নি; বরং এগুলো মূলত ইজারা দেয়ার প্রাচীন প্রণালী। সেগুলোকে ওয়াক্‌ফ উপযেগী করে নেয়া হয়েছে। পারিবারিক ওয়াক্‌ফ (ওয়াক্‌ফ আলাল আওলাদ) সে কালেই প্রবর্তিত হয়, যে সময় থেকে জনকল্যাণে ওয়াক্‌ফ করা শুরু হয়। এর বাস্তব উদাহরণ পাওয়া যায় ইমাম শাফি'ঈ (র.) কর্তৃক 'ফুসতাতে' অবস্থিত তাঁর বাড়ি এবং সংশ্লিষ্ট সবকিছু তাঁর বংশধরদের জন্য দলিল সহকারে ওয়াক্‌ফ করার মধ্যে।[৩] উত্তরাধিকার আইন প্রয়োগের ফলে সম্পত্তিটা যাতে খন্ড-বিখন্ড না হয়ে অক্ষুন্ন থাকে সে উদ্দেশ্যে এরূপ ওয়াক্‌ফ সম্পাদিত হয়। অন্যান্য উদ্দেশ্যেও পারিবারিক ওয়াক্‌ফ প্রথার ব্যবহার দেখা যায়। তাই পারিবারিক ওয়াক্‌ফ বহুল পরিমাণে সম্পাদিত হয়ে থাকে। যেমন মিসরে **১৯২৮-১৯২৯** সালে এরূপ ওয়াক্‌ফের আয় অন্যান্য যাবতীয় ওয়াক্‌ফের মোট

---

১. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৬ষ্ঠ খন্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), পৃ. ২১৪

২. Monzer kahf, *"Financing the Development of Awqaf property,* The American Journal of Islamic Social Science, Vol- 6 No- 4 U.S.A, 1999, P. 51

৩. ইমাম শাফি (র.), ৩য় খন্ড, পৃ. ২৮১-২৮৩

আয় অপেক্ষাও অধিক ছিল।[১] Encyclopedia of Religion এ বলা হয়েছে,

"Colonial power and Muslim government alike come to see as an impediment to progress and development. In the late Ottoman empire, for example, making use of the opinions of certain classical jurists, the authorities first removed agricultural lands from waqf. In postrevolationary Egypt, family waqfs were dissolved, the mawaquf

becoming simply the property of the heirs, to be disposed of in a normal way. It them became illigal to make new charitable waqf, though existing ones were retained and managed by a government ministry. Similar patterns of dealing with waqf have obtained in other moderning Muslim countries.”[২]

আধুনিক যুগে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা

১৯২৫ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, তুরস্কে কৃষিযোগ্য জমির প্রায় তিন-চতুর্থাংশই ছিল ওয়াক্‌ফের অন্তর্ভূক্ত।[৩] ১৯৮৩ সালে সেখানে একটি ওয়াক্‌ফ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। সম্প্রতি বিভিন্ন যৌথ উদ্যোগ প্রকল্পে ওয়াক্‌ফ সম্পদ বিনিয়োগে একটি ওয়াক্‌ফ ব্যাংক ফিন্যান্স করর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আলজেরিয়ায় ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ছিল মোট আবাদী জমির অর্ধেক। তিউনিসে ১৮৮৩ সালে ছিল এক-তৃতীয়াংশ। ১৯৩৫ সালে মিসরে ছিল মোট সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট অর্থনীতিবীদ আবুল হাসান মু. সাদেক বলেন,

“Various studies indicate that fully three-fourths of the lands consisting of the Ottoman Empire were established as waqf lands; in the mid 19th century, waqf ‘agricultural land constituted half of the size of land in Algeria’ and one-third in Tunisia; and even in the mid-20th century, one-eighth in Egypt.”[৪]

---

১. Monzer Kahf, *Financing the Development of Awqaf property,* op, cit, p. 52

২. Mircea Elaide, op, cit, p. 338-339

৩. প্রফেসর ড.এম.এ.মান্নান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১

৪. Abdul Hasan M. Sadeq, *‘Waqf, perpetual charity and poverty alleviation’* (2002) 29 (1/2) International Journal of Social Economics 135, citing at 139

১৯৩০ সালে ইরানে এ সম্পদ ছিল প্রায় শতকরা পনের ভাগ। ওয়াক্‌ফ খাতে এত বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ থাকার ফলে অনেক দেশ যেমন বহু সংস্কার সাধনে সক্ষম হয়েছে তেমনি কোন কোন দেশের আর্থিক ক্ষেত্রে কিছু ক্ষতিও সাধিত হয়েছিল। কিন্তু এর একটি কল্যাণকর দিকও ছিল। ওয়াক্‌ফ করা জমি কোন ক্রমেই রেহান দ্বারা আবদ্ধ করা যায় না। এতদ্‌সত্ত্বেও এ সকল ধন-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় সর্বত্র অপব্যবহার লক্ষ্য করা যায় এবং প্রায়শ মালিকানা সম্পর্কে আইনগত অনিশ্চয়তা

দেখা দেয়। ফলে বিগত শতকে সর্বত্র ওয়াক্ফ ব্যবস্থা একটা সমস্যার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে থাকে। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ (ফ্রান্স) সর্বপ্রথম লক্ষ্য করলো যে, তাদের অধীন মুসলিম উপনিবেশগুলোতে ওয়াক্ফ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অন্তরায়। আর তৎকালীন যুগের মুসলমানরাও এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অমনোযোগী ছিল না।[১] এ প্রসঙ্গে Encyclopedia of Islam- এ বলা হয়েছে,

"The need for reform in many Muslim countries arises due to the fact that about one half (1/2) of the cultivable land in Algeria in mid nineteenth century was dedicated to waqf. Similarly, in Tunis one third (1/3) (1883), in Turkish Empire (3/4), (1928), in Egypt (1/7) (1935), in Iran about 15% (1930), of the whole arable land was endowed to waqf. The accumulation of such extensive possession of land under waqf had prompted many countries to introduce many reforms. Thus, Egypt enacted a law in 1946 under which all family awqāf were made temporary. Then, in 1952, a new decree was issued to the effect that no private waqf could be created except for charitable purposes. Egypt, which also has a long history of waqf management, allowed bank credit as a subject of waqf endowment. In Syria, the question of family waqf was prohibited in 1949, while in Lebanon it was allowed but limited to two generations in duration after which ownership reverts to wāqif or heirs. Therefore, the waqf was not considered to be an irrevocable legal transaction. Furthermore, several reforms were introduced both in Tunisia and Algeria during the French colonial rule where the legal position of land was brought

---

১. Mircea Elaide, op, cit, p. 338

completely under French law and the sale of waqf (habous) was recognized in practice. ."[১]

ফ্রান্স সর্বপ্রথম আলজেরিয়ায় এ সমস্যা সমাধানের কাজে হাত দেয়। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানের পর ১৮৭৩ সালের ২৬ জুলাই এক আইন বলে সমস্ত ভূমির আইনগত অবস্থা সম্পূর্ণভাবে ফরাসী আইনের আওতাধীন করে নেয় এবং এর বিরোধী সব শর্ত রহিত করে দেয়।

মূলত এতে ওয়াক্ফ সম্পত্তির বিক্রয় আইনগতভাবে সিদ্ধ করা হয়। তথাপি যাতে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে অথবা পারিবারিক জীবন-যাপনে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানকে কিছুটা পরিবর্তিত আকারে প্রচলিত রাখা হয়।[২] ১৮৮৮ সালের ২২ জুন এক নির্দেশে তিউনিসিয়ায় 'এনজেল' চুক্তিপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয় এবং এর পরবর্তী ক্রমাগত সরকারি নির্দেশাবলী ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তরের পথ প্রশস্ত করে দেয়। ১৯০৮ সাল হতে Counscil Superieur des Habous ওয়াক্ফ সম্পত্তি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে এবং ১৯৭৪ সালে জনসাধারণের ওয়াক্ফসমূহ পরিচালনার জন্য যে কেন্দ্রীয় অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয় এ কাউন্সিলটি তার সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে থাকে। মরক্কোতে ১৯১২ সালে Direction des Habous প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা পারিবারিক ওয়াক্ফ পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। অতঃপর ১৯১৩ সালে ওয়াক্ফ সম্পত্তি ইজারা দেয়া সম্পর্কিত নিয়ম-কানুন ঘোষণা করা হয়।[৩]

উনবিংশ শতকের গোড়ারদিকে তুরস্কে ওয়াক্ফ পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসন সংস্থা গঠন করা হয় এবং ১৮৪০ সালে এর জন্য একটি আলাদা মন্ত্রণালয় প্রবর্তন করা হয়। এর ফলে বিভিন্ন প্রকার ওয়াক্ফের মধ্যে পার্থক্য করা সহজ হয় এবং তা তদারকীতে গতি ফিরে আসে। ১৯২৪ সালের ৩ মার্চের ধর্ম-নিরপেক্ষ আইন অনুসারে ওয়াক্ফ মন্ত্রীর পদ বিলোপ করা হয় এবং ওয়াক্ফ কার্যক্রম প্রধানমন্ত্রীর অধীনে সাধারণ পরিচালনা বিভাগের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এ বিভাগের কর্তব্য ছিল জনহিতকল্পে অথবা ওয়াক্ফ সম্পত্তিগুলোকে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে লাগিয়ে যাবতীয় ওয়াক্ফ সম্পত্তির বিলোপ সাধন করা। মিসরে মোহাম্মদ আলী সরকারের আমলে যাবতীয় ওয়াক্ফ কৃষি জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়। কেবলমাত্র ওয়াক্ফকৃত ঘরবাড়ি ও বাগান স্থিতাবস্থায় রাখা হয়।

---

১. Gibb, H.A.R and I. H. Kramers. Shorter Encyclopaedia of Islam, South Asian Publication. Karachi: (1981). P. 628
২. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৬ষ্ঠ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫
৩. Mircea Elaide, op, cit, p. 338

১৮৫১ সালে একটি কেন্দ্রীয় ওয়াক্ফ পরিচালনা বিভাগ স্থাপিত হয় এবং বিভিন্ন পরিবর্তনের পর বিভাগটি ১৯১৩ সালে একটি মন্ত্রীর দপ্তরে উন্নীত হয়। ১৮৯৫ সালের ১৩ জুলাই এক যৌথ ঘোষণা অনুসারে জনহিতকর কাজে নিয়োজিত সমস্ত ওয়াক্ফ সম্পত্তি উক্ত কেন্দ্রীয় পরিচালনা বিভাগের অধীনে আনা হয়। সে সঙ্গে কোন কোন পারিবারিক ওয়াক্ফ কোন কারণবশত বিচার বিভাগের রায় মতে অথবা অন্য কোন ব্যবস্থা অনুযায়ী এ বিভাগে হস্তান্তর করা হয়। ওয়াক্ফ বিধান সংস্কার করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯৩৬ সালে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ওয়াক্ফ সম্পর্কেও

খসড়া আইন প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং ১৯৪৬ সালে কমিটির প্রস্তাবগুলো কিছু কিছু সংশোধন করে আইনে পরিণত করা হয়। এ নতুন আইনের বিশেষত্ব ছিল সকল পারিবারিক ওয়াক্‌ফ উক্ত সময় হতে অস্থায়ী বিবেচিত হবে, এমনকি জনসাধারণের হিতার্থে সম্পাদিত ওয়াক্‌ফও যদি মসজিদ কিংবা কবরস্থানের জন্য সম্পাদিত না হয়ে থাকে, তবে তাও সাময়িক বা অস্থায়ী বলে গণ্য হবে।[১] ফিলিস্তীন, সিরিয়া এবং ইরাকে জাতিসংঘের নির্দেশনামার (Mandates) ধারামতে শরী'আহ্ এবং দাতা কর্তৃক নির্ধারিত শর্তানুযায়ী নির্দিষ্ট ব্যক্তি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিচালনা করবে। ফিলিস্তীনে ওয়াক্‌ফ সংক্রান্ত বিষয়গুলো একটি সর্বোচ্চ মুসলিম পরামর্শ সংস্থার হাতে ন্যস্ত করা হয়।

ইরাকে ১৯২৪ সালে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ওয়াকফের জন্য একটি মন্ত্রী দফতর প্রবর্তন করা হয়। পক্ষান্তরে ফরাসী নির্দেশাধীন অঞ্চলসমূহে ওয়াক্‌ফগুলো তত্ত্বাবধানকারী শক্তির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।[২] আর স্বাধীন সিরিয়া ও লেবাননে এর পরিবর্তে মন্ত্রী দফতর প্রবর্তন করা হয়। মিসরের ১৯৪৬ সালে আইনের সাধারণ ধারা অনুসরণে ১৯৪৭ সালে আইন দ্বারা লেবাননে পারিবারিক ওয়াক্‌ফ সংস্কার করা হয়। সিরিয়াতে ১৯৪৯ সালে আইন দ্বারা তা নিষিদ্ধ করা হয়। এ আইন বলে এ ধরণের ওয়াক্‌ফের দেনা পাওনা পরিশোধ করে তা তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মধ্য এশিয়ার ইতিহাস পর্যলোচনায় দেখা যায় যে, তাতারস্থান, বশখিরিয়া, ডলগাউরাল অঞ্চলের মতো রাশিয়ার মুসলিম অঞ্চল অথবা মধ্য এশিয়ার যেসব অঞ্চল এক সময় রাশিয়া দখল করে নিয়েছিল সেসব জায়গায় ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির পরিমাণ ছিল তাদের মোট ভূখন্ডের প্রায় ১০ থেকে ১৫ শতাংশ। এত বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি ওয়াক্‌ফের অধীনে থাকার কথা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়।[৩]

---

১. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,* ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬

২. Rabbath, L'evolution politique de al Syrie sous mandat, paris 1928, p.297

৩. শাহ আবদুল হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

তখন মূল সম্পদ হিসেবে ভূসম্পত্তিকেই ধরা হতো। এটা শিল্প বিপ্লবের বহু আগের কথা। সে সময় সম্পদ বলতে বুঝাত একদিকে জায়গা-জমি আর অন্যদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য। ড. ওমর চাপড়া তাঁর Islam and the Economic Challenge বইতে ওয়াক্‌ফের বিরাট ভূমিকা ও গুরুত্বের বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরে বলেছেন, এক সময় মুসলিম বিশ্বের ১০ থেকে ১৫ ভাগ সম্পদ ওয়াক্‌ফের অধীন চলে এসেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে কমিউনিস্টরা সোভিয়েত রাশিয়ার ক্ষমতা দখল করে সমস্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করে ফেলে। ফলে ওয়াক্‌ফের অধীন যেসব স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, এতিমখানা, সরাইখানা ও হাসপাতাল পরিচালিত হতো তার সবই বন্ধ হয়ে

গেল।[১] বস্তুত নানা উত্থান-পতন ও ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করে ওয়াক্ফ ব্যবস্থা আজও মানব সেবায় অতুলনীয় অবদান রেখে যাচ্ছে। এভাবে সিরিয়া, মিসর, তুরস্ক ও পাক-ভারত উপমহাদেশসহ ইসলামী দুনিয়ার প্রায় সর্বত্রই এ ধরণের সেবাধর্মী ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান ছিল এবং বর্তমানেও আছে। আধুনিককালে মুসলিম জগতে অনেক দেশেই ওয়াক্ফকে একটি আলাদা মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থাপন করা হয়েছে।

কিছু জনকল্যাণমূলক ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান

মুসলিম সভ্যতার অন্যতম একটি নিদর্শন ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান। এর সংখ্যা অগণিত ও অসংখ্য। সবক'টি শ্রেণির নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। নিম্নে নমুনাস্বরূপ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জনকল্যাণমূলক ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানের নাম পেশ করা হলো।

১.মসজিদঃ ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম যে প্রতিষ্ঠানটির নাম উল্লেখ করতে হয় তার নাম মসজিদ। মসজিদ সাধারণত পৃথিবীব্যাপী ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানরূপে বিবেচিত, সমাদৃত ও প্রতিষ্ঠিত। এটি ব্যক্তি মালিকানাধীন হওয়াকে মুসলমানরা পছন্দ ও স্বাচ্ছন্দবোধ করে না। ফলে এর অস্তিত্ব সাধারণত ওয়াক্ফের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করতো এবং এক্ষেত্রে তারা পরস্পরে প্রতিযোগিতা করতো। এমনকি খলিফা রাজা ও সম্রাটগণও মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে এবং বিদ্যমান মসজিদ সম্প্রসারণ, সংস্কার ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। খলিফা ওলীদ বিন আবদুল মালেক দামেস্কের উমাইয়া মসজিদে কত অর্থ ব্যয় করেছেন এবং কত মানুষ যে এর নির্মাণ কাজে অংশ নিয়েছেন, তা এক কথায় বর্ণনার অতীত। আল-মু'ইয্‌য্ 'দীওয়ানুল আহবাস' (ওয়াক্ফ বিভাগ) নামে একটি বিশেষ দীওয়ান সৃষ্টি করেন। এ বিভাগের প্রধান কাযীকে মসজিদসমূহের প্রধান নিযুক্ত করা হতো।[২]

১. শাহ আবদুল হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬

২. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

এর জন্য ৩৬৩/৯৭৩ সালে একটি বিশেষ ফান্ড গঠন করা হয়। যার বার্ষিক বাজেট ছিল ১৫,০০,০০০ দিরহাম। একই অবস্থা আয়্যুবীয়দের আমলে এবং মামলুকদের আমলেও বিরাজমান ছিল। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে প্রায়ই আমীরগণ প্রধান মসজিদসমূহের মহাব্যবস্থাপক ছিলেন। দেশের খলীফা বা শাসক অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় মসজিদেরও সর্বোচ্চ কর্তা ছিলেন। ইন্দোনেশিয়ার বিশেষত জাভার মসজিদসমূহ ইমামাতের ভিত্তির উপর পরিচালিত হতো।[১] সুদীর্ঘকাল ধরেই ইসলামের প্রচার ও প্রসার, সামাজিক বন্ধন ও সংহতি প্রতিষ্ঠা, সমাজ সংস্কার, শিক্ষা-দীক্ষা এবং মানবকল্যাণের কেন্দ্র হিসেবে মসজিদ মুসলিম সমাজে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

অকৃত্রিম আস্থা ও বিশ্বাসের চূড়ান্ত নিদর্শন হিসেবে মসজিদ আজও মুসলিম সমাজের সর্বত্র সমাদৃত, সর্বাধিক প্রিয় এবং সর্বোচ্চ সম্মান ও ভক্তির স্থান হিসেবে বিবেচিত। ফলে এ খাতে মুসলমানরা আজও ওয়াক্‌ফের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে চলছে।

২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: দ্বিতীয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ওয়াক্‌ফ হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান অতুলনীয়। বড় বড় ওয়াক্‌ফকৃত ভূ-সম্পত্তির আয় দ্বারাই সাধারণত মুসলিম মসাজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতো। বিভিন্ন আমীর-উমারা, নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী ও রাজা-বাদশাহদের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে তা গড়ে উঠেছে। এর সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানার ভেতরে এমন কোন উল্লেখযোগ্য ছোট বা বড় শহর, এমনকি গ্রাম পর্যন্ত বাকী ছিল না,যেখানে কোন না কোন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।[২] মুসলিম সভ্যতায় মসজিদই ছিল প্রাথমিক শিক্ষাগার। মসজিদ তখন কেবল ইবাদতের স্থান হিসেবে বিবেচিত হতো না; বরং মসজিদের প্রাঙ্গণে ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া, কুরআনের জ্ঞান, ফিকাহ ও শরী'আহ্, ভাষা-সাহিত্য ও অন্যান্য বিদ্যা অর্জন করতো। এরপর ক্রমান্বয়ে মসজিদের সাথে সংলগ্ন মক্তবও প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এরপর মক্তব থেকে উন্নত আকারে স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, সমগ্র মুসলিম বিশ্ব উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভরে গিয়েছিল। ইসলামের ইতিহাস অত্যন্ত গর্বের সাথে এমন কয়েকজন মুসলিম মনীষীর নাম উল্লেখ করেছে যারা মুসলিম বিশ্বের প্রত্যেক শহরে বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ূবী, যিনি মিসর, দামেস্ক, মোসেল ও বায়তুল মাক্‌দাসে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে ছিলেন।

---

১. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,* ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

২. ড. মোস্তফা আস্‌-সিবায়ী, *মানবতার কল্যাণে ইসলামী সভ্যতার অবিস্মরণীয় অবদান*, অনুবাদ: মাওলানা আকরাম ফারুক (ঢাকা: হাসনা প্রকাশনী, ২০০০), পৃ, ১১৮

শহীদ সুলতান নূরুদ্দীন এমনই এক ব্যক্তিত্ব যিনি শুধু সিরিয়াতেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বড় বড় ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এছাড়া দামেস্কে ৬টি, আলেপ্পোতে ৪টিসহ বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। অনুরূপভাবে সালজুক বংশের প্রধানমন্ত্রী নিযামুল মুলক তুসীও ইরাক এবং খোরাসানকে মাদ্‌রাসা মাদ্‌রাসায় ভরে দিয়ে ছিলেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সুসংগঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল বাগদাদের নিযামিয়া মাদ্‌রাসা। হিঃ ৫ম থেকে ৯ম শতাব্দী পর্যন্ত এখান থেকে বিশ্ববরেণ্য মনীষীবৃন্দ অধ্যয়ন করেছিলেন।[১] দামেস্কে আজও নুরিয়া মাদ্‌রাসা বিদ্যমান। এটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শহীদ ইমাম নূরুদ্দীন। এটি পৃথিবীর সুদৃশ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম। শিক্ষা

প্রতিষ্ঠান তো নয় যেন একটা নয়নাভিরাম রাজপ্রাসাদ। আলেপ্পোতেও এ জাতীয় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আজও বিদ্যমান। এ ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর একটি জীবন্ত নিদর্শন হচ্ছে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি মসজিদ। এর বিভিন্ন অংশে পাঠ দানের কাজ চলে। মসজিদের চারপাশে সারি সারিভাবে ছাত্রদের আবাসিক কক্ষ বিদ্যমান। এগুলোকে রুয়াক বলা হয়।[২] প্রত্যেক দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা আলাদা রুয়াক রয়েছে। যেমন সিরীয়, তুর্কী, সুদানী ও ইরাকীদের জন্য পৃথক পৃথক রুয়াক রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া কোন বিশেষ শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। ধনী-গরিব যে-ই জ্ঞানার্জনের আগ্রহ নিয়ে ভর্তি হতে পারতো, সবাই সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করতো। আল-আজহারের শিক্ষার্থীরা অবৈতনিক শিক্ষার পাশাপাশি আল-আজহারের নামে ওয়াক্‌ফকৃত ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তির আয় থেকে মাসিক বৃত্তিও পেয়ে থাকে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণ বিনা বেতনে ও বিনা খরচে লেখাপড়া শিখানো হতো। দামেস্কের সুবিশাল নূরিয়া মাদ্‌রাসার প্রধান দরজায় খোদাইকৃত ওয়াক্‌ফনামা মোতাবেক ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি ব্যয় করা হতো। মুসলিম জাহানের কোন কোন স্থানে আজও এ ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে তৎকালে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান সারা পৃথিবীতে ব্যাপক আকারে বিদ্যমান ছিল।[৩]

৩. হাসপাতাল: তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ‘বিমারিস্তান’ বা হাসপাতাল তথা দাতব্য চিকিৎসালয়। এর সংখ্যা অগণিত ও অসংখ্য। এক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান অবিস্মরণীয়। মুসলমানরা সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে উমাইয়া খলিফা ওলীদ বিন আব্দুল মালেকের আমলে। এছাড়া বাগদাদের আযাদী হাসপাতাল, দামেস্কের নূরী হাসপাতাল, বড় মনসূরী হাসপাতাল ও মরক্কোর হাসপাতাল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

---

১. ড. মোস্তফা আস-সিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

এখানে রোগীরা বিনা পয়সায় চিকিৎসা লাভ করতো। কোথাও কোথাও রোগীদের জন্য নির্ধারিত সাহায্যের ব্যবস্থাও ছিল।[১] মুসলিম বিশ্বের প্রায় সকল হাসপাতালে এরূপ ব্যবস্থা চালু ছিল। এ হাসপাতালগুলো এমন উচ্চতর মানবীয় আবেগ-অনুভূতি এবং আর্ত-মানবতার প্রতি দয়া ও ইনসাফের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার কোন নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না।

৪. **মুসাফিরখানা:** এ ছাড়া ছিল কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন, সম্বলহারা, পথহারা মুসাফিরদের জন্য মুসাফিরখানা ও খাবার ঘর। এসব জায়গায় স্থান সংকুলান-সাপেক্ষে লোকেরা যতদিন প্রয়োজন থাকতে পারতো।

৫. **খানকা ও ইবাদতখানা:** অবসরপ্রাপ্ত ও বৃদ্ধ লোকদের লোকালয় থেকে দূরে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন থাকার জন্য, ইসালমী শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য বিশেষ ধরণের ইবাদতখানা।

৬. **বাড়িঘর নির্মাণঃ** দরিদ্র ও দুস্থ মানুষ- যারা নিজের ঘরবাড়ি নির্মাণের ক্ষমতা রাখে না, তাদের জন্য বাড়িঘর নির্মাণ করে দেয়া হতো।

৭. **খাবার পানির ব্যবস্থা:** জনসাধারণের চলাচলের পথে জায়গায় জায়গায় খাবার পানির ব্যবস্থা করা হতো।

৮. **বেকার লোকদের জন্য ফ্রী খাবার বিতরণের ঘরঃ** এ সব জায়গা থেকে রুটি, গোশত ও হালুয়া বিতরণ করা হতো।

৯. **মক্কায় হাজীদের থাকার জন্য ঘরবাড়ি নির্মাণঃ** এসব ঘরবাড়ি এত বেশী সংখ্যক ছিল যে, তা সমগ্র মক্কা শহর ছড়িয়ে পড়িয়েছিল। এ কারণে অনেক ফকীহ্ মক্কার ঘরবাড়ি ভাড়া দেয়াকে অবৈধ বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। কেননা তাঁদের মতে মূলত এসব বাড়িঘর হাজীদের জন্য ওয়াক্ফকৃত ছিল।[২]

১০. **সীমান্তরক্ষীদের জন্য ঘর নির্মাণঃ** মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সীমান্তে সীমান্তরক্ষীদের জন্য গৃহ নির্মাণ করা হতো, যাতে কোন বিদেশী শত্রু সীমান্ত অতিক্রম করে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। এসব ঘরে তারা নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে বসবাস করতো এবং জীবন-যাপনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন- খাদ্য, পোষাক, অস্ত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র সহজেই পেত।

---

১. ড. মোস্তফা আস্-সিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

১১. **যুদ্ধ সরঞ্জামঃ** ঘোড়া, তরবারী, বর্শা, তীরধনুক ও অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জামও ওয়াক্ফ করা হতো। ফলে মুসলিম মুজাহিদরা কখনো অস্ত্র ও সরঞ্জামের অভাব বোধ করতো না। তাই মুসলিম দেশগুলোতে বহু সামরিক কলকারখানা নির্মিত হয়েছিল এবং এ শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

১২. **আল্লাহ্‌র পথে জেহাদঃ** কিছু কিছু ওয়াক্ফ সম্পত্তি এমনও ছিল যার আয় আল্লাহর পথে জেহাদের সংকল্পকারী ও জিহাদে লিপ্ত সে সব ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্ধ ছিল, যাদের ব্যয় বহন করা সরকারের সাধ্যাতীত ছিল।

১৩. **রাস্তা ব্রীজের সংরক্ষণ মেরামত ও নির্মাণ:** এমন ওয়াক্ফ সম্পত্তিও ছিল, যার আয় দিয়ে রাস্তা, ব্রীজের সংরক্ষণ, মেরামত ও নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হতো।

১৪. **কবরের জন্য ওয়াক্ফ:** কিছু কিছু সম্পত্তি কবরের জন্যও ওয়াক্ফ করা হতো।

১৫. **দরিদ্র ও অনাথদের কাফন-দাফনের ব্যয় নির্বাহ:** দরিদ্র ও অনাথদের কাফন-দাফনের ব্যয় নির্বাহের জন্যও কিছু কিছু সম্পত্তি ওয়াক্ফ করা হতো।

১৬. **লাওয়ারিশ শিশুদের লালন-পালন:** সাধারণভাবে দুস্থ মানুষের সাহায্যের জন্য তো অসংখ্য প্রতিষ্ঠান ছিলই, তদুপরি সুনির্দিষ্টভাবে লাওয়ারিশ শিশুদের লালন-পালন, খাতনা দেয়া ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও কিছু স্বতন্ত্র ওয়াক্ফ সম্পত্তি বরাদ্ধ থাকতো।

১৭. **অক্ষম লোকদের তত্ত্বাবধান:** পঙ্গু, অন্ধ ও অক্ষম লোকদের তত্ত্বাবধান তথা খোরপোশ, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ সম্মানজনক জীবন-যাপনের জন্যও স্বতন্ত্র ওয়াক্ফ সম্পত্তি ছিল।

১৮. **কয়েদীদের চরিত্র সংশোধন:** তাদের জীবন মানের উন্নয়ন, তাদের খাদ্য ও চিকিৎসারব্যবস্থা করার জন্য বহু ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল।

১৯. **বিয়ের খরচ:** এমন কিছু ওয়াক্ফ সম্পত্তিও ছিল, যার আয় দিয়ে বিয়ের যোগ্য যুবক-যুবতীর বিয়ের খরচ মেটানো হতো। যে সকল অভিভাবক ছেলে মেয়েদের বিয়ের খরচ ও মোহরানা ইত্যাদির ব্যয় ভার বহন করতে পারতো না, তাদের সার্বিক সাহায্যে এ প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসতো।[১]

---
১. ড. মোস্তফা আস্-সিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

২০. **পশুর চিকিৎসা:** এমন কিছু ওয়াক্ফ সম্পত্তিও ছিল যা রুগ্ন পশুর চিকিৎসা, তাদের ঘাস, খাদ্য ও পানি সরবরাহ করতো এবং তারা যখন কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়তো, তখন এদিয়ে তাদের বিচরনের জন্য ময়দান তৈরী করা হতো। এ ধরণের ময়দানকে মারজুল আখরাজ বলা হতো। বস্তুত এ সব কথা আজকাল আরব্য উপন্যাসের মতো মনে হলেও মুসলিম শাসনামলে বাস্তবেই এসব ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল যেন মুসলিম শাসনামলে আল্লাহ্র সৃষ্টি কোন পশু পাখিও কষ্ট না পায়।

Dhaka University Institutional Repository

মূলত মুসলিম সভ্যতায় যেসব সেবামূলক ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তা কমপক্ষে ত্রিশ প্রকারের।[১] যে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হল তা শুধু নমুনা হিসেবে। অতীতের আর কোন জাতির ইতিহাসে এমনকি আজকের পাশ্চাত্যের গর্বিত সভ্যতার দাবীদার জাতিসমূহের অতীত এবং বর্তমান ইতিহাসেও এমন অনবদ্য নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না।

১. ড. মোস্তফা আস্-সিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থার ইতিবৃত্ত ও স্বরূপ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থার ইতিবৃত্ত

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন

বাংলাদেশ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত একটি দেশ। মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে জনসংখ্যার দিক থেকে এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম। ইন্দোনেশিয়ার পরেই এর স্থান। একই ভাষা-ভাষী এত অধিক সংখ্যক মুসলিম পৃথিবীর অন্য কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। প্রাচীনকালে বাংলাদেশ নামে কোন দেশ ছিল না। এমনকি বাংলাদেশ বলতে বর্তমানে যে অঞ্চলকে বুঝায় তখন সে অঞ্চলকে নিয়ে কোন অখন্ড রাজ্যও ছিল না। এ দেশ তখন অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং রাজ্যসমূহ বিভিন্ন জনপদ বা রাষ্ট্র নামে অভিহিত হতো। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে গ্যারো, খাসিয়া, লুসাই, জয়ন্তিকা, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের শৈলশ্রেণি এবং পশ্চিমে বিহারের রাজমহল পাহাড় ও কলিঙ্গ এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী অঞ্চলই বাংলা নামে পরিচিত ছিল। এমন এক সময় ছিল যখন বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, পশ্চিম বাংলার সবটুকু নিয়ে বাংলাদেশ বুঝাত। আবার কখনো বাংলাদেশ বলতে সমতট, রাঢ়, পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড় ও তাম্রলিপ্ত রাজ্য বুঝাত।[১] এ ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য বা জনপদই কালক্রমে বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এবং অনেক ভূ-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয়ে আজকের বাংলাদেশ। বর্তমানে ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি. মি. এলাকা জুড়ে বাংলাদেশের সীমানা হচ্ছে পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, অরুণাচল ও আসাম রাজ্য, পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা রাজ্য ও মায়ানমার এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।[২]

প্রাচীনকাল থেকেই বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় কারণে বাংলার সঙ্গে আরবদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

---

১. একেএম গোলাম রব্বানী, *বাংলাদেশের সাথে আরবের মুসলমানদের প্রাথমিক যোগাযোগঃ একটি পর্যালোচনা*, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, নিবন্ধমালা, একাদশ খণ্ড, মার্চ ২০০২, ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়, পৃ.৭৬

২. ড.মোহাম্মদ কামরুলআহসান, ড.মো.আবুল বাসার,বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব পর্ব: একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা, জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, সংখ্যা ৩-৪, ২০১১, পৃ. ৬৫

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আরব বণিকগণ বাণিজ্যের জন্য লোহিত সাগর, আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী বন্দরসমূহে আসা-যাওয়া করতো। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে আরব ভূমিতে ইসলাম প্রচারের পূর্ব থেকেই আরব বণিকরা তাদের পূর্বাঞ্চলীয় বাণিজ্যের অংশ হিসেবে প্রায়ই বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে আগমন করতো এবং এক পর্যায়ে তারা বন্দর নগরী চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে।[১] বিশ্ব মানবতার পরম বন্ধু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আগমনের পর তাঁর হাতে গড়া একদল নিবেদিত প্রাণ সাহাবী ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েন। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলায় ইসলামের আগমন ঘটে। মূলত ইসলামের সূচনাকালেই এতদাঞ্চলে ইসলামের আলো এসে পৌঁছেছে। এ সম্পর্কে A Brief out line- এ বলা হয়েছে,

"----- Areas constituting Bangladesh have always been receptive to the right path and from the early days of Islam, the land attracted innumerable Muslim preachers. As such, our country has the unique glory of hosting some of the eminent Saints of Islam mainly, Hazrat Shah Jalal (R.) Sylhet, Hazrat Shah Makhdum (R.) Rajshahi, Hazrat Shah Ali Bagdadi (R.) Mirpur, Dhaka, Hazrat Sharfuddin Chiste (R.) Dhaka (High Court Mazar) and several others. Bangladesh surrenders thousand times to the almighty Allah for sacrifying her soils with the mortal remains of many saints of Islam. Their last resting places in Bangladesh have now become holy shrines where millions of muslims every year come for Allah's blessings and inspiration to follow the true path of Islam. Survey reveals that there are 1400 such shrines around which big complexes with mosques, maqtabs, hospitals, schools have grown up in addition to the daily arrangement for feeding the hungry and the visitors as well. [২]

এ সময় বাণিজ্যের সাথে ধর্মের বিষয়টি সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করে। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মূলত তিনটি মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটেছে।

---

১. Enamul Huq and Abdul karim, *Arakan Rajsabhay Bangla Sahitya,* Calcutta, 1935, p. 11

২. *A Brief out line of Waqf in Bangladesh.* Waqf Bhaban, 4, New Eskaton Road, Dhaka, p. 2

১. সমুদ্র পথে আরব বণিকদের মাধ্যমে,

২. স্থলপথে ইসলাম প্রচারকগণের মাধ্যমে এবং

৩. মুসলিম শাসকদের রাজ্য বিজয় এবং উলামা-মাশায়েখ ও সূফীগণ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে আগমনের মাধ্যমে ইসলামের বাণী বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচার ও প্রসার লাভ করে।[১] বহুকাল পূর্ব হতেই আরবগণ ব্যবসা-বাণিজ্যে পারদর্শী ছিল। কারণ ব্যবসাই ছিল তাদের জীবিকা অর্জনের অন্যতম প্রধান উপায়। আর এ জন্য তাদের ছিল শক্তিশালী বাণিজ্যিক বহর। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো হিমালয়ান উপমহাদেশের সাথে গড়ে উঠেছিল তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক। তাদের বাণিজ্যিক বহর আরব সাগর পার হয়ে ভারত মহাসাগর দিয়ে জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও, মালয়েশিয়ার উপকূলে পাড়ি জমাত এবং আরো উত্তরে অগ্রসর হয়ে বঙ্গোপসাগরের তীরে গাঙ্গেয় মোহনায় নোঙ্গর করত। অষ্টম ও নবম শতকের চট্টগ্রাম ও আরাকানের ঘটনাবলীতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই পথেই ইসলামের দাওয়াত প্রসার লাভ করে এবং অষ্টম শতকে এই পথেই বাংলার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলেও ইসলামের আলো অনুপ্রবেশ করে বলে অনুমান করা হয়।[২]

ইসলামের আর্বিভাব যুগের পটভূমি পর্যলোচনায় দেখা যায় যে, রাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে (৬০৬-৬৪৭ খ্রি.) আরব দেশ থেকে একটি ছোট্ট প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করতে আসে।[৩] মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবদ্দশায়ই সাহাবী হযরত আবূ ওয়াক্কাস (রা.) সমুদ্র পথে বাংলাদেশে আগমন করেন। ৬১৭ সালে তিনি আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর দেয়া সমুদ্রগামী জাহাজ নিয়ে বের হয়ে পড়েন। তাঁর সাথে ছিলেন সাহাবী কায়স ইবন হুযায়ক (রা.), 'উরওয়া ইবন আছ্আছা (রা.) এবং আবূ কায়স ইবন হারিস (রা.)। হযরত আবূ ওয়াক্কাস (রা.) এর নেতৃত্বে এ দলটি আবিসিনিয়ার হাবশা হতে যাত্রা করার পর অন্তত নয় বছর পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে সময় অতিবাহিত করে চীনে পৌঁছান। তিনি চীনের ক্যান্টন বন্দরে অবস্থানকালে 'কোয়াটা' নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। কালের সাক্ষ্য হয়ে তা আজও বিদ্যমান রয়েছে।[৪] চীনে পৌঁছার পূর্বে তিনি যে নয় বছর পথিমধ্যে অতিবাহিত করেন, সে সময় তিনি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরেও অবস্থান করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়।[৫]

---

১. Ahmad, S. Maqbal, Indo-Arab Relation, *Indian Council for Cultural Relation,* New Delhi, 1978, p. 9-10

২. নাসির হেলাল, "*বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিকাহিনী*", দৈনিক ইত্তেফাক, ধর্মচিন্তা, ১ অক্টোবর, ১৯৯৯

৩. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, *চিন্তাধারা* (ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫), পৃ. ১১

৪. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সুফিদের অবদান* (১৭৫৭-১৮৫৭), পিএইচডি থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-১৯৯৬, পৃ. ৫৫

৫. মাওলানা মুহীউদ্দীন খান, *বাংলাদেশে ইসলাম: কয়েকটি তথ্যসূত্র*, মাসিক মদীনা, জানুয়ারী- ১৯৯২, পৃ. ৪৫

এরূপ আরো কিছু তথ্য ও সূত্রের উপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মাতুল হযরত আবূ ওয়াক্কাস (রা.) ও তাঁর সাথীগণ চীন যাওয়ার পথে অবশ্যই চট্টগ্রাম বন্দরে যাত্রা বিরতি করেছিলেন। এখানে তাঁরা বেশ একটা যুক্তিসঙ্গত সময় পর্যন্ত অবস্থান করে কিছু লোককে বায়'আত (ইসলামে দীক্ষিত) করেছিলেন। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আরব বণিকগণের মাধ্যমে ইসলামের প্রাথমিক যুগেই বাংলাদেশে ইসলামের আলো প্রবেশ করেছিল। তাঁরা এদেশের ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রথমে ইসলামের বাণী প্রচার করেন এবং পরবর্তীতে তা বিস্তৃতি লাভ করে। তাঁদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও পরিছন্ন লেন-দেনের ফলে সহজেই ইসলামের সুমহান শিক্ষার প্রতি এদেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জলপথের ন্যায় স্থলপথেও ইসলাম প্রচারকগণ এ উপমহাদেশে আগমন করেন। স্থলপথে সাধারণত আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গিরিপথ দিয়ে তাঁরা বঙ্গদেশে আসেন। হযরত 'উমর ফারুক (রা.)-এর খিলাফতকালে (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) হিজরী ১৪ সনের মধ্যভাগ থেকে সিন্ধু প্রদেশের সাথে আরবগণের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। তাঁর খিলাফতকালেই ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বঙ্গে কয়েকজন তাবি'ঈর আগমনের প্রমাণ পাওয়া যায়।[১] হযরত উমর (রা.) এর শাসনামলে (১৩-২৪ হিজরী) দু'জন তাবি'ঈ মুহাম্মদ মামূন ও মুহাম্মদ মুহায়মিন (র.) বাংলায় ইসলাম প্রচার করতে আসেন। এঁদের পরে এদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমনকারীদের মধ্যে যাঁরা বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন, তাঁরা হলেন হযরত হামিদুদ্দীন, হযরত হাশিমুদ্দীন, হযরত মুরতাজা, হযরত আব্দুল্লাহ্ ও হযরত আবূ তালিব (র.) প্রমুখ। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এরকম পাঁচটি দল পর পর বাংলাদেশে আগমন করেন।[২]

এরপরেও এদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেছিলেন আরো বেশ কয়েকটি প্রচারক দল। ইসলামের প্রথম যুগে বাংলার বুকে যে সব সাধক ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছিলেন তাঁরা ছিলেন মানবতার মুক্তির দূত। শূন্য হাতে আল-কুরআনের বাণী নিয়ে তাঁরা এসেছিলেন। ক্ষমতাসীন শাসকদের বিরোধিতা ছাড়া তাঁরা আর কোন অসুবিধা মোকাবিলা করেননি। তবে সাধারণ জনগণের শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও সমর্থন নিয়ে তাঁরা ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। তাঁরা ইসলাম প্রচার ও ইসলামী শরী'আহ্ শিক্ষা দানে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। শুরুতে ভাষা একটি বাধা হলেও আরব বণিকরা স্থানীয় জনগণের ভাষা শিখেই প্রচার কাজ চালাতে থাকেন। তাঁরা গ্রামে বাস করতেন এবং বিভিন্ন জায়গায় সফর করে ইসলাম প্রচার করাই ছিল তাঁদের প্রধান কাজ।[৩]

---

১. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), পৃ. ৭

২. আজিজুল হক বান্না, *বরিশালে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪), পৃ. ৮৩

৩. ড. হাসান জামান, *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য* (ঢাকা: ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০), পৃ. ২১২

দীর্ঘ সময় ধরে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হলেও ১২০৩ খৃস্টাব্দে ভারত সম্রাট কুতুব উদ্দিন আইবেকের সময় ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির ভারত অভিযানের মাধ্যমে মুসলমানরা এতদাঞ্চলে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তিনি বরেন্দ্র অঞ্চলে রংপুর নামক রাজধানী স্থাপন করেন। এর এক শতাব্দী কালেরও বেশ পরে ১৩৩০ খৃস্টাব্দে মুহাম্মদ তোগলক শাহ পূর্বাঞ্চল জয় করেন এবং সাতগাঁও ও সোনারগাঁও-এ যথাক্রমে রাজধানী স্থাপন করেন। অতপর সোনারগাঁও এর স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ (১৩৩৮-৪৯ খ্রি.) চট্টগ্রাম জয় করেন। এভাবে পুরো বাংলাদেশ ইসলামের ছায়াতলে এসে যায়। তবে এর বহু পূর্বেই চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ইসলাম প্রবেশ করে।[১] একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বকালে চট্টগ্রাম জেলা, ময়মনসিংহ জেলার মদনপুর, ঢাকা জেলার বিক্রমপুর ও সোনারগাঁও, পাবনা জেলার শাহ্জাদপুর, বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়, মালদহ জেলার পান্ডুয়া ও দেওকোর্ট এবং বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট প্রভৃতি স্থান ছিল ইসলামের প্রচার কেন্দ্র।[২] এ সময়ে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে যেসব সূফী-সাধক আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের সকলের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই নিবেদিত প্রাণ আত্মপ্রচার বিমুখ মুবাল্লিগগণের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁদের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন, শাহ্ সুলতান বল্খী (রহ), শাহ্ মুহাম্মদ সুলতান রূমী (রহ.), শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযী (রহ.), শাহ্ মাখদুম রূপোশ (রহ.), বায়াযীদ বোস্তামী (রহ.), ফরীদুদ্দীন শকরগঞ্জ (রহ.), শাহ সূর্যখুল আনতীয়া (রহ.) প্রমুখ।[৩] এ সকল সূফী দরবেশদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ-তিতিক্ষাই পরবর্তীকালে ইসলাম প্রচার, ইসলামী সংস্কৃতি ও মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করেছিল।

পাক-ভারত উপমহাদেশে ওয়াক্ফ ব্যবস্থা

ইসলামের অগ্রাভিযানের সাথে সাথে মুসলিম ঐতিহ্যের অনন্য সুন্দর নিদর্শন ওয়াক্ফের ধ্যান-ধারণাও পৃথিবীর দেশে দেশে ক্রমান্বয়ে প্রসার লাভ করে এবং এর আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সিরিয়া, মিসর ও তুরস্কসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মত পাক-ভারত উপমহাদেশেও ওয়াক্ফের ব্যাপক প্রচলন ও এর সুফল সমাজে বহু অগ্রগতি সাধন করেছিল। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখ্তিয়ার খিলজির বাংলা বিজয়ের পর ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৫৫৪ বছরে প্রায় ১০১ জন বা ততোধিক শাসক বাংলা শাসন করেছিল।[৪]

১. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* (ঢাকা:বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার,২০০২),পৃ.১৩-২৪

২. আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২), পৃ. ৭৩

৩. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত, *অগ্রপথিক সংকলন, সুফীয়ায়ে কিরাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃ. ৩৬

৪. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

এ সময়ে ওয়াক্ফ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে এ অঞ্চলে গরিব-মিসকিন, বিকলাঙ্গ, দুস্থ মানুষকে সাহায্য প্রদান, দারিদ্র বিমোচন ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছিল। বাংলা পিডিয়ায় উল্লেখ আছে,

"The Bengal region during Mughal period had a very rich tradition of 'waqf'. Most of the Mosques, Madrasah and other socio-religious organizations and institutes used to be managed by the income of the 'waqf' estates. But the colonial powers that ruled it for about two hundred years destroyed this tradition along with other Muslim institutions. " [১]

ইবনে বতুতার লেখায় দেখা যায়, মুহাম্মদ তুগলকের শাসনামলে বড় বড় সড়ক ও জনপথের বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশ্রামাগার ছিল। যেসব স্থানে মুসাফিরখানা থাকতো, মুসলিম অমুসলিম উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এসব মুসাফিরখানা নির্মিত হতো।[২] সুলতান সেকান্দর লুদী তৎকালীন রাজধানী আগ্রায় গরিব-মিসকিনদের একটি নিয়মিত তালিকা তৈরী করে রেখেছিলেন। শীত-গ্রীষ্ম মৌসুমে বছরে দু'বার দুই ঋতুতে গরিব-মিসকিনদের জামা-কাপড় দেয়া হতো। দেশের সামর্থ্যহীন পিতা-মাতার বিবাহযোগ্য সন্তানদের বিবাহের খরচও সরকারিভাবে দেয়ার ব্যবস্থা ছিল।[৩] বাংলার সুলতানগণ বিদ্যাশিক্ষার প্রতি বেশী অনুরাগী ছিলেন এবং শিক্ষা প্রসারের জন্য তাঁরা সর্বোতভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিম জমিদার, লাখেরাজদার, আয়মাদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মুসলিম প্রধানগণ তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় মসজিদ, মক্তব ও মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করতেন এবং এসবের ব্যয় ভার বহনের জন্য প্রচুর ধন-সম্পদ ও জমাজমি দান করতেন।[৪]

বাংলার প্রথম সুলতান মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী ছিলেন অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী। তিনি দিল্লীর সম্রাট কুতুবুদ্দিন আইবেকের অনুকরণে দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি স্থাপন করেন।[৫] এ প্রসঙ্গে W. Adam বলেন, শুধু রাজশাহী জেলার কসবা বাঘাতেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য জনসেবামূলক কাজের জন্য প্রায় বিয়াল্লিশটি গ্রাম ওয়াক্ফ করা হয়। (Adam, second report, p. 37) কসবা বাঘার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেসব ছাত্র লেখা পড়া করতো তাদের যাবতীয়

---

১. *http://www.banglapedia.org/httpdocs/HT/W_0018.HTM*

২. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৮

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৮

৪. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

ব্যয় ভার (বাসস্থান, খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছেদ, বই-পুস্তক, খাতা-পেন্সিল, কাগজ-কলম ও প্রসাধনী ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বহন করা হতো।[১] ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন বলেন, মুর্শীদকুলী খাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বীরভূমের আসাদুল্লাহ্ নামক জনৈক জমিদার তাঁর আয়ের অর্ধাংশ জ্ঞানী-গুণীদের ভরণপোষণ এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতেন।[২] এরূপ বহু নজীর রয়েছে যে, সে কালে বিত্তশালী ও ভূস্বামীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সমুদয় ব্যয় ভার একব্যক্তি বহন করতেন সরাসরিভাবে কিংবা দান, ওয়াক্ফ বা ট্রাস্টের মাধ্যমে।[৩] ঔপনিবেশিক শাসনামলে এ উপমহাদেশে মুসলিম শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অন্যান্য ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে ওয়াক্ফ সম্পত্তি এক অনন্য অবদান রেখেছিল। কিন্তু ইংরেজরা গোটা হিমালয়ান উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতা যখন মুসলমানদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল তখন বাংলাই প্রথম ইংরেজদের করতলগত হয়। এ সময় গোটা সুবে-বাংলায় ৮০ হাজার মক্তব ছিল।[৪] ওয়াক্ফ, লা-খেরাজ, আয়েমা, মদদ-মায়াশ প্রভৃতি সম্পত্তির আয়-উন্নতি দ্বারাই মসজিদ, মাদ্রাসা ইত্যাদি ধর্মীয় কার্যাদি সম্পন্ন হতো। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে এক কালাকানুনের আওতায় ইংরেজ সরকার ওয়াক্ফ সম্পত্তি দখল করে নেয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু করার পর ইংরেজরা চিন্তা করলো মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিকাশের পথকেও রুদ্ধ করতে হবে। মূলত কালাকানুনের মাধ্যমে ওয়াক্ফ সম্পত্তি দখলের পেছনে এ দুর্ভিসন্ধিই কাজ করেছিল। তাই ইংরেজ আমলে যেসব ওয়াক্ফ সম্পত্তি ছিল সেগুলোর অধিকাংশই এখন আর অবশিষ্ট নেই।[৫]

W. W. Hunter তাঁর গ্রন্থে বলেন, ইংরেজদের বিজয়ের পর শত শত প্রাচীন মুসলিম ঐতিহ্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ফলে লাখেরাজ ভূসম্পত্তির দ্বারা মুসলমানদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছিল তাও বন্ধ হয়ে গেল।[৬] পরবর্তীতে ভারত সরকারও মুসলমানদের ওয়াক্ফ সম্পত্তিসমূহের ক্ষেত্রে একই আচরণ করেছে। কোন আইন প্রচলিত না থাকায় ওয়াক্ফ সম্পত্তি ও তার উপস্বত্ব যথেচ্ছা ব্যবহৃত হতো। তদানীন্তন মুসলিম ওলামা, আইনবিদ, রাজনীতিবিদ ও অন্যান্য সুধীবৃন্দের

---

১. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১, A. R. Mallik, Br. Policy & the Muslims in Bengali, p. 150

২. Ghulam Hussain, Seiyere-Mutakherin Vollll, p. 63, 69, 70 & 165, আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

৩. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

৪. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩

৬. W. W. Hul Hunter, *The Indian Mussalmans,* Bangladesh Edition, 1975, P. 167

উদ্যোগে ওয়াক্‌ফের সংরক্ষণ ও তার উপস্বত্বের সুষ্ঠু ব্যয়ের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য একটি আইন জারি করার দাবী উত্থাপিত হয়। এ দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন প্রিভি কাউন্সিল কর্তৃক **১৯১৩** সালে 'ওয়াক্‌ফ ভেলিডেটিং এ্যাক্ট' নামে এক আইন জারি করে। প্রকৃতপক্ষে তখন থেকে এ উপমহাদেশে ওয়াক্‌ফ আইনগতভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ আইনের কার্যকারিতার জন্য **১৯৩৪** সালে 'বঙ্গীয় ওয়াক্‌ফ এ্যাক্ট' নামে এক আইন জারি করে ওয়াক্‌ফকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়। ওয়াক্‌ফ প্রশাসনকে আরো গতিশীল ও যুগোপযোগী করার জন্য **১৯৬২** সালে ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এ প্রসঙ্গে জনাব মোখতার (আহমদ Md. Mokhter Ahmad) বলেন,

"The people of this country saw the emergence of waqf law in different stages initiated by the British for the first time in 1894 through the declaration of the Privy Council *waqf alal aulad* or family awqaf as invalid which was subsequently repealed and replaced by 'The Mussalman Waqf Validating Act in 1913' followed latter on by 'The Mussalman Wakf Act, 1923', 'The Bengal Waqf Act, 1934', and finally 'The East Pakistan Waqf Ordinance, 1962'. 'The East Pakistan Waqf Ordinance, 1962 is the cornerstone of waqf management in Bangladesh barring some minor amendments made in it by the Waqf Ordinance 1988 and Waqf Ordinance 1998. " [১]

বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১২০৩ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল যেমন- আরব, ইয়ামেন, ইরাক, ইরান, খোরাসান, মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত প্রভৃতি থেকে মুসলমানরা এ দেশে শাসক, সৈনিক, সেনাপতি, ধর্ম প্রচারক, শিক্ষক ও ব্যবসায়ী রূপে আগমন করেন। এদের মধ্যে আরবদের অধিকাংশই ছিলেন সূফী, ইসলাম প্রচারক ও বণিক সম্প্রদায়। নতুন অধিকৃত এদেশে আগমনকারী সূফী-সাধকদের প্রায় প্রত্যেকেই শিষ্য ও অনুচরসহ আগমন করেছিলেন। হযরত শাহ জালাল (র.) ৩৬০ জন শিষ্য নিয়ে এদেশে আগমন করেছিলেন

১. Md. Mokhter Ahmad, *Management of Waqf Estates in Bangladesh: Towards a Sustainable Policy Formulation,* Centre for University Requirement Courses (CENURC) International Islamic University Chittagong Dhaka Campus, Dhaka, Bangladesh, p. 2

এবং তাঁরা সকলেই বাংলায় বসতি স্থাপন করেন।[১] এ দেশের মানুষের সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে তখন বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। কিন্তু আরব ব্যবসায়ী, ইসলাম প্রচারক এবং অসংখ্য ওলী, দরবেশ ও সূফী-সাধকদের আগমনে এ দেশের মানুষের জীবনে নব যুগের সূচনা হয়। এ সব ইসলাম প্রচারক ও সূফী-সাধকরা এ দেশের মানুষের নিকট সহজভাবে ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও সৌন্দর্য তুলে ধরায় এবং তাদের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ নিঃসংকোচে গ্রহণ করায় হাজার হাজার মানুষ বিনা দ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে এ অঞ্চলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন হয়।[২] এ সব ওলী-দরবেশদের প্রভাব সমগ্র বাংলাদেশে এমনকি সুদূর গ্রাম অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মসজিদ, খানকাহ ও দরগাহ দেশের আনাচে কানাচে পর্যন্ত গড়ে উঠেছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় একখানা ঐতিহাসিক পত্র থেকে। মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী এ পত্র জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শার্কীর নিকট লিখেছিলেন। পত্রে তিনি উল্লেখ করেছিলেন, "সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র! কি চমৎকার দেশ বাংলাদেশ।"[৩] এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বহু পীর-দরবেশ বা আল্লাহ্‌র ওলীরা এসে বসবাস করতে থাকেন এবং এ অঞ্চলকে তাঁরা তাঁদের স্থায়ী আবাসভূমি রূপে গ্রহণ করেন।

এক কথায় বলা যায়, কেবল নগর নয়, বাংলাদেশের এমন কোন শহর বা গ্রাম নেই যেখানে এসব ওলী-দরবেশ পদার্পন করেননি বা বসতি স্থাপন করেননি।[৪] এ সব সিদ্ধ পুরুষগণ আন্তরিকভাবে ইসলামের খেদমত ও মানবসেবা করে গেছেন এবং মুসলিম সমাজের উন্নতিকল্পে স্থায়ী অবদান রেখে গেছেন। তাঁদের খানকাহগুলো বিরাট জনহিতৈষণামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হতো। এগুলো ছিল স্রষ্টা সন্ধানী মানুষের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র। খানকাহসমূহ ছিল একাধারে চিকিৎসালয় ও আশ্রয় কেন্দ্র। যেখানে দুস্থ, অসহায় ও রুগ্ন ব্যক্তিগণ সরাসরি আশ্রয় গ্রহণ করতো। তারা শেখ ও তদীয় শিষ্যদের নিকট লাভ করতো সেবা, চিকিৎসা ও আন্তরিক যত্ন। প্রতিটি খানকার সাথে একটি করে লঙ্গরখানা বা বিনা খরচে খাবার ব্যবস্থা থাকতো। সেখান থেকে গরিব ও অভুক্ত লোকদের খাবার দেয়া হতো। লঙ্গরখানার রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য বিষয় সম্পত্তিও দান করা হতো।

---

১. G. H. Damant Shah Ismail Gazi, *Journal of Asiatic Society of Bengal*, 1876, XLIII, P. 215

২. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ১২

৩. Prof. Hasan Askari, *Bengal Past & Present*, Vol- LXVII, Serial no. 130, 1948, P. 35-36

৪. Prof. Hasan Askari, *Bengal Past & Present*, Vol- LXVII, Serial no. 130, 1948, P. 35-36

এভাবে সাধু-দরবেশদের খানকাহ্ ও লঙ্গর খানাগুলো দুস্থ ও বিপন্ন মানুষের জন্য এক মহামুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। বিনা খরচে খাবার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে সূফী-দরবেশগণ দেশের দীন-দুঃখী ও সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসতে ও তাদের অনুভূতি বা আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝতে সক্ষম হন।[১] এসব সূফী-সাধকদের প্রতি শাসক, আমীর-ওমারা ও কর্মচারীদের গভীর ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। ফলে তারা পীর-দরবেশদের মাযারে স্মৃতি সৌধ নির্মাণ এবং তাদের দরগাহ ও লঙ্গরখানাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লা-খেরাজ জমি ইত্যাদির সংস্থান করেছেন। এভাবে এদেশে অনেক ওলি-বুজুর্গের মাযার এবং মসজিদকে কেন্দ্র করে বহু ওয়াক্ফ সম্পত্তি রয়েছে।

ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এক সময় এ সকল সম্পত্তি বিরাট অবদান রাখলেও বর্তমানে সেগুলোর উপর খাদেম, মোহাফেজ ইত্যাদি নামের অনেক দখলদার বসে আছে, যারা অনেক বিদ'আত ও শিরকের প্রসার দিয়ে যাচ্ছে এবং ইসলামের মূল প্রাণসত্তা বিরোধী বহু কাজ করে যাচ্ছে। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ধর্মীয় ও জনকল্যাণমূলক কাজে ওয়াক্ফকৃত এ সকল সম্পত্তি যদিও হস্তান্তরযোগ্য নয়, কিন্তু এখন সেগুলো বিভিন্নভাবে হাতবেহাত হয়ে চলছে এবং অনেক সম্পত্তি বেনামী দলিলের শিকারে পরিণত হয়েছে। অথচ এক সময় দেশের গরিব, মিসকিন, ভূমিহীন ও ছিন্নমূল মানুষদের সাহায্য করা, শিক্ষার বিস্তার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও পরিচালনা, রাস্তা-ঘাট, যোগাযোগ সেতু নির্মাণ, জনগণের পানির সুবিধার্থে পুকুর, দীঘি খনন, বিপন্নকে সাহায্য দান ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজ এ ওয়াক্ফ সম্পত্তি দ্বারা বহুল পরিমাণে সম্পন্ন হতো। এভাবেই সূফী-দরবেশদের সতত, ন্যায়-নিষ্ঠা, মানবসেবা, ভালবাসা, উদারতা এবং জনহিতৈষীমূলক কার্যক্রম ও চিন্তা-চেতনার ভাবাদর্শে বাংলাদেশে ওয়াক্ফ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে। এ প্রসঙ্গে A Brief out line of waqf in Bangladesh-এ বলা হয়েছে,

"Bangladesh Surrenders thousand times to the almighty Allah for Sanctifying her soils with the mortal remains of many saints of Islam. There last resting places in Bangladesh have now become holy shrines whare millions of Muslims every year come for Allahs blessings and inspiration to follow the true path of Islam. Survey reveals that there are 1400 such shrines around which big complexes with Mosques, Moqtabs, Hospitals, School have grown up in addition to the daily arrangement for feeding the hungry and the visitors as well." [২]

---

১. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা* (ঢাকা: ই. ফ. বা, ১৯৮৭), পৃ. ১২৭

২. *A Brief out line of Waqf in Bangladesh,* Ibid, p. 3

১৯৫০ সালে জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রবর্তনের ফলে বহু ওয়াক্‌ফ এস্টেটের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গিয়েছে। তৎকালীন ইংরেজ সরকারের কাছে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির কল্যাণকারিতার তেমন গুরুত্ব না থাকায় অনেক সম্পত্তির বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়েছে। জেলা প্রশাসকগণ কোন এ্যানুয়িটি নির্ধারণ না করেই অনিয়মিতভাবে ওয়াক্‌ফ এস্টেট কর্তৃত্বাধীনে নিয়েছেন। শরী'আতের বিধানের কোনরূপ তোয়াক্কা না করেই বিভিন্ন সরকারের আমলে উন্নয়নমূলক কাজের নামেও বহু ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি যথেচ্ছাভাবে হুকুম দখল করা হয়েছে।

এছাড়া ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশের ৫৬ ধারা মতে ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের অনুমতি ছাড়া হস্তান্তর করার বিধান নেই। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফদাতার মৃত্যুর পর তার বংশধররা বিনা অনুমতিতে সম্পত্তি হস্তান্তর করে এবং তা সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে বিনা বাধায় রেজিষ্ট্রি হয়। এসব কারণে হাজী মুহাম্মদ মুহসিন ওয়াক্‌ফ এস্টেট, নোয়খালী ভুলোয়া এস্টেট, লাকসামের পশ্চিম গাঁ নবাবদের ওয়াক্‌ফ এস্টেটসহ উত্তর বঙ্গ ও রাজশাহী অঞ্চলের বহু বড় বড় ওয়াক্‌ফ এস্টেটের আজ কোন হদীস নেই। উল্লেখ্য ভারতের হুগলি জেলার সৈয়দপুরের জমিদার হাজী মুহাম্মদ মহসিন ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে হুগলির ইমামবাড়ার ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয় সঙ্কুলানের উদ্দেশ্যে তাঁর সমুদয় ভূসম্পত্তির আয় ওয়াক্‌ফ করেন। বাংলা পিডিয়ায় এ ভাবে উল্লেখ আছে,

"The most notable pubic waqf is the Mohsin Fund. Haji Muhammad Mohsin of Hughli, India and a zamindar of Saidpur estate, endowed in 1806 the whole of his estate income to the maintenance of religious and educational establishments of the Imambarah, Hugli. "[১]

তাঁর পরিবারের এক সদস্য এই ওয়াক্‌ফের আইনগত বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আদালতে মামলা করেন। ফলে ১৮১০ খ্রিষ্টাব্দে সরকার ১৯ নং আদেশ বলে এই সম্পত্তি ক্রোক করে এবং সদর দেওয়ানি আদালতে মামলাটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তা সরকারি অধিকারেই থাকে। মামলাটি প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত যায় এবং ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রিভি কাউন্সিল পরলোকগত ওয়াক্‌ফকারী হাজী মহসিনের পক্ষে রায় দেয়।[২] এক সময় হাজী মুহাম্মদ মুহসিন ফান্ডের টাকায় এদেশে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং বহু মানুষ এ ফান্ডের টাকা দিয়ে লেখাপড়া করেছে। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের সময় এ ফান্ডের এক বিরাট অংশ এদেশের ভাগেও পড়েছিল।[৩]

১. *http://www.banglapedia.org/httpdocs/HT/W_0018.HTM*

২. *বাংলা পিডিয়া*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪

৩. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩

কিন্তু বর্তমানে তা কোথায় কিভাবে আছে সেটি রীতিমত অনুসন্ধানের বিষয়। এ ভাবে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত ও উত্থান-পতন অতিক্রম করেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ওয়াক্‌ফ একটি অনন্য মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এদেশের মানুষের জীবন যাত্রার সাথে মিশে আছে। যদিও ওয়াক্‌ফ আল্লাহ্‌র রাস্তায় উৎসর্গকৃত সম্পদ তবুও বাংলাদেশে এর মিশ্র রূপ দেখা যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সম্পূর্ণ আয় মসজিদ, মাদ্‌রাসা, ঈদগাহ, কবরস্থানের জন্য দরিদ্রদের আহার যোগানোসহ বিভিন্ন ইসলামী উৎসব উৎযাপনের ক্ষেত্রে ব্যয় হয়। তা ছাড়া কতিপয় ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয়ের কিছু অংশ উল্লেখিত খাতসমূহে ব্যয় করা হয় এবং বাকী অংশ ওয়াকিফের বংশধরদের কল্যাণে ব্যয় করা হয়। যে সব ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফের মোট আয়ের ৫০ শতাংশ ধর্মীয় ও দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়, সে সব ওয়াক্‌ফকে 'পাবলিক ওয়াক্‌ফ' হিসেবে গণ্য করা হয়। যে সব ওয়াক্‌ফের শতকরা একশত ভাগ আয় ধর্মীয় বা দাতব্য কাজে ব্যয় করা হয় তা 'ওয়াক্‌ফ লিল্লাহ্‌' নামে পরিচিত। আবার যে ওয়াক্‌ফের আয়ের কিছু অংশ ওয়াকিফের পরিবার ও উত্তরসূরীদের মধ্যে বন্টিত হয় এবং বাকী অংশ ধর্মীয় ও দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয় তাকে 'ওয়াক্‌ফ লিল-আওলাদ' বলা হয়।[১]

১. *বাংলা পিডিয়া*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের কার্যক্রম

ওয়াক্‌ফ আইনের পটভূমি

মুসলিম ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ভারত উপমহাদেশে ওয়াক্‌ফের আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মানবসেবার পাশাপাশি পরিবার ও সন্তান-সন্ততির কল্যাণার্থে ব্যক্তিগত ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা ইসলামে একটি স্বীকৃত বিধান। তবে এ ব্যবস্থাটি অবৈধ দাবী করে এক সময় ভারতের আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে আবুল ফাতা মোহাম্মদ ইসহাক বনাম রসময় ধর চৌধুরী (Abul Fata Mohamed Ishak v Rusomoy Dhur Chowdry) মামলার রায়ে প্রিভি কাউন্সিল ওয়াক্‌ফ আলাল আওলাদকে অবৈধ ঘোষণা করে। প্রিভি কাউন্সিলের এই রায় মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তারা এটিকে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের লঙ্ঘন বলে ধরে নেয়। ভারত সরকারের কাছে এর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ পেশ করা হয়। ফলে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে মুসলমান ওয়াক্‌ফ বৈধকরণ আইন নামে একটি আইন পাশ হয়, যার দ্বারা প্রিভি কাউন্সিলের রায়টি অপসারিত হয়। এ প্রসঙ্গে জনাব মুহাম্মদ ফজলুল করিম বলেন,

"During the British occupation, waqf estates used to be administered under Muslim personal law (shariah) dealing with fundamental aspects of awqaf. …… In the absence of a governing legislative guidelines, particularly on Waqf Ahly(family waqf),the Privy Council held in the case of Abul Fata Mohamed Ishak v Rusomoy Dhur Chowdry [1] that the dedication of property by way of waqf for family settlement was invalid. This controversial judgment given in this land mark case created wide spread discontentment among Muslim community all over the Indian subcontinent.[2] Consequently the Waqf

---

[1]. 23 November1894, PCJ on Appeals from India, 572; ILR 22 Cal. 619,68.

[2]. The judgment given by the Privy Council, being the highest court of law sitting in London, used to be binding on all the Courts in the then British Empire, including India.

Validating Act of 1913 was enacted, of which the main objective was to remove the disability created by the decision of the Privy Council." [১]

ওয়াক্ফ আইনের বিবর্তন

বাংলাদেশে এক সময় বহু ওয়াক্ফ সম্পত্তি ছিল। কিন্তু কোন আইন-কানুন না থাকায় তা যথেচ্ছা ব্যবহৃত হতো। এ অঞ্চলের মুসলমানদের দীর্ঘদিনের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াক্ফ সম্পত্তি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে তদানীন্তন প্রিভি কাউন্সিল ১৯১৩ সালে সর্বপ্রথম 'ওয়াক্ফ ভেলিডেটিং এক্ট' (The Waqf Validating Act-1913) নামে এক আইন জারি করে। ভারত বিভক্তির আগে ১৯২৩ সালে মুসলিম ওয়াক্ফ আইন পাস হওয়ায় ভারতে ওয়াক্ফের বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়। এর পর ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনায় কিছু সমস্যা দেখা দিলে ১৯৩০ সালে 'ওয়াক্ফ ভেলিডেটিং এক্ট সংশোধন' (The Amendment of Waqf Validating Act- 1930) করা হয়। এ আইনকে আরো কার্যকর করার জন্য ১৯৩৪ সালে 'বেঙ্গল ওয়াক্ফ এক্ট' (The Bengal Waqf Act- 1934) নামে আইন জারি করে ওয়াক্ফ প্রশাসনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়।[২] উপমহাদেশ বিভক্তির পর তদানীন্তন পাকিস্তানে ওয়াক্ফ সম্পত্তি দেখাশুনা করার জন্য বেশ কিছু আইন ও অধ্যাদেশ ঘোষণা করা হয়। ওয়াক্ফ প্রশাসনকে আরো গতিশীল এবং যুগোপযোগী করার জন্য ১৯৬২ সালে পূর্বের আইনসমূহ সংস্কার করে 'ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ- ১৯৬২' (The Waqf Ordinance –1962) জরি করা হয়।[৩]

সংক্ষেপে ওয়াক্ফ আইনের বিবর্তন [৪]

১.ওয়াক্ফ	আইন	বিবর্তন
ওয়াক্ফ	যাচাই আইন	১৯১৩.
ওয়াক্ফ	যাচাই(সংশোধন)আইন	১৯৩০.
বেঙ্গল	ওয়াক্ফআইন	১৯৩৪

1. Muhammad Fazlul Karim, *PROBLEMS AND PROSPECTS OF AWQAF IN BANGLADESH: A LEGAL PERSPECTIVE,* International Islamic University Malaysia (IIUM), Jalan Gombak, Kuala Lumpur, Malaysia, p. 3
২. *বাংলা পিডিয়া*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
৩. ছিদ্দিকুর রহামন মিয়া, *ওয়াক্ফ বিষয়ক আইন* (ঢাকা: নিউ ওয়ার্সী বুক কর্পোরেশন, ২০০৯), পৃ. ২১
৪. ওয়াক্ফ ভবন, ৪, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা- ১০০০, ওয়েবসাইট: www. waqf.gov.bd

২. ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ- ১৯৬২

ওয়াক্‌ফ সংক্রান্ত নিয়ম শৃঙ্খলা
ওয়াক্‌ফ প্রশাসন বিধি ১৯৭৫
ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা- ১৯৮৯

সর্বশেষ 'ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩' এবং ১৯৬২ সালের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ অধিকতর সংশোধন কল্পে 'Waqfs (Amendment) Act, 2013' নামে এক আইন জারি করা হয়।[১] মূলত ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২ দ্বারাই বর্তমানে দেশের সকল তালিকাভুক্ত (নিবন্ধিত) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিচালিত হচ্ছে। তবে ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালে ১৯৬২ সালের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ বলে এতে কিছু ছোটখাট পরিবর্তন আনা হয়েছে।[২] এরপর বিভিন্ন সময়ে ওয়াক্‌ফ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। ১৯৭৫ সালে 'ওয়াক্‌ফ প্রশাসন বিধিমালা ১৯৭৫' (The Waqf Administration Rules 1975) এবং ১৯৮৯ সালে 'ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা- ১৯৮৯' (The Service Rules of the public Servants of the Waqf Administation- 1989) জারি করা হয়। ওয়াক্‌ফ আইনের বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় উপরোক্ত বিধি-বিধানের আলোকে বর্তমানে বাংলাদেশের ওয়াক্‌ফ প্রশাসন পরিচালিত হচ্ছে।[৩] এ সম্পর্কে জনাব আযহারুল ইসলাম বলেছেন,

"It was established under the Bengal Waqf Act of 1934. The Department of Waqf Administration is headed by the Waqf Administrator having its central office in the capital city of Dhaka at 4, New Eskaton Road. The Waqf Act was first recognised by the them Indo-Pak Sub-continent under "The Musalman Waqf Validating Act 1913." Besides, another Act was introduced in 1923, namely "The Musalman Waqf Act, 1923" later on, in 1934, The Bengal Waqf Act was introduced in the undivided Bengal comprising the province of Asam, East and West Bangal. Since then the Department of Waqf Administration was established in this Sub-continent.

১. বাংলাদেশে গেজেট, ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৩, বাংলাদেশে সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
২. *বাংলা পিডিয়া,* ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

In order to strengthen the activities of the Waqf Administration and to control the waqf properties smoothly according to the need of time, a new Ordinance was promulagted in 1962, namely ÒThe Waqf Ordinance, 1962” After the independence of Bangladesh in 1971, the aforesaid Ordinance is still in force in this country.” [১]

বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন বর্তমানে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি ধর্মীয়, সমাজকল্যাণ ও সেবামূলক স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। অবশ্য ইতোপূর্বে এটি যথাক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। এ প্রসঙ্গে জনাব মুহাম্মদ ফজলুল করিম বলেন,

"Initially, the *awqaf* sector in Bangladesh used to be under the Ministry of Education. Then in 1972 it was brought under the Ministry of Land Reforms and Land Administration. Currently *Awqaf* affairs in Bangladesh are governed under the Ministry of Religious Affairs. " [২]

বর্তমানে ১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ বলে ওয়াকফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নসহ ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের তদারকী, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করাই এ সংস্থার প্রধান লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে জনাব আযহারুল ইসলাম বলেন,

"All functions of this Depertment are being controlled and managed under the Waqf Ordinance of 1962 and the Depertment is running under the administrative control of Bangladesh Government. Beside this each and every waqf estate is being administered by a mutawalli/ committee as prescribed in the concerned waqf deed. The waqf admininitrator appoints the mutawalli/ committee as per the Waqf Ordinance of 1962 and with the provisions of concerned waqf deed." [৩]

---

১. Muhammad Azharul Islam, *Awqf Experience of Bangladesh in south Asia* (Country paper), New Delhi, p. 3

২. Muhammad Fazlul Karim, *PROBLEMS AND PROSPECTS OF AWQAF IN BANGLADESH: A LEGAL PERSPECTIVE,* International Islamic University Malaysia (IIUM), Jalan Gombak, Kuala Lumpur, Malaysia, p. 3

৩. Muhammad . Azharul Islam, Ibid, p. 3

ওয়াক্ফ পরিসংখ্যান

১৯৮৬ সালে ওয়াক্ফ এস্টেটের উপর বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী দেশে মোট ওয়াক্ফ এস্টেটের সংখ্যা ১,৫০,৫৯৩। মোট ওয়াক্ফ এস্টেটের মধ্যে ৯৭০৬৬ টি রেজিষ্ট্রিকৃত, ৪৫৬০৭ টি মৌখিক ও ৭৯৪০ টি প্রথাগতভাবে চলে আসছে।[১] ওয়াক্ফ এস্টেটের অধীনে থাকা মোট জমির পরিমাণ ১,১৯,৬৯৫.৪০ একর। সরকারি হিসাব মতে যার বার্ষিক আয় ৯০.৬৫ কোটি টাকা।[২] তম্মধ্যে ৭০৬৭০.১৮ হল কৃষি জমি আর বাকীগুলো অকৃষি জমি। এছাড়া ১৯৮৩ সালে পরিচালিত মসজিদ জরিপ অনুসারে দেশে প্রায় ১৩১৬৪১ টি মসজিদ রয়েছে, এর মধ্যে ১২৩০৬ টি মসজিদ ওয়াক্ফ প্রপার্টি। মাদ্রাসা ৪৩১৭ টি, মাযার/ দরগাহ ১৪০০ টি, ঈদগাহ্ ২১১৬৩ টি, কবরস্থান ৪৩১৭ টি এবং এতিমখানা/ সরাইখানা/ মুসাফিরখানা ৩৪৫৯ টি। এসব ওয়াক্ফ সম্পত্তি দেশের বিভিন্ন জেলার শহর ও গ্রামে অবস্থিত।[৩] ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে উপজেলা ভিত্তিক ওয়াক্ফ এস্টেট জরিপের কাজ শুরু হয়েছে, যা এখনো শেষ হয়নি।[৪] এ জরিপের কাজ শেষ হলে ওয়াক্ফের সর্বশেষ চিত্র পাওয়া যাবে। বর্তমানে ওয়াক্ফ প্রশাসনে ১৫০০০ টি ওয়াক্ফ এস্টেট তালিকাভুক্ত আছে। এর মধ্যে ২১০ টি দরগাহ্ বা মাযার ওয়াক্ফ এস্টেট। তালিকাভুক্ত ওয়াক্ফ এস্টেটের মধ্যে ২,৬৬১ টি ওয়াক্ফ আলাল আওলাদ এবং ১২৩৩৯ টি ওয়াক্ফ লিল্লাহ। বাকী বিপুল সংখ্যক ওয়াক্ফ সম্পত্তি থেকে যাচ্ছে তালিকার বাইরে।[৫] এছাড়া ১৯৯৮ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাংলাদেশে এক লাখ ৯১ হাজার ৩৩৩ টির মতো জুমা মসজিদ রয়েছে। এতদ্ব্যতীত আরো ১৫ হাজারেরও বেশী রয়েছে পাঞ্জেগানা মসজিদ। ১৯৮৩ সালের এক জরিপে দেখা যায়, এসব মসজিদের মধ্যে ৪৬ হাজার ৭শ' ৮১ টি মসজিদের রয়েছে নিজস্ব আয়ের উৎস। যেমন- দোকান, ভূ-সম্পত্তি, পুকুর ইত্যাদি।[৬]

সম্প্রতি এক হিসাবে জানা যায় যে, বাংলাদেশে প্রায় পৌনে তিন লাখ মসজিদ রয়েছে।[৭] এসব মসজিদের অধিকাংশই মানুষের দান করা ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর সাথে আরো বিপুল পরিমাণ দানকৃত ওয়াক্ফ সম্পত্তি রয়েছে যার অধিকাংশই কৃষি জমি। তবে বেশ কিছু সংখ্যক ওয়াক্ফ এস্টেটে পাকা, আধাপাকা, আবাসন, মসজিদ, মাদ্রাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,

১. Report on the census of waqf Estates – 1986, p. 3

২. শাহ মু. হাবিবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি:নির্বাচিত প্রবন্ধ* (রাজশাহী:স্কয়ার পাবলিকেশন্স-১৯৯৬),পৃ. ১৮৯

৩. Muhammad. Azharul Islam, Ibid, p. 3

৪. সাক্ষাৎকার ওয়াক্ফ প্রশাসক, ৪, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা

৫. Muhammad.Azharul Islam, Ibid. p. 3

৬. প্রফেসর ড.এম.এ.মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

এতিমখানা, দাতব্য চিকিৎসালয় মুসাফিরখানা এবং বিভিন্ন প্রকার বাণিজ্যিক অবকাঠামো রয়েছে। ওয়াক্ফ দলিলের নির্দেশনার আলোকে সমুদয় সম্পত্তির আয় ওয়াক্ফ লিল্লাহ্ হয়ে থাকলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদিও দুস্থ মানবতার সেবায় ব্যয় হয় এবং ওয়াক্ফ আলাল আওলাদ হলে উত্তরাধিকারীদের অংশ ছাড়া বাকী আয় ধর্মীয় ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানাদি পরিচালনায় ব্যয় করা হয়। মূলত এ দু'প্রকারের ওয়াক্ফই বর্তমানে বাংলাদেশে চালু রয়েছে। এ প্রসঙ্গে জনাব আযহার বলেন,

"In Bangladesh, there are mainly two types of waqf, such as, (1) public waqf of Waqf-e-Lillah: Where more than 50 % of the net abailable income of a waqf property is exclusively spent for religious and charitable purposes; this type of waqf is known as public waqf. (2) Waqf-al-Awlad: Endowments where more than 50% of the net available income is meant for the welfare of waqifs descendans, such waqf is treated as Waqf-al-Awlad. Beside, there are some waqfs which are being used for religious purposes for a long time or from the time immemorial, such as, Mosques, Mazars/Dargahs (Shrines), Graveyards, Maghbaras, Imambaras etc. These are known as Traditional/ Customary waqfs of waqfs by user. Waqfs can be created in many ways i. e. by registered deed or orally or by parcha/ Khatian (record of rights) of by way of religious uses for a long time." [১]

ওয়াক্ফ প্রশাসক ওয়াক্ফ প্রশাসনের প্রধান কর্মকর্তা। এর প্রধান কার্যালয় ৪, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা- ১০০০ এ নিজস্ব ভবনে অবস্থিত। এটি ওয়াক্ফ ভবন নামে পরিচিত। বর্তমানে ওয়াক্ফ প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামোর লোকবল মাত্র ১১১ জন। ৬ টি বিভাগীয় শহর এবং ৩৮টি আঞ্চলিক অফিসে নামে মাত্র জনবল নিয়ে ওয়াক্ফ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রয়োজনের তুলনায় এ জনবল এতই নগণ্য যে, ওয়াক্ফ প্রশাসনের কর্মকান্ড ও যথোপযুক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য তা মোটেই সহায়ক নয়। ১৯৬২ সালের অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ওয়াক্ফ এস্টেটের নিট আয়ের ৫% ভাগ হারে ওয়াক্ফ চাঁদা ধার্য করা হয় এবং ধার্যকৃত এ চাঁদাই ওয়াক্ফ প্রশাসনের আয়ের একমাত্র উৎস। এর বার্ষিক আয় প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। [২] ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের বিধান বলে

১. Muhammad Azharul Islam, Ibid. p. 2

২. Ibid. p. 5

ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহ এবং তৎসংলগ্ন প্রতিষ্ঠানাদি পরিচালিত হচ্ছে। এ আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের নিয়ন্ত্রণ, তদারকী, পরিদর্শন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা করা হয়। ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহ তালিকাভুক্ত করা, মুতাওয়াল্লি নিয়োগ করে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা, ওয়াক্ফ চাঁদা ধার্য ও প্রদান করা, হিসাব বিধি মত প্রণয়ন করা এবং ওয়াক্ফ প্রশাসকের অফিসে দাখিল করা, দায়েরকৃত মুকাদ্দমা নিষ্পত্তি করণ, জবর দখলকারীদের উচ্ছেদ, ওয়াক্ফ সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তান্তর না করা ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। এ ছাড়া মুতাওয়াল্লি চাঁদা পরিশোধ ও হিসাব প্রদানে ব্যর্থ হলে এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি, বৃত্তিভোগীদের ভাতা প্রদানসহ ওয়াক্ফদাতার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তার কর্তব্য পালন না করলে তাকে ফৌজদারী মামলায় সোপর্দ করার বিধান রয়েছে। কোন মুতাওয়াল্লি ব্যক্তিগত কারণে ওয়াক্ফ সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তান্তর করে টাকা আত্মসাৎ করলে পিডিআর এর এক্টের মাধ্যমে তা আদায় করার ব্যবস্থা রয়েছে। অনুরূপভাবে ওয়াক্ফ প্রশাসককে ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ওয়াক্ফ অধ্যাদেশে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

ওয়াক্ফ প্রশাসনের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন দেশব্যাপী বিস্তৃত। দীর্ঘদিনের অবহেলা, নগণ্য জনবল, ওয়াক্ফ দলিল ও সম্পত্তির বিভিন্ন ধর্মী বৈশিষ্ট্য ও জটিলতা, মামলা শুনানীর সনাতন প্রক্রিয়া, ওয়াক্ফ আদালতে মীমাংসিত বিচারাধীন বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে শরণাপন্ন হওয়ার অবকাশ থাকা ইত্যাদি কারণে ওয়াক্ফ প্রশাসনকে বিদ্যমান অবস্থায় গতিশীল করা বেশ দুরূহ ব্যাপার। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, ওয়াক্ফ এস্টেটের আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষা করণ, তালিকাভুক্ত নয় এরূপ ওয়াক্ফ সম্পত্তি গ্রহণ এবং ঐগুলোর পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি বর্তমানে কর্মরত ওয়াক্ফ প্রশাসনে স্বল্পসংখ্যক জনবল দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না।

বিভাগ ও জেলাভিত্তিক ওয়াক্ফ প্রশাসন কাঠামো

প্রধান কার্যালয়- ১

(নিজস্ব জায়গায় ২০ তলা ভিত বিশিষ্ট ডাবল বেইসমেন্ট ওয়াক্ফ ভবনটি পথম পর্যায়ে ৫ তলা পর্যন্ত নির্মিত, যা ৪, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০-এ বর্তমানে অবস্থিত।)[১]

বিভাগীয় কার্যালয় - ৬

আঞ্চলিক অফিস - ৩৮

৩৮ টি আঞ্চলিক অফিস নিম্নরূপ:

১. ওয়াক্ফ প্রশাসক, ৪, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, *এক নজরে ওয়াক্ফ প্রশাসন,* ২০১১, পৃ. ৩

১.ঢাকা -১, ২. ঢাকা -২, ৩. ঢাকা -৩, ৪. ঢাকা -৪, ৫. টাঙ্গাইল ও মানিকগঞ্জ ৬. নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ ৭. নরসিংদী ও গাজীপুর ৮. ময়মনসিংহ, শেরপুর ও জামালপুর ৯. কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা ১০. ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ ও রাজবাড়ী ১১. চট্টগ্রাম- ১, ১২. চট্টগ্রাম- ২, ১৩. চট্টগ্রাম- ৩, ১৪. চট্টগ্রাম- ৪, ১৫. কক্সবাজার ১৬. কুমিল্লা ১৭. চাদপুর ১৮. নোয়াখালী ও ফেনী ১৯. লক্ষ্মীপুর ২০. সিলেট ও সুনামগঞ্জ ২১. মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ ২২. রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৩. নওগাঁ ২৪. বগুড়া ২৫. জয়পুরহাট ২৬. পাবনা ও সিরাজগঞ্জ ২৭. রংপুর ও গাইবান্ধা ২৮. নীলফামারী, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম ২৯. দিনাজপুর ৩০. ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় ৩১. খুলনা ৩২. যশোর, নড়াইল, মাগুরা ও ঝিনাইদহ ৩৩. কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা ৩৪. বরিশাল ৩৫. ভোলা ৩৬. ঝালকাঠি ও পিরোজপুর ৩৭. পটুয়াখালী ৩৮. বরগুনা। [১]

উক্ত আঞ্চলিক অফিসসমূহে তৃতীয় শ্রেণির একজন ওয়াক্ফ পরিদর্শক বা হিসাব নিরীক্ষক রয়েছে এবং তাদের সাথে কোন কোন আঞ্চলিক অফিসে ৪র্থ শ্রেণির একজন এম. এল. এস. এস. রয়েছে।[২]

সাংগঠনিক কাঠামো

ওয়াক্ফ প্রশাসক - ১
উপ-প্রশাসক - ২
সহকারী প্রশাসক - ৭
ওয়াক্ফ পরিদর্শক/
হিসাব নিরীক্ষক - ৬৭
অন্যান্য - ৩৪
সর্বমোট জনশক্তি- ১১১

এছাড়া নিম্নবর্ণিত পদগুলোও সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত আছে :

১.সাঁটলিপিকার ২. প্রধান সহকারী ৩. সাট-মুদ্রাক্ষরিক ৪. উচ্চমান সহকারী ৫.হিসাব রক্ষক ৬. হিসাব নিরীক্ষক ৭. নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক ৮. গাড়ী চালক ৯. ক্যাশ সরকার ১০. দপ্তরী ১১. নিরাপত্তা প্রহরী ১২. এম. এল. এস. এস. ১৩. ঝাড়ুদার ১৪. কম্পিউটার অপারেটর ১৫. ডাটা এন্টি অপারেটর।[৩]

---

১. সাক্ষাৎকার ওয়াক্ফ প্রশাসক, ওয়াক্ফ ভবন, ৪, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০,

২. ওয়াক্ফ প্রশাসক, ওয়াক্ফ ভবন, *এক নজরে ওয়াক্ফ প্রশাসন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

জনবল বিন্যাসঃ

ওয়াক্ফ প্রশাসনের জন্মলগ্ন থেকে অর্থাৎ ১৯৩৪ সাল থেকে অবিভক্ত বাংলার বিদ্যমান ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহ সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ, তদারকি ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনের তুলনায় লোকবল ছিল অতি নগণ্য। ১৯৬২ সালে ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ জারী হলেও লোকবলের সংখ্যা তেমন বৃদ্ধি পায়নি। বর্তমান ওয়াক্ফ প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামোর জনবল ১১১ জন মাত্র। প্রয়োজনের তুলনায় এ লোকবল খুবই অপ্রতুল। নিম্নে বর্তমান জনবলের বিন্যস্ত একটি চিত্র তুলে ধরা হলো।[১]

বর্তমান জনবলের বিন্যস্ত একটি চিত্রঃ

ক্রমিক	পদ	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য পদ
১	১ম শ্রেণী	১০	৯	১
২	২য় শ্রেণী	–	–	–
৩	৩য় শ্রেণী	৬৭	৩৯	২৮
৪	৪র্থ শ্রেণী	২৯	৫	৩৪
	মোট=	১১১	৭৭	৩৪

প্রতিটি বিভাগে একজন সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক (১ম শ্রেণী) ও একজন পিয়ন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া ৬৪ টি জেলার মধ্যে অর্ধেকেরও কম সংখ্যক জেলায় নামে মাত্র ওয়াক্ফ অফিস চালু আছে। যেখানে কেবল মাত্র একজন পরিদর্শক/ অডিটর (তৃতীয় শ্রেণী) ও একজন পিয়ন কর্মরত আছে যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। উল্লেখ্য সাংগঠনিক কাঠামোতে দেখা যাচ্ছে যে, দ্বিতীয় শ্রেণির কোন পদ আজও সৃষ্টি হয়নি। এ সম্পর্কে মোহাম্মদ আযহার বলেছেন,

“The entire Waqf Administration is being managed by 0ne Administrator, 2 Deputy Administrator, 6 Assistant Administrator and number of order officers and staffs througout the country in the District and Thana (police station) levels. They are all Government officials in the rand and status of Joint Secretary, Deputy Secretary, Senior Assistant Secretary and Assistant Secretaries respectively. One Waqf

১. ওয়াক্ফ প্রশাসক, ওয়াক্ফ ভবন, *এক নজরে ওয়াক্ফ প্রশাসন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

Inspector/ Audition is responsible to look after the Local District Administration also co-operates with the activities in the aforesaid Estates. All these administrative and financial activities of the Waqf Estates are being controlled and managed under the Waqfs Ordinance of 1962 and the Bangladesh Waqf Administration Rules of 1975 and the Bangladesh Waqf Administration Employes Service Rule of 1989.” [১]

বিভাগ ভিত্তিক পরিসংখ্যানগত তথ্য [২]

বিভাগের নাম	ওয়াক্ফ এস্টেটের সংখ্যা	ওয়াক্ফ এর শ্রেণি		মসজিদ সংখ্যা	মোট ভূমি (একর)
		জনকল্যাণমূলক	ব্যক্তিগত		
ঢাকা	৩০৫৮	২৭৩৫	৩২৩	২০৯৯	৩২৫৭২,৪৬
চট্টগ্রাম	৪৫০৫	৪০৪০	৪৬৪	৩৮১৮	১,৪৬,৬৬৩.১৪
রাজশাহী	৩২৮৭	২৮৩০	৪৫৭	২১৩৫	১২৩৬৭৭.০৬২
খুলনা	৩৮৬	৩০৫	৮১	১৪৯	৪২৪০,১০
সিলেট	৫৭১	৪৪৯	১২২	৫১৫	২৩৭০১৪,৭৫
বরিশাল	১০০১	১১৮৬	৮১৫	৬৭৯	৬১৯৩৯,৭২
মোট	**১৩৮২৭**	**১১৫৬০**	**২২৬০**	**৯৪২৯**	**৬০৬১০৭.২৩২**

জেলা ভিত্তিক পরিসংখ্যানগত তথ্য [৩]

ঢাকা বিভাগঃ

১. Muhammad Azharul Islam, Awqf Experience of Bangladesh in south Asia, Ibid, p. 4

২. ওয়াক্ফ ভবন, ৪,নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, ওয়েবসাইট: www. waqf.gov.bd

৩. ওয়াক্ফ ভবন, ৪,নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, ওয়েবসাইট: www. waqf.gov.bd

জেলাসমূহের নাম	ওয়াক্ফ এস্টেটের সংখ্যা	ওয়াক্ফ এর শ্রেণি		মসজিদ সংখ্যা	মোট ভূমি (একর)
		জনকল্যাণমূলক	ব্যক্তিগত		
ঢাকা	৮৬৭	৭৩৫	১৩২	৫৬১	২১৭১,৬৬
গাজিপুর	১৬২	১৫৭	৫	১০২	৩৫৭,৯৫
মানিকগঞ্জ	১০৯	৯৮	১১	৫৬	৩৬৫,৫৩
নারায়ণগঞ্জ	৩৪৩	৩২১	২২	২৩৫	১২২৪,৬৭
মুন্সীগঞ্জ	১০৯	১০৪	৫	৬৬	১৮১,১২
নরসিংদী	১২৯	১২৩	৬	৫৪	২০৮,২৬
ফরিদপুর	৫৫	৪৩	১২	৩৮	৩১৯৮,০৮
মাদারীপুর	৬৪	৫১	১৩	৫৭	২৪৪৪,৩২
শরিয়তপুর	৩৩	৩২	১	২৩	১৫৩.৫৭
রাজবাড়ি	২৫	২৩	২	১৭	২৫৫,৫১
গোপালগঞ্জ	২৫	২৩	২	১৮	৩২০,৬২
কিশোরগঞ্জ	৩৭২	৩৩৭	৩৫	৩১৩	২৪৩৮,২৪
জামালপুর	৪১	৩০	১১	৩২	১০৪৮,৭৮
শেরপুর	৬১	৬১	-	৪১	৮৭,৪০
নেত্রকোনা	৭৫	৬২	১৩	৫৯	৪০৯,০৫
টাঙ্গাইল	২৭০	২৫০	২০	১৮৯	১৪৮৫১,১২
ময়মনসিংহ	৩১৮	২৮৫	৩৩	২৩৮	১৮৩৭,৫৮
মোট	**৩০৫৮**	**২৭৩৫**	**৩২৩**	**২০৯৯**	**৩২৫৭২,৪৬**

চট্টগ্রাম বিভাগঃ

জেলাসমূহের নাম	ওয়াক্ফ এস্টেটের সংখ্যা	ওয়াক্ফ এর শ্রেণি		মসজিদ সংখ্যা	মোট ভূমি (একর)
		জনকল্যাণমূলক	ব্যক্তিগত		
চট্টগ্রাম	১৯২৩	১৭৬৯	১৪৫	১৮৭২	৯৪২৭৩,৪
কক্সবাজার	২০৮	২০৫	৩	১৯৯	৩৬৫৩,৩৭
রাঙ্গামাটি	২	২	-	৪	১১.০০

নোয়াখালী	৬৭৪	৫৭২	১০২	৫২৯	১৭৭৩২,৭৩
ফেনী	২৬০	২২৮	৩২	২২৫	৬৮৪৩,৫৬
লক্ষ্মীপুর	৫৪৮	৪১২	১৩৩	২৯৩	১৯৬৮০,৫০
কুমিল্লা	৫৫১	৫৪২	২১	৪৪৭	৩০৮৩,৯৬
চাঁদপুর	২১৯	২০০	১৯	১৬৪	৯৫৯,০২
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১২০	১১০	৯	৮৫	৪৩১,৬০
মোট	**৪৫০৫**	**৪০৪০**	**৪৬৪**	**৩৮১৮**	**১,৪৬,৬৬৩.১৪**

রাজশাহী বিভাগ:

জেলাসমূহে নাম	ওয়াক্ফ এস্টেটের সংখ্যা	ওয়াক্ফ এর শ্রেণি		মসজিদ সংখ্যা	মোট ভূমি (একর)
		জনকল্যাণমূলক	ব্যক্তিগত		
রাজশাহী	২০৮	১৮৩	২৫	১১২	১১১৫৯.৯০৫
নাটোর	৩৬	১৬	২০	১৯	৫০৯৮,৬৪
চাপাইনওয়াবগঞ্জ	১৩১	১১৮	১৩	১০৮	১৭৩০২.৮৩২
নওগাঁ	৪৯০	৩৮৫	১০৫	২৬২	১১২৬৯,০৩
বগুড়া	৮৮৬	৭৪৮	১৩৮	৪৭০	৬৯৫৪.৬৭৩
জয়পুরহাট	১৩৪	১১৭	১৭	৮৫	১৩৬২.৬৩২
দিনাজপুর	৪২৯	৪০০	২৯	৩২৬	১৪৯৪০,৩০
ঠাকুরগাঁও	১২২	৮৫	৩৭	১১৪	৮৮২৪,৭২
পঞ্চগড়	১৬	১২	৪	২১	২০৪,৭৮
রংপুর	৩১১	২৯৭	১৪	২৪১	১৩১৬,৪৭
গাইবান্ধা	৫৭	৪৭	১০	৩৩	৩৪০,০৭
লালমনিরহাট	২১	১৯	২	১৯	৩২১,৩৭
নীলফামারী	২২৯	২২০	৯	১৮২	৯০৭,৩৫
কুড়িগ্রাম	২৬	২৪	২	২৩	১৫২,৭৯
পাবনা	৯৩	৭৩	২০	৫৩	৪৩৫১১,৫০
সিরাজগঞ্জ	৯৮	৮৬	১২	৬৭	১২০১১,৮৬
মোট	**৩২৮৭**	**২৮৩০**	**৪৫৭**	**২১৩৫**	**১২৩৬৭৭.০৬২**

খুলনা বিভাগ:

জেলাসমূহে নাম	ওয়াক্ফ এস্টেটের সংখ্যা	ওয়াক্ফ এর শ্রেণি		মসজিদ সংখ্যা	মোট ভূমি (একর)
		জনকল্যাণমূলক	ব্যক্তিগত		
খুলনা	৪৫	৩৭	৮	২৯	১৮৮,২০
বাগেরহাট	৮৭	৫৪	৩৩	৪১	২৩৬৫,২৪
সাতক্ষীরা	৯৪	৮৭	৭	৩২	৪৩০,৮৯
কুষ্টিয়া	৪১	৩১	১০	২২	১৮১,০৩
চুয়াডাঙ্গা	২৭	১৮	৯	১৬	৪০৯,৭৭
মেহেরপুর	৬	৫	১	৩	১৩.৪৪
যশোর	৪৩	৩৮	৫	২৯	৩০৩,৮২
ঝিনাইদাহ	৩২	২৬	৬	১৬	৩৪২,২৮
মাগুরা	৯	৭	২	৪	১৩.২৮
নড়াইল	২	২	-	১	০.৪৩
মোট	**৩৮৬**	**৩০৫**	**৮১**	**১৪৯**	**৪২৩৫,১০**

সিলেট বিভাগ:

জেলাসমূহে নাম	ওয়াক্ফ এস্টেটের সংখ্যা	ওয়াক্ফ এর শ্রেণি		মসজিদ সংখ্যা	মোট ভূমি (একর)
		জনকল্যাণমূলক	ব্যক্তিগত		
সিলেট	২৪০	১৮৫	৫৫	২১৫	৩৩৫২৬,৯২
সুনামগঞ্জ	৫৩	৩৯	১৪	৫২	১১৯৪১৭,৬৩
হবিগঞ্জ	১১৫	৮৭	২৮	১০১	৬৮৩৯৬,৯১
মৌলভীবাজার	১৬৩	১৩৮	২৫	১৪৭	১৫৬৭৩,২৯
মোট	**৫৭১**	**৪৪৯**	**১২২**	**৫১৫**	**২৩৭০১৪,৭৫**

বরিশাল বিভাগ:

জেলাসমূহে নাম	ওয়াক্ফ এস্টেটের সংখ্যা	ওয়াক্ফ এর শ্রেণি		মসজিদ সংখ্যা	মোট ভূমি (একর)
		জনকল্যাণমূলক	ব্যক্তিগত		
বরিশাল	৪৭৫	২৭৯	১৯৬	১৪৯	১২০৪৪,৫৫
ভোলা	২৬৯	২১৩	৫৬	১৫১	৭০০৮,৬০
পিরোজপুর	১৩৭	১১১	২৬	৫৬	৪৮৪৫,৯৮
ঝালকাঠি	১১৫	৭০	৪৫	৩৯	১৫০৩,৯৯
পটুয়াখালী	৫৪৬	২৮৯	২৫৭	১৪৪	২০৫২৭,৭৬
বরগুনা	৪৫৯	২২৪	২৩৫	১৪০	১৬০০৮,৮৪
মোট	**২০০১**	**১১৮৬**	**৮১৫**	**৬৭৯**	**৬১৯৩৯,৭২**

ওয়াক্ফের আর্থিক সংশ্লেষ

ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ- ১৯৬২ এর ৫২ ধারা মতে প্রত্যেক এস্টেটের মুতাওয়াল্লিকে সংশ্লিষ্ট এস্টেটের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব ওয়াক্ফ প্রশাসকের নিকট দাখিল করতে হবে।[১] উক্ত দাখিলী হিসাবের ভিত্তিতে নিরূপিত নেট আয়ের ৫% ভাগ হারে ওয়াক্ফ চাঁদা ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের ৭১ ধারা মতে ধার্য করা হয়।[২] এ ওয়াক্ফ চাঁদাই ওয়াক্ফ প্রশাসনের সমুদয় ব্যয় অধ্যাদেশের ৭৪ ধারা মতে মিটানোর পর যদি অর্থ অবশিষ্ট থাকে তবে তহবিলের অনুরূপ অবশিষ্ট অর্থের যে কোন অংশ ওয়াক্ফ সম্পত্তির উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য এবং ওয়াক্ফের উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্যান্য ধর্মীয় ও দাতব্য কার্যে ব্যবহার করতে পারবেন।

ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের ৮৫ ধারা মতে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের প্রাপ্ত টাকা ওয়াক্ফ এর জন্য গৃহ, সম্পত্তি, ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ প্রশাসক তা বিনিয়োগ করতে পারেন।[৩] এখানে উল্লেখ্য যে, ওয়াক্ফ চাঁদা বাবদ প্রাপ্ত আয় দ্বারা ওয়াক্ফ প্রশাসনের সমুদয় ব্যয় সঙ্কুলান হয় না বিধায় সরকার প্রতি বছর কিছু অনুদান দিয়ে থাকেন।

ওয়াক্ফ প্রশাসনের বিগত ১০ বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী :[৪]

১. ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ - ১৯৬২, ধারা - ৫২

২. ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ - ১৯৬২, ধারা -৭১

৩. ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ - ১৯৬২, ধারা -৭৪ ও ৮৫

৪. এক নজরে ওয়াক্ফ প্রশাসন, ২০১৩,

অর্থ বছর	চাঁদা আদায়	অনুদান প্রাপ্তি	অন্যান্য প্রাপ্তি	মোট আয়	মোট ব্যয়
২০০৩-২০০৪	১,৬৬,২৩,০০৫	২৪,৭৫,০০০	২,০১,৪৯২	১,৯২,৯৯,৪৯৭	১,০২,০৭,৩৮৩
২০০৪-২০০৫	১,৭৬,৪০,৭৩৩	২৭,৩৪,০০০	২,৫১,৪৪১	২,০৬,২৬,১৭৪	১,১৬,৫১,২২৭
২০০৫-২০০৬	১,৯৯,৫৯,৫৩৮	৩৩,৫৭,০০০	২,৩২,৭১৮	২,৩৫,৪৯,২৫৬	১,১৪,৫৮,৮৯৩
২০০৬-২০০৭	২,৩২,৯০,৫৭৪	৩৫,০০,০০০	২,২৭,৩৮৪	৭,৭০১৭,৯৫৮	১,৩৫,৫৩,৫৭৪
২০০৭-২০০৮	২,৪২,১৬,০৯৪	৩৭,০০,০০০	৩,৪২,৭৫৬	২,৮২,৫৮,৮৫০	১,৫৬,৮৩,১০৪
২০০৮-২০০৯	২,৮৩,১৯,০৪৫	৪৭,৪০,০০০	৩,৫০,২২২	৩,৩৭,৫৯,৪৮৯	১,৯২,৫৭,৩৯৯
২০০৯-২০১০	৩,৩০,৬০,৪৩৯	৬৭,১৩,০০০	৩,২৩,৭১২	৪,০০,১৮,৫২	২,২৪,৭৮,২২৩
২০১০-২০১১	৪,১৩,৪৩,৪০৯	৭৫,০০,০০০	৮,০২,৪৮১	৪,৯৬,৪৫,৮৯০	২,১৯,৩৩,৬১৪
২০১১-২০১২	৪,৮৩,৩২,২১৫	৮৩,০০,০০০	৫১,৭০,৭২৬	৬,১৮,০২,৯৪১	২,৪৭,৩৩,৩১৯
২০১২-২০১৩	৫,৪১,২০,৮৮৮	৪৭,০০,০০০	৭১,২১,৩১৬	৬,৫৯,৪২,২০৪	২,৮৯,০০,৯৯২

বিগত ১০ বছরে ওয়াক্‌ফ চাঁদা আদায়ের বিবরণ [১] :

অর্থ বছর	মোট দাবী	আদায়ের পরিমাণ	শতকরা হার
২০০১-০২	৪,৪২,২৩,২৩৬	১,৩১,৪০,২৮৬	২৯.৭১%
২০০২-০৩	৪,৭১,৬৬,১২২	১,৩৩,১৩,৮৮১	২৮.২৩%
২০০৩-০৪	৫,১২,৯৪,১৫৮	১,৬৬,২৩,০০৫	৩২.৪১%
২০০৪-০৫	৫,৩৫,৬১,৯১২	১,৭৬,৪০,৭৩৩	৩২.৯৪%
২০০৫-০৬	৫,৫৪,৫১,৩৯৩	১,৯৯,৫৯,৫৩৮	৩৫.৯৯%
২০০৬-০৭	৫,৬২,৩৭,০২৪	২,৩২,৯০,৫৭৪	৪১.৪২%
২০০৭-০৮	৫,৬৩,১৬,৩৪৩	২,৪২,১৬,০৯৪	৪৩.০০%
২০০৮-০৯	৬,২৫,৭৭,৩৫১	২,৮৩,১৯,০৪৫	৪৫.২৫%
২০০৯-১০	৫,৬৭,১৭,৬২০	৩,২৯,৮১,৮০৯	৫৮.১৫%
২০১০-১১	৬,৫৮,৮৬,৫৫১	৪,১৩,৪৩,৪০৯	৬২.৭৫%

১. এক নজরে ওয়াক্‌ফ প্রশাসন, ৪,নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, ২০১১, পৃ. ১৩

বিভাগওয়ারী চাঁদা দাবী ও আদায় এর তুলনামূলক চিত্র : [১]

	২০০৮-২০০৯		২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১	
বিভাগ	দাবী	আদায়	দাবী	আদায়	দাবী	আদায়
ঢাকা	১,৮০,৪৭,৩৮৬	১,১৩,৯৩,৪২৯	২,০২,৯০,২৬৯	১,৬১,৮০,১৯১	২,২৯,৫৬,১৭৩	১,৯১,০৪২৩২
চট্টগ্রাম	১,২৫,২১,৫৬২	৮০,৪৯,৪৫৬	১,৩২,১৩,২১০	৭৩,৫১,৮৫৩	১,৫৫,৪৬,৩৭৭	১,০১,৩৩,৮৪২
সিলেট	২৫,৬৯,৯৯২	১৩,৮২,৫৪০	২৮,৮২,৬৪০	২০,৫৯,৪৫৭	৩২,১৩,২৯১	২০,৪০,৫৮২
রাজশাহী	১,১৪,৩৮,৮৬৯	৫৭,৯২,৭৯৬	১,২২,৯৯,১০৭	৫৬,২১,২৩৫	১,৪৯,৮৫,৭৭১	৬৮,২৬,৪২৭
খুলনা	২৭,৭৮,৫১০	৬,৮১,৯৪৯	২৯,৯৪,৬৮৪	৫,২১,৮৮৯	৩৪,৭৩,২০৬	৬,৮৩,৬১২
বরিশাল	৪৯,২৫,৭৮৫	১১,০৯,১৫৯	৫০,৩৭,৭২০	১২,৪৭,১৮৪	৫৭,১১,৭৩৩	২৫,৫৪,৭১৪
মোট=	৫,২২,৮২,১০৪	২,৮৪,০৯,৩২৯	৫,৬৭,১৭,৬২০	৩,২৯,৮১,৮০৯	৬,৫৮,৮৬,৫৫১	৪১৩,৪৩,৪০৯

বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসনের কার্যাবলী

১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ মোতাবেক ওয়াক্ফ সম্পত্তি / ওয়াক্ফ এস্টেট পরিচালনা / ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে সকল উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ : [২]

১. ওয়াক্ফ সম্পত্তির জরিপ করা (ধারা : ৬)।

২. ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহ এবং এর তহবিল পরিচালনার জন্য ওয়াক্ফ কমিটি গঠন করা (ধারা:১৯)।

৩. ওয়াকফের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্য সাধারণভাবে সম্পাদন করা (ধারা : ২৭)।

৪. মোতাওয়াল্লি অপসারণ করে নতুন মোতাওয়াল্লি নিয়োগ দেয়া (ধারা : ৩২)।

৫. ওয়াক্ফ সম্পত্তি সরকারের অনুমতিক্রমে এবং ওয়াকফের উন্নতিকল্পে ও হিতার্থে এর যে কোন অংশ হস্তান্তর করা (ধারা : ৩৩)।

১. এক নজরে ওয়াক্ফ প্রশাসন, ৪,নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, ২০১১, পৃ. ১৫
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৬. বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ওয়াক্ফ সম্পত্তির কার্যভার গ্রহণ করা এবং প্রতিনিধির দ্বারা পরিচালনা করা (ধারা : ৩৪)।

৭. ওয়াক্ফ প্রশাসকের আদেশের বিরূদ্ধে জেলা জজ আদালতে কিংবা মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় হাইকোট বিভাগ/মাননীয় আপীল বিভাগে দায়ের করা মামলা মোকাদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা (ধারা:৩৫)।

৮. জেলা প্রশাসক অথবা অন্য কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রশাসকের ক্ষমতা প্রয়োগ করা (ধারা:৩৬)।

৯. ওয়াক্ফ সম্পত্তির / ওয়াক্ফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লি নিয়োগ / কমিটি অনুমোদন করা (ধারা : ৪৩, ৪৪, ও ৫১)।

১০. ওয়াক্ফ সম্পত্তি তালিকাভুক্ত করা (ধারা : ৪৭)।

১১. কোন সম্পত্তি ওয়াক্ফ কিনা এতৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা (ধারা : ৫০)।

১২. মোতাওয়াল্লি কর্তৃক ওয়াক্ফ এস্টেটের দাখিলকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করা ও অডিট প্রতিবেদনের উপর আদেশ প্রধান করা (ধারা : ৫২, ৫৩, ৫৪)।

১৩. মোতাওয়াল্লি কর্তৃক ওয়াক্ফ সম্পত্তি পাঁচ বছরের বেশী সময়ের জন্য হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করা (ধারা : ৫৬) ।

১৪. ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অনুমোদন প্রদান করা (ধারা : ৫৭)।

১৫. জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ওয়াক্ফ সম্পত্তি হতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের উচ্ছেদ করা এবং ওয়াক্ফ এস্টেট সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা (ধারা:৬৪)।

১৬. ওয়াক্ফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লি / কমিটির নিকট থেকে প্রতি বছর সংশ্লিষ্ট ওয়াকফের নীট আয়ের ৫ % হারে ওয়াক্ফ চাঁদা আদায় করা (ধারা : ৭১)।

১৭. ওয়াক্ফ তহবিল এবং ওয়াক্ফ তহবিলের ব্যবহার (ধারা : ৭৩ ও ৭৪)।

১৮. ওয়াক্ফ তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা (ধারা : ৭৬) ।

১৯. বিভিন্ন আদালতে ওয়াক্ফ সংক্রান্ত বিষয়ে ওয়াক্ফ প্রশাসক কর্তৃক মামলা দায়ের করা (ধারাঃ ৮৩)।

২০. সরকার কর্তৃক ওয়াক্ফ সম্পত্তি হুকুম দখল / অধিগ্রহণের অর্থ জেলা প্রশাসকের নিকট হতে গ্রহণ করা (ধারা : ৮৫)।

এ ছাড়া প্রত্যেক ওয়াক্ফ এস্টেট পরিচালনা / ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেই ওয়াকিফ সৃষ্ট ওয়াক্ফ দলিলের বিধান মতে নিয়োজিত মুতাওয়াল্লি / কমিটি দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত অনিয়ম, অব্যবস্থাপনার অভিযোগ / মামলাসমূহ কোয়াসি জুডিশিয়াল পদ্ধতিতে বা ক্ষেত্র বিশেষে সম্পূর্ণ জুডিশিয়াল পদ্ধতিতে ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ মোতাবেক নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ উচ্চতর আদালতে আপিল বা রিট মামলা রুজু করে থাকেন। উক্ত মামলায় ওয়াক্ফ প্রশাসকের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়।

বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসনের অগ্রাধিকারমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী [১]

* ওয়াক্ফ সম্পত্তির প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারণ, হিসাব, রিটার্ন ও তথ্য তলব করা;

* যে উদ্দেশ্যে ও যে শ্রেণির লোকের উপকারের জন্য ওয়াক্ফ সৃষ্টি বা নিবেদিত সে উদ্দেশ্যে ও কল্যাণার্থে উক্ত ওয়াক্ফ সম্পত্তি ও এর আয়ের ব্যবহার নিশ্চিত করণ;

* ওয়াক্ফ সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে নির্দেশনা প্রদান;

* ওয়াক্ফ দলিলে মুতাওয়াল্লির পারিশ্রমিকের উল্লেখ না থাকলে পারিশ্রমিক নির্ধারণ;

* ওয়াক্ফ সম্পত্তির অধিগ্রহণ বাবদ ক্ষতিপূরণে প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগের জন্য নির্দেশ প্রদান;

* মুতায়াল্লির বেআইনী কার্যকলাপের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;

* ওয়াক্ফ সম্পত্তি হতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের উচ্ছেদ করা;

* কোন সম্পত্তি ওয়াক্ফ কিনা এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান;

* বিচারাধীন মামলা মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পরিচালনা ও তদারকি করা;

১. এক নজরে ওয়াক্ফ প্রশাসন, ৪,নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, ২০১১, পৃ. ১০

* ওয়াক্ফের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন।

ওয়াক্ফ প্রশাসনের সেবামূলক কার্যক্রম

সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী মসজিদ মেরামত / সংস্কার ও দাতব্য কার্যক্রমের জন্য প্রতি বৎসর পাঁচ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন বৃহৎ ওয়াক্ফ এস্টেটের সেবামূলক কার্যক্রম নিম্নরূপ:

* ওয়াক্ফ প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন মিরপুরস্থ হযরত শাহ্ আলী বাগদাদী (র.) জেনারেল হাসপাতালে বিনা মূল্যে ক্ষেত্র বিশেষে নামমাত্র মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

* হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ দেশের ইউনানী চিকিৎসার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

এ ছাড়া হাজীগঞ্জ বড় মসজিদ এস্টেট, চাঁদপুর, হাজী গোলাম রসূল সওদাগর ওয়াক্ফ এস্টেট, চট্টগ্রাম পাগলা মসজিদ ওয়াক্ফ এস্টেট, কিশোরগঞ্জসহ দেশের বড় বড় ওয়াক্ফ এস্টেটগুলো ধর্মীয় শিক্ষাসহ লিল্লাহ্ খাতে অর্থ ব্যয় করছে।[১]

ওয়াক্ফ প্রশাসনকে গতিশীল ও যুগোপযোগী করার লক্ষে গৃহীত পদক্ষেপ [২]

১. **জরিপ :** ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহ জরিপ / শুমারীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

২. **পৃথক খতিয়ান সৃজন :** বেদখল হওয়া রোধকল্পে সরকারি ১নং খতিয়ানের ন্যায় ওয়াক্ফ সম্পত্তিকে পৃথক খতিয়ানভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. **অফিস ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন:** ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ে সিটিজেন চার্টার স্থাপন, কম্পিউটার স্থাপন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় থেকে আরও তিনটি কম্পিউটার ক্রয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং ইতোমধ্যে তা ক্রয় করা হয়েছে। নতুন সৃষ্ট ১২ টি পদের মধ্যে একটি ডাটা এন্ট্রি অপারেটর রয়েছে। ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের জেলা ভিত্তিক ডাটা বেইজ তৈরী করার লক্ষে ওয়াক্ফ এস্টেটের তালিকা চেয়ে জেলা প্রশাসকদের নিকট পত্র দেয়া হযেছে। ইতোমধ্যে ২৩ টি জেলা থেকে তালিকা পাওয়া গেছে। এ সংক্রান্ত ডাটা বেইজ তৈরীর কাজ হাতে নেয়া হয়েছে এবং ডিপিপি পরীক্ষা নিরীক্ষার অপেক্ষায় আছে।

---

১. এক নজরে ওয়াক্ফ প্রশাসন, ২০১১, পৃ. ১৮

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৪. **ওয়াক্‌ফ আইন আধুনিকায়ন :** ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশকে যুগোপযোগী করার লক্ষে সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

৫. **আইন কর্মকর্তার প্যানেল :** ইতোমধ্যে তিনজন প্যানল আইন উপদেষ্টা নিয়োগ দানের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৬. **উচ্ছেদ কার্যক্রম :** বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক অবৈধভাবে দখলকৃত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি উদ্ধার কার্যক্রম চলমান আছে।[১]

৭. ১৯৯১ সালে ওয়াক্‌ফের নিজস্ব তহবিল থেকে খরিদকৃত পরিত্যক্ত সম্পত্তির দখলভার গ্রহণ করে সেখানে ২০ তলা ভিত বিশিষ্ট ডাবল বেইস মেন্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। এ ওয়াক্‌ফ ভবনটি প্রথম পর্যায়ে ৫ তলা পর্যন্ত নির্মিত, যা ৪, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০-এ বর্তমানে অবস্থিত।

৮. ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ, তদারকি, ওয়াক্‌ফ চাঁদা ও হিসাব আদায় এবং লিল্লাহ্‌ খাতে অধিক ব্যয় নিশ্চিত করার জন্য জেলা প্রশাসকগণকে ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশের ৩৬ ধারা মতে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও থানা নির্বাহী অফিসারদের উক্ত দায়িত্ব পালনে সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ করা হয়।

৯. ওয়াক্‌ফ আলাল আওলাদ ও ওয়াক্‌ফ লিল্লাহ্‌ এস্টেটের হিসাব আলাদাভাবে সংরক্ষণের নির্দেশ দেয় হয়েছে এবং তা যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে।

১০. লিল্লাহ্‌খাতে অধিক ব্যয় নিশ্চিত করণের কার্যক্রম ইতোমধ্যে গৃহীত হয়েছে। বড় বড় এস্টেটের অধীনে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লাভজনক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে আয় বাড়ানোর প্রচেষ্টা চলছে।

১১. ওয়াক্‌ফ এস্টেটের স্বার্থে দ্রুত মোকাদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশের ৩১ ধারা মতে উপ-প্রশাসকগণকে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।

১২. ওয়াক্‌ফের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে হাই কোর্টসহ অন্যান্য আদালতে বিচারাধীন মামলার যথাযথ তদারকি / তড়িত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অত্র অফিসে আলাদাভাবে আইন শাখা খোলা হয়েছে।

---

১. এক নজরে ওয়াক্‌ফ প্রশাসন, ২০১১, পৃ. ১৯

১৩. জেলার সকল ওয়াক্ফ এস্টেট পর্যায়ক্রমে অডিট করে আয় বৃদ্ধির প্রস্তাবসহ অনতিবিলম্বে রির্পোট পেশ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে বেশ কিছু ওয়াক্ফ এস্টেটের দাবী পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। যার ফলে চলতি বৎসরে দাবীর পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৪. ওয়াক্ফ এস্টেটের অধীন মসজিদ, মাদ্রাসা ও মক্তবের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকদের শুদ্ধভাবে কালিমা, নামাজ ও কুরআন মাজিদ শিক্ষার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদেরকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করেছেন।

১৫) ওয়াক্ফ চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত ওয়াক্ফ পরিদর্শক / হিসাব পরীক্ষকগণকে রশিদ বই প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে ওয়াক্ফ চাঁদা আদায় এবং উক্ত টাকা প্রতি জেলায় অবস্থিত জনতা ব্যাংকের শাখায় ওয়াক্ফ প্রশাসকের নামে একটি একাউন্ট খুলে তথায় জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলার ব্যাংক এবং ওয়াক্ফ পরিদর্শক ও হিসাব পরীক্ষকগণকে ওয়াক্ফ চাঁদা আদায় সম্পর্কিত বিবরণী প্রতি মাসে ওয়াক্ফ প্রশাসকের অফিসে প্রেরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১৬) ধর্ম মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে ওয়াক্ফ প্রশাসনের আওতাধীন সকল ওয়াক্ফ এস্টেট অফিসের আঙ্গিনায় ধর্মীয়, শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের খালি জায়গায় এবং ঘরের আশপাশের প্রতি জমিতে অধিক পরিমাণে বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১৭) ওয়াক্ফ প্রশাসনের অধীন মিরপুর মাযার ওয়াক্ফ এস্টেটে অবস্থিত হযরত শাহ আলী বাগদাদী (র.)-এর মাযার শরীফের খালি জমিতে মার্কেট নির্মাণসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ফলে উক্ত এস্টেটের আয় যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৮ ঢাকায় হযরত পীর ইয়ামেনী ওয়াক্ফ এস্টেটের অধীনে পীর ইয়ামেনী চারতলা মার্কেট ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে উক্ত এস্টেটের আয় অধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯) মতিঝিল জামে মসজিদ ওয়াক্ফ এস্টেটের অধীনে চার তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং এতে ওয়াক্ফ এস্টেটের আয় পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২০) ওয়াক্ফ প্রশাসনের অধীন হামদর্দ ওয়াক্ফ এস্টেটের আয় পূর্বের তুলনায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর কার্যক্রম ও পরিধি অনেক বেড়েছে। এর উন্নয়নের লক্ষে মেঘনা সেতুর নিকট ৩০ বিঘা জমি ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত স্থানে হামদর্দের ঔষধ কারখানা স্থাপনসহ হার্বাল গার্ডেন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

২১) রাজশাহী জেলার বাঘা থানায় অবস্থিত বাঘা ওয়াক্ফ এস্টেটের ৬০ বিঘা পরিমাণ দিঘীটি বিশ্ব খাদ্য সংস্থার সাহায্যে পুনঃখনন কার্যক্রম ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। এতে মাছ চাষের মাধ্যমে উক্ত এস্টেটের আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ওয়াক্ফ প্রশাসকের দায়িত্ব-কর্তব্য

১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ অনুযায়ী ওয়াক্ফ প্রশাসক ওয়াক্ফ প্রশাসনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং তিনি বাংলাদেশ সরকারের একজন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার। তিনি সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে থকেন। ওয়াক্ফ প্রশাসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ:[১]

ক. ওয়াক্ফ এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তিসমূহের প্রকৃতি ও পরিমাণ, তদন্ত নির্ধারণ এবং সময় সময় মুতাওয়াল্লিগণের নিকট হতে হিসাব, রিটার্ণ ও তথ্য তলব করা।

খ. যে সমস্ত উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ে এবং যে শ্রেণির ব্যক্তিবৃন্দের উপকারার্থে ওয়াক্ফ সৃষ্টি করা হয়েছে অথবা সৃষ্টি করার অভিপ্রায় করা হয়েছে তা পূরণার্থে যাতে ওয়াক্ফ সম্পত্তিসমূহ ও তা হতে অর্জিত আয় নিয়োজিত হয় তার নিশ্চয়তা প্রদান করা।

গ. ওয়াক্ফসমূহের উপযুক্ত পরিচালনার জন্য নির্দেশ প্রদান করা।

ঘ. এ অর্ডিন্যান্স মোতাবেক তিনি যে ওয়াক্ফের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন অথবা দায়িত্বে বহাল থাকবেন স্বয়ং অথবা এ অর্ডিন্যান্স মোতাবেক নিযুক্ত অফিসার ও কর্মচারীবৃন্দ অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রদত্ত ব্যক্তিবৃন্দ এর ব্যবস্থাপনা করা এবং এরূপ কোন সম্পত্তি সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থপনার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কার্য সম্পাদন করা।

ঙ. যেক্ষেত্রে ওয়াক্ফনামায় কোন মোতাওয়াল্লির পারিশ্রমিকের কোন বিধান নেই সে ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা।

---

১. আলীমুজ্জামান চৌধুরী, *বালাদেশে মুসলিম আইন* (ঢাকা: অবণী প্রকাশনী, ১৯৯১), পৃ. ২৮৫

চ. সাময়িকভাবে বলবৎ কোন আইন মোতাবেক ওয়াক্ফ সম্পত্তিসমূহ দখল বাবদ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রাপ্ত টাকা নিজে বিনিয়োগ করা অথবা নির্দেশ জারি করে মোতাওয়াল্লি কর্তৃক এর সুষ্ঠু বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা।

ছ. সাধারণভাবে ওয়াক্ফসমূহের যথাযোগ্য নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কার্য সম্পাদন করা।

এছাড়া বিশেষভাবে দেশের সকল ওয়াক্ফ এস্টেটের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিশ্চয়তা বিধান, মুতাওয়াল্লিগণের নিকট হতে হিসাব ও রিটার্ণ গ্রহণ এবং ওয়াক্ফ চাঁদা আদায় করা ওয়াক্ফ প্রশাসকদের প্রধান দায়িত্ব। তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোন এস্টেট পরিচালনা করেন না। ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহ সাধারণত মুতাওয়াল্লি অথবা কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। মুতাওয়াল্লি / কমিটি যথাযথভাবে ওয়াক্ফ এস্টেট পরিচালনা করছে কিনা তার নিশ্চয়তা বিধান করা ওয়াক্ফ প্রশাসকের দায়িত্ব। ক্ষেত্র বিশেষে ওয়াক্ফ প্রশাসক ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে ওয়াক্ফ এস্টেটের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। উপরোক্ত ক্ষমতাসমূহ ছাড়াও ওয়াক্ফ প্রশাসক মোতাওয়াল্লিকে বিশ্বাস ভঙ্গ বা তহবিল তছরূফের দায়ে অপসারণ করা,[১] ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তরে[২] বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কোন সম্পত্তি ওয়াক্ফ সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা [৩] কোন বিশেষ সম্পত্তি ওয়াক্ফ সম্পত্তি কিনা তা নির্ধারণ করা [৪] এবং বাংলাদেশের যে কোন স্থানে অবস্থিত যে কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তির ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার সর্বময় ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।[৫]

মুতাওয়াল্লি বা কমিটি নিয়োগ

ওয়াক্ফ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়োজিত ব্যবস্থাপনাকে মুতাওয়াল্লি বলা হয়। যিনি ম্যানেজার তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে পরিগণিত হন। তাঁকে মৌখিকভাবে, অথবা যে চুক্তি বা দলিল অনুযায়ী ওয়াক্ফ করা হয়েছে সেভাবে নিয়োগ দেয়া হয়। উৎসর্গকারী অর্থাৎ ওয়াকিফ নিজেকেও মুতাওয়াল্লি রূপে নিযুক্ত করতে পারেন। ওয়াক্ফ দলিলে তিনি মুতাওয়াল্লি পরম্পরার নিয়ম-নীতিও করে যেতে পারেন। যেহেতু আল্লাহ্‌র মালিকানায় সম্পত্তি স্থানান্তরিত হয়েছে, সে জন্য উৎসর্গকারী যে কোন মুতাওয়াল্লির মতো ট্রাস্ট সম্পত্তির

---

১. এস.এ. হাসান, *ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ*- ১৯৬২ (ঢাকা:বাংলাদেশ ল' বুক হাউজ, ১৯৯৯), ধারা- ৩২, পৃ. ১১১

২. প্রাগুক্ত, ধারা- ৩৩, পৃ. ১১৩

৩. প্রাগুক্ত, ধারা- ৩৪, পৃ. ১১৩

৪. প্রাগুক্ত, ধারা- ৫০, পৃ. ১২২

৫. প্রাগুক্ত, ধারা- ৩০, পৃ. ১১০

ব্যবস্থাপকের মর্যাদায় আসীন হন। তবে তিনি সম্পত্তির মালিকানা দাবী করতে পারেন না। ওয়াক্‌ফ দলিলে ভিন্নভাবে মুতাওয়াল্লি করার বিধান থাকায় মুতাওয়াল্লি তাঁর উত্তরাধিকারী নিয়োগ করতে পারেন।

কমিটি বা মুতাওয়াল্লির কার্যাবলী ও ক্ষমতা

বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২ জাতীয় পর্যায়ে একটি ওয়াক্‌ফ কমিটি গঠনের ক্ষমতা দিয়েছে। এ ক্ষমতা অনুযায়ী কমিটির ক্ষমতা ও কর্যাবলী বলতে নিম্নরূপ বিষয়গুলো বুঝায় :

ক. ওয়াক্‌ফ বা কোন আইনানুগ কর্তৃপক্ষের কোন নির্দেশের অবর্তমানে ওয়াক্‌ফ এর আয় বা অন্যান্য সম্পত্তি কি অনুপাতে নির্দিষ্ট থাকবে তা ঘোষণা করা।

খ. ওয়াক্‌ফ এর উদ্বৃত্ত আয় কিভাবে ব্যবহৃত হবে তা ঘোষণা করা।

গ. ওয়াক্‌ফ দলিলের শর্তাবলীর বা ওয়াকিফের ইচ্ছার পরিপন্থী নয় এভাবে ওয়াক্‌ফ এর সুষ্ঠু প্রশাসনের জন্য পরিকল্পনা নিষ্পত্তিকরণ, পরিবর্তন সাধন বা সংশোধন করণ।

ঘ. এ অধ্যাদেশ দ্বারা বা এর অধীন আরোপিত অন্যান্য ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রয়োগকরণ ও পালন।[১]

বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশে ওয়াক্‌ফ প্রশাসককে মুতাওয়াল্লি নিয়োগ বিষয়ে ওয়াক্‌ফ দলিলের নির্দেশ উপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে। [২] প্রশাসকের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, ওয়াক্‌ফ দলিলের নির্দেশ মেনে মুতাওয়াল্লি নিয়োগ অসুবিধাজনক তা হলে তিনি ওয়াক্‌ফ দলিলের নির্দেশনা অগ্রাহ্য করতে পারেন। মুতাওয়াল্লি ওয়াক্‌ফের ব্যবস্থাবলী দক্ষতার সাথে সঠিকভাবে পালন করবেন।

ওয়াক্‌ফটি মূলত যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে আসছে কোন ক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় হবে কিনা তা সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কর্তৃপক্ষ হলেন ওয়াক্‌ফ প্রশাসক এবং জেলা- জজ। ওয়াক্‌ফ অর্ডিন্যান্সের ৪০ ধারা মেতাবেক মুতাওয়াল্লি ওয়াক্‌ফের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বা ওয়াক্‌ফনামার যে কোন ব্যাখ্যার জন্য ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের মতামত, উপদেশ বা নির্দেশ চাইবেন এবং ওয়াক্‌ফ প্রশাসক পক্ষগণের শুনানী শেষে তা দেবেন। অবশ্য ওয়াক্‌ফ প্রশাসক মুতাওয়াল্লিকে জেলা জজের নিকট হতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারেন।

১. গাজী শামছুর রহমান, *ওয়াক্‌ফ আইনের ভাষ্য* (ঢাকা: বাংলাদেশ ল' বুক হাউজ, ১৯৯৭ (ধারা - ২৮)

২. প্রাগুক্ত, (ধারা - ৩৪)

এছাড়াও মুতাওয়াল্লি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বাবদ কর ও খাজনাদি পরিশোধ করবেন [১] ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে ওয়াক্‌ফের টাকা বিনিয়োগ করবেন [২] কোন দলিলের নকল বাবদ খরচ করবেন[৩] এবং সার্বিকভাবে তালিকাভুক্ত করণের দরখাস্ত, সঠিক হিসাবরক্ষণ এবং প্রশাসকের প্রয়োজন মত তথ্য সরবরাহ করবেন। তিনি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিদর্শন করতে দিবেন, প্রশাসক দখল দানের হুকুম দিলে দখল দিবেন, প্রশাসকের নির্দেশাবলী পালন করবেন, প্রশাসককে ৭১ ধারায় দেয় চাঁদা দিবেন, পাওনা টাকা-পয়সা দিবেন, প্রত্যেক বৃত্তিভোগীকে তথ্য এবং হিসাব দিবেন, মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, জনসাধারণকে দেয় টাকা দিবেন, কমিটির সাথে সহযোগিতা করবেন, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এবং ওয়াক্‌ফ আইনে আইনত: করণীয় সবকিছুই তিনি করবেন এবং যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে যদি তিনি উপরোক্ত কাজ না করেন বা যদি ভুল বিবরণ পেশ করেন, তবে তিনি দুই হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে দায়ী হবেন, অনাদায়ে অনধিক ছয় মাস পর্যন্ত কারাদন্ডে দন্ডিত হবেন। [৪]

মুতাওয়াল্লির অপসারণ

ক্ষমতার অপব্যবহার বা বিশ্বাস ভঙ্গের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে অথবা দায়িত্ব পালনে অযোগ্য বিবেচিত হলে, ওয়াক্‌ফনামায় মুতাওয়াল্লিকে কোন অবস্থায় অপসারণ করা যাবে না বলে ওয়াক্‌ফের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকলেও ওয়াক্‌ফ প্রশাসক উক্ত মুতাওয়াল্লিকে অপসারণ করতে পরেন। (অডিন্যান্স ধারা-৩২) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির দখল অর্পনের পর ওয়াকিফ কোন অবস্থাতেই মুতাওয়াল্লিকে অপসারণ করতে পারেন না। কেননা মুতাওয়াল্লিকে অপসারণের ক্ষমতা ওয়াক্‌ফ অর্ডিন্যান্সের ৩২ ধারায় প্রশাসকের উপর ন্যস্ত হয়েছে।

প্রশাসক নিজেই অথবা কোন পক্ষের আবেদনক্রমে কোন মুতাওয়াল্লিকে নিম্ন বর্ণিত কারণে অপসারণ করতে পারেন:

১) বিশ্বাস ভঙ্গ, অব্যবস্থা, ক্ষমতার অপব্যবহার বা আত্মসাৎ করলে, অথবা

২) মুতাওয়াল্লির কোন কাজে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির কোন ক্ষতি বা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সুব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ বা রক্ষণাবেক্ষণে বাধার সৃষ্টি হলে, অথবা

---

১. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, (ধারা - ৪২), পৃ. ৭৩

২. প্রাগুক্ত, (ধারা - ৫৯), পৃ. ৯৪

৩. প্রাগুক্ত, (ধারা - ৫০), পৃ. ৮৩

৪. প্রাগুক্ত, (ধারা - ৬১), পৃ. ৯৫

৩) মুতাওয়াল্লি একাধিকবার তার করণীয় কাজ করতে ব্যর্থ হয়ে অডিন্যান্সের ৬ ধারা মতে দন্ডিত হলে অথবা

৪) বর্তমান মুতাওয়াল্লি অনুপযোগী, অযোগ্য, অবহেলাকারী, বা অবাঞ্চিত হলে।

তবে শর্ত এ যে, কোন মুতাওয়াল্লিকে শুনানীর সুযোগ না দিয়ে অপসারণের অদেশ দেয়া যাবে না। মুতাওয়াল্লি ১ নং উপ-ধারার আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে আদেশ প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে নতুন মুতাওয়াল্লিকে কার্যভার প্রদান করে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজের নিকট আপীল করতে পারবেন। জেলা জজের যে কোন আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ প্রদানের নব্বই দিনের মধ্যে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিভিসন করা যাবে এবং উক্ত রিভিসনে প্রদত্ত হাইকোর্টের রায়ই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।[১]

মুতাওয়াল্লির দন্ড

১. যদি মুতাওয়াল্লি –

ক) তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করতে, বা

খ) স্পষ্ট ও নির্ভুল হিসাব রাখতে এবং এ অধ্যাদেশ বলে প্রয়োজনীয় বিবরণ বা হিসাবের বিবরণী বা রিটার্ন প্রদান করতে , অথবা

গ) প্রশাসক বা তাঁর মনোনীত কোন ব্যক্তির প্রয়োজনীয় তথ্য বা বিবরণ সরবরাহ করতে, বা

ঘ) প্রশাসক বা তাঁর মনোনীত কোন ব্যক্তি আদেশ করলে ওয়াক্ফ সম্পত্তির হিসাব বা রেকর্ড অথবা তৎসংক্রান্ত দলিল-দস্তাবেজ পরিদর্শনের অনুমতি দান করতে অথবা অনুসন্ধান ও তদন্ত অনুষ্ঠানে সহায়তা করতে, অথবা

ঙ) প্রশাসক বা তাঁর মনোনীত কোন ব্যক্তি ওয়াক্ফ সম্পত্তির দখল অর্পণ করতে, অথবা

চ) প্রশাসক বা তাঁর মনোনীত কোন ব্যক্তির নির্দেশ পালন করতে, অথবা

ছ) ৭১ ধারার অধীনে প্রদেয় চাঁদা প্রদান করতে, অথবা

জ) ওয়াক্ফ দলিলের শর্ত অনুসারে ওয়াক্ফে ওয়াক্ফ-এর কোন সত্ত্বভোগীর পাওনা পরিশোধ করতে, অথবা

১. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, (ধারা - ৩২) , পৃ. ৬০

ঝ) সত্ত্বভোগী বা ওয়াক্ফ দলিলের শর্ত অনুসারে ওয়াক্ফ এর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকে হিসাব এবং ওয়াক্ফ এর অবস্থা ও বিষয়াবলী সম্পর্কে অন্যান্য পূর্ণাঙ্গ তথ্য পরিবেশন করতে, অথবা

ঞ) ওয়াক্ফ দলিলের শর্ত অনুসারে কোন মসজিদ বা অন্যান্য ধর্মীয়, দাতব্য ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার তত্ত্বাবধানে, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের জন্য অর্থ প্রদান করতে, অথবা

ট) কোন সরকারি পাওনা পরিশোধ করতে, অথবা

ঠ) কমিটির সাথে সহযোগিতা করতে এবং তার দায়িত্ব পালনে কমিটির নির্দেশনাবলী পালন করতে অথবা

ড) ওয়াক্ফ সম্পত্তির সত্ত্ব রক্ষা করতে এবং তার সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে,অথবা

ঢ) এ অধ্যাদেশ বলে বা এর অধীন আইন সঙ্গতভাবে তার অন্য যে সব কাজ করতে হবে তা করতে ব্যর্থ হন এবং আদালতকে এ মর্মে সন্তুষ্ট করতে না পারেন যে, তার ব্যর্থতার জন্য যুক্তিসঙ্গত কারণ বিদ্যমান ছিল, তবে তিনি দুই হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানায় এবং তা অনাদায়ে ছয় মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবেন। তবে শর্ত থাকে যে, মুতাওয়াল্লি যখন এ অধ্যদেশের ৭১ ধারার অধীন প্রদেয় চাঁদা ব্যর্থতার জন্য অভিযুক্ত হবেন, তখন জরিমানার পরিমাণ উর্ধ্বে দুই হাজার টাকার শর্ত সাপেক্ষে পাওনা ও অপরিশোধিত চাঁদার পরিমাণের দ্বিগুণের কম হবে না।[১]

বিচারাধীন মামলার বিবরণ [২]

মোট বিচারাধীন মামলা - ৬০১

ওয়াক্ফ অফিসে - ২০১

জেলা জজ আদালতে - ২৫০

সুপ্রীম কোর্ট /হাইকোর্ট ডিভিশনে - ১৫০

আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ

বাংলাদেশের ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বৃত্তিভোগী, জবর দখলকারী ও অন্যান্যদের নামে বিভিন্ন আদালতে বহু সংখ্যক মামলা বিচারাধীন রয়েছে। ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন না করে মুতাওয়াল্লি কর্তৃক অর্থ আত্মসাৎ, বৃত্তিভোগীদের ভাতা প্রদান না করা, ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রি, বেনামী হস্তান্তর, জবর দখল, ব্যক্তির নামে রেকড, এস্টেটের হিসাব, জমির খাজনা, ওয়াক্ফের চাঁদা প্রদান

---

১. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, (ধারা - ৩২) , পৃ. ৬০

২. সাক্ষাৎকার ওয়াক্ফ প্রশাসক, ওয়াক্ফ ভবন, ৪, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

না করার কারণে ওয়াক্‌ফ এস্টেটের নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয় যার ফলে মামলা মোকাদ্দমার আশ্রয় নিতে হয়। ওয়াক্‌ফ প্রশাসককে **১৯৬২** সালের ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশের আলোকে বহু সংখ্যক মামলা দেওয়ানী আইনের বিধান (সিভিল প্রসিডিউর) মতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বক্তব্য শ্রবনান্তে নথিপত্র পরীক্ষা করে রায় প্রদান করতে হয়। এ সমস্ত মোকাদ্দমাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশর **৩১** ধারা মতে উপ-ওয়াক্‌ফ প্রশাসকদ্বয়কে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। এছাড়া ওয়াকফের স্বার্থে মোকাদ্দমার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কল্পে ওয়াক্‌ফের প্রধান কার্যালয়ে একটি আইন শাখা চালু করা হয়েছে।

ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কোন আদেশের ফলে কোন মুতাওয়াল্লি/ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষুব্ধ হলে তিনি বিধি মোতাবেক জেলা জজের নিকট আপিল করতে পারেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে জেলা জজ প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে মাননীয় হাই কোর্টে পুনর্বিবেচনার জন্য প্রার্থনা করতে পারেন এবং এ ক্ষেত্রে হাই কোর্টের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।[১]

১. গাজী শামছুর রহমান, প্রাগুক্ত, (ধারা - ৩২), পৃ. ৬০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বাংলাদেশে ক্যাশ ওয়াক্ফ কার্যক্রম

ক্যাশ ওয়াক্ফ কি

ক্যাশ ওয়াক্ফ বলতে নগদ-অর্থ ওয়াক্ফ করাকে বুঝায়। ক্যাশ ওয়াক্ফ হচ্ছে, সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিগণ তাদের বিত্তের একটি অংশ দিয়ে যে কোন শরী'আহ্ ভিত্তিক পরিচালিত ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে বিনিয়োগ করে এর অর্জিত মুনাফা ওয়াক্ফদাতার ইচ্ছানুযায়ী ধর্মীয়, শিক্ষা ও সমাজসেবায় ব্যয় করার একটি মহৎ প্রয়াস। এর অর্জিত আয় দ্বারা অপরাপর ওয়াক্ফ সম্পত্তির মতই মানবকল্যাণের বিভিন্ন খাতে ব্যয় করা হয়। যিনি ওয়াক্ফ করেন তাঁকে ওয়াকিফ, ব্যাংক ব্যবস্থাপক বা মুতায়াল্লির ভূমিকায় এবং যাদের উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করা হয় তাদেরকে বলা হয় ওয়াক্ফ-বেনিফিসিয়ারী। জনাব মোহাম্মদ আলীর মতে ক্যাশ ওয়াক্ফ হচ্ছে,

"Cash Waqf is a voluntary endowment of money, deposited to the banks perpetually. Profit paid on this deposit is spent in different people's welfare purposes according to instructions of the account holders. "[১]

ক্যাশ ওয়াক্ফ চালুর উদ্দেশ্য

যে কোন ওয়াক্ফ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবসেবা তথা সমাজের কল্যাণ সাধন করা। আর এর পেছনে যে উদ্দেশ্যটি বিশেষভাবে কাজ করে তা হচ্ছে ইহকালে শান্তি লাভ এবং পরকালে নাজাত বা মুক্তি লাভ করা। এক কথায় নিজের সঞ্চিত অর্থ-সম্পদ মানবকল্যাণে ব্যয় করে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করাই ওয়াক্ফ বা ক্যাশ ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য। প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নানের মতে ক্যাশ ওয়াক্ফের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

"There are many rich people who would like to create Cash-*waqf* for the public good as well as for the benefit of their descendants. But they cannot proceed for lack of necessary institutional arrangements for the management of Cash-*waqf*. Social Investment Bank provides the

১. Mohammad Ali, Cash Waqf gets popularity, The financial express, Published : Sunday, 04 August 2013,

necessary institutional support and a unique opportunity for opening Cash-*waqf* Deposit Accounts." [১]

ক্যাশ ওয়াক্‌ফ-এর উদ্ভব ও বিকাশ

ওয়াক্‌ফ মানবকল্যাণের স্বার্থে ইসলামের এক অনন্য সুন্দর ব্যবস্থা। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় ওয়াক্‌ফের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ব্যাপক হারে এর প্রচলন করতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর অনুসারীদের উৎসাহিত করেছেন। মানুষের দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। তাই হালাল উপায়ে অর্জিত অর্থ-সম্পদ মানবকল্যাণে ওয়াক্‌ফ করলে সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে তা মানুষকে অমর করে রাখে। আমাদের পূর্ব পুরুষদের অনেকেই তাঁদের প্রিয় সম্পত্তি মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ এবং জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ করে গেছেন। কেননা সাদাকায়ে জারিয়ার মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা। মুসলিম সমাজে ওয়াক্‌ফ শব্দটি বেশ পরিচিত হলেও ক্যাশ ওয়াক্‌ফের ধারণা অনেকটাই নতুন। ক্যাশ ওয়াক্‌ফের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে ড. মনজের কাহফ বলেছেন,

"There is another category of waqf that is 'Cash and investment Awqaf' which are exclusively an invention of the Muslim society. Cash investment Waqf dates as early as the turn of first century of Hijrah. Al-Bukhārī gave a title to one of his sub-chapters "making a Waqf out of domestic animals, personal weapons, goods and money" under which he reported from al Zuhri (Circa 125H) an incident of cash Waqf given to a merchant to use for trade (on Mudarabah basis) and its profit to be used for charity.[2] Imam Malik bin Anass (Circa 179 H) also mentioned the cash Waqf.[3]

---

1. Prof. Dr. M. A. Mannan, *Cash Waqf Certificate- An innovation in Islamic Financial Instrument* (Dhaka : Social Investment Bank Ltd. 1998), p.10
2. Bukhari with the commentary of Fath al Bari by Ibn Hajar al 'Asqallani, Al Rayan Publishers, Cairo 1986, V 5, p 475. See also Sahih al Bukhari, V 4, p.14, See: Monzer Kahf, *Role of Zakah and Awqaf in Reducing Poverty…'*, Paper presented in the International Conference, held in Dhaka between 24-26 Nov. 2006, p. 13
3. Al Dardir, Ahmad (Circa 1201 H), al Sharh al Saghir 'ala Aqrab al Masalik, Ministry of Justice, UAE 1989, V 1, p 651. See: Monzer Kahf, *Role of Zakah and Awqaf in Reducing Poverty*, p. 13

Cash Waqf may have either of two forms: 1) cash may be made into Waqf to be used for free lending to the beneficiaries; and, 2) cash may be invested and its net return is assigned to the beneficiaries of the Waqf. There is sufficient evidence that both forms of Cash Waqf existed in our history especially in areas were either the Maliki school or Hanafi School prevails (this practically covers all the Muslim land in Africa and Asia west of Malaysia except for the Arabian peninsula). We have in the Fatwa books of these schools numerous questions, discussions and opinions given on Cash Waqf. Murat Çizakça argues that the cash investment Waqf became very common in the later stage of the Ottoman Empire as well as in the early period of the Republic of Turkey. The practice of cash investment Waqf also dominates the establishment of "Waqf Project" in Sudan and "Waqf Funds" in Kuwait in the nineties of the past century. It also exists today in Saudi Arabia in the form of a cash investment Waqf, accumulated through small donations, whose revenues are to be used for charity. It takes the name of "Sanabil al Khayr." [১]

এতদিন মনে করা হতো কেবল স্থাবর সম্পত্তিই ওয়াক্‌ফযোগ্য। কিন্তু ওয়াক্‌ফকে যুগোপযুগী করার লক্ষে গবেষণা চালিয়ে মুসলিম বিশ্বে 'ক্যাশ ওয়াক্‌ফ' নামে যে নতুন চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছে তাতে ধনী ও বিপুল ভূ-সম্পত্তির মালিক ছাড়া অন্যদের পক্ষেও ওয়াক্‌ফ-এর অংশীদার হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভূ-সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করার মতো ব্যক্তি পাওয়া যাবে হাতে গোনা। ফলে মুসলিম দেশগুলোতে সামাজিক অর্থায়নের একটি অন্যতম উৎস প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। ইসলাম যেহেতু চির-প্রগতিশীল ও যুগোপযোগী তাই মুসলিম গবেষকগণ এই বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে ক্যাশ ওয়াকফের ধারণা উপস্থাপন করেন। ক্যাশ ওয়াক্‌ফ হলো ভূ-সম্পত্তির পরিবর্তে নগদ অর্থ ওয়াক্‌ফ করা। ওয়াক্‌ফকৃত অর্থ বিনিয়োগ করে তা থেকে অর্জিত মুনাফা থেকে বিভিন্ন সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজে অর্থায়ন করা। এ ক্ষেত্রে স্থায়ী সম্পত্তির ন্যায় ওয়াক্‌ফকৃত টাকার অংক অপরিবর্তিত অবস্থায় সংরক্ষিত থাকে।

১. Monzer Kahf, *Role of Zakah and Awqaf in Reducing Poverty…'*, Paper presented in the International Conference on Poverty Reduction in the Muslim Countries, held in Dhaka between 24-26 Nov. 2006, p. 13-14

ক্যাশ ওয়াক্ফ ইসলামে একটি স্বীকৃত প্রথা। অটোম্যান যুগেও এর ব্যবহার সনাক্ত করা যায়। আর্থিক ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবেও ক্যাশ ওয়াক্ফ ব্যবহার হতে পারে।[১] ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যাবস্থায় এক নতুন সংযোজন ক্যাশ ওয়াক্ফ। ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনার ইতিহাস সমৃদ্ধ মিসরেও ওয়াক্ফ দান হিসেবে ব্যাংক ক্রেডিট (Bank Credit) অনুমোদন করতো। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ক্যাশ ওয়াক্ফের পথ প্রদর্শক সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (এসআইবিএল) এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নান। এ প্রসঙ্গে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে উপস্থাপিত এক প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়,

"Cash waqf was firstly introduced in Ottoman era in Egypt. Professor Mannan then familiarized cash waqf in Bangladesh through Social Investment Bank Limited (SIBL). SIBL issues Cash Waqf Certificate to collect funds from rich people and distributes gains of the managed funds to poor people. "[২]

ড. এম. এ. মান্নানই সর্বপ্রথম এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে ক্যাশ ওয়াক্ফের নতুন ধারণাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন। এ বিষয়ে ১৯৯৫ সালে জেদ্দায় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নানের একটি রির্চাস স্টাডি "Structural Adjustments and Islamic Voluntary Sector with special Reference to waqf in Bangladesh" প্রকাশ করে।[৩] এতে তিনি মিসর ও তুরস্কসহ মুসলিম বিশ্বের ওয়াক্ফ প্রশাসনের দীর্ঘ ইতিহাসের প্রতি আলোকপাত করে বলেন যে, স্থায়ী ওয়াক্ফের পাশাপাশি ক্যাশ ওয়াক্ফও সমাজে দারিদ্র বিমোচন তথা মানবকল্যাণে অনন্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ওয়াক্ফ সম্পত্তি হিসেবে নগদ অর্থ দানের প্রথা চালু রয়েছে।[৪]

---

১. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামে সম্পদ অর্জন ব্যয় ও বন্টন* (ঢাকা: জমজম প্রকাশনী, ২০০৭), পৃ, ৮৮

২. Dian Masyita & Erie Febrian, *The Role of BRI in the Indonesian Cash Waqf House's System,* Submitted to BRI International Seminar on *Developing Microbanking: Creating Opportunities for the Poor through Innovation* in Denpasar, Bali, Indonesia on the 1-2 December 2004, p. 3

৩. Prof. Dr. M. A. Mannan, *Cash Waqf Certificate- An innovation in Islamic Financial Instrument* (Dhaka : Social Investment Bank Ltd. 1998), p. 10

৪. প্রফেসর ড.এম.এ.মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

তবে ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেটের মতো আধুনিক পন্থায় এর ব্যবহার শুরু হয় সর্বপ্রথম বাংলাদেশে। প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নান ১৯৯৮ সালে সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সর্বপ্রথম এ ব্যবস্থা চালু করেন। বাংলাদেশের পর ইন্দোনেশিয়ার 'ব্যাংক মুয়ামালাত'ও সামাজিক পুঁজি সৃষ্টির জন্য 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' প্রকল্প চালু করে। এ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়,

"Like those of Bangladesh, most of Indonesian people are poor. Characteristic of communities in both countries are also similar. Therefore, effectiveness of cash waqf certificate program to help reduce poverty in Bangladesh gives hope that analogous program can be implemented successfully in Indonesia. "[১]

মালয়েশিয়াসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ক্যাশ ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। আশা করা যায় অচিরেই মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তা জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নানের মতে, সমাজের সচ্ছল ও বিত্তশালীদের সঞ্চয়ের একটি অংশ দিয়ে ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট ক্রয় করে বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয়, শিক্ষা ও মানবিক সেবামূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করার এটি একটি আদর্শ মাধ্যম। তাঁর মতে ক্যাশ ওয়াক্ফ ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে, যা এক সময় **'ওয়াক্ফ ব্যাংকেরও'** জন্ম দিতে পারে।[২] বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ওয়াক্ফ সম্পত্তির উন্নয়নের লক্ষে তহবিল সংগ্রহার্থে ক্যাশ ওয়াক্ফ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশে বর্তমানে শরী'আহ্ ভিত্তিক সাতটি ইসলামী ব্যাংক চালু আছে। এর প্রায় সব কয়টিতেই ক্যাশ ওয়াক্ফ ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

ক্যাশ ওয়াক্ফ-এর গুরুত্ব

ওয়াক্ফের ন্যায় 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' যে কোন দেশের সামাজিক পুঁজির একটি বড় উৎস হতে পারে। এর মাধ্যমে সমাজের বিত্তবানরা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করতে এগিয়ে আসলে আমাদের মত দেশে খুব দ্রুত সমাজের চেহারা পাল্টে যাবে।

---

১. Dian Masyita & Erie Febrian, *The Role of BRI in the Indonesian Cash Waqf House's System,* Submitted to BRI International Seminar on *Developing Microbanking: Creating Opportunities for the Poor through Innovation* in Denpasar, Bali, Indonesia on the 1-2 December 2004, pp. 3-4

২. প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নান, *ক্যাশ ওয়াক্ফ* (ঢাকা : সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ, ১৯৯৮), পৃ. ৯

ফলে বিদেশী অনুদান নির্ভরতা কমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। নিঃসন্দেহে বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বে ও ইসলামী ব্যাংকিং জগতে ক্যাশ ওয়াক্ফ ব্যবস্থা এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ বিবেচিত হতে পারে। এটি অর্থনীতির নতুন ধারণা "সামাজিক পুঁজি গঠনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন" এর বিকল্প হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করলে দারিদ্র বিমোচন যেমন সহজ ও সফল হবে তেমনি সুদের ক্ষতিকারক প্রভাব মুক্ত থাকা যাবে। জনাব মোহাম্মদ আলীর (Mohammad Ali) বলেন,

"A latest deposit product "Cash Waqf" emerges in the realm of banking sector as an alternative instrument to bolster economy and alleviate poverty in the country, sector insiders said.

ABM Abdus Sattar, senior vice president and manager, Islamic Banking Division of AB Bank Ltd, said. Mentioning the product's huge potentials and benefits for the three sides-- donors, banks and economy-- the banking insiders urged the affluent persons to come forward to make investment in the Cash Waqf in a lavish hand. "[১]

মূলত ক্যাশ ওয়াক্ফ ধর্মীয়, শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগের নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। এই লক্ষে ইসলামী ব্যাংকসমূহ সমাজের বিত্তবান ও ধনী মানুষের কাছ থেকে নগদ অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে তা থেকে অর্জিত মুনাফা ওয়াকিফের ইচ্ছনুযায়ী বিভিন্ন কল্যাণধর্মী কাজে ব্যয় করে। জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানরা যদি মাসে একটি করে হ্যামবার্গার কম খেয়ে তার দাম দিয়ে ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট কিনেন, তাহলে বছরে এক বিলিয়ন ডলার সংগৃহীত হতে পারে। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার প্রথম ইসলামী ব্যাংক 'মুয়ামেলাত' এই সার্টিফিকেট প্রবর্তন করেছেন। ইসলামী ব্যাংকিং-এর ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তারা একটি ওয়াক্ফ ম্যানেজমেন্ট ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে। তাদের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠা। বিশ্বব্যাংকের বিকল্প হিসেবে গড়ে তোলা হবে এই ব্যাংক। বিভিন্ন মুসলিম দেশে ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট বিক্রি করে এ ব্যাংক গঠনের জন্য পুঁজি সংগ্রহ করা হবে। ওয়াক্ফ নির্দেশিত খাতে সামাজিক উন্নয়নের চেষ্টা চালাবে এ ব্যাংক।[২] এ প্রসঙ্গে প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নান বলেন,

"Cash-waqf provides a unique opportunity for making investment

---

১. Mohammad Ali, Cash Waqf gets popularity, The financial express, Published : Sunday, 04 August 2013,

২. প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ.১১২

in different religious, educational andsocial services. Savings made from earnings by the well off of the society can be utilized by purchasing Cash-waqf Certificates. Income earned from the Certificates will be spent for different purposes like the purposes of the waqf properties itself. "[১]

এছাড়া আমাদের দেশে অমুসলিমদের অনেক জনকল্যাণমূলক সম্পত্তি রয়েছে যা দেবোত্তর সম্পত্তি নামে পরিচিত। পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করে এটিকে একান্তভাবে তাদের কল্যাণে ব্যবহার করা যেতে পারে। এসব সম্পত্তির উন্নয়ন এবং এগুলোকে সম্পদে পরিণত করতে একইভাবে অমুসলিম সম্পত্তি উন্নয়ন বন্ড প্রবর্তন করা যেতে পারে।[২] সমাজে এমন অনেক সচ্ছল ও বিত্তবান ব্যক্তি রয়েছেন যারা তাদের পিতা মাতা অথবা দাদা-দাদি, নানা-নানির পারলৌকিক কল্যাণ এবং উত্তরসূরীদের কল্যাণে 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' সৃষ্টির মন-মানসিকতা রাখেন। কিন্তু এরূপ কোন ব্যবস্থা চালু না থাকার কারণে বিত্তশালীরা এ ব্যাপারে অগ্রসর হতে পারছেন না। তাই সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকসহ বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ ক্যাশ ওয়াক্ফ প্রথা চালুর মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষে সামাজিক বিনিয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুতের শুভসূচনা করেছে। এ প্রসঙ্গে জনাব মোহাম্মদ আলী বলেন,

"Social Islami Bank Ltd (SIBL) for the first time introduced Cash Waqf since its inception in 1995. So far Islami Bank Bangladesh Ltd (IBBL) is the second commercial bank that launched it in late 2004. Thereafter, different other banks including Exim Bank Ltd, Prime Bank Ltd, AB Bank Ltd, First Security Islami Bank Ltd and Bank Asia Ltd launched the product. Some other banks including few state-owned banks are planning to open this deposit scheme. "[৩]

নিঃসন্দেহে দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও এক মহতী উদ্যোগ। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষে সরকারের নানা উদ্যোগের পাশাপাশি দেশী ও বিদেশী বহু এনজিও, ব্যক্তি এবং

---

১. Prof. Dr. M. A. Mannan, *Cash Waqf Certificate- An innovation in Islamic Financial Instrument* (Dhaka : Social Investment Bank Ltd. 1998), p.10

২. প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

৩. Mohammad Ali, Cash Waqf gets popularity, The financial express, Published : Sunday, 04 August 2013,

প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে। কিন্তু দারিদ্র বিমোচন সম্ভব হচ্ছে না। এর কারণ সঠিক পরিকল্পনার অভাব, সমন্বয়হীনতা, দুর্নীতি, অপচয় এবং দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীতে এদেশের মানুষের ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধের অনুপস্থিতি। অথচ দেশ, জাতি এবং এ ভূ-খণ্ডের মানুষের অনুভূতিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করে একটি বৈষম্যহীন অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা খুবই জরুরী। এ লক্ষেই সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক ক্যাশ ওয়াক্ফ কার্যক্রম চালু করেছে। নিম্নে সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক-এর দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যক্রম এবং এনজিওদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো। এতে স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হবে যে, ক্যাশ ওয়াক্ফ কার্যক্রমের ন্যায় জীবনঘনিষ্ট কার্যক্রমই এ দেশের দারিদ্র বিমোচন ও সমাজ উন্নয়নের জন্য সর্বাধিক উপযোগী ব্যবস্থা।

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক-এর দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যক্রম [১]

১. পারিবারিক ক্ষমতায়নের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সহযোগী জামানত ছাড়াই স্বামী-স্ত্রীর যৌথ দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে পারিবারিক গোষ্ঠীর মাধ্যমে পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ঋণদান নিশ্চিতকরণ।

২. কোন সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন ধাপ নেই, ক্ষুদ্র ঋণ অতীব দরিদ্রকেও অন্তর্ভুক্ত করে; যেমন– শহরের বস্তি ও রাস্তার ছেলেমেয়েরাও এর আওতাভুক্ত।)

৩. স্থায়ী সামাজিক পুঁজি সন্নিবেশের লক্ষে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে ঋণকে সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্তকরণ।

৪. সামান্য মুনাফা বা কোন ক্ষেত্রে মুনাফাবিহীন ঋণ দেয়া হয়। মাইক্রো ক্রেডিট কর্মসূচিতে মুনাফার হার ৮% হারে চার্জ নেয়া হয়।

৫. লাভের পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে লোকসানের ক্ষেত্রেও শেয়ার করার নিয়ম আছে এবং ভর্তুকি দেয়ার বিধান আছে।

৬. বিনিয়োগের সেবা-স্কিম এবং সঞ্চয়ী আমানতে সুবিধা দেয়া হয়, যাতে তারা তাদের কার্যক্রম চালাতে পারে।

৭. ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতা ও উদ্যোক্তাদের আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিংয়ের ঋণ সুবিধা লাভের জন্যও সহযোগিতা করা হয়। এর ফলে গরিবদের অনানুষ্ঠানিক ব্যাংকিংয়ের সীমানা অতিক্রম করার সুযোগ দেয়া হয়।

---

১. প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫-১০৬

৮. মূলত আমানতকারীর ফান্ডের উপর ঋণ নির্ভরশীল। কোন বাইরের অনুদান বা ঋণ নেই বললেই চলে।

৯. ঋণ আদায়ের রেট ৯৭% এটা হিসাব নিরীক্ষক কর্তৃক অনুমোদন করা।

১০. সংবিধিবদ্ধ বাইরের হিসাব নিরীক্ষক ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক জবাবদিহিতা পরীক্ষা করা হয়।

এনজিওদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যক্রম

১. অধিকাংশ বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) পুরুষদের পরিবর্তে নারীর ক্ষমতায়নে শুধু নারীদেরই ঋণ দান করে থাকে, যার ফলশ্রুতিতে পারিবারিক বিভেদ ও পরবর্তিতে পরিবারে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়। (গ্রামীণ ব্যাংকের ৯৫% ভাগের বেশী গ্রাহক নারী)

২. অধিকাংশ এনজিও'র ঋণদানের ক্ষেত্রে সদস্য হওয়ার প্রধান যোগ্যতা হল আধা একরের বেশী জমি থাকতে পারবে না এবং সর্বনিম্ন আয়ের একটি স্তর থাকতে হবে।

৩. সুদের ভিত্তিতে ঋণ দেয়া হয়, যা শরী'আহ্ সম্মত নয়।

৪. অধিকাংশ বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিতে সুদের হার ২০% থেকে ৩০%।

৫. লোকসান শেয়ার করার কোন বিধান নেই বরং খেলাপিদের প্রতি নির্মম আচরণের তথ্য পাওয়া যায়।

৬. বিনিয়োগের সেবা-স্কিম এবং সঞ্চয়ী আমানতে সুযোগ-সুবিধা দেয়ার সম্ভাবনা ও পরিধি খুবই সীমিত।

৭. ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতা ও উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিংয়ের সুবিধা লাভের জন্য কোন সহযোগিতা করা হয় না। এখানে গরিবদের অনানুষ্ঠানিক ব্যাংকিংয়ের সীমানা অতিক্রম করার সুযোগ নেই।

৮. অধিকাংশ কর্মসূচীই বাইরের অনুদানের উপর নির্ভরশীল।

৯. ঋণ আদায়ের হার ৯৫%- ৯৭% কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিরীক্ষণের ব্যবস্থা নেই।

১০. সংবিধিবদ্ধ বাইরের হিসাব নিরীক্ষক ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক জবাবদিহিতা পরীক্ষা কিংবা এ ধরনের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পড়ে না।[১]

উপরের পর্যালোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের কর্মসূচী এনজিওদর কর্মসূচী থেকে মৌলিকভাবে পৃথক এবং শরী'আহ্ মোতাবেক সামাজিক ও নৈতিকতা দ্বারা আবর্তিত, যা পারিবারিক ক্ষমতায়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে।[২] এ উদ্যেগের পথ প্রদর্শক সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডসহ চারটি ইসলামী ব্যাংকের ক্যাশ ওয়াক্ফ চালুর পদ্ধতি ও কার্যক্রম সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হল। এতে স্পষ্ট হবে যে, কিভাবে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব।

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ

'ক্যাশ ওয়াক্ফ' ইসলামী অর্থনীতি ও আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরে এক নতুন সংযোজন। সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ (এসআইবিএল) পরিবার ব্যবস্থাকে সুসংহত করে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বিনিয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের এক ত্রিমুখী ব্যাংকিং মডেল ও কর্মসূচী। আনুষ্ঠানিক (F0rmal), অনানুষ্ঠানিক (Non-Formal) ও স্বেচ্ছামূলক (Voluntary) এ তিনটি খাতের মাধ্যমে ব্যাংক তার ব্যতিক্রমধর্মী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্যাংক এর স্বেচ্ছামূলক খাতে পুঁজি বাজারের কার্যক্রম সংগঠিত করার প্রক্রিয়া হিসেবে ইতিহাসে এ প্রথম বারের মতো 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' সার্টিফিকেট স্কীম চালু করেছে। **এসআইবিএল ১৯৯৮ সালে সর্বপ্রথম স্বেচ্ছামূলক ব্যাংকিং খাতে 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' ডিপোজিট প্রবর্তন করে।**[৩] ক্যাশ ওয়াক্ফের মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে শুধুমাত্র মুনাফা অনাগতকাল ধরে ওয়াকিফের নির্দেশনা অনুযায়ী সমাজ ও মানবতার কল্যাণে ব্যয় করা হয়। এ প্রসঙ্গে ব্যংকের Managing Director Md Shafiqur Rahman বলেন,

"There are huge potentials of the Cash Waqf in contributing to boost the economy and alleviate the poverty." "SIBL is currently holding different programme, and moved for mass campaign including discussion and advertisement to create awareness about this scheme's importance among the people, and make it more popularised," Syed

১. প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫-১০৬

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫-১০৬

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

Joynul Abedin, AVP and Muraquib of SIBL's Shariah supervisory committee secretariat, told the FE. "Our bank gives highest weightage in the Cash Waqf account," he added. Mobilising social capital and spending it in benevolent purposes and among the poor, the Cash Waqf help circulate money in the economy and reduce financial imbalance between the rich and the poor."[১]

ক্যাশ ওয়াক্ফ স্কীমের অগ্রদূত হিসেবে এসআইবিএল ইতোমধ্যে দেশে ও বিদেশে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে। সামাজিক বিনিয়োগ ও সমাজকল্যাণে বিত্তশালীদের পারিবারিক উত্তরাধিকারের ক্ষমতায়নও এর লক্ষ্য।

ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট চালুর পেছনে ব্যাংকের উদ্দেশ্য

১. ক্যাশ ওয়াক্ফ সৃষ্টিতে সহায়তাকারী হিসেবে সার্বিক ব্যাংকিং সেবা প্রদান ও ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনায় সার্বিক সাহায্য করা।

২. সমাজের সচ্ছল ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের জীবিত ও পরলোকগত পিতা-মাতা ও ছেলে-মেয়ের স্মৃতি সংরক্ষণের লক্ষে ক্যাশ ওয়াক্ফ সৃষ্টি করে সামাজিক সঞ্চয় আহরণে (Mobilisation of Social Savings) সহযোগিতা করা।

৩. সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকান্ডে উৎসাহ বৃদ্ধি করে সামাজিক বিনিয়োগ (Social Investment) বৃদ্ধি ও সামাজিক সঞ্চয়কে মূলধনে রূপান্তর করণ (Capitalisation of Social Savings)।

৪. ধনীদের সম্পত্তির মাধ্যমে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন করা।

৫. সমাজের প্রতি সচ্ছল ও বিত্তবানদের যে দায়িত্ব রয়েছে সে সম্পের্কে তাদেরকে সচেতন করে তোলা।

৬. সামাজিক পুঁজি বাজার (Social Capital Market Operations) গঠনে সাহায্য করা।

---

১. Mohammad Ali, Cash Waqf gets popularity, The financial express, Published : Sunday, 04 August 2013,

৭. দেশের সার্বিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় (Development efforts) সহযোগিতা করা এবং সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক শান্তির এক অপূর্ব সংযোজন ঘটানো।

মানুষ মরণশীল। তাই যারা সুভবুদ্ধি সম্পন্ন, বিত্ত-বৈভবের অধিকারী ও প্রাচুর্যের শীর্ষে অবস্থান করছেন তাঁদেরকে অবশ্যই ভেবে দেখা প্রযোজন যে, তাঁর মৃত্যুর পর এ সম্পদ তাঁর নিজের ও সমাজের কতটুকু কল্যাণে আসবে? এ বাস্তবতাকে সামনে রেখেই সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ এর চালুকৃত ক্যাশ ওয়াক্‌ফ সার্টিফিকেট স্কীম সম্পদশালীদেরকে ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভের এক অপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছে। সুতরাং যে কেউ নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের ক্যাশ ওয়াক্‌ফ সার্টিফিকেট ক্রয় করতে পারেন –

* আপনার নিজের জন্য
* পিতা মাতার জন্য
* বংশধরদের জন্য
* স্বামী/ স্ত্রীর জন্য
* প্রতিবেশীর জন্য
* ভাই-বোনের জন্য
* দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়নের জন্য
* শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের জন্য
* বস্তিবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য
* এতিমদের শিক্ষা কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদানের জন্য
* মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা-সুবিধা প্রদানের জন্য
* আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য
* স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কর্মসূচী বিস্তারের জন্য
* শিক্ষা ও গবেষণা কার্যে সহায়তা করণে ‘শিক্ষা চেয়ার’ প্রতিষ্ঠার জন্য
* কোন নির্দিষ্ট রোগের উপর গবেষণা করার এবং রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠার জন্য
* হাসপাতাল ও ব্লাড ব্যাংক স্থাপনের জন্য
* যৌতক প্রথা নির্মূলে যৌতক বিহীন বিয়ে উৎসাহিত করার জন্য
* সমাজ কল্যাণের উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য
* পিতা-মাতা এবং যে কোন পূর্বসূরীর স্মৃতি রক্ষার্থে শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রকল্পে সহযোগিতার জন্য

* অমুসলিমদের সামাজিক সমস্যা সমাধানে সহযোগিতার জন্য
* ভিক্ষা বৃত্তি রোধে বিকল্প কর্মসংস্থান ও আয় বর্ধনমূলক প্রকল্পে সহযোগিতা প্রদান এবং ওয়াকিফের ইচ্ছানুযায়ী শরী'আহ সম্মত যে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য।

সর্বোপরি চারটি কল্যাণকর খাতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট ক্রয় করা যায়-

১. আপনার নিজের কল্যাণ (ইহলৌকিক/ পারলৌকিক)
২. পরিবারের কল্যাণ (ইহলৌকিক/ পারলৌকিক)
৩. সামাজিক কল্যাণ ও বিনিয়োগ
৪. দরদি সমাজ গঠন : (গরিবদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা এবং সচ্ছল ও বিত্তশালীদের জন্য সামাজিক শান্তি)

নিজের কল্যাণ

মানুষের দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। তাই মানুষ যতই বিত্ত-বৈভবের মালিক হোক না কেন অবশ্যই একদিন তাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মৃত্যুর পর তিনটি কাজ ব্যতীত মানুষের সকল কার্যক্রমের অবসান হয়ে যাবে। যে তিনটি কাজ অব্যাহত থাকবে তা হচ্ছে- কল্যাণকর জ্ঞান, সুসন্তান ও সাদাকায়ে জারিয়াহ্।[১] ক্যাশ ওয়াক্ফ সাদাকায়ে জারিয়ার আওতায় পড়ে। ক্যাশ ওয়াক্ফ সাদাকায়ে জারিয়াহ্ হিসেবে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আর অন্য ধর্মালম্বী হলেও এ পৃথিবীতে মানুষ তার ভাল কাজের জন্য পুরস্কৃত হতে পারেন সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকে। কেননা সব ধর্মেই মানবসেবার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অন্য ধর্মালম্বীদের জন্য এসআইবিএল নন-মুসলিম ট্রাস্ট বন্ড এবং ট্রাস্ট প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট স্কীম চালু করেছে। যার মাধ্যমে সমাজের ব্যাপক ও সর্বজনীন কল্যাণ সাধন সম্ভব।

পরিবারের কল্যাণ

প্রত্যেকেই তার পিতা-মাতাকে ভালবাসেন এবং পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তা পালন করতে চান। তাছাড়া পিতা-মাতা জীবিত থাকাকলীন সময়ে তাঁদের সেবা করা ও তাঁদেরকে সুখী করা প্রত্যেক সন্তানেরই পবিত্র দায়িত্ব। পিতা-মাতার ইন্তিকালের পর তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনাও প্রত্যেক সন্তানের জন্য কুরআনে অপরিহার্য ঘোষণা করেছে।[২] এসআইবিএল-এর ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট স্কীম বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি এ দায়িত্ব পালনের সুয়োগ করে দিয়েছে।

---

১. আবু ঈসা আত-তিরমিযী, জামে তিরমিযী, ১ম খণ্ড, দেওবন্দ, ভারত, তা. বি. পৃ. ১৬৫
২. আল কুরআন, ১৭ : ২৩-২৪

অন্যদিকে নিজের ছেলে-মেয়ে বা অন্য কারো ভরণ-পোষণের কিংবা ভবিষ্যৎ চিন্তা যেমন লেখাপড়া ও বিয়েসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট ক্রয় করা যেতে পারে। এ সার্টিফিকেট ক্রয়ের ফলে এর থেকে যে লভ্যাংশ আসবে তা দিয়ে ওয়াকিফের উদ্দেশ্য খুব সহজেই পূরণ হতে পারে। এতে করে উত্তরাধিকারীগণ সম্পদ নষ্ট করে ফেলার কোন আশঙ্কা থাকে না; বরং এতে তাদের মঙ্গল হবে এবং ওয়াকিফের বংশধরদের ক্ষমতায়নও সাধিত হবে।

সামাজিক কল্যাণ ও বিনিয়োগ

প্রত্যেক বিত্তশালী ও প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানী ব্যক্তিই চায় সমাজের কল্যাণে মূল্যবান অবদান রাখতে। এসআইবিএল এর ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট স্কীম এ ক্ষেত্রে বিত্তশালীদের অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। ওয়াকিফের ওয়াক্ফকৃত অর্থের লভ্যাংশ দ্বারা তিনি মসজিদ, মাদ্‌রাসা, মক্তব, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রাখতে পারেন। নিজের কিংবা পরিবারের কারো নামে প্রতিষ্ঠান তৈরী করে ঐ প্রতিষ্ঠানের ব্যয় ভার নির্বাহের জন্য ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট ক্রয় করতে পারেন। এর লভ্যাংশ দ্বারা প্রতিষ্ঠানটির যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কাজ পরিচালনা করা যেতে পারে। পিতা-মাতা এবং যে কোন পূর্বসূরীর স্মৃতি রক্ষার্থে ও শিক্ষা, গবেষণা, ধর্ম এবং সমাজ সেবার যে কোন প্রকল্পে এর দ্বারা সহযোগিতা করা যেতে পারে। তাছাড়া এ স্কীমের মাধ্যমে গ্রামের কিংবা স্থানীয় দরিদ্র জনসাধরণের চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা যেতে পারে।

ওয়াকিফ তার এলাকার কোন মসজিদও প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এর ব্যয় নির্বাহের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ক্যাশ ওয়াক্ফ করতে পারেন। তা থেকে অর্জিত মুনাফা দ্বারাই ইমাম মুয়াজ্জিনের সম্মানীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মসজিদটিকে কেন্দ্র করে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশমূলক কর্মসূচীও বাস্তবায়িত হতে পারে ক্যাশ ওয়াক্ফের মাধ্যমে। একইভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় কোন হাসপাতাল বা চিকিৎসা সেবাকেন্দ্র। ওয়াকিফের ওযাক্ফকৃত অর্থে এ ধরণের প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতে কোন বাধা নেই। দেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়ছে। যে কোন বিত্তশালী ইচ্ছে করলে ব্যাংকের সহায়তায় সীমিত আকারে হলেও ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন কর্মসূচী হাতে নিতে পারেন। বস্তিবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নেও বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন। বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে **'শিক্ষা** চেয়ার' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও অনেকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে অবদান রাখছেন। ইচ্ছে করলে যে কেউ ক্যাশ ওয়াক্ফের মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বৃত্তি প্রদানের জন্যও ক্যাশ ওয়াক্ফ স্কীম চালু করা যায়।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করা যায়। যেমন কেউ যদি প্রতি বছর কয়েক জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করতে চায়, সে ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে অর্থ প্রদান করলে এ মহতী উদ্যোগ বেশী দিন স্থায়ী নাও হতে পারে। নিজের বিভিন্ন ব্যস্ততা ও সময়ের অভাব তো আছেই। কিন্তু একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ যদি ক্যাশ ওয়াক্‌ফে জমা রেখে কেউ এ কাজ করতে চায় তাহলে মূল অর্থ অক্ষত রেখে এর অর্জিত আয় দ্বারাই বৃত্তি প্রদান কর্মসূচী অনন্তকাল ধরে অব্যাহত রাখা যায়। এতে করে ব্যক্তি ও সমাজের উপকার হবে অনেক বেশী। যৌতক বিহীন বিয়ের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। হঠাৎ কাউকে অর্থ দান না করে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়ে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ সার্টিফিকেট কিনে এর আয় দ্বারাই প্রতি বছর নির্দিষ্ট সংখ্যক যৌতক বিহীন বিয়েতে অবদান রাখা যায়। অর্থাৎ সাময়িক দানের অর্থ দ্বারাই ক্যাশ ওয়াক্‌ফ সার্টিফিকেট ক্রয় করলে সমাজের মানুষ এর ফল ভোগ করবে যুগ যুগ ধরে। সাময়িক যে দান তা হয় ক্ষণস্থায়ী ও অপরিকল্পিত। কিন্তু ক্যাশ ওয়াক্‌ফ এর দান হবে পরিকল্পিত ও শাশ্বত। ফলে অনন্তকাল ধরে সুবিধা পাবে ব্যাপক জনগোষ্ঠী।

দরদি সমাজ গঠন

ক্যাশ ওয়াক্‌ফ সার্টিফিকেট ক্রয়ের মাধ্যমে একটি দরদি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ গঠনে মূল্যবান অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। ক্যাশ ওয়াক্‌ফের তহবিল সমাজে যে বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টি করবে তার মাধ্যমে গরিবের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে ও তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন হবে। অন্যদিকে বিত্তশালী ব্যক্তিও এক ধরণের সামাজিক শান্তি অনুভব করবে। গরিব ও বিত্তশালীদের মাঝে সৃষ্টি হবে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির সেতুবন্ধন। আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসবে। এভাবে তারা একটি নতুন সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হবে যেখানে একে অপরের উপর আস্থাশীল হবে। সবাই পরস্পরের সহযোগিতা নিয়ে সমৃদ্ধ এক সমাজ বির্নিমাণে এগিয়ে যাবে। এখানে ভেবে দেখার বিষয় হচ্ছে, যে উদ্দেশ্যেই ক্যাশ ওয়াক্‌ফ সার্টিফিকেট ক্রয় করা হোক না কেন এর দ্বারা সমাজের ব্যাপক কল্যাণ সাধিত হবে। আর এর বিনিময়ে ব্যক্তি আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করতে পারেন। সুতরাং সমাজের উন্নয়নের চাকাকে গতিশীল করতে এবং আখিরাতে নাজাতের পথ প্রশস্ত করতে ক্যাশ ওয়াকফ বিশেষ অবদান রেখে থাকে।

তহবিলের নিরাপত্তা

এসআইবিএল ওয়াক্‌ফকৃত অর্থের নিরাপত্তার সর্বোচ্চ গ্যারান্টি দিয়ে থাকে। কারণ এ ব্যাংক একটি তফসিলি ব্যাংক, যার প্রতিটি কার্যকলাপ বাংলাদেশ ব্যাংক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং কারো অর্থ

বেহাত হওয়া কিংবা বিনষ্ট হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই। উপরন্তু এ কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তি সমাজের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কল্যাণে অবদান রাখতে পারেন। সর্বোপরি এ সহযোগিতার মাধ্যমে অচিরেই সৃষ্টি করা যাবে সামাজিক পুঁজি বাজার (Social Capital Market) এর কার্যক্রম। ক্যাশ ওয়াক্‌ফ সার্টিফিকেট ক্রয়ের মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তি সামাজিক বিনিয়োগে স্থায়ী অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। ক্যাশ ওয়াক্‌ফ এর অর্থ যেহেতু স্থায়ীভাবে (শাশ্বত) জমা, সেহেতু ব্যাংকও এ অর্থ বিনিয়েগে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। ক্যাশ ওয়াক্‌ফকৃত অর্থ ব্যাংক শরী'আহ মোতাবেক বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক অর্থনৈতিক কার্যক্রমে বিনিয়োগ করতে পারবে।

ক) স্বল্প মেয়াদী বিনিয়োগ : দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, টোকাই পুনর্বাসন প্রকল্পে বিনিয়োগ ইত্যাদি।

খ) মধ্য মেয়াদী বিনিয়োগ : কুটির শিল্প, তাঁত শিল্প, ক্ষুদ্র বস্ত্র শিল্প ও ডেইরী ফার্ম ইত্যাদি।

গ) দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ : বিভিন্ন ভারী শিল্প ও কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

এর ফলে সমাজে নতুন নতুন কর্ম-সংস্থানের সৃষ্টি হবে। বিপুল সংখ্যক বেকার লোক জীবিকা অর্জনের সুযোগ পাবে এবং সমাজের অগ্রগতি সাধিত হবে। এটা হবে পরোক্ষভাবে আপনারই দান। এর ফলে সমাজে স্থায়ী শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে এ ধরণের কাজ করা খুব একটা সহজ নয়। কেননা প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংকিং এর প্রকৃতিই এমন যে, এ অর্থ স্থায়ী ও টেকসই কোন প্রকল্পে বিনিয়োগের তেমন বেশী সুযোগ থাকে না।

এসআইবিএল-এর ক্যাশ ওয়াক্‌ফ সার্টিফিকেট কার্যক্রম

ক্যাশ ওয়াকফের জন্য চারটি খাতের অধীনে ৩২টি উপখাতের উল্লেখ থাকলেও এ উপখাত শরী'আহ সম্মতভাবে অসংখ্য হতে পারে। ওয়াকিফ ক্যাশ ওয়াক্‌ফ এর মুনাফা নিম্নোক্ত খাতসহ শরী'আহ সম্মত যে কোন খাতে বন্টন করার জন্য ব্যাংককে নির্দেশ দিতে পারেন।

ক. ক্যাশ ওয়াক্‌ফ ইসলামী শরী'আহ সম্মত দান (Endowment) হিসেবে গ্রহণ করা হবে। ওয়াকিফের (সার্টিফিকেট ক্রেতার) পক্ষ থেকে ব্যাংক ওয়াক্‌ফ এর ব্যবস্থপনা সম্পন্ন করবে।

খ. ওয়াক্‌ফ শাশ্বত ও চিরন্তন এবং এ হিসাব ওয়াকিফের দেয়া নামে চালু থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ. ওয়াকিফ স্বাধীনভাবে ব্যাংক নির্ধারিত ৩২ টি খাত থেকে এক বা একাধিক কিংবা নিজের ইচ্ছেমত শরী'আহ সম্মত যে কোন খাত বাছাই করতে পারেন। এ ৩২ টি খাত হচ্ছে :

পরিবার পুনর্বাসন

১. দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী পল্লী জনগোষ্ঠীর অবস্থার পরিবর্তন;

২. শারীরিকভাবে অক্ষম এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন;

৩. ভিক্ষুক পুনর্বাসন;

৪. পথ ভ্রষ্ট মহিলাদের পুনর্বাসন;

৫. নগরীর বস্তিবাসী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়ন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

৬. এতিমদের শিক্ষা, যেমন : বিনামূল্যে পোষাক ও পুস্তক বিতরণ;

৭. দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যুগোপযোগী শিক্ষার বিস্তার ও উন্নয়ন;

৮. গৃহে শিশুদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা সুবিধা প্রদান, মায়েদের শিক্ষা কর্মসূচী;

৯. শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলার সুযোগ;

১০. স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং শিল্পকলার বিকাশ ও উন্নয়ন;

১১. দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা;

১২. বৃত্তির আকারে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান;

১৩. উচ্চতর কারিগরী শিক্ষায় সহযোগিতা প্রদান;

১৪. দুর্গম ও অবহেলিত অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে সহযোগিতা প্রদান;

১৫. কোন নির্দিষ্ট মাদ্রাসা/ স্কুল /কলেজকে অর্থায়ন;

১৬. মেধাবী প্রজন্মের জন্য সুশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি;

১৭. পিতা, মাতা এবং যে কোন পূর্বসূরীর স্মৃতি রক্ষার্থে শিক্ষা, গবেষণা, ধর্ম এবং সমাজ সেবার ক্ষেত্রে যে কোন প্রকল্পে সহযোগিতা প্রদান;

১৮. 'শিক্ষা চেয়ার' প্রতিষ্ঠা।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

১৯. গ্রামীণ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান;

২০. বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ (গৃহ, স্কুল, মসজিদ, বস্তি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে);

২১. হাসপাতাল ও ক্লিনিকসহ বিভিন্ন চিকিৎসা কর্মসূচী, বিশেষ করে গরিবদের জন্য;

২২. স্বাস্থ্য গবেষণা অনুদান, নির্দিষ্ট রোগের ক্ষেত্রে গবেষণা।

সামাজিক উপযোগিতা সেবা

২৩. ঝগড়া ও কলহ নিরসন (গ্রাম্য মামলা/ মকদ্দমা);

২৪. বিপর্যস্ত মহিলাদের (Destitute Women) আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনগত সহযোগিতা প্রদান;

২৫. দরিদ্র মেয়েদের যৌতক বিহীন বিবাহ অনুষ্ঠানে সহযোগিতা প্রদান;

২৬. গ্রামের রাস্তাঘাট ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর রক্ষণাবেক্ষণ;

২৭. শান্তিপ্রিয় অমুসলিমদের সহযোগিতা প্রদান এবং তাদের সামাজিক সমস্যার সমাধান;

২৮. মাদকাসক্তি, জুয়া এবং সামাজিক অনাচারসহ চুরি ও অন্যান্য সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা;

২৯. সামাজিক উপযোগিতা ও সেবা প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ, স্থাপন ও উন্নয়ন;

৩০. কোন মুনাফা অর্জনক্ষম (Income generating) কর্মসূচীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট মসজিদ / মসজিদ-সম্পত্তির উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

৩১. কোন মুনাফা অর্জনক্ষম (Income generating) কর্মসূচীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট কবরস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ;

৩২. কোন মুনাফা অর্জনক্ষম (Income generating) কর্মসূচীর মাধ্যমে ঈদগাহ এর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

ঘ. বিভিন্ন সময়ে ব্যাংক ঘোষিত সর্বোচ্চ হারে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ হিসাবে লভ্যাংশ প্রদান করা হবে।

ঙ. ওয়াক্‌ফকৃত মূল অর্থ অক্ষত থাকবে এবং কেবলমাত্র লভ্যাংশ ওয়াকিফ নির্ধারিত খাতে ব্যয় করা যাবে। অব্যয়িত লভ্যাংশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল ওয়াক্‌ফের সাথে যোগ হয়ে লভ্যাংশ আহরণ করে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে।

চ. ওয়াকিফ তার নির্দেশিত খাতে সমুদয় লভ্যাংশ ব্যয় করা জন্য ব্যাংককে নির্দেশ দিতে পারবেন।

ছ. ওয়াকিফ ওয়াক্‌ফের জন্য নির্ধারিত সমুদয় অর্থ এককালীন জমা করতে পারেন; অথবা তিনি ওয়াক্‌ফের নির্দিষ্ট সমুদয় অর্থের ঘোষণা দিয়ে প্রাথমিক অবস্থায় নূন্যতম ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা (অথবা সমান টাকা মূল্যের বিদেশী মুদ্রা) জমা করে পরবর্তী সময়ে হাজার টাকার গাণিতিক অংকে বাকি অর্থ কিস্তিতেও জমা করতে পারবেন।

জ. ওয়াকিফ সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ এ রক্ষিত তার একাউন্ট থেকে নির্দিষ্ট হারে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ হিসাবে অর্থ স্থানান্তরের জন্য ব্যাংককে নির্দেশ দিতে পারবেন।

ঝ. ক্যাশ ওয়াক্ফ এর অর্থ নির্দিষ্ট জমা রশিদ ভাউচারের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে এবং যখন ঘোষিত পূর্ণ অর্থ ব্যাংককে প্রদান সম্পন্ন করা হবে তখনই পুরো অর্থের জন্য একটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

ঞ.ক্যাশ ওয়াক্ফ হিসাবের নীতিমালা এবং আইন-কানুন শরী'আহ সম্মত পন্থায় সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

ক্যাশ ওয়াক্ফ স্কীমের লভ্যাংশ বেনিফিসিয়ারীদের মধ্যে বন্টন

১. ওয়াকিফ কর্তৃক নির্দেশিত (সাধারণ খাত)

ওয়াকিফ যদি মুনাফা বন্টনের জন্য উপরের খাতসমূহ হতে এক বা একাধিক খাত নির্দেশ করেন তবে তাকে সাধারণ খাত (General) বলা হয়। এক্ষেত্রে মুনাফা ব্যাংক কর্তৃক ওয়াকিফের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যয় করা হয়।

২. ওয়াকিফ কর্তৃক নির্দেশিত (বিশেষ খাত)

ওয়াকিফ যদি মুনাফা বন্টনের জন্য উপরের খাতসমূহ নির্দেশ করার পাশাপাশি মুনাফা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদানের নির্দেশ করেন তবে তাকে বিশেষ খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক অর্জিত মুনাফা প্রতিবছর হিসাব সমাপনান্তে ওয়াকিফের নির্দেশিত উপকারভোগীর (Beneficiary) নিকট পে-অর্ডারের মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে।

ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিট স্কীম খোলার পদ্ধতি

যে কোন মুসলিম 'ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট' ক্রয় করতে পারবেন। যে কোন ব্যক্তি একাধিক সার্টিফিকেটও ক্রয় করতে পারেন। ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিট স্কীম দুটি উপায়ে খোলা যায় :

১. এককালীন দানের মাধ্যমে (Lumpsum Basis)

২. কিস্তি ভিত্তিক দানের মাধ্যমে (Installment Basis)

এককালীন দানের ক্ষেত্রে ওয়াক্ফকৃত ঘোষিত টাকার পুরোটাই একসাথে জমা দিতে হয়। এক্ষেত্রে ওয়াকিফ এর বরাবর তাৎক্ষণিকভাবে সার্টিফিকেট ইস্যূ করা হয়। অন্যদিকে ওয়াকিফ কর্তৃক ওয়াক্ফকৃত ঘোষিত টাকার পুরোটা একসাথে জমা না দিয়ে কিস্তি ভিত্তিক জমা দানেরও সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে সার্টিফিকেট ঘোষিত পরিমাণ টাকা পরিশোধের পরে প্রদান করা হয়। যে কোন

ধর্মপ্রাণ মুসলমান ১০০/= টাকা জমা দিয়ে ক্যাশ ওয়াক্ফ খুলতে পারেন। উল্লেখ্য ওয়াকিফ কর্তৃক নির্দেশিত বিশেষ খাতে (Specific) সর্বনিম্ন জমার পরিমাণ ১,০০০/= (এক হাজার) টাকা।

ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিট স্কীমের মাধ্যমে ওয়াকিফের প্রাপ্য সুবিধা

ক) প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পারিবারিক ঐতিহ্য সুদৃঢ় করতে পারেন।

খ) স্বেচ্ছামূলক ব্যাংকিং খাতে সামাজিক পুঁজি বাজার গঠনে অবদান রাখতে পারেন।

গ) সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক শান্তি স্থাপনে ভূমিকা রাখতে পারেন।

ঘ) দরদি সমাজ গঠনে আপনার পারিবারিক অবদান নিশ্চিত করতে পারেন।

ঙ) ওয়াকিফ নিজের, পূর্বপুরুষ, উত্তরাধিকারীর নামে ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট ক্রয় করতে পারেন।

চ) ওয়াক্ফকৃত অর্থের মুনাফা ওয়াকিফ মনোনিত ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠান অথবা তাঁর নির্দেশিত খাত অথবা ব্যাংক কর্তৃক শরী'আহ্ সম্মত খাতে জনকল্যাণে ব্যয় করার সুযোগ পেতে পারেন।

এসআইবিএল-এর বর্তমান ক্যাশ ওয়াক্ফ কার্যক্রম

ক্যাশ ওয়াক্ফের মুনাফা এবং এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরো কিছু উৎস [১] থেকে প্রাপ্ত অর্থ এসআইবিএল প্রধান প্রধান যে সকল খাতে বর্তমানে সহায়তা প্রদান করে চলছে সে খাতগুলো হচ্ছে :

১. ব্যক্তি পর্যায়ে প্রদত্ত আর্থিক অনুদান

ক) গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান।

খ) গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান।

গ) গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বই, খাতা ইত্যাদি ক্রয় এবং কলেজে ভর্তি ফি বাবদ সহায়তা দান।

---

১. এসআইবিএল-এর ক্যাশ ওয়াক্ফের মুনাফার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ খাত বলতে কমপেনসেশন (ক্ষতিপূরণ/জরিমানা), ডাউটফুল ইনকাম (সন্দেহজনক অর্থ) এবং ব্যাংকের যাকাতের টাকা ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে।

ঘ) অর্থের অভাবে পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায় এমন ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার ব্যয় নির্বাহ।

ঙ) ক্যান্সার, হার্ট এটাক এবং অন্যান্য জটিল রোগীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান।

চ) পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীদের পারিবারিক পুনর্বাসন এবং পঙ্গু ব্যক্তিদের হুইল চেয়ার প্রদান।

ছ) কৃত্রিম পা সংযোজনে সহায়তা প্রদান।

জ) কন্যাদায়গ্রস্ত মাতা-পিতাকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

ঝ) পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির অকাল মৃত্যুতে পরিবার পুনর্বাসনে আর্থিক সাহায্য প্রদান।

ঞ) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা/ পুনর্বাসন।

ট) শীতার্ত মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ।

২. শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত আর্থিক অনুদান

ক) মসজিদ, মাদ্‌রাসা, মক্তব, প্রাইমারী স্কুল ও এতিমখানায় আর্থিক সাহায্য প্রদান।

খ) প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান প্রদান। এক্ষেত্রে যেসব প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করা হয়েছে তম্মধ্যে স্কুল ফর গিফটেড চিলড্রেন, রাজশাহী, সোসাইটি ফর দি ওয়েলফেয়ার অব অটিস্টিক চিলড্রেন, ঢাকা, সেন্টার ফর রিহ্যাবিলিটেশন অব প্যারালাইজ্‌ড (সিআরপি) সাভার, ঢাকা অন্যতম। এ ছাড়াও

* নও মুসলিম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, ঢাকা।
* জার্নালিজম ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন।
* ক্যাম্পাস সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, ঢাকা।
* বাংলার পাঠশালা : বস্তিবাসী শিশুদের মাঝে শিক্ষার আলো পোঁছে দেয়ার একটি কার্যক্রম
* সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা এবং
* বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষের আহবানে নৌ-দূর্ঘটনায় নিহত পরিবারের পুনর্বাসনের লক্ষে বিনা মুনাফায় ১ কোটি টাকার 'করযে-হাছানা' প্রদান।

এতদ্ব্যতীত বন্যাদুর্গতদের সাহায্যে ইসলামী ব্যাংক কনসালটেটিভ ফোরাম, বাংলাদেশ আর্মি রিলিফ ফান্ড, প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিল, এবং প্রধান মন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৩. সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত আর্থিক অনুদান

ক) সেন্টার ফর রিহ্যাবিলিটেশন অব প্যারালাইজ্‌ড (সিআরপি) সাভার, ঢাকা।

খ) সাইট সেভারস ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা।

গ) কিডনী ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

ঘ) বাংলাদেশ ক্যান্সার ফাউন্ডেশন হাসপাতাল, ঢাকা।

ঙ) জাতীয় অন্ধকল্যাণ সমিতি হাসপাতাল, কুমিল্লা।

চ) ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল মগবাজার, ঢাকা।

ছ) বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া হাসপাতাল, গ্রীন গার্ডেন টাওয়ার, ঢাকা।

জ) মানিকগঞ্জ জেলার ডায়বেটিক হাসপাতাল চত্বরে ব্লাড ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৪.সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম

ক) ফ্যাশন আই হাসপাতাল, সাইট সেভারস (ইন্টারন্যাশনাল), ইস্ট-ওয়েস্ট মেডিকেল কলেজের মাধ্যমে গরিব রোগীদের চোখের ছানি অপারেশন এবং চশমা প্রদান করা হয়।

খ) ফ্যাশন আই হাসপাতালের মাধ্যমে সায়েদাবাদ, গাবতলী ও মহাখালী বাস টার্মিনালে বাস ড্রাইভার ও হেলপারদের বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা, অপারেশন এবং ঔষধ প্রদান করা হয়।

গ) ইস্ট-ওয়েস্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মাধ্যমে মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন করে গরিব রোগীদের বিনামূল্যে বিভিন্ন চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

ঘ) সাউথ ভিউ হাসপাতাল, ঢাকা এর মাধ্যমে দেশ ব্যাপী গরিব রোগীদের বিনামূল্যে ঠোঁট ও তালু কাটা অপারেশন পরিচালনা করা হয়।

ঙ) দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টের মাধ্যমে জানতে পেরে লালমনির হাট জেলার ৯৫ বছরের বৃদ্ধ জনাব হাসানাত উল্লাকে গরু এবং আর্থিক পুঁজি প্রদান করা হয়েছে, যিনি অর্থাভাবে গরুর পরিবর্তে স্বয়ং তেলের ঘানি টেনে মানবেতর জীবনযাপন করছিলেন।

চ) এছাড়া দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত **" সাহায্যের হাত বাড়ান"** শীর্ষক আহবানে সাড়া দিয়ে অসহায় গরিব রোগীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে।

অতএব যেখানে মানবতা বিপন্ন, দারিদ্রের নির্মমতায় অসহায় মানুষ যখন মৌলিক চাহিদা মেটাতে অক্ষম, এসআইবিএল ক্যাশ ওয়াক্‌ফের মাধ্যমে সেখানে হাত বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া একটি সুন্দর ও

সুখী সমাজ গঠনের জন্য যেখানে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে এসআইবিএল সে সকল ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায় এতদিন আমরা ওয়াক্ফ সম্পত্তির কথা জেনে এসেছি। সে সব ওয়াক্ফ সম্পত্তির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নের চেষ্টা করা হতো। তবে বর্তমানে ওয়াক্ফ সম্পত্তির অধিকাংশই দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। ওয়াক্ফ সম্পত্তির কোটি কোটি টাকা একটি চিহ্নিত গোষ্ঠী লুটপাট করে চলছে। সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ক্যাশ ওয়াক্ফ এক নবদিগন্তের সূচনা করেছে। ব্যাংকের মাধ্যমে এ ক্যাশ পরিচালিত হওয়ায় এতে ওয়াক্ফকারীর আমানত যেমন স্থায়ীত্ব লাভ করবে তেমনি বিভিন্ন সামাজিক বিনিয়োগ কাজে তা ব্যয় হবে। ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিট স্কীম খোলার মাধ্যমে মানবতার কল্যাণ সাধন তথা সাদাকায়ে জারিয়ার সাওয়াব পাওয়া যায়। ইসলামে দানকে এক বিরাট সাওয়াবের কাজ বলে গণ্য করা হয়। দানের ফলে ইহকালে মনবজীবনের বালা-মুসিবত দূর এবং পরকালে পুণ্য লাভের কথা পবিত্র কুরআন ও হাদিসে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে। মানুষের মৃত্যুর পর এ দানই জান্নাত পাওয়ার পথ সুগম করবে। তাই ধর্মপ্রাণ ও বিত্তশালী ব্যক্তি মাত্রই ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিট স্কীমে বিনিয়োগ করে ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভের সুযোগ পেতে পারেন। ক্যাশ ওয়াকফে বিনিয়োগকৃত মূল টাকা এস আই বি এল আজীবন সংরক্ষণ করার এবং মুনাফা নির্ধারিত খাতে যথাযথভাবে বন্টন করার নিশ্চয়তা দেয়, যার কোন ব্যত্যয় ঘটবে না ইনশাল্লাহ্।[১]

আইসিবিএল-এর স্বেচ্ছাসেবা খাতে ব্যাংকিং

মসজিদ-ওয়াক্ফ সম্পত্তি উন্নয়ন কর্মসূচী (ক্ষুদ্র বিপণী কেন্দ্র)

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক অর্থনীতির তৃতীয় খাতকে আর্থিকভাবে মূল্যবান করে তোলার ঘোষিত প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে এই প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে। এই ব্যাংক দারিদ্র্য বিমোচনে অংশগ্রহণকারী যৌথ উদ্যোগে ত্রিখাত ব্যাংকিং-এর এক অন্যন্য মডেল। এই ব্যাংক আনুষ্ঠানিক খাতে গ্রাহক চাহিদা (Custom Toilor) মাফিক গ্রুপ কার্যক্রম ও মসজিদের সম্পত্তি উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষে কাজ করছে। মসজিদ ও ওয়াক্ফ সম্পত্তি হচ্ছে আমাদের দেশের স্থানীয় সম্পদ, যা সামগ্রিকভাবে জনগণের স্বত:স্ফূর্ত অংশ গ্রহণ এবং আর্থিক সহায়তায় পরিচলিত হয়। মসজিদ এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তি সংলগ্ন বিস্তীর্ণ জায়গা অব্যবহৃত পড়ে থাকে, যা অনায়াসে বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে লাভজনক কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

১. প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-২০

এসব অব্যবহৃত জায়গায় ব্যবসা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। ব্যাংক থেকে অর্থ সহায়তা দিয়ে এসব জায়গায় মসজিদের ইমাম বা স্থানীয় গরিব লোকদের ছোটখাটো ব্যবসায় নিয়েজিত করা যেতে পারে। এছাড়াও বড় মসজিদ সংলগ্ন ক্ষুদ্র বিপণী কেন্দ্র নির্মাণে অর্থ যোগান এবং মসজিদের আশপাশের দোকান মালিককে স্থায়ী উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য বিনিয়োগ করা যায়। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের বিনিয়োগকে সমন্বিত করার পর দোকান থেকে প্রাপ্ত ভাড়া মসজিদের বিশেষ আয় হিসেবে গণ্য হবে। মসজিদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিশাল সম্পদকে এভাবে কাজে লাগানো যায়। এছাড়াও মসজিদকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গণ্য করে মসজিদের আশপাশে আরো উৎপাদনশীল কর্মকান্ডকে বিকশিত করার কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। ঢাকা মহানগরীর উত্তর খানে এ ধরণের একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। উত্তর খান কাজী বাড়ী জামে মসজিদের পাশে আটটি দোকান নির্মাণ করা হয়। স্থানীয় গরীব উদ্যোমী লোকদের মধ্য থেকে এসব দোকানদার বাছাই করা হয়। বিনিয়োগকৃত অর্থ ৭ বছরের মেয়াদে পরিশোধযোগ্য। দোকানদারদের কাছে এই বিনিয়োগকৃত অর্থ হচ্ছে, তাদের এবং তাদের পরিবার উন্নয়নের লক্ষে গৃহীত ব্যাংকের সামগ্রিক কার্যক্রমের একটি অংশ। এক সময় মসজিদ সংলগ্ন যে জায়গা খালি থাকত এখন তা হয়েছে বিপণী কেন্দ্র। ব্যাংক অত্যন্ত সচেতনভাবে এই কর্মসূচী বিন্যাস করেছে, যা সংশ্লিষ্ট লোকদের পরিবারকে ক্ষমতাবান করবে এবং তাদের জন্য উপার্জনের আর্থ-সামাজিক সুযোগ সৃষ্টি করবে।[১]

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

মুদারাবা ওয়াক্ফ ক্যাশ সঞ্চয়ী হিসাব

ক্যাশ ওয়াক্ফ ব্যাংকিং জগতে বিশেষত ইসলামী ব্যাংকিং জগতে একটি নতুন সংযোজন। Islami Bank Bangladesh Ltd (IBBL) is the second commercial bank that launched it in late 2004.[২] এর ফলে সামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগের নবদিগন্ত উম্মোচিত হয়েছে। এই লক্ষে মুদারাবা ওয়াক্ফ ক্যাশ ডিপোজিট প্রকল্প এর আওতায় "মুদারাবা ওয়াক্ফ ক্যাশ জমা হিসাব" (Mudaraba Waqf Cash Deposit Account) (MWCDA) নামে একটি হিসাব চালু করা হয়েছে। এ হিসাবের মাধ্যমে সমাজের বিত্তবান ও ধনী মানুষের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। ইসলামী ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা বলেন,

"An official of the IBBL told the FE that the bank have been

১. প্রফেসর ড.এম.এ.মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯
২. Mohammad Ali, Cash Waqf gets popularity, The financial express, Published : Sunday, 04 August 2013, http://www.thefinancialexpress

getting quite good responses from the people to the product. "Till July 31, 2013, a total of Tk 408.2 million has been deposited in the Cash Waqf accounts opened with different branches of the IBBL across the country," he said. ” [১]

এ অর্থ লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে তা থেকে অর্জিত মুনাফা দারিদ্র বিমোচন ও বিভিন্ন কল্যাণধর্মী কাজে ব্যয় করা হয়। এ হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক সমাজে ওয়াক্ফ এর সুফল এবং জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। এ ছাড়াও তা সমাজের বিত্তবানদের অর্থ বঞ্চিতদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে, যা দেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান প্রদানে সহায়ক হচ্ছে। ক্যাশ ওয়াক্ফ সামাজিক বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহেও অর্থায়নে সম্পূরক ভূমিকা রাখতে পারে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

* ক্যাশ ওয়াক্ফ সৃষ্টিতে সহায়তাকারী হিসেবে সার্বিক ব্যাংকিং সেবা প্রদান ও ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনায় সার্বিক সাহায্য করা।

* সমাজের সচ্ছল ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের জীবিত ও মৃত পিতা-মাতা ও ছেলে-মেয়ের স্মৃতি সংরক্ষণ এবং পারিবারিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করণের লক্ষে ক্যাশ ওয়াক্ফ সৃষ্টি করে সামাজিক সঞ্চয় আহরণে সহযোগিতা করা।

* সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকান্ডে উৎসাহ প্রদান করে সামাজিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও সামাজিক সঞ্চয়কে মূলধনে রূপান্তরকরণ।

* ধনীদের সম্পত্তির মাধ্যমে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন করা।

* সমাজের প্রতি ধনীদের যে দায়িত্ব রয়েছে, সে সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করা।
* সামাজিক পুঁজি বাজার গঠনে সাহায্য করা।
* দেশের সার্বিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করা এবং সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক শান্তির অপূর্ব সংযোজন ঘটানো।

---

১. Mohammad Ali, Cash Waqf gets popularity, The financial express, Published : Sunday, 04 August 2013, http://www.thefinancialexpress

হিসাব খোলার নিয়মাবলী

মেয়াদ

ক্যাশ ওয়াক্ফ এর অর্থ শাশ্বত ও চিরন্তন দান হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

জমার সীমা

মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে এ হিসাবের জমা গ্রহণ করা হয়। ব্যাংক ওয়াকিফের পক্ষে ওয়াক্ফ তদারকী করে থাকে। ওয়াকিফ ওয়াক্ফকৃত সমুদয় অর্থ এককালীন জমা করতে পারেন অথবা তিনি ক্যাশ ওয়াক্ফের মোট পরিমাণ ঘোষণাপূর্বক প্রারম্ভিক অবস্থায় নূন্যতম ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা জমা করে পরবর্তী সময়ে হাজার টাকার গুণিতক অংকে বাকী অর্থ কিস্তিতেও জমা করতে পারেন। বৈদেশিক মুদ্রাও এক্ষেত্রে গ্রহণ করা যেতে পারে। ক্যাশ ওয়াক্ফ এর অর্থ নির্দিষ্ট দান জমা রশিদের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় এবং ঘোষিত ক্যাশ ওয়াক্ফ এর সমুদয় অর্থ ব্যাংকে জমা হওয়ার পর পুরো অর্থের জন্য একটি ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

লভ্যাংশ ও ওয়েটেজ

* ওয়াকিফ নিজে ওয়াক্ফ তহবিল থেকে অর্জিত মুনাফার একটি সামান্য অংশের বেনিফিশিয়ারিও হতে পারেন।

* এ প্রকল্পের অধীনে ওয়াকিফ অথবা বেনিফিশিয়ারি প্রত্যেক হিসাব বছরে মোট মুদারাবা তহবিল বিনিয়োগের মধ্যে তাদের আনুপাতিক অংশের উপর অর্জিত নূন্যতম ৬৫% ভাগ সর্বোচ্চ ওয়েটেজ (বর্তমানে ১.৩৫) এর ভিত্তিতে মুনাফা হিসেবে পাবেন।

* মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে এ হিসাবের জমা গ্রহণ করা হয় বিধায় ক্যাশ ওয়াক্ফ এর মূল অর্থ সর্বদা অবিকল নাও থাকতে পারে। কারণ লোকসান হলে তা মূলধন থেকে কর্তন করা হয়। উল্লেখ্য অর্জিত মুনাফা শুধুমাত্র ওয়কিফ কর্তৃক নির্ধারিত খাতেই ব্যয় করা হয়। অব্যয়িত লাভ স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল ক্যাশ ওয়াক্ফের সাথে যুক্ত হয় এবং সময়ের ব্যবধানে মুনাফা আহরণ করে বৃদ্ধি পায়।
* ব্যাংকের চূড়ান্ত লাভের হার ঘোষিত হওয়ার পর ওয়াকিফ কর্তৃক নির্ধারিত খাতে অর্জিত লাভ বার্ষিক ভিত্তিতে প্রদেয় হবে।

* সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্ক যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক ব্যাংকের যে কোন শাখায় নির্ধারিত ফরমে আবেদনের মাধ্যমে এ হিসাব খুলতে পারেন।

* মুদারাবা ওয়াক্‌ফ ক্যাশ ডিপোজিট প্রকল্প-এর অধীনে এ হিসাব শুধুমাত্র ওয়াকিফ কর্তৃক নির্ধারিত শিরোনামে খোলা যাবে।

* আবেদনকারী যে শাখায় হিসাব খুলতে ইচ্ছুক সে শাখার প্রকৃত একাউন্টহোল্ডার অথবা ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য যে কোন সম্মানিত ব্যক্তিত্বের দ্বারা ওয়াকিফের পরিচিতি প্রদান করতে হবে।

* ওয়াকিফের দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ হিসাব খোলার আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত করে দিতে হবে।

* এ হিসাবের বিপরীতে কোন চেকবই ইস্যু করা হয় না।

* ওয়াকিফের ঠিকানা পরিবর্তন হলে তৎক্ষণাৎ নতুন ঠিকানা ব্যাংককে লিখিতভাবে জানাতে হবে।

কিস্তি জমা ও শর্তাবলী

ওয়াকিফ ওয়াক্‌ফকৃত সমুদয় অর্থ এককালীন জমা করে অথবা ওয়াক্‌ফের মোট পরিমাণ ঘোষণাপূর্বক প্রারম্ভিক অবস্থায় নূন্যতম ১০,০০০/- টাকা জমা করে পরবর্তী সময়ে হাজার টাকার গুণিতক অংকে বাকী অর্থ কিস্তিতে জমা করে ক্যাশ ওয়াক্‌ফ গঠন করার অধিকার রাখেন। এ ক্ষেত্রে তাকে প্রত্যেক কিস্তির জমার বিপরীতে এনডোমেন্ট রিসিপ্ট ভাউচার প্রদান করা হয়। ঘোষিত ক্যাশ ওয়াক্‌ফের সমুদয় অর্থ ব্যাংকে জমা হওয়ার পর পুরো অর্থের জন্য একটি ক্যাশ ওয়াক্‌ফ সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। চেকের মাধ্যমেও কিস্তি জমা দেয়া যায়। এক্ষেত্রে চেকের টাকা জমা হওয়ার পর কিস্তি জমা হিসাব করা হয়। চেক যদি ডিজওনার হয় তা হলে যথাযথ নিয়ম পালন করে ওয়াকিফের কাছে তা ফেরত পাঠাতে হবে এবং কিস্তি মেয়াদোত্তীর্ণ হিসেবে গণনা করা হবে।

শর্তাবলী

১. মুদারাবা ওয়াক্‌ফ জমা চিরস্থায়ী দান (Perpetual Endowment) হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এ হিসাব খোলার পর আর বন্ধ করা যায় না।

২. এখানে অর্থ জমাকারী গ্রাহক হচ্ছে “সাহিব আল-মাল” (অর্থের মালিক) এবং ব্যাংক হচ্ছে “মুদারিব” (কারবার সংগঠক)।

৩. ইসলামী শরী‘আহ্ বর্ণিত নীতমালার ভিত্তিতে ব্যাংক এ অর্থ জমা গ্রহণ করে এবং জমাকৃত অর্থ শুধু ইসলামী শরী‘আহ সম্মতভাবে বিনিয়োগ করে।

৪. ব্যাংক মদারাবা তহবিল বিনিয়োগ করে প্রাপ্ত আয়ের কমপক্ষে ৬৫ % নির্ধারিত Weightage অনুসারে "সাহিব আল-মাল"- এর মধ্যে বন্টন করবে; বিনিয়োগে লোকসান হলে " সাহিব আল-মাল তা বহন করবে। এছাড়া ইসলামী শরী'আহ্ বর্ণিত মুদারাবা চুক্তির অন্যান্য শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।

অন্যান্য শর্তাবলী

* ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় পর্যায়ের একটি 'ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনা কমিটি' ওয়াক্ফ তহবিলের ব্যবস্থাপনা করবে। কোন কারণে ওয়াকিফ যদি কোন অভিযোগ উত্থাপন করেন, সে ক্ষেত্রে এ কমিটির কাছে বিষয়টি উত্থাপন করা হবে এবং কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বিবেচিত হবে।

* বেনিফিশিয়ারি/ প্রতিষ্ঠান/ প্রকল্প/ ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব/ আল-ওয়াদিয়া চলতি হিসাবে বার্ষিক মুনাফার টাকা স্থানান্তর করা হবে অথবা ওয়াকিফ কর্তৃক নির্ধারিতভাবে সংশ্লিষ্টশাখা বেনিফিশিয়ারি/প্রতিষ্ঠান/ প্রকল্প/ ব্যক্তিকে সরাসরি মুনাফার টাকা পরিশোধ করবে।

* কিস্তি-ভিত্তিক ক্যাশ-ওয়াক্ফ এর ক্ষেত্রে ওয়াকিফ যদি কিস্তি জমা অব্যাহত রাখতে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে ঐ সময় ব্যাপী যে অর্থ সংগৃহীত হবে তা হিসাবে মুনাফা জমার জন্য গণ্য হবে। পরবর্তী বছর ওয়াকিফকে তাঁর কিস্তি আবার জমা দেয়ার জন্য সময় দেয়া হবে। উল্লেখ্য যে, একজন ওয়াকিফকে কিস্তি জমা দিতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য পাঁচবারের বেশী সুযোগ দেয়া হবে না।

* ওয়াকিফ-এর মৃত্যুর ক্ষেত্রে ঐ ওয়াক্ফ হিসাবের মুনাফা ওয়াকিফ-এর নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যয় করা হবে এবং ওয়াকিফ কর্তৃক যে পরিমাণ অর্থ হিসাবে জমা পড়েছে তার একটি সনদপত্র ইস্যূ করা হবে এবং তা ওয়াকিফ এর উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তর করা হবে। ওয়াকিফ যে পরিমাণ অর্থ জমা দেবেন বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন তার বাকী অংশ তাঁর উত্তরাধিকারীগণ জমা করতে পারেন। ঘোষিত পরিমাণ অর্থ পাওয়া গেলে পুরো অর্থের পরিমাণে একটি সনদপত্র ইস্যূ করা হবে।

* ওয়াকিফ যদি ঘোষিত পরিমাণ অর্থ গড়ে তোলার ব্যাপারে আর কোন কিস্তি জমা করতে না পারেন, সে ক্ষেত্রে ওয়াকিফ লিখিতভাবে অনুরোধ জানাবেন যে ওয়াক্ফের বাকী অর্থ জমা দিতে তিনি সক্ষম নন। সে ক্ষেত্রে শাখা ব্যবস্থাপকের অনুমতির ভিত্তিতে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ বিবেচনা করে ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট ইস্যূ করা যেতে পারে।

* যে উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করা হবে তা সম্পন্ন বা বাস্তবায়নের পর ওয়াক্ফের অর্থ কোথায় ব্যয় হবে সে সম্বন্ধে ওয়াক্ফ হিসাব খোলার সময় ওয়াকিফ হিসাব খোলার আবেদন পত্রে বিশেষ নির্দেশনা

প্রদান করবেন। এ সংক্রান্ত কোন নির্দেশনা হিসাব খোলার আবেদনপত্রে উল্লেখ না থাকলে বা বিতর্ক দেখা দিলে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

বিশেষ নির্দেশনা

* ওয়াকিফ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত খাতসমূহের মধ্য হতে যে কোন এক বা একাধিক খাত অথবা ইসলামী শরী'আহ্ সম্মত অন্য যে কোন খাতে ওয়াক্‌ফ হিসাব খুলতে পারেন।

* ওয়াকিফ সংশ্লিষ্ট শাখায় অন্য কোন হিসাব থেকে তার নির্ধারিত হার অনুযায়ী ক্যাশ ওয়াক্‌ফ হিসাবে নিয়মিত অর্থ জমা দানের ব্যাপারে ব্যাংককে বিশেষ নির্দেশনা দান করতে পারেন।

* ওয়াকিফ তাঁর পছন্দ মাফিক যে কোন খাতে তাঁর পুরো মুনাফা ব্যয় করার জন্য ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন।

* ব্যাংক কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন হিসাব খোলার ব্যাপারে অসম্মতি জ্ঞাপনের অধিকার সংরক্ষণ করে।

ব্যাংক নির্ধারিত খাতসমূহ

ব্যাংক নিম্নরূপ খাতগুলো ওয়াক্‌ফ ক্যাশের জন্য নির্ধারণ করেছে। ওয়াকিফ এ তালিকা থেকে এক বা একাধিক খাত পছন্দ করার অথবা শরী'আহ্ সম্মত অন্য কোন খাতের জন্য ক্যাশ ওয়াক্‌ফ গড়ে তোলার অধিকার রাখেন। ওয়াকিফ ইচ্ছে করলে ব্যাংকের ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে তার পছন্দ মতো খাতে লাভের টাকা খরচের নির্দেশনা দিতে পারেন।

*** পরিবার পুনর্বাসন**

১. দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জীবন মানের উন্নয়ন;
২. শারীরিকভাবে পঙ্গু, অক্ষমদের এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন;
৩. ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন;
৪. দুস্থ মহিলাদের পুনর্বাসন;
৫. শহরের বস্তিবাসী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়ন।

*** শিক্ষা-সংস্কৃতি**

৬. এতিমদের শিক্ষা, যেমন - বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ/ বস্ত্র বিতরণ;
৭. দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে যথোপযুক্ত শিক্ষার বিস্তার ও উন্নয়ন;
৮. ঘরে শিশুদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা সুবিধা প্রদান। যেমন- মায়েদের শিক্ষা কর্মসূচী, শিশু স্বাক্ষরতা;
৯. শারীরিক শিক্ষা ও শরীর চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করা;
১০. ইসলামী সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং শিল্পকলার বিকাশ ও উন্নয়ন;
১১. দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা;
১২. বৃত্তি আকারে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান;
১৩. কারিগরী শিক্ষায় সহযোগিতা প্রদান;
১৪. দুর্গম ও অবহেলিত অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে সহযোগিতা প্রদান;
১৫. কোন নির্দিষ্ট এলাকার মাদ্‌রাসা/ স্কুল /কলেজকে অর্থায়ন;
১৬. যোগ্য পোষ্য/ প্রজন্মের জন্য সু-শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি;
১৭. পিতা, মাতা এবং যে কোন পোষ্য/ প্রজন্মের স্মৃতি রক্ষার্থে শিক্ষা, গবেষণা, ধর্ম এবং সমাজ সেবার ক্ষেত্রে শরী'আহ্ সম্মত যে কোন প্রকল্পে সহযোগিতা প্রদান;
১৮. 'শিক্ষা চেয়ার' প্রতিষ্ঠা।

***স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা**

১৯. গ্রামীণ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান;
২০. বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ (গৃহ, স্কুল, মসজিদ, বস্তি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে);
২১. বিশেষ করে গরিবদের জন্য হাসপাতাল ও ক্লিনিক প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন চিকিৎসা কর্মসূচী পরিচালনা;
২২. নির্দিষ্ট রোগের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য গবেষণায় অনুদান।

*** সামাজিক উপযোগিতামূলক সেবা**

২৩. ঝগড়া ও কলহ নিরসন (গ্রাম্য মামলা/ মকদ্দমা);
২৪. দুস্থ মহিলাদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনগত সহযোগিতা প্রদান;
২৫. দরিদ্র মেয়েদের যৌতকবিহীন বিবাহ অনুষ্ঠানে সহযোগিতা প্রদান;
২৬. গ্রামের রাস্তা-ঘাট উন্নয়ন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী জোরদার করণ;
২৭. নও-মুসলিমদের পুনর্বাসন;
২৮. শান্তিপ্রিয় অমুসলিমদের সহযোগিতা প্রদান এবং তাদের সামাজিক সমস্যার সমাধান;

২৯. মাদকাসক্তি, জুয়া এবং সামাজিক অনাচার- যেমন, চুরি ও বিবিধ অসামাজিক কর্যকলাপের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং এ গুলো বন্ধের ব্যবস্থা করা;

৩০. সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, স্থাপন ও উন্নয়ন;

৩১. আয়-উৎপাদনকারী কর্মসূচীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট মসজিদ/ সম্পত্তির উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

৩২. আয়-উৎপাদনকারী কর্মসূচীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট কবরস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ;

৩৩. আয়-উৎপাদনকারী কর্মসূচীর মাধ্যমে ঈদগাহ এর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

এছাড়া ওয়াকিফ শরী'আহ্ সম্মত যে কোন কল্যাণ ও সেবামূলক খাত নিজেও উল্লেখ করতে পারেন।

মুদারাবা ওয়াক্ফ ক্যাশ হিসাব পরিচালনার নিয়মাবলী

১. সুস্থ মস্তিষ্ক, প্রাপ্তবয়স্ক (চুক্তি করতে সমর্থ) যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর যে কোন শাখায় কেবল মাত্র এ হিসাব খোলার উদ্দেশ্যে মুদ্রিত আবেদন ফরমের মাধ্যমে এ হিসাব খুলতে পারবেন।

২. মুদারাবা ওয়াক্ফ নগদ জমা হিসাব (Perpetual Endowment) মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে নগদ জমা গৃহীত হয়। ওয়াকিফের পক্ষ থেকে ব্যাংক ওয়াক্ফকৃত ফান্ড ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে। ওয়াকিফ তার স্থীরকৃত সমুদয় অর্থ এককালীন ক্যাশ জমা দিয়ে ওয়াক্ফ হিসাব খুলতে পারেন অথবা তিনি নূন্যতম টাকা ১০,০০০/- (দশ হাজার) মাত্র জমা দিয়ে ওয়াক্ফ হিসাব শুরু করতে পারেন। পরবর্তী পর্যায়ে এক হাজার টাকা বা তার গুণিতক জমা দিতে পারবেন। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন ও শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে বৈদেশীক মুদ্রায়ও এ হিসাব খোলা যায়।

৩. যেহেতু মুদারাবা ওয়াক্ফ তহবিল মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, সেহেতু ওয়াক্ফ হিসাবে প্রদত্ত টাকার পরিমাণ অক্ষুন্ন নাও থাকতে পারে। মুদারাবা নীতি অনুযায়ী ব্যবসায় যদি কোন লোকসান হয় তা ওয়াক্ফ জমা থেকে বিকলন করে সমন্বয় করা হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কেবল মাত্র লভ্যাংশ ওয়াকিফ কর্তৃক নির্দেশিত খাতে/ উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হবে। অবন্টিত মুনাফা মূল ওয়াক্ফ হিসাবের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যোগ হবে এবং তার উপর যথানিয়মে মুনাফা অর্জিত হবে।

৪. ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থাপনা কমিটি ওয়াক্‌ফ তহবিল ব্যবস্থাপনা করবেন। ওয়াক্‌ফ তহবিলের অব্যবস্থাপনা বা অন্য কোন কারণে যদি কোন সংশয় সৃষ্টি হয় বা অভিযোগ উত্থাপিত হয়, তাহলে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থাপনা কমিটি বিষয়টি পর্যালোচনা করবেন এবং কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৫. এই প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট ওয়াক্‌ফ হিসাবের বর্ষ পূর্তিতে (Anniversary) ব্যাংক মুনাফা প্রদান করে। তবে কোন ওয়াকিফ যদি মাসিক মুনাফা নিতে আগ্রহী হন, তা বিবেচনা পূর্বক মাসিক মুনাফা প্রদান ভিত্তিক ওয়াক্‌ফ হিসাব খোলা যাবে। সে ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই মুনাফার অংশ অবন্টিত রাখা যাবে না। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট মাসের লাভ অবশ্যই উক্ত মাসে বন্টন করে দিতে হবে। ওয়াকিফ সমস্ত মুনাফা / আংশিক মুনাফা তাঁর নির্ধারিত উদ্দেশ্যে / খাতে ব্যয় করার জন্য ব্যাংককে নির্দেশ দিতে পারেন।

৬. ক্যাশ ওয়াক্‌ফ জমা ছাপানো রশিদের মাধ্যমে গৃহীত হবে এবং ঘোষিত টাকার পরিমাণ যখন সম্পূর্ণ জমা হবে, তখন ওয়াক্‌ফ সনদ প্রদান করা হবে।

০৭. এই হিসাবের ক্ষেত্রে কোন চেক বই প্রদান করা হয় না। ক্যাশ ওয়াক্‌ফ হিসাব একটি আলাদা **লেজারে সংরক্ষণ করা হবে।**

০৮. ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত তালিকাভূক্ত খাতসমূহের মধ্য থেকে অথবা ইসলামী শরী'আহ্ অনুমোদিত যে কোন খাত বেছে নেয়ার অধিকার ওয়াকিফের থাকবে।

০৯. ওয়াক্‌ফ হিসাবে অর্জিত মুনাফা ওয়াকিফের ইচ্ছানুযায়ী বন্টন ও স্থানান্তরিত করার জন্য এক বা একাধিক সঞ্চয়ী/চলতি হিসাব সংশ্লিষ্ট শাখায় পরিচালনা করা যাবে।

১০. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডে ওয়াকিফ কর্তৃক পরিচালিত চলতি/সঞ্চয়ী/এমএসএস হিসাব থেকে (অনুমোদন সাপেক্ষে) ওয়াকিফ কর্তৃক নির্ধারিত কিস্তি ওয়াক্‌ফ হিসাবে জমা করার জন্য স্থায়ী নির্দেশ দিতে পারেন। এই হিসাব থেকে আবগারী কর / অন্যান্য কর চার্জ সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী কর্তন করা হবে।

১১. কিস্তি ভিত্তিক ক্যাশ ওয়াক্‌ফ একাউন্টের ক্ষেত্রে যদি ওয়াকিফ কিস্তি জমা দিতে ব্যর্থ হন তাহলে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যে কিস্তিগুলো জমা দেয়া হয়েছে তার উপর মুনাফা প্রদান করা হবে। পরবর্তীতে ওয়াকিফ পুনরায় তার হিসাবে কিস্তি জমা দেয়ার সুযোগ পাবেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কোন ওয়াকিফ পরপর পাঁচ বারের বেশী কিস্তি খেলাপী হতে পারবেন না।

১২. ওয়াকিফের মৃত্যু হলে ওয়াক্‌ফ হিসাবের মুনাফা তার নির্দেশিত খাতে / উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হবে। এ ক্ষেত্রে ঘোষিত পরিমাণের চেয়ে কম অর্থ জমা হয়ে থাকলে মৃতের উত্তরাধিকারী (গণ) বাকী অংশ জমা দিতে পারবেন।

১৩. ওয়াকিফ অথবা তার মৃত্যুতে উত্তরাধিকারী /নমিনী যদি তার হিসাবে তার কিস্তি জমা দিতে ব্যর্থ হয়, তবে তিনি/তাঁরা এই মর্মে লিখিত ভাবে অনুরোধ জানাবেন যে, তিনি ওয়াক্‌ফ হিসাবের ঘোষিত পরিমাণের কিস্তিগুলো জমা দিতে অপারগ। অতঃপর শাখা ব্যবস্থাপকের অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে যে পরিমাণ টাকা ওয়াক্‌ফ হিসাবে এ পর্যন্ত জমা হয়েছে সেই পরিমাণ অর্থের জন্য ক্যাশ ওয়াক্‌ফ সনদ প্রদান করা হবে।

১৪. যে খাতে/উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ হিসাবের মুনাফা ব্যয় করা হবে তা যদি শেষ হয়ে যায়/অস্তিত্বহীন/নিঃশেষ হয়ে যায় তা হলে উক্ত মুনাফা ব্যয়ের অন্য খাত/ উদ্দেশ্য হিসাব খোলার সময় বিশেষ নির্দেশনায় অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। যদি তা উল্লেখ করা না হয় অথবা কোন জটিলতা দেখা দেয় তবে এ ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১৫. মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন- ২০০৯, সন্ত্রাস বিরোধী আইন- ২০০৯ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত সার্কুলার/নীতিমালা অনুযায়ী গ্রাহক ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক যে কোন তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবেন।

১৬. ব্যাংক প্রয়োজনে সময়ে সময়ে এ প্রকল্পের নিয়ম কানুন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বিয়োজন ও সংশোধন করার অধিকার রাখে।

১৭. এ উদ্দেশ্যে ব্যাংক কর্তৃক তালিকাভুক্ত নির্ধারিত খাতসমূহ এবং ওয়াকিফ তালিকাভুক্ত খাত-সমূহের মধ্য থেকে অথবা ইসলামী শরী'আহ অনুমোদিত অন্য যে কোন খাত নির্বাচন করার এখতিয়ার রাখেন। [১]

১. ইসলমী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, মুদারাবা ওয়াক্‌ফ ক্যাশ সঞ্চয়ী হিসাব খোলার ফরম এবং ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত প্রস্‌ফেক্টাস।

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ

মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্‌ফ হিসাব পরিচালনার নিয়মাবলী

*** শর্তাবলী**

এ হিসাবটি অর্থ-জমাকারী গ্রাহক ও আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর মধ্যে সম্পাদিত ইসলামী শরী'আহ্ ভিত্তিক একটি মুদারাবা চুক্তি ।

ক) মুদারাবা ওয়াক্ফ জমা চিরস্থায়ী দান হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই হিসাব খোলার পর আর বন্ধ করা যায় না।

খ) এখানে অর্থ-জমাকারী হচ্ছে সাহিব আল-মাল (অর্থের মালিক) এবং ব্যাংক হচ্ছে মুদারিব।

গ) ইসলামী শরী'আহ্ বর্ণিত নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংক এ অর্থ জমা গ্রহণ করে জমাকৃত অর্থ ইসলামী শরী'আহ্ সম্মতভাবে বিনিয়োগ করে।

ঘ) ব্যাংক মুদারাবা তহবিল বিনিয়োগ করে প্রাপ্ত আয়ের কমপক্ষে ৭০% নির্ধারিত ওয়েটেজ অনুসারে "সাহিব আল-মাল" এর মধ্যে বন্টন করবে। বিনিয়োগে লোকসান হলে সাহিব আল-মাল তা বহন করবে। এছাড়া ইসলামী শরী'আহ্ বর্ণিত মুদারাবা চুক্তির অন্যান্য শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।

*** অন্যান্য নিয়মাবলী**

১. সুস্থ মস্তিষ্ক ও প্রাপ্ত বয়স্ক যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর যে কোন শাখায় মুদ্রিত আবেদন ফরমের মাধ্যমে এ হিসাব খুলতে পারেন।

২. মুদারাবা ওয়াক্ফ নগদ জমা হিসাবে মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে নগদ জমা গৃহীত হয়। ওয়াকিফের পক্ষ থেকে ব্যাংক ওয়াক্ফকৃত ফান্ড ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে। ওয়াকিফ তার স্বীরকৃত সমুদয় অর্থ এক হাজার টাকা বা তার গুণিতক জমা দিতে পারবেন। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন ও শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে বৈদেশীক মুদ্রায়ও এ হিসাব খোলা যায়।

৩. যেহেতু মুদারাবা ওয়াক্ফ তহবিল মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, সেহেতু ওয়াক্ফ হিসাবে প্রদত্ত টাকার পরিমাণ অক্ষুন্ন নাও থাকতে পারে। মুদারাবা নীতি অনুযায়ী ব্যবসায় যদি কোন লোকসান হয় তা ওয়াক্ফ জমা থেকে বিকলন করে সমন্বয় করা হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কেবল মাত্র লভ্যাংশ ওয়াকিফ কর্তৃক নির্দেশিত খাতে/ উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হবে।

অবন্টিত মুনাফা মূল ওয়াক্ফ হিসাবের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যোগ হবে এবং তার উপর যথানিয়মে মুনাফা অর্জিত হবে। এককালীন ক্যাশ জমা দিয়ে ওয়াক্ফ হিসাব খলতে পারেন অথবা তিনি নূন্যতম টাকা ১০,০০০/- (দশ হাজার) মাত্র জমা দিয়ে ওয়াক্ফ হিসাব শুরু করতে পারেন।

৪. ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থাপনা কমিটি ওয়াক্‌ফ তহবিল ব্যবস্থাপনা করবেন। ওয়াক্‌ফ তহবিলের অব্যবস্থাপনা বা অন্য কোন কারণে যদি কোন সংশয় সৃষ্টি হয় বা অভিযোগ উত্থাপিত হয়, তাহলে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থাপনা কমিটি বিষয়টি পর্যালোচনা করবেন এবং কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৫. এই প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট ওয়াক্‌ফ হিসাবের বর্ষ পূর্তিতে ব্যাংক মুনাফা প্রদান করে। তবে কোন ওয়াকিফ যদি মাসিক মুনাফা নিতে আগ্রহী হন, তা বিবেচনা পূর্বক মাসিক মুনাফা প্রদান ভিত্তিক ওয়াক্‌ফ হিসাব খোলা যাবে। সে ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই মুনাফার অংশ অবন্টিত রাখা যাবে না। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট মাসের লাভ অবশ্যই উক্ত মাসে বন্টন করে দিতে হবে। ওয়াকিফ সমস্ত মুনাফা / আংশিক মুনাফা তাঁর নির্ধারিত উদ্দেশ্যে / খাতে ব্যয় করার জন্য ব্যাংককে নির্দেশ দিতে পারেন।

৬. ক্যাশ ওয়াক্‌ফ জমা ছাপানো রশিদের মাধ্যমে গৃহীত হবে এবং ঘোষিত টাকার পরিমাণ যখন সম্পূর্ণ জমা হবে, তখন ওয়াক্‌ফ সনদ প্রদান করা হবে।

০৭. এই হিসাবের ক্ষেত্রে কোন চেকবই প্রদান করা হয় না। ক্যাশ ওয়াক্‌ফ হিসাব একটি আলাদা লেজারে সংরক্ষণ করা হয়।

০৮. ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত তালিকাভুক্ত খাতসমূহের মধ্য থেকে অথবা ইসলামী শরী‘আহ্ অনুমোদিত যে কোন খাত বেছে নেয়ার অধিকার ওয়াকিফের থাকবে।

০৯. ওয়াক্‌ফ হিসাবে অর্জিত মুনাফা ওয়াকিফের ইচ্ছানুযায়ী বন্টন ও স্থানান্তরিত করার জন্য এক বা একাধিক সঞ্চয়ী/চলতি হিসাব সংশ্লিষ্ট শাখায় পরিচালনা করা যায়।

১০. আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি: এ ওয়াকিফ কর্তৃক পরিচালিত চলতি/সঞ্চয়ী/এসএনডি হিসাব থেকে (অনুমোদ সাপেক্ষে) ওয়াকিফ কর্তৃক নির্ধারিত কিস্তি ওয়াক্‌ফ হিসাবে জমা করার জন্য স্থায়ী নির্দেশ দিতে পারেন। এই হিসাব থেকে আবগারী কর / অন্যান্য কর চার্জ সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী কর্তন করা হবে।

১১. কিস্তি ভিত্তিক ক্যাশ ওয়াক্‌ফ একাউন্টের ক্ষেত্রে যদি ওয়াকিফ কিস্তি জমা দিতে ব্যর্থ হন

তাহলে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যে কিস্তিগুলো জমা দেয়া হয়েছে তার উপর মুনাফা প্রদান করা হবে।

১২. ওয়াকিফের মৃত্যু হলে ওয়াক্‌ফ হিসাবের মুনাফা তার নির্দেশিত খাতে / উদ্দেশ্যে ব্যয় করা

হবে। এ ক্ষেত্রে ঘোষিত পরিমাণের চেয়ে কম অর্থ জমা হয়ে থাকলে মৃতের উত্তরাধিকারী (গণ) বাকী অংশ জমা দিতে পারবেন।

১৩. ওয়াকিফ অথবা তার মৃত্যুতে উত্তরাধিকারী /নমিনী যদি তার হিসাবে তার কিস্তি জমা দিতে ব্যর্থ হয়, তবে তিনি/তাঁরা এই মর্মে লিখিত ভাবে অনুরোধ জানাবেন যে, তিনি ওয়াক্ফ হিসাবের ঘোষিত পরিমাণের কিস্তিগুলো জমা দিতে অপারগ। অত:পর শাখা ব্যবস্থাপকের অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে যে পরিমাণ টাকা ওয়াক্ফ হিসাবে এ পর্যন্ত জমা হয়েছে সেই পরিমাণ অর্থের জন্য ক্যাশ ওয়াক্ফ সনদ প্রদান করা হবে।

১৪. যে খাতে/উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ হিসাবের মুনাফা ব্যয় করা হবে তা যদি শেষ হয়ে যায়/অস্তিত্বহীন/নিঃশেষ হয়ে যায় তা হলে উক্ত মুনাফা ব্যয়ের অন্য খাত/ উদ্দেশ্য হিসাব খোলার সময় বিশেষ নির্দেশনায় অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। যদি তা উল্লেখ করা না হয় অথবা কোন জটিলতা দেখা দেয় তবে এ ক্ষেত্রে ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১৫. মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন- ২০০৯ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত সার্কুলার/নীতিমালা অনুযায়ী গ্রাহক ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক যে কোন তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবেন।

১৬. ব্যাংক প্রয়োজনে সময়ে সময়ে এ প্রকল্পের নিয়ম কানুন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

১৭. এ উদ্দেশ্যে ব্যাংক কর্তৃক তালিকাভুক্ত নির্ধারিত খাতসমূহ নিম্নরূপ এবং ওয়াকিফ তালিকাভুক্ত খাতসমূহের মধ্য থেকে অথবা ইসলামী শরী‘আহ্ অনুমোদিত অন্য যে কোন খাত নির্বাচন করার এখতিয়ার রাখেন।

আল-আরাফাহ্ ব্যাংক নির্ধারিত ওয়াক্ফ খাতসমূহ

*** দরিদ্র পুনর্বাসন**

১. প্রকৃত দরিদ্রদের অবস্থার উন্নয়ন;

২. প্রতিবন্ধি ও সুবিধা বঞ্চিত লোকদের পুনর্বাসন;

৩. ভিক্ষুক পুনর্বাসন;

৪. অসহায় মহিলাদের পুনর্বাসন;

৫. নগর বস্তিবাসীদের উন্নয়ন।

*** শিক্ষা ও সংস্কৃতি**

৬. এতিমদের শিক্ষা অর্থাৎ বইপত্র এবং কাপড় চোপড় বিনামূল্যে সরবরাহ করা;

৭. দক্ষতা উন্নয়নকল্পে যথার্থ শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;

৮. বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে অসহায় যোগ্য ছাত্রদের শিক্ষায় সহায়তা;

৯. স্কুল/কলেজ/মক্তব/মসজিদ/মাদ্‌রাসা/এতিমখানা/হেফজখানায় আর্থিক সহায়তা;

১০. প্রতিবন্ধিদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনে সহায়তা;

১১. দুর্গম এবং অবহেলিত অঞ্চলে শিক্ষায় সহায়তা;

১২. উপযুক্ত নির্ভরশীল পোষ্যদের সহায়তা করা;

১৩. পিতা মাতা এবং পোষ্যদের স্মৃতি রক্ষা করা শিক্ষা, গবেষণা, ধর্মীয় ও সামাজিক সেবা দান প্রকল্পে সহায়তা।

*** স্বাস্থ্যসেবা**

১৪. গ্রামীণ স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে সহায়তা;

১৫. গরিবদের জন্য হাসপাতাল / ক্লিনিক হেলথ কেয়ার স্থাপনে সহায়তা।

*** সামাজিক উন্নয়ন**

১৬. গরিব মেয়েদের বিবাহে সহায়তা;

১৭. জনসেবামূলক মসজিদ/ ঈদগাহ/করবস্থান রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা;

১৮. দরিদ্রদের বসবাসের এলাকায় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থায় সহায়তা;

১৯. দরিদ্র মেয়েদের যৌতক বিহীন বিয়েতে সহায়তা;

২০. গ্রাম অঞ্চলে রাস্তা-ঘাট রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণ;

২১. জনসেবামূলক কার্যক্রম রাস্তা, ব্রিজ, কালবার্ট, নির্মাণ, মেরামত এবং উন্নয়নে সহায়তা;

২২. জনসেবামূলক সহায়তা;

২৩. নও মুসলমানদের পূনর্বাসন করা;

২৪. শান্তি প্রিয় অমুসলমানদের সহায়তা এবং তাদের সমস্যাসমূহ দূরীকরণ;

২৫. বিভিন্ন ইসলামী উৎসব উৎযাপন;

২৬. নিশ্চিত বেকার যুবকদের আত্মকর্ম সংস্থানের জন্য অর্থায়ন;

২৭. অন্যান্য ....।

এছাড়াও ওয়াকিফ ইসলামী শরী'আহ্ সম্মত অন্য যে কোন খাত নির্বাচন করে ব্যাংককে সে খাতে ওয়াকফের অর্থ ব্যয়ের নির্দেশ দিতে পারবেন।[১]

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড (এক্সিম ব্যাংক)

মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিট

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড (এক্সিম ব্যাংক) একটি শরী'আহ্ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক। সমাজের সচ্ছল ও বিত্তশালী মানুষের ইহলোকে শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে তাদের প্রদত্ত আর্থিক সহায়তা বা দান অথবা উক্ত অর্থের শরী'আহ্সম্মত বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত লভ্যাংশ দ্বারা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সুবিধা-বঞ্চিত মানুষকে সহায়তা প্রদান তথা আর্ত-মানবতার কল্যাণ সাধন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকার ব্যবস্থাকরণ, ধর্মীয় সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের উন্নয়ন, দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষে এক্সিম ব্যাংক **"মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিট"** নামে একটি সঞ্চয়ী হিসাব ২০১২ সালের নভেম্বর থেকে চালু করেছে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন, "আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তোমরা তা হতে ব্যয় কর তোমাদের মৃত্যু আসার পূর্বেই। অন্যথায় মৃত্যু আসলে সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকাহ দিতাম এবং সৎকর্মপরায়নদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।"[২] ক্যাশ ওয়াক্ফ এমন একটি ওয়াক্ফ যা ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থ দানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আগে জমি ও ভবন ওয়াক্ফ করা হতো কিন্তু বর্তমানে ক্যাশ ওয়াক্ফ জনপ্রিয় হচ্ছে।

এক্সিম ব্যাংকের মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিটের উদ্দেশ্য

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের বিত্তশালী মানুষের দান শরী'আহ্সম্মত বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত লভ্যাংশ দ্বারা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সুবিধা বঞ্চিত মানুষদেরকে সহায়তা, দরিদ্র

---

১. আল আরাফা ইসলমী ব্যাংক, মুদারাবা ওয়াক্ফ ক্যাশ সঞ্চয়ী হিসাব খোলার ফরম

২. আল কুরআন, ৬৩: ১০

জনগোষ্ঠীর জীবিকার ব্যবস্থাকরণ ও দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

১. দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সহায়তা ও সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে সেতুবন্ধন রচনা।

২. সামাজিক সঞ্চয়কে সামাজিক মূলধনে রূপান্তরিত করে সোশ্যাল ক্যাপিটাল মার্কেট গঠনে সহায়তা প্রদান।

৩. সমাজের বিত্তশালী মানুষদের সম্পদ থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণ।

৪. ধর্মীয় কার্যকলাপে সহায়তা প্রদান।

৫. নতুন শ্রেণির গ্রাহক ও দীর্ঘ মেয়াদে বিশ্বস্ত গ্রাহক তৈরী করা।

৬. ওয়াকিফকে অন্যান্য ব্যাংকিং আমানত সম্পর্কে ধারণা দেয়া।

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যাবলী

* সংগৃহীত আমানতের ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক বিনিয়োগের ব্যবস্থা।

* কোন সার্ভিস চার্জ নেই।

* আকর্ষণীয় প্রভিশনাল মুনাফার হার ।

* মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব/ মুদারাবা স্টুডেন্ট সঞ্চয়ী হিসাব থেকে বিশেষ নির্দেশনার (Special Instruction) মাধ্যমে কিস্তি প্রদানের ব্যবস্থা।

* বিশেষভাবে পরিকল্পিত ক্যাশ ওয়াক্ফ জমা সার্টিফিকেট।

* এই হিসাবের বিপরীতে কোন চেক বই ইস্যু করা হবে না।

* এই হিসাবটি বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যাংকের অন্যান্য শাখায় স্থানান্তর করা যাবে।

হিসাব খোলার অত্যাবশ্যকীয় নিয়মাবলী

* ওয়াকিফ / ওয়াকিফগণ কর্তৃক পূরণকৃত ও স্বাক্ষরিত হিসাব খোলার ফরম।

* অন্য কোন হিসাবধারী / ব্যাংক কর্তক গ্রহণীয় কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রাথমিক পরিচয়।

* পরিচয়দানকারী কর্তৃক সত্যায়িত প্রত্যেক ওয়াকিফের দুই কপি পাসপোর্ট আকারের ছবি।

* ওয়াকিফ / ওয়াকিফগণ কর্তৃক সত্যায়িত মুতাওয়াল্লির এক কপি সত্যায়িত ছবি।

* পাসপোর্ট / জাতীয় পরিচয়পত্র / ড্রাইভিং লাইসেন্স / অফিসের পরিচয়পত্র / ওয়ার্ড কমিশনারের সার্টিফিকেট / ব্যাংক কর্তৃক গ্রহণীয় যে কোন পরিচয় পত্রের কপি।

* প্রাথমিক জমা এবং টিন (TIN) সার্টিফিকেট (যদি থাকে)।

শর্তাবলী

১. এই হিসাবে জমাকারী "ওয়াকিফ অথবা সাহেব-আল-মাল অথবা তহবিলের মালিক" এবং ব্যাংক "নাদজির অথবা মুদারিব অথবা ব্যবসার সংগঠক" হিসেবে অখ্যায়িত।

২. একজন সুস্থ মস্তিষ্কের পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি ব্যাংকের যে কোন শাখায় একক বা যৌথ নামে এক বা একাধিক হিসাব খুলতে পারেন। বিদেশী নাগরিকের ক্ষেত্রে দেশের যথাযথ নিয়মকানুন প্রযোজ্য হবে।

৩. বিশেষভাবে পরিকল্পিত মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্ফ জমা হিসাব ফরম এর সাথে মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব ফরমও যথাযথভাবে পূরণকৃত এবং হিসাবধারী / হিসাবধারীগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে।

৪. এই স্কিমের আওতায় ওয়াকিফ / প্রাপক বিনিয়োগ আয়ের সর্বোচ্চ ৬৫ % অথবা তাদের অংশের আমানতে বিভিন্ন সময়ে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ওয়েটেজ অনুযায়ী মুনাফা পাবেন।

৫. মুদারাবা প্রিন্সিপাল অনুযায়ী কিস্তি আকারে জমা /নগদ গৃহীত হবে যেখানে প্রাথমিক জমা সর্বনিম্ন ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা থেকে শুরু করে পরবর্তীতে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা অথবা এর গুণিতক হিসেবে জমা করতে পারবেন। প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক নিয়ম-নীতি মেনে বৈদেশিক মুদ্রাও গৃহীত হতে পারে।

৬. মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্ফ জমা হিসাব ওয়াকিফের প্রদত্ত নামে চিরকালের জন্য করা হয়।

৭. কিস্তি ভিত্তিক ক্যাশ ওয়াক্ফ এর ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক যে কোন সংখ্যক কিস্তির অগ্রিম গৃহীত হবে।

৮. ওয়াকিফ বিশেষ নির্দেশনা (Special Instruction) এর মাধ্যমে ঐ শাখায় পরিচালিত তার অন্য হিসাব থেকে নির্দিষ্ট কিস্তি প্রদান করতে পারবেন। এক্ষেত্রে ব্যাংক ওয়াকিফের হিসাব থেকে মেয়াদপূর্তির পর এককালীন ১০০ টাকা অথবা আলাদা আলাদা ইনস্টলমেন্টের প্রতিটির ক্ষেত্রে ১০ টাকা বিয়োজন করতে পারে।

৯. ক্যাশ ওয়াক্ফ নির্ধারিত এনডোমেন্ট রিসিপ্ট এর মাধ্যমে গৃহীত হবে এবং শুধুমাত্র পূর্বঘোষিত তহবিল গঠনের পরেই সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

১০. ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনা কমিটি ওয়াক্ফকৃত তহবিল সংরক্ষণ করে। তহবিলের অব্যবস্থাপনা বিষয়ে ওয়াকিফের কোন অভিযোগ / অনুসন্ধান থাকলে কমিটি সে বিষয়টি খতিয়ে দেখবে এবং কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে গৃহীত হবে।

১১. মুদারাবা প্রিন্সিপাল এর মাধ্যমে পরিচালিত হয় বলে ওয়াক্ফ তহবিল অক্ষত নাও থাকতে পারে। মুদারাবা প্রিন্সিপাল অনুযায়ী ব্যবসায় কোন ক্ষতি হলে তা ওয়াক্ফকৃত তহবিল থেকে কেটে নেয়া হবে।

১২. চূড়ান্ত মুনাফার হার ঘোষণার পূর্বে ওয়াক্ফ হিসাবে প্রতি মাসে বিভিন্ন সময়ে ব্যাংক ঘোষিত প্রভিশনাল মুনাফার হারে মুনাফা জমা হবে। ব্যাংক কর্তৃক চূড়ান্ত মুনাফার হার ঘোষণার পর এই স্কীমে বাৎসরিক হিসেবে মুনাফা সমন্বয় করা হবে।

১৩. হিসাবে অর্জিত মুনাফা ওয়াকিফ কর্তৃক উল্লেখিত নির্দিষ্ট খাতসমূহে ব্যয়িত হবে। অব্যয়িত মুনাফা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়াক্ফ তহবিলে জমা হবে।

১৪. নির্দেশিত খাতসমূহে ব্যয়ের জন্য হিসাবে অর্জিত মুনাফা ব্যাংক / ওয়াকিফ / মুতাওয়াল্লি উত্তোলন করা যাবে। নির্দেশিত খাতসমূহ ওয়াকিফ তার জীবদ্দশায় পরিবর্তন করতে পারবেন।

১৫. ওয়াক্ফকৃত জমা থেকে অর্জিত মুনাফা স্থান্তরের মাধ্যমে ওয়াকিফ তার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন খাত / উদ্দেশ্যে ব্যয়ের জন্য ব্যাংকের ঐ শাখায় এক বা একাধিক মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব / আল-ওয়াদিয়া চলতি হিসাব চালু রাখার অধিকার রাখে।

১৬. কিস্তি ভিত্তিক ক্যাশ ওয়াক্ফ এর ক্ষেত্রে ওয়াকিফ যদি কিস্তি প্রদানে অসমর্থ হন তা হলে ঐ সময়কালে জমাকৃত টাকার উপর মুনাফা প্রদান করা হবে এবং ওয়াকিফ পুনরায় পরবর্তী বছরে কিস্তি জমা দানের সুবিধা পাবেন। উল্লেখ্য যে, একই ওয়াকিফ পাঁচ বছরের অধিক এই সুবিধা পাবেন না।

১৭. ওয়াকিফ যদি পরবর্তী কিস্তিসমূহ দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ সময় পর্যন্ত জমার পরিমাণের উপর ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট প্রদান করা যেতে পারে।

১৮. ওয়াকিফের মৃত্যু হলে ওয়াক্‌ফ হিসাবের অর্জিত মুনাফা তার নির্দেশিত খাতে ব্যয়িত হবে। পূর্ব ঘোষিত পরিমাণের চেয়ে জমার পরিমাণ কম হলে মৃত ওয়াকিফের উত্তরাধিকারগণ পূর্ব ঘোষিত পরিমাণ জমা করতে পারেন।

১৯. যদি ওয়াক্‌ফের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যায় তাহলে অর্জিত মুনাফা হিসাব খোলার সময় উল্লেখিত অতিরিক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যয়িত হবে। যদি কোন উল্লেখ না থাকে তাহলে কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২০. জীবদ্দশায় ওয়াকিফ মুতাওয়াল্লি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

২১. একজন মুতাওয়াল্লি লিখিত আবেদনের মাধ্যমে তার উত্তরাধিকার মুতাওয়ল্লি ঠিক করবেন।

২২. হিসাবের প্রিন্সিপাল এমাউন্ট কোন ভাবেই উত্তোলন করা যাবে না। কিন্তু ওয়াকিফ তার জীবদ্দশায় নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী অন্য কোথাও হিসাব স্থানান্তর করতে পারবেন।

২৩. কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই ব্যাংক যে কোন হিসাব না খোলা অথবা পূর্বে খোলা কোন হিসাব বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

২৪. ওয়াকিফের মৃত্যুর পরে মুতাওয়াল্লি ওযাক্‌ফ হিসাবের তহবিল তুলতে পারবেন না।

২৫. বাংলাদেশের সিডিউল ব্যাংকসমূহে বাংলাদেশের যে সব আইন, নিয়ম-নীতি প্রচলিত রয়েছে এই হিসাবের ক্ষেত্রেও সে সব প্রযোজ্য হবে।

২৬. যদিও ব্যাংক এই হিসাবের ক্ষেত্রে সব ধরণের গোপনীয়তা রক্ষা করবে, কিন্তু নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে ব্যাংক তথ্য প্রকাশে বাধ্য থাকবে :

ক) ব্যাংকের উপর প্রভাব বিস্তারকারী যে কোন রেগুলেটরী, সুপারভাইসরি, সরকারি, আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান।

খ) আইন অথবা কোর্ট অর্ডার এর মাধ্যমে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি।

২৭. ওয়াকিফ কর্তৃক যে কোন তথ্যের পরিবর্তন অতি সত্বর ব্যাংককে জানাতে হবে। অন্যথায় ব্যাংক কোন ঘটনার জন্য দায়ী থাকবে না।

২৮. ডাক, কুরিয়ার, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, টেলিকমিউনিকেশন অথবা অন্য কোন ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ, যান্ত্রিক গোলযোগ, কম্পিউটার ফেইলিওর অথবা ব্যাংকের আওতার

বাইরে কোন ঘটনার জন্য কোন ক্ষতি হলে ব্যাংক দায়ী থাকবে না।

২৯. মানি লন্ডারিং প্রিভেনশন এ্যাক্ট- ২০০৯ এবং বিভিন্ন সময়ে ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত নিয়ম-নীতি দ্বারা এই হিসাব পরিচালিত হবে।

৩০. ব্যাংক তার স্টান্ডার্ড, পলিসি ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিয়ম অনুযায়ী এই হিসাব থেকে ভ্যাট / ট্যাক্স / এক্সসাইজ ডিউটি অথবা অন্য চার্জসমূহ বিয়োগ করার অধিকার রাখে।

ব্যাংক নির্ধারিত ওয়াক্‌ফ খাতসমূহ

ব্যাংক নিম্নরূপ খাতগুলো মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্‌ফ ডিপোজিট এর জন্য নির্ধারণ করেছে। ওয়াকিফ এ তালিকা থেকে এক বা একাধিক খাত পছন্দ করার অথবা শরী'আহ্ সম্মত অন্য যে কোন খাতের জন্য ক্যাশ ওয়াক্‌ফ ডিপোজিট গড়ে তোলার অধিকার রাখেন।

*** পরিবার পুনর্বাসন**

১. দরিদ্র মানুষের খাদ্যের ব্যবস্থা;
২. অসহায় মানুষের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা;
৩. চরম দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারীদের অবস্থার উন্নয়ন;
৪. শারীরিকভাবে অক্ষম এবং সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির লোকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা;
৫. রাস্তার ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন;
৬. দুস্থ মহিলাদের পুনর্বাসন;
৭. শহুরে বস্তিতে বসবাসকারীদের উন্নতি সাধন।

*** শিক্ষা ও সংস্কৃতি**

১. এতিমদের শিক্ষার ব্যবস্থা, উদাহরণ স্বরূপ বিনামূল্যে বইপত্র, বস্ত্রাদি সরবরাহকরণ;
২. দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যথাযথ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসার;
৩. শিশুদের জন্য বাড়িতে ধারা বহির্ভূত শিক্ষা সুবিধা, যেমন- মায়েদের শিক্ষা কর্মসূচী, শিশুদের স্বাক্ষরতা ইত্যাদি;
৪. শারীরিক শিক্ষা এবং খেলাধুলার ব্যবস্থা করা;
৫. ধর্মীয় সংস্কৃতি, গুণাবলী এবং শিল্প প্রসারে সহায়তা প্রদান;
৬. উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বৃত্তি আকারে শিক্ষা সহায়তা প্রদান;
৭. ভোকেশনাল শিক্ষা সহায়তা;
৮. দুর্গম ও অবহেলিত অঞ্চলে শিক্ষা সহায়তা;
৯. কোন বিশেষ এলাকার নির্দিষ্ট মাদ্‌রাসা, স্কুল ,কলেজকে আর্থিক সহায়তা;

১০. উপযুক্ত পোষ্য/ বংশধরদের শিক্ষা সহায়তা;
১১. পিতা-মাতার এবং কোন পোষ্য/ বংশধরদের স্মরণে শিক্ষা, গবেষণা, ধর্মীয়, সামাজিক সেবা খাতে সহায়ক কোন প্রকল্পে সহায়তা;
১২. বিভিন্ন ইসলামিক উৎসব পরিপালন।

*** স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা**

১. দরিদ্র জনগণের স্বাস্থ্য সেবা;
২. গ্রাম্য স্বাস্থ্য সেবা;
৩. গৃহস্থলীর কাজে, বিদ্যালয়, মসজিদ এবং বস্তিতে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা;
৪. বিশেষ করে দরিদ্রদের জন্য হাসপাতাল, ক্লিনিক, স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম;
৫. স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা বৃত্তি প্রদান এবং বিশেষ রোগের গবেষণা কার্যক্রম।

*** সামাজিক উপযোগিতা সেবা**

১. নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইনগত সহায়তা প্রদান;
২. দরিদ্র মেয়েদের যৌতকবিহীন বিয়ের ব্যবস্থা করা;
৩. গ্রামের রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
৪. সকল ধর্মাবলম্বীদের সমস্যা সমাধানে সহায়তা প্রদান;
৫. জুয়া, চুরি এবং অন্যান্য অসামাজিক কর্মকান্ড প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি;
৬. জনসাধরণের জন্য উপযোগিতামূলক সেবাসমূহ স্থাপন ও সম্প্রসারণ;
৭. কোন আয়ের প্রকল্প ছাড়াই মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ;
৮. কোন আয়ের প্রকল্প ছাড়াই কবরস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ;
৯. কোন আয়ের প্রকল্প ছাড়াই বিশেষ কোন ঈদগাহ এর রক্ষণাবেক্ষণ।

ইসলামে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দানকে এক বিরাট পুণ্যের কাজ বলে গণ্য করা হয়। এ কাজের মাধ্যমে পুণ্য লাভের কথা পবিত্র কুরআনে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে। মানুষের মৃত্যুর পর এ দানই তাদের মুক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই বিত্তশালীরা এই ক্যাশ ওয়াক্ফ স্কীমে অর্থলগ্নি করে ইসলামী শরী'আহ্ অনুসারে তাদের দানকে মানবকল্যাণে স্থায়িত্ব দিতে পারেন। এতে তারা ইহকালে ও পরকালে প্রভূত কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হবে।[১]

প্রয়োজন পৃথক ওয়াক্ফ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা

ওয়াক্ফ সংক্রান্ত সকল আর্থিক কার্যক্রম বিশেষত ক্যাশ ওয়াক্ফের সঠিক ব্যবহার, যুগোপযোগী ও

১. এক্সিম ব্যাংক, মুদারাবা ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিট ফরম

কাঙ্ক্ষিত মান উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষে পৃথক একটি 'ওয়াক্‌ফ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা কুবই প্রয়োজন। ইসলামী ব্যাংকসমূহ বর্তমানে এ কার্যক্রম এগিয়ে নিলেও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এবং ক্যাশ ওয়াক্‌ফের প্রতি মানুষের অধিক আগ্রহের কারণে একটি পৃথক 'ওয়াক্‌ফ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা সময়ের দাবী। এর মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ বিশেষত ক্যাশ ওয়াক্‌ফ কার্যক্রমকে সুদ মুক্ত ক্ষুদ্র ঋণের বিকল্প হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের নব দিগন্ত উন্মোচিত হবে এবং একটি সামাজিক ব্যাংক ও অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ব সামাজিক ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। এ প্রসঙ্গে জনাব তাহির সাবিত তাঁর এক নিবন্ধে বলেন,

"Waqf being a charity for public welfare, which is capable of generating income through and for its projects deserves due attention so that it can assist itself and the large segment of the society. One step towards that direction is the allocation and concentration of adequate liquid funds to and in this kind of third sector. The tool for this is perceived to be the establishment of a waqf bank. The waqf bank can be the bank of the poor and underprivileged. It can be permissible in Islam based on validity of cash waqf and the need of waqf, its beneficiaries as well as the society. It can maintain the waqf capital due to its business model and internal as well as external supervision. It is therefore viable legally and practically.

The institutions of waqf have the unrealized potential to establish a Waqf Bank. If there is favourable political will, the institution of waqf, through waqf bank, can greatly contribute to society. The bank will enable waqf institutions not only solve their current problems of inadequacy and illiquidity, but can make them more self-reliant. In view of current economic uncertainties throughout the globe and the unequal distribution of wealth, one can strongly argue that there is need for the revival and further development of such an old noble ideas. We need to welcome them irrespective of where and who offer them. "[১]

১. Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad, *Towards an Islamic Social (Waqf) Bank*, International Journal of Trade, Economics and Finance,Vol.2, No. 5, October 201, p. 386

ক্যাশ ওয়াক্‌ফ ক্ষুদ্র ঋণের (Microcredit) বিকল্প হিসেবে ব্যবহার

ক্যাশ ওয়াক্‌ফ বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকের আদলে ক্ষুদ্র ঋণের (Microcredit) বিকল্প হিসেবে ব্যবহার হতে পারে। এ জন্য প্রয়োজন হবে আলাদা 'ওয়াক্‌ফ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করা। সম্পূর্ণ সুদ মুক্ত এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে মুসলিম উম্মাহ্‌ তার স্বকীয় মূল্যবোধ, তাহজীব-তামাদ্দুন ও দারিদ্র্য মুক্ত জীবন যাপনের নিশ্চয়তা লাভ করবে। দক্ষিণ আফ্রিকা ইতোমধ্যে তাদের ওয়াক্‌ফ ও দাতব্য খাতকে বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকের আদলে ক্ষুদ্র ঋণের বিকল্প হিসেবে ব্যবহারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে Corporate Governance in Africa Case Study : no 2 page 14 May 2009- তে তাদের প্রচেষ্টা ও চিন্তা-ভাবনা নিম্নরূপভাবে তুলে ধরা হয়েছে,

"Microfinance has had major implications for rural entrepreneurial activity worldwide. A prime example is the Grameem Bank mode of operation in Bangladesh. Najjaar's statistics show the reach of the Grameem Bank: 'By May 2007, Grameem Bank had 7,16 million borrowers, 97% of whom were women, with 2,422 branches, providing services in 78,101 villages, covering more than 93% of the total villages in Bangladesh.'

In Najjaar's opinion, the MOU signed by the South African National Zakah Fund (SANZAF) and AWQAF SA 'is groundbreaking in the NGO world in South Africa' and that 'the organisations would share resources and capacities in order to enhance their respective activities.' This means that wherever SANZAF has reach, AWQAF SA will also have a presence and therefore a greater impact.

Najjaar has proposed a microfinance model that takes cognisance of the MOU mentioned above. His rationale is: 'By providing *zakah3* (in the form of microfinance start-up capital) to the individual who qualifies, he will not have to pay back the monies because *zakah* is not re-payable by those who qualify to receive it. This is unlike upfront business debt that must be repaid with interest, placing a cash flow burden on the new business.

'AWQAF can provide further funding via its returns on investments to the new business and at the same time act as a mentor and professional assistant to the entrepreneur. This can further contribute to the process of ensuring successful repayment of the non-*zakah* element of the funding provided. The combination of non-*zakah* micro financing and *zakah* funds can make it easier for the poor to move out of the poverty cycle. Repayment of business debt provided by AWQAF can again be used as seed capital for another upcoming business, enhancing the enrichment process of the poor on an ongoing basis.' " [১]

দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে এ বিষয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। তবে ক্যাশ ওয়াক্‌ফকে ক্ষুদ্র ঋণের (Microcredit) বিকল্প হিসেবে ব্যবহারের কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হলে এ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দ্রুত ভাগ্য পরিবর্তন হবে তাতে সন্দেহ নেই। ইতোমধ্যে ক্যাশ ওয়াক্‌ফকে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর আওতায় এনে এর যথাযথ ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা ও কর্মকৌশল সম্পর্কে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক আলোচনা, পর্যালোচনা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ক্যাশ ওয়াক্‌ফকে ক্ষুদ্র ঋণের বিকল্প ব্যবহার সম্পর্কে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক এক সেমিনারে যা বলা হয়েছে, নিম্নে হুবহু তা তুলে ধরা হলো:[২]

Family Development and Microcredit Program

"Families' business activities have significantly influenced economy of a community, particularly in developing countries. Big manufacturing companies indeed dominate mass production processes, both for goods and services, but most of enterprises are initiated by family. In addition, family's consumption behaviour also affects production and marketing activities, as well as other business activities.

---

১. Council for Geoscience, Private Bag X 112 Pretoria 0001, South Africa. Correspondence should be addressed to gmahed@geoscience.org.za.

২. Dian Masyita & Erie Febrian, *The Role of BRI in the Indonesian Cash Waqf House's System,* Submitted to BRI International Seminar on *Developing Microbanking: Creating Opportunities for the Poor through Innovation* in Denpasar, Bali, Indonesia on the 1-2 December 2004, pp. 7-8 & 11-12

Government's programs for family business empowerment has to do with informal sector development efforts, as most of family businesses are operated in non formal format and business system. economies, these small and medium enterprises (SMEs) has limited access to formal financing practices, as well as to adequate government's technical assistance.

Family businesses, which absorb the largest number of employee, are also found mostly in small and medium scale. In most developing Such a general circumstance in some extent applies in Indonesia. Inspite of the existence of government agencies for SMEs development, government's contribution to SMEs development in the country has been insufficient. Policies issued fail to reach the essence of SMEs development subjects, eventhough the government realizes that Indonesian SMEs have helped the country survive the recent financial crisis. Fortunately, however, some government-owned banks have found that SMEs in Indonesia are important businesses partners. Bank Rakyat Indonesia (BRI), one of them, has initiated and maintained longterm partnership with SMEs in all provinces in Indonesia. BRI focuses its main services on providing credit and relevant technical assistances for micro businesses. BRI's microcredit programs have been proven to be highly effective in helping SMEs accelerate their business.
With its long time experience and broad network, BRI is expected to be able to efficiently assist cash waqf management in Indonesia, including cash waqf fund collection and its allocation to real sector. ”

সেমিনারে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলা হয়েছে,

Microcredit Management
“Most of funds collected through cash waqf certificate issues will be allocated as loan for microenterprises. This microcredit program should particularly be aimed at helping poor people initiate their business and

enhance their quality of life, accordingly. Nevertheless, merely supplying them with capital is not sufficient, since most of them do not have adequate knowledge and skill to choose and to run a business that is suitable to their condition. Consequently, relevant business technical assistance is needed to help them survive. Hence, BRI as the institution in charge for cash waqf fund management will not only manage fund allocation for microcredit, but also will provide necessary business technical assistance to the relevant microenterprises." [১]

ক্যাশ ওয়াক্ফ আয়করের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার

আমাদের দেশে ক্যাশ ওয়াক্ফকে আয়করের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এটা হতে পারে একটি সোস্যাল এসাইনমেন্টের মতো। কর কাঠামো সাবলীল ও সরলীকরণের চেষ্টা সরকার বহু ভাবে করছে । কিন্তু তারপরও (অন্যান্য খাতের ন্যায়) এ খাতের দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু ক্যাশ ওয়াক্ফ আয়করের কার্যকর বিকল্প হতে পারে। এ বিষয়ে প্রয়োজন ব্যাপক আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণার। আমাদের দেশে কর রাজস্বের মাত্র ১০/১২ শতাংশ আসে প্রত্যক্ষ কর থেকে। বিদ্যমান পদ্ধতিতে কর আদায়ের ফলে কর আদায়কারী যেমন দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়তে পারেন, তেমনি করদাতার মধ্যেও কর ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে। পক্ষান্তরে ক্যাশ ওয়াক্ফ চালু করে প্রত্যক্ষ কর আদায় ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সম্ভব। এতে একদিকে আয়কর আদায়ের জন্য সৃষ্ট আয়কর বিভাগের মতো একটি বিরাট বিভাগ পোষার দায় ও কষ্টের হাত থেকে যেমন সরকার রক্ষা পাবে, অপরদিকে তেমনি করদাতারা শুধু কর ফাঁকি দেয়াই বন্ধ করবে না; বরং তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ অধিক হারে জনকল্যাণে ব্যয় করতে আগ্রহী হবেন। মূলত সরকার নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে কর আদায় করে তা যে সব উন্নয়নমূলক খাতে ব্যয় করে, সে কাজটি ক্যাশ ওয়াক্ফের মাধ্যমে জনগণের হাতে ছেড়ে দেয়া যায়। এতে একদিকে যেমন জনগণকে ক্ষমতায়ন করা হবে তেমনি সরকারের সামাজিক দায়বদ্ধতাও কমে আসবে। প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নান একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বলেছেন, "ধরা যাক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য প্রতি বছর সরকারকে কোটি কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ দিতে হয়। কিন্তু তা না করে যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক আয়করদাতাকে নিয়ে

১. Dian Masyita & Erie Febrian, *The Role of BRI in the Indonesian Cash Waqf House's System,* Ibid, pp. 7-8 & 11-12

এমন একটি পরিষদ গঠন করা হয়, যেখানে পরিষদ সদস্যরা তাদের আয়করের টাকা সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে সরবরাহ করবেন। সেই সাথে এই পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করবে। সরকার শুধু পর্যবেক্ষণ করবে, পরিষদ সদস্যরা ঠিকমত তাদের আয়কর অথবা আয়করের বর্ধিত অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিচ্ছে কি না। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য একটি স্থায়ী তহবিল গঠনে আয়করদাতাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে সরকার। ক্যাশ ওয়াক্ফ হতে পারে এ ধরণের তহবিল সৃষ্টির কার্যকর উপায়। এ ধরণের তহবিল পরিচালনার ভার কোন একক ইসলামী ব্যাংক অথবা 'কনসোর্টিয়াম ফান্ডে'র মতো একাধিক ইসলামী ব্যাংককে দেয়া যেতে পারে। এই তহবিলের আয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বাজেটের অর্থ বরাদ্দ দেয়া হবে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, যে কোন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান এই প্রক্রিয়ায় পরিচালনা করা যেতে পারে।"[১] প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নান এর সুফলগুলো অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, আয়কর বিলোপ করে উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় ক্যাশ ওয়াক্ফ বা তহবিল গঠনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হলে প্রাথমিকভাবে যে সব সুফল পাওয়া যাবে সেগুলো হলো :

১. সামাজিক তহবিল সৃষ্টি ;
২. অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার ;
৩. দুর্নীতির প্রবণতা হ্রাস ;
৪. সরকারের দায়-দায়িত্ব বা আয়তন সংকোচন ;
৫. জনগণের ক্ষমতায়ন ;
৬. অপচয় রোধ ;
৭. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো জায়গায় অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির অবসান ;
৮. বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা ও মেধার সুষ্ঠু বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি ;
৯. ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং
১০. এসব সুফলের ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়ায় সমাজে ইতিবাচক বৈপ্লবিক পরিবর্তন।[২]

ক্যাশ ওয়াক্ফ-এর বিশ্বজনীন রূপ

ক্যাশ বা নগদ অর্থ এমন এক সম্পদ যা সহজেই স্থানান্তর করা যায়। শুধু দেশের অভ্যন্তরে নয়; দেশের বাইরেও তা স্থানান্তর যোগ্য। ফলে ক্যাশ ওয়াক্ফ পেতে পারে একটি বিশ্বজনীন রূপ। যে কোন দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ তাদের অর্থ ওয়াক্ফ করে যেমন স্বদেশের কল্যাণ করতে পারেন, তেমনি পারেন দেশের বাইরেও একই উদ্দেশ্য সাধন করতে।

১. প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

পরিশেষে বলা যায় এতদিন আমরা যে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির কথা জেনে এসেছি, সে সব ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির ভাগ্য উন্নয়নের চেষ্টা করা হতো। তবে বর্তমানে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিগুলোর অধিকাংশই দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিসমূহ এবং তা থেকে উপার্জিত আয়ের কোটি কোটি টাকা আজ লূটপাট হয়ে যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ক্যাশ ওয়াক্‌ফ এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ব্যাংকের মাধ্যমে এ ক্যাশ ওয়াক্‌ফ পরিচালিত হওয়ায় এতে ওয়াক্‌ফ-কারীর আমানত যেমন স্থায়ীত্ব লাভ করবে তেমনি বিভিন্ন সামাজিক বিনিয়োগের কাজে তা ব্যয় হবে। ওয়াক্‌ফকারীর পক্ষ থেকে ব্যাংক ক্যাশ ওয়াক্‌ফ পরিচালনা করবে। এতে ওয়াক্‌ফের অর্থ সঠিক পথে ও সঠিক লক্ষে পরিচালিত হওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে। বাংলাদেশের পর ইন্দোনেশিয়ার 'ব্যাংক মুয়ামালাতও' সামাজিক পঁজি সৃষ্টির লক্ষ্যে এ ক্যাশ প্রকল্প চালু করে। মালয়েশিয়াসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ক্যাশ ওয়াক্‌ফ এর ব্যাপারে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। অচিরেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তা বাস্তব রূপ নেবে বলে আশা করা যায়।

ইসলাম দান-সাদাকাহকে এক বিশাল সাওয়াবের কাজ বলে গণ্য করে। বিত্তবানরা এ ক্যাশ ওয়াক্‌ফ স্কীমে অর্থলগ্নি করে ইসলামী শরী'আহ্ অনুসারে তাদের দানকে স্থায়ীত্ব দিতে পারেন। তাদের জমাকৃত অর্থ শুধুমাত্র পরিবার পরিজনের ভোগ-বিলাসে ব্যয় না হয়ে উপার্জনকারীর নিজের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণে ব্যয় হবে। মৃত্যুর পর পুণ্য লাভের এ মহৎ পন্থাটি মুসলিম উম্মাহ্‌কে ভাববার অবকাশ দেবে।[১]

স্বেচ্ছাসেবা খাতের বিশ্বায়ন ঃ বিশ্ব সামাজিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা

বিশ্বব্যাপী সামাজিক পুঁজি, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের জন্য বেসরকারি খাতে **'ওয়ার্ল্ড সোস্যাল ব্যাংক' বা 'বিশ্ব সামাজিক ব্যাংক'** প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরী। জেদ্দা ভিত্তিক **'ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক'** (আইডিবি) এ সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। আইডিবি'কে সদস্য দেশসমূহের সরকারের মাধ্যমে কাজ করতে হয় বলে এর অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আইডিবির সম্ভাবনা প্রচুর হলেও এর প্রভাব সীমিত। বাংলাদেশসহ অনেক উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্যকে একটি ব্যবসা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটা খুবই দুঃখজনক যে, বৃটিশ ধাঁচের প্রচলিত ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং বাংলাদেশে শুধু দরিদ্রই বৃদ্ধি করছে। ইতিহাসে এত মুষ্টিমেয় লোক আর কখনও এত বিপুল সংখ্যক লোককে শোষণ করেনি। অধিকাংশ দেশের সরকারি ও বেসরকারি উভয় সংগঠন তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে আপামর জনগণের দারিদ্র্যকে আন্তর্জাতিকীকরণ করেছে। বেসরকারি খাতে উদ্যোগের মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত করার সময় এসেছে।

---

১. প্রফেসর ড.এম.এ.মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪-১৩৫

দারিদ্র্যকে আন্তর্জাতিকীকরণে যে সব সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে সেগুলো অবশ্যই নিরসন করবে মুসলিম উম্মাহর প্রস্তাবিত **‘ওয়ার্ল্ড সোস্যাল ব্যাংক’**। মুসলিম উম্মাহ্‌র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক অবকাঠামোর অগ্রগতির জন্য সামাজিক বিনিয়োগ গঠন করবে এ ব্যাংক। এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য তহবিল যোগাতে মুসলিম উম্মাহর বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসতে হবে। ওয়ার্ল্ড সোস্যাল ব্যাংক মানবতার মুক্তির নতুন দ্বার খুলে দেবে। সামাজিক অবিচার, অশিক্ষা এবং অর্থনৈতিক বঞ্চনা থেকে মুক্তি দেবে। নিম্নোক্ত ৮টি শর্ত পূরণ করা হলে মানবতা মুক্তি পেতে পারে।
ক) মুসলিম ও অমুসলিম প্রতিটি দেশকে তৃণমূল পর্যায়ে কমপক্ষে ১ কোটি পরিবার ক্ষমতায়ন ঋণ কর্মসূচী চালু করতে হবে। বর্তমানে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) পুরুষ-বিদ্বেষী নারী, ধনী বিরোধী গরিব এবং পিতা মাতার সাথে সম্পর্কহীন শিশুদের ঋণ দিয়ে থাকে। এ ধরণের ঋণ দান কর্মসূচী পরিণামে আমাদের পারিবারিক মূল্যবোধ এবং আমাদের সমাজের মৌলিক বুনিয়াদ ধ্বংস করে দিচ্ছে। সুতরাং **সোস্যাল** ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রধান কাজ হবে পারিবারিক ক্ষমতায়ন ঋণ কর্মসূচী গ্রহণ করা। এটা স্বীকার করতে হবে যে, দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য সামাজিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অত্যন্ত লাভজনক হবে।

খ) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গবেষণা খাতে সহায়তা দানের জন্য নগদ ওয়াক্‌ফ সার্টিফিকেট বিক্রির মাধ্যমে ২০১৫ সাল নাগাদ ১শ’ কোটি মার্কিন ডলারের একটি তহবিল গঠন এবং আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টি করতে হবে। ১৯৯৮ সালে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি ফোরামে ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক সেমিনারে এ অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, ইসলামী ব্যাংকসমূহকে ২০১০ সাল নাগাদ নগদ অর্থ বা ক্যাশ ওয়াক্‌ফ সার্টিফিকেট বিক্রির মাধ্যমে ১শ’ কোটি ডলারের একটি তহবিল এবং বিশ্ব জনমত গঠনে প্রচেষ্টা চালানো উচিত। ঢাকাস্থ সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং ইসলামী বিশ্বের সামাজিক মূলধন অবকাঠামোকে সহায়তা দানের জন্য ওয়াক্‌ফ সার্টিফিকেট বিক্রি করে তহবিল গঠন করেছে। **ওয়ার্ল্ড সোস্যাল ব্যাংক** এ ব্যাপারে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারে। ক্যাশ ওয়াক্‌ফ সার্টিফিকেট বিক্রির মাধ্যমে প্রস্তাবিত ওয়ালার্ড সোস্যাল ব্যাংকের জন্য ১শ’ কোটি মার্কিন ডলার সংগ্রহ করা মোটেও কোন কঠিন কাজ নয়।

বিশ্বে ৩শ’ কোটি লোকের আয় দৈনিক ২ ডলারের কম, ১শ’ ৩০ কোটি লোক বিশুদ্ধ খাবার পানি পায় না, প্রায় ১৩ কোটি শিশু স্কুলে যায় না এবং অনাহারজনিত রোগে প্রতিদিন অসংখ্য শিশু মারা যায়। চিকিৎসার অভাব, অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং সামাজিক বঞ্চনার জন্য কোটি কোটি মহিলা ও মেয়ের জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।[১]

---

১. প্রফেসর ড.এম.এ.মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

এ পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বের আপামর জনগণের সার্বিক অর্থনৈতিক বঞ্চনা আন্তর্জাতিক সংকটে পরিণত হয়েছে। মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক মূলধন অবকাঠামোর অভাব, উপনিবেশিক আমলের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা, লাগামহীন দুর্নীতি এবং অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গবেষণা খাতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও জাতীয় অঙ্গীকারের অভাব, দেড়শ' কোটির বেশী মুসলমানের অর্ধেককে অশিক্ষা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে এবং নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। মুসলিম দেশসমূহ শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের জাতীয় আয়ের গড়ে ৪ শতাংশ এবং প্রতিরক্ষা খাতে গড়ে ৭ শতাংশ ব্যয় করে থাকে।[১] মুসলিম বিশ্বে সব মিলিয়ে ৪ শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে খুব কম মুসলিম দেশই মৌলিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পেরেছে। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম লোক নিয়োজিত। নগদ অর্থ ওয়াক্‌ফ বা ক্যাশ ওয়াক্‌ফকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বঞ্চনা থেকে মানুষের মুক্তির একটি উপায় হিসেবে দেখা যেতে পারে। ক্যাশ ওয়াক্‌ফ সার্টিফিকেট কেনা-বেচা তরল সম্পদ হস্তান্তরে নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি এবং এক দেশের সাথে অন্য দেশের যোগাযোগ স্থাপন করে। এটি মুসলিম পরিচিতির দ্বার খুলে দেয় এবং মুসলিম উম্মাহর পুনর্গঠনে সাহায্য ও মানবতার কল্যাণ নিশ্চিত করে। সুতরাং এ ব্যাপারে মুসলিম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের একটি কনফেডারেশন গঠনের উদ্যোগ নিতে হবে। বেসরকারী খাতের উদ্যোগকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করতে হবে।

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অতীতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ও গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা। একবিংশ শতাব্দীতে অবশ্যই ইসলামের সর্বজনীন এ মানবতাবাদী ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। তুরস্কই সম্ভবত একমাত্র দেশ, যার ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের দীর্ঘতম ইতিহাস রয়েছে। অটোমান যুগে সেখানে ওয়াক্‌ফ প্রশাসন উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে। ওয়াক্‌ফ খাতের আওতায় বিপুল পরিমাণ জমি ন্যস্ত হওয়ায় তুরস্কের মত অনেক মুসলিম দেশ দারিদ্র্য বিমোচনসহ বহু সংস্কার সাধনে সক্ষম হয়েছে। ভারত বিভক্তির আগে ১৯২৩ সালে মুসলমান ওয়াক্‌ফ আইন পাশ হওয়ায় ভারতে ওয়াক্‌ফের বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়। উপমহাদেশ বিভক্তির পর তদানীন্তন পাকিস্তানে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি দেখাশুনার জন্য বেশ কিছু আইন ও অধ্যাদেশ ঘোষণা করা হয়। সেসব আইন ও অধ্যাদেশ বর্তমানে বাংলাদেশেও চালু রয়েছে।

গ) যৌথ উদ্যোগে ইসলামী উম্মাহ্ করপোরেশন প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম দেশসমূহের জন্য **সোস্যাল** ইসলামী ব্যাংক কর্মসূচী চালু করতে হবে। এসব ব্যাংকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকবে খুবই কম। অন্যদিকে জনগণের অংশীদারিত্ব থাকবে সর্বোচ্চ।

---

১. প্রফেসর ড.এম.এ.মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

ঘ) মুসলিম ও অমুসলিম লেখকদের সাহিত্যকর্মের ব্যাপক অনুবাদ ও যৌথ গবেষণা, ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষা ক্যারিকুলাম উদ্ভাবন, পাঠ্য পুস্তক পুনর্লিখন প্রভৃতি কাজের জন্য এডুকেশন ট্রাস্ট স্থাপন। বিশেষ কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ বিশেষ পদক প্রবর্তন করতে হবে।

ঙ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে।

চ) অংশ গ্রহণমূলক অর্থনীতি বিষয়ক নয়া পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করতে হবে।

ছ) ইসলামী ও সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে **'ইনফরমেশন সিস্টেম নেটওয়ার্ক'** গড়ে তুলতে হবে।

জ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পাশ্চাত্যের সমকালীন জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কেননা জ্ঞান হচ্ছে মানব জাতির একটি উত্তরাধিকার। স্পেন, ভারত এবং অন্যান্য স্থানে মুসলিম শাসনামলে অমুসলিমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। ইসলামের পুনরুজ্জীবন ঘটলে সভ্যতার সংঘাত তিরোহিত হবে। কারণ ইসলাম সংঘাত নয়, মানবতার মুক্তিতে বিশ্বাসী। ইতিহাস তারই সাক্ষ্য বহন করে। মধ্যযুগের ইসলামী সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্ম দানে বিরাট অবদান রাখে। এ ভাবেই ইসলাম সর্বজনীনতা ও বিশ্ব শান্তিতে একটি স্থায়ী আসন করে নিয়েছে।[১]

---

১. প্রফেসর ড.এম.এ.মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮-১৯১

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ সমস্যা ও সমাধানের পথ-নির্দেশ

প্রথম পরিচ্ছেদ
বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফে বিরাজমান সমস্যা

ওয়াক্‌ফে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ

ওয়াক্‌ফ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রয়েছে গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস। সে ইতিহাস আজ অনেকটাই ম্লান হওয়ার পথে। এর কারণ ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থাপনায় বিরাজমান নানাবিধ সমস্যা ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে জগদ্দল পাথরের ন্যায় জেঁকে বসেছে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ধর্মীয় ও জনকল্যাণমূলক কাজে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি যদিও হস্তান্তরযোগ্য নয়, কিন্তু বর্তমানে অনেক ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি নানা কৌশলে হাত বেহাত হয়ে চলছে এবং বহু সম্পত্তি কায়েমী স্বার্থবাদীদের দ্বারা বেনামী দলিলের মাধ্যমে হারিয়ে গেছে। এ দেশে অনেক ওলি-বুজুর্গের মাযার এবং মসজিদকে কেন্দ্র করে বহু ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি রয়েছে। বর্তমানে সেগুলোর উপর খাদেম, মোহাফিজ ও মুতাওয়াল্লি ইত্যাদি নামের অনেক দখলদার বসে আছে। যারা ইসলাম বিরোধী বহু কাজ করে যাচ্ছে ধর্মীয় আবরণে। এমনকি শির্‌ক ও বিদ'আতের মত জঘন্য পাপের প্রসার ঘটিয়ে চলছে ইসলামের মোড়কে।[১] ধর্মীয় অজ্ঞতার কারণে সাধারণ জনগণ তাদের এসব অপকর্ম বুঝার বা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে না। আর প্রশাসন এক্ষেত্রে অনেকটাই উদাসীন।

ওয়াক্‌ফ বিষয়ে সাধারণ জনগণ তেমন সচেতন নয়। এ কারণে ওয়াকিফের মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও জনকল্যাণের লক্ষ্য পূরণ তেমন গুরুত্ব পাচ্ছে না। আমাদের জাতীয় বাজেটেও ইসলামী মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও ওয়াক্‌ফের ন্যায় মানবকল্যাণ ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বরাবরই উপেক্ষিত হয়ে আসছে। দীর্ঘ দিনের নানা অবহেলা, নগণ্য জনবল, ওয়াক্‌ফ দলিল ও সম্পত্তির বিভিন্ন জটিলতা, ওয়াক্‌ফ এস্টেট তালিকাভুক্তির সমস্যা, সময়মত মুতাওয়াল্লি নিয়োগ না করা, জবর দখলকারীদের উচ্ছেদ না করা, চাঁদা আদায়, তদন্ত, তদারকি, পরিদর্শন ও অডিট নিয়মিত ও সুষ্ঠুভাবে না হওয়া, বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম ও দুর্নীতি ইত্যাদির ফলে ওয়াক্‌ফ সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । সুতরাং ওয়াক্‌ফের মূল চেতনাকে সমুন্নত রাখার স্বার্থে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক

১. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪

উন্নয়নের লক্ষে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়া সময়ের দাবী। তাই ওয়াক্ফে বিরাজমান সমস্যাসমূহকে প্রশাসনিক, আইনগত ও আর্থিক এ তিনটি ভাগে ভাগ করে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং পরবর্তী পরিচ্ছেদে সমস্যা সমাধানের পথ-নির্দেশ করা হয়েছে।

সমস্যাবলী

* প্রশাসনিক সমস্যা
* আইনগত সমস্যা
* আর্থিক সমস্যা

প্রশাসনিক সমস্যা

১. নানামুখি অনিয়ম ও দুর্নীতি গোটা ওয়াক্ফ ব্যবস্থাকে গ্রাস করে এক প্রকার স্থবির ও নপুংসক করে রেখেছে। সারা দেশে তো বটেই, শুধু ঢাকা মহানগরে আইনুদ্দীন হায়দার ওয়াক্ফ এস্টেট, পীর ইয়ামেনী ও গোলাপ শাহ্ মাযার ওয়াক্ফ এস্টেটসহ বহু ওয়াক্ফ এস্টেটের হাজার হাজার একর সম্পত্তি (লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ) কায়েমী স্বার্থবাদীরা বিভিন্নভাবে আত্মসাৎ করে ভোগ দখল করছে, যা পুনরুদ্ধারের কার্যকর কোন উদ্যোগ নেই। এমন একটি জনকল্যাণ ও দারিদ্র্য বিমোচনকারী গুরুত্বপূর্ণ খাত চরম অবহেলায় পড়ে আছে।

২. বাংলাদেশে বিদ্যমান ওয়াক্ফ সম্পত্তির যথাযথ ব্যবহার ও এর উন্নয়নে কোন পরিকল্পনা বা কার্যকর কোন উদ্যোগ সরকারি অথবা বেসরকারিভাবে নেই।

৩. ওয়াক্ফ প্রশাসনে লোকবলের স্বল্পতার কারণে এখন পর্যন্ত প্রত্যেক জেলায় ওয়াক্ফ অফিস চালু করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে ছয়টি বিভাগীয় অফিসসহ সর্বমোট ৩৮টি আঞ্চলিক অফিস নামে মাত্র চালু আছে। ফলে ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের সঠিক তত্ত্বাবধান ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে A Brief out line of Waqf in Bangladesh-এ বলা হয়েছে,

"One of the formidable problems that stand in the way of smooth functioning of Bangladesh Waqf is shortage of manpower. It is being increasingly difficult for the Waqf Administration to manage eighteen thousand Waqf estates already enrolled with the present numerical strength of officers and employes of varying categories."[১]

১. *A Brief out line of Waqf in Bangladesh, Waqf Bhaban*, Dhaka, p. 5

৪. নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত কোন প্রকার ওয়াক্ফ সম্পদের মোট পরিমাণ ও হিসাব বা ওয়াক্ফ সম্পদের সঠিক চিত্র ওয়াক্ফ দপ্তরে নেই।[১]

৫. আঞ্চলিক অফিসসমূহে বর্তমানে একজন মাত্র পরিদর্শক/ অডিটর দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি কোন এস্টেট তদন্ত, অডিট, পরিদর্শন অথবা মামলা পরিচলনার জন্য আদালতে গমন করলে বা ছুটিতে গেলে উক্ত অফিস প্রায়ই বন্ধ রাখতে হয়। ঐ সময় কোন মুতাওয়াল্লি বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি ঐ অফিসে কার্যোপলক্ষে আসলে অফিস তালাবদ্ধ দেখে চলে যান। এতে মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ফলে একদিকে ওয়াক্ফের সুনাম ও স্বার্থ ভিষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং অপরদিকে ওয়াক্ফের চাঁদা ও হিসাব সময় মত আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না।

৬. প্রতিটি সাবেক জেলায় গড়ে ৮০০ টি ওয়াক্ফ এস্টেট বিদ্যমান।[২] কিন্তু সেখানে কেবলমাত্র একজন পরিদর্শক/ অডিটরের পক্ষে অধিকাংশ এস্টেটে মুতাওয়াল্লি নিয়োগ, হিসাব ও চাঁদা আদায়, তদন্ত, তদারকি, পরিদর্শন, অডিট নিয়মিত ও সুষ্ঠুভাবে না হওয়ার দরুন এস্টেটে নানা বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম ও দুর্নীতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ওয়াক্ফের স্বার্থ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

৭. সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ওয়াক্ফ সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বা বার্ষিক ভাতা ধার্য না করার দরুন এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষতিপূরণের টাকা ও বার্ষিক ভাতা (এ্যানুইটির টাকা) ওয়াক্ফ অফিসে প্রেরণ না করার কারণে ওয়াকিফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও এস্টেটের কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

৮. বহু ওয়াক্ফ সম্পত্তি পতিত ও অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকার কারণে এস্টেটের আয় আশানুরূপ হয় না। ফলে এস্টেটের অধীনে পরিচালিত ধর্মীয় ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে।

৯. আল্লাহর ওয়াস্তে ধর্মীয় ও জনকল্যাণমূলক কাজে ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি যদিও হস্তান্তর যোগ্য নয়; কিন্তু বর্তমানে সেগুলো হাত বেহাত হয়ে চলছে এবং অনেক সম্পত্তি বেনামী দলিলের শিকারে পরিণত হয়েছে।

---

১. মুহাম্মদ মুজাহিদ মূসা, *ওয়াক্ফ, জনকল্যাণ এবং কিছু প্রস্তাব*, ইসলামী আইন ও বিচার, ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা, বর্ষ; ৫, সংখ্যা:১৭ (ঢাকা:ইসলামিক ল’ রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ,২০০৯),পৃ.৭৪

২. সাক্ষাৎকার ওয়াক্ফ প্রশাসক, ৪, নিউ ইস্কাটন, ওয়াক্ফ ভবন ঢাকা, ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

১০. ওয়াক্‌ফ এস্টেটের বৃত্তিভোগী বা সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদীদের দ্বারা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি জবর দখল, বেহাত, ব্যক্তির নামে রেকর্ড ও বেআইনীভাবে হস্তান্তরের কারণে এস্টেটের স্বার্থ ক্ষুন্ন হচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছে।

১১. নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও যানবাহনের অভাবহেতু কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা ও কর্মতৎপরতা ব্যাহত হচ্ছে। ফলে ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহ নিয়মিত ও সুষ্ঠুভাবে পরিদর্শন, তদন্ত, তদারকি ও অডিট করা সম্ভব হচ্ছে না।

১২. ওয়াক্‌ফ এস্টেটের অডিট, তদন্ত ও তদারকি সঠিকভাবে না হওয়ায় এবং সময় মত প্রতিবেদন দাখিল না করার করণে সুষ্ঠু প্রশাসন পরিচালনায় নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এতে ওয়াক্‌ফ প্রশাসন তার কাঙ্ক্ষিত গতি হারাচ্ছে। ফলে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে।

১৩. অনেক সময় ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহ নিয়মিত অডিট করা সম্ভব হয় না। অনেক ক্ষেত্রে নোটিশ প্রদান করা সত্ত্বেও অধিকাংশ মুতাওয়াল্লি সঠিক হিসাব দাখিল করেন না। ফলে প্রকৃত দাবী নির্ধারণ করা যায় না।[১]

১৪. ওয়াক্‌ফ এস্টেটের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ তালিকাভুক্তির জন্য উৎসাহিত না হওয়ায় এখনো বিপুল সংখ্যক ওয়াক্‌ফ এস্টেট অ-তালিকাভুক্ত অবস্থায় আছে। ফলে ওয়াক্‌ফ প্রশাসন বিপুল পরিমাণ চাঁদা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া মুতাওয়াল্লিগণ বর্ধিত আয়ের সঠিক হিসাব প্রদান না করার কারণে ওয়াক্‌ফের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

১৫. হিসাব নিরীক্ষা ও তদন্তকালীন সময়ে অনেক ক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লিগণ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তথা ওয়াক্‌ফ দলিল, হাল ও সাবেক পর্চা, মোকদ্দমা সম্পর্কিত তথ্যাদি সরকারি দায়সমূহের সঠিক পরিমাণ ও খরচের যথাযথ ভাউচার প্রদর্শন করেন না। ফলে যথাযথ অডিট ও সঠিক তথ্যপূর্ণ হিসাব ও তদন্ত বিবরণী দাখিল করা সম্ভব হয় না।

১৬. অনেক মুতাওয়াল্লি ওয়াক্‌ফ চাঁদা প্রদান ও হিসাব দাখিলের ব্যাপারে প্রায়ই অনীহা প্রকাশ করেন। এ সকল ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনকে অনেক সময় বাধ্য হয়ে ফৌজদারী মামলা রুজু করতে হয়। এতে মুতাওয়াল্লিগণের ভাবমূর্তি যেমন নষ্ট হয় অন্যদিকে ওয়াক্‌ফ চাঁদা অনাদায়ী থেকে যায়।

---

১. মো: নিজাম উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

১৭. মুতাওয়াল্লিগণ যথাসময়ে হিসাব দাখিল না করার কারণে বহু ওয়াক্ফ এস্টেটের চাঁদা হাল নাগাদ করা সম্ভব হয় না। অনেক ক্ষেত্রে তারা বছরের পর বছর কোন হিসাব দাখিল করেন না। পরিদর্শক/ অডিটর এর মতামত বা বিবরণীর ভিত্তিতে ওয়াক্ফ চাঁদা ধার্য করা হলে মুতাওয়াল্লি উক্ত ধার্যের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন, যা স্বল্প সময়ে নিষ্পত্তি করা সম্ভব **হয়** না।

১৮. যে সমস্ত ওয়াক্ফ এস্টেটের সম্পত্তি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে বা জমিদারীসত্ত্ব বিলোপ আইনের কারণে জলমহল ও হাট-বাজার সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের কারণে সম্পত্তির পরিমাণ কমে গেছে সেই সম্পর্কে সঠিক বিবরণী বা তথ্যাদি মুতাওয়াল্লি কর্তৃক দাখিল না করার দরুন উক্ত এস্টেটের প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। এছাড়া সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বা বার্ষিক ভাতা ধার্য না হওয়ায় ওয়াক্ফ চাঁদা কমানো সম্ভব হয় না। ফলে সঠিক চাঁদা আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

১৯. এস্টেটের মুতাওয়াল্লির মৃত্যুর পর বিষয়টি ওয়াক্ফ অফিসে না জানানোর ফলে অথবা একাধিক দাবীদারের মধ্যে মুতাওয়াল্লি নিয়োগ নিয়ে বিভিন্ন আদালতে মামলা মোকাদ্দমা চলতে থাকায় ওয়াক্ফ চাঁদা আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

২০. জেলা পর্যায়ের অন্যান্য সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের ন্যায় সমপর্যায়ের কোন কর্মকর্তা জেলা ওয়াক্ফ অফিসে নেই। নতুন জেলাসহ সাবেক জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত পরিদর্শক/ অডিটর (তৃতীয় শ্রেণি) এর পক্ষে কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। ফলে বে-আইনী দখলদারদের উচ্ছেদ এবং এস্টেটের সম্পত্তি ব্যক্তি মালিকানায় নেয়ার বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। যার ফলে অনেকেই এ সুযোগ গ্রহণ করে এস্টেটের সমূহ ক্ষতি সাধন করে চলছে।

২১. অধিকাংশ ওয়াক্ফ এস্টেট ক্ষুদ্রকার এবং মুতাওয়াল্লিগণ অনেকেই অল্প শিক্ষিত বা নিরক্ষর। ফলে তারা ওয়াক্ফ এস্টেটের আয় ও ব্যয়ের হিসাব সঠিকভাবে সংরক্ষণ করেন না বা তাদের পক্ষে কোন সঠিক হিসাব প্রণয়ন বা সংরক্ষণ সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের যথাযথ হিসাব পাওয়া খুবই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

২২. ওয়াক্ফ পরিদর্শক/ অডিটর-এর একার পক্ষে লিল্লাহ্ ওয়াক্ফ এস্টেটের আয় সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, দাতব্য ও জনকল্যাণমূলক খাতে সঠিক ব্যয় তদারকি করা সম্ভব হয় না। যার ফলে আয়-ব্যয়ের সঠিক তথ্য গোপন করে অনেক মুতাওয়াল্লি তাদের ইচ্ছানুযায়ী আয়

দেখান ও ব্যয় করে থাকেন যার কারণে ওয়াকিফ যে উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ সৃজন করেছেন, সেই ধর্মীয় ও দুস্থ মানবতার সেবার কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। [১]

২৩. ওয়াক্ফ সম্পত্তি ওয়াক্ফ হিসাবে সেটেলমেন্ট জরিপের খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এবং প্রণীত নকশায় আলাদা চিহ্নে সনাক্ত না থাকায় বহু ওয়াক্ফ সম্পত্তি অন্যান্য ব্যক্তির নামে রেকড, বিক্রি ও বেহাত হওয়ার ফলে এস্টেটের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হচ্ছে।

২৪. ওয়াক্ফ প্রশাসকের অনুমতি ব্যতিরেকে বেশ কিছু ওয়াক্ফ এস্টেটে বহু পুরাতন মসজিদ/ মাজার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ রয়েছে। তারা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করায় দ্বৈত শাসনের উদ্ভব হচ্ছে। অর্থাৎ ওয়াক্ফ প্রশাসন ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, এরূপ ক্ষেত্রে ওয়াক্ফ প্রশাসনের পক্ষে সংশ্লিষ্ট ওয়াক্ফ এস্টেটের হিসাব ও ওয়াক্ফ চাঁদা আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না।

২৫. ওয়াক্ফ প্রশাসনের বাজেটে সরকারি অনুদান অত্যন্ত সীমিত।[২] বিগত দশ বছরের সরকারি অনুদানের নিম্নের চিত্র থেকে তা সহজে অনুমান করা যায়।

২০০০-২০০১	২২,৫০,০০০
২০০১-২০০২	২৩,০০,০০০
২০০২-২০০৩	২৪,০০,০০০
২০০৩-২০০৪	২৪,৭৫,০০০
২০০৪-২০০৫	২৭,৩৪,০০০
২০০৫-২০০৬	৩৩,৫৭,০০০
২০০৬-২০০৭	৩৫,০০,০০০
২০০৭-২০০৮	৩৭,০০,০০০
২০০৮-২০০৯	৪৭,৪০,০০০
২০০৯-২০১০	৬৭,১৩,০০০
২০১০-২০১১	৭৫,০০,০০০

১. মো:নিজাম উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

২. এক নজরে ওয়াক্ফ প্রশাসন, ৪, নিউ ইস্কাটন, ওয়াক্ফ ভবন, ঢাকা, ১০০০, পৃ. ১৩

বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন একটি ধর্মীয়, সমাজকল্যাণ ও সেবামূলক সংস্থা বিধায় জনহিতকর কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা প্রয়োজন। অথচ সরকারি অনুদান প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। ফলে দুস্থ মানবতার সেবায়, এতিমদের প্রতিপালনে ও জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

২৬. প্রশাসনিক বিভিন্ন অসুবিধার কারণে ওয়াক্ফ প্রশাসকের পক্ষে প্রশাসনিক কার্যক্রমে যে পরিমাণ মনোযোগ দেয়া দরকার, তা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কেননা তাঁকে প্রতিমাসে গড়ে প্রায় দু'শ মামলা শুনানী করতে হয় এবং সেগুলোর দীর্ঘ রায় প্রদান করতে হয়।[১]

২৭. ওয়াক্ফ বিষয়ে জনগণের ধারণা ও জ্ঞান সীমিত হওয়ার ফলে তথা অজ্ঞতার কারণে মাযার কেন্দ্রীক ওয়াক্ফসমূহে অনেক অনৈসলামিক কার্যকলাপ ও কুসংস্কার ধর্মীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে। ফলে ওয়াকিফের মহান ধর্মীয় ও জনকল্যাণমূলক উদ্দেশ্য ব্যহত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে এ সমস্যাকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে উপেক্ষা করা হয়।

২৮. ওয়াক্ফ ব্যবস্থায় বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে নতুন করে সম্পত্তি ওয়াক্ফ করার প্রতি মানুষের আস্থা ও উৎসাহ অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্যাশ ওয়াক্ফ নিয়ে ইসলামী ব্যাংকসমূহ এগিয়ে আসলেও সরকার ও ওয়াক্ফ প্রশাসনের কোন নীতিমালা অথবা কার্যকর কোন উদ্যোগ নেই।

আইনগত সমস্যা

১.বর্তমানে ১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের ৩২, ৩৪, ৪৩, ৪৪, ৪৭, ৫০, ৬১, ৬৪, ৭১ ও ৭৪ ধারাসমূহ ওয়াক্ফ প্রশাসনে কাজের ক্ষেত্রে নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। ১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশে ওয়াক্ফ প্রশাসককে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তা দ্বারা ওয়াক্ফ প্রশাসনকে একটি সুষ্ঠু, কার্যকর ও উন্নয়নমুখী সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। কোন ওয়াক্ফ এস্টেটের মুতাওয়াল্লি এস্টেটের আয় আত্মসাৎ, ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রি/ হস্তান্তর অথবা অন্য কোন ক্ষতিকারক কাজ করলে তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াক্ফ প্রশাসক কর্তৃক এস্টেটের স্বার্থে ঐ মুতাওয়াল্লিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে অন্য কোন মুতাওয়াল্লি নিয়োগ বা তাকে ওয়াক্ফ এস্টেটের কাজ-কর্ম থেকে বিরত রাখা বা অর্ডার অব ইনজেংশন দেয়ার ক্ষমতা ওয়াক্ফ অধ্যাদেশে নেই। ফলে ওয়াক্ফ এস্টেটের ক্ষতিকারক কাজ-কর্ম তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করার বা

১. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫

রোধ করার কোন উপায় বা ক্ষমতা না থাকার কারণে ওয়াক্‌ফের স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না, যার জন্য ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের ভাবমূর্তি বিষমভাবে ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

২. ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের রায়ের বিরুদ্ধে প্রথমে জজকোর্ট ও পরে হাইকোর্ট এবং সুপ্রীমকোর্টে আপীল ও রিভিশন করার বিধান রয়েছে। ফলে এক একটি মামলা নিষ্পত্তি হতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। এতে ওয়াক্‌ফ প্রশাসন, মুতাওয়াল্লি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হচ্ছেন।[১]

৩. আমাদের দেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ওয়াক্‌ফ প্রশাসক নিজ ইচ্ছায় বা ক্ষমতায় বেদখলকৃত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন না। আইনগত দিক থেকে এ দায়িত্ব জেলা প্রশাসকের। ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের অনুরোধক্রমে জেলা প্রশাসক জবর-দখলকারীকে উচ্ছেদ করবেন। ফলে খুব অল্প ক্ষেত্রেই জবর-দখলকারীকে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়।[২]

৪. ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশের ৫৬ ধারা মতে ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের অনুমতি ছাড়া ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হস্তান্তরের কোন বিধান নেই। কিন্তু ওয়াকিফের মৃত্যুর পর তার বংশধররা বিনা অনুমতিতে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হস্তান্তর করে এবং তা সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে বিনা বাধায় রেজিষ্ট্রি হয়।[৩]

৫. এমন বহু ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি রয়েছে যেগুলো ব্যক্তিগত ভোগ-দখলে রয়েছে। এ অন্যায়ের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধে কেউ এগিয়ে আসলে ভোগ-দখলকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এর প্রতিকারে তৎপর হয়ে উঠেন।[৪]

৬. ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের আইনগত প্রয়োজনীয় ক্ষমতার অভাব হেতু ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হতে জবর-দখলকারীকে উচ্ছেদ, বেআইনীভাবে সম্পত্তি বিক্রি ও হস্তান্তর রোধ, এস্টেটের অর্থ আত্মসাৎ, অপসারিত মুতাওয়াল্লির নিকট থেকে এস্টেটের দায়িত্বভার গ্রহণ, এস্টেটের হিসাব ও চাঁদা আদায় এবং অবৈধ বিক্রয়কৃত সম্পত্তির টাকা উদ্ধার অথবা বেআইনী কার্যক্রমের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

৭. ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের পক্ষে জেলা আদালতে কোন আইনজীবি নিয়োগ না করার কারণে তথায়

---

১. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪

বিচারাধীন ওয়াক্ফ সম্পর্কীয় মামলাসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও তদারকির অভাবে ওয়াক্ফের স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

৮. ওয়াক্ফ একটি ধর্মীয় বিধান। ইসলামে সুদ হারাম। অথচ ১৯৬২ সালের অধ্যাদেশে সুদের কার্যক্রম মেনে নেয়া হয়েছে।

আর্থিক সমস্যা

১. ১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের ৭১ ধারা মতে ওয়াক্ফ এস্টেটের নিট আয়ের ৫% ভাগ ধার্যকৃত ওয়াক্ফ চাঁদা-ই ওয়াক্ফ প্রশাসনের আয়ের একমাত্র উৎস। বিগত ৩১ বছর যাবৎ একই হার বিদ্যমান থাকায় বার্ষিক ওয়াক্ফ চাঁদা আদায় তেমন বৃদ্ধি পায়নি। ফলে ওয়াক্ফ প্রশাসনের প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হচ্ছে না।

২. ওয়াক্ফ প্রশাসনের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে এখন পর্যন্ত ৬৪টি জেলায় ওয়াক্ফ অফিস চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে ৩৮ টি আঞ্চলিক অফিস নামে মাত্র চালু আছে।

৩. যথাযথ উদ্যোগের অভাবে ওয়াক্ফ এস্টেটের তালিকাভুক্তি ব্যহত হচ্ছে এবং নিয়মিত তদারকি ও অডিট করা সম্ভব হচ্ছে না। যার কারণে মুতাওয়াল্লিগণ সঠিক হিসাব ও ওয়াক্ফ চাঁদা প্রদান করছে না। এছাড়া মুতাওয়াল্লি কর্তৃক হিসাব দাখিল না করা, এস্টেটের সম্পত্তি পতিত থাকা, জবর-দখল, দোকান ভাড়া বৃদ্ধি না করা বা ভাড়াটিয়া কর্তৃক ভাড়া প্রদান না করার কারণে এস্টেটের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

৪. সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ক্ষতিপূরণের টাকা ও বার্ষিক ভাতা ওয়াক্ফ অফিসে প্রেরণ না করার কারণে ওয়াক্ফ প্রশাসনের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে না। যার ফলে ওয়াকিফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও এস্টেটের কার্যক্রম দারুনভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

৫. এদেশে দেড় লাখেরও বেশী ওয়াক্ফ সম্পত্তি রয়েছে এবং প্রায় পৌনে তিন লাখ মসজিদের সম্পত্তি ওয়াক্ফ সম্পত্তির সাথে যুক্ত। এ বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা ও চিন্তা কখনো করা হয়নি।[১]

১. প্রফেসর ড. এম. এ মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ওয়াক্‌ফ সমস্যা সমাধানের পথ-নির্দেশ

সমস্যা সমাধানকল্পে নির্দেশনা

ওয়াক্‌ফে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সমাধানের নিমিত্তে দুর্নীতি দূর, সময়োপযোগী পরিকল্পনা, সঠিক ব্যবস্থাপনা ও সুষ্ঠু তদারকি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ওয়াক্‌ফকে আর্ত-মানবতার সেবায় নিয়োজিত ও জনপ্রিয় করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনকে স্বাবলম্বী করে মানবসেবায় অধিক হারে ব্যয় বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও ওয়াকিফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনকে আরো গতিশীল ও যুগোপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সময়ের দাবী। সুতরাং ওয়াক্‌ফে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সমাধানকল্পে নিম্নলিখিত সুপারিশের ভিত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নীরব বিপ্লব সংঘটিত হবে।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে করণীয়

১. ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীনে ওয়াক্‌ফ সংক্রান্ত বিষয়ে দেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান ওয়াক্‌ফ প্রশাসন, যার অধিক্ষেত্র সারা বাংলাদেশ। দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে প্রায় দেড় লক্ষাধিক ওয়াক্‌ফ এস্টেট। এর মধ্যে মাত্র দেড় হাজারের মতো ওয়াক্‌ফ এস্টেট তালিকাভুক্ত আছে। অবশিষ্ট বিপুল সংখ্যক ওয়াক্‌ফ এস্টেট তালিকাভুক্ত না হওয়ার অন্যতম কারণ যথাযথ উদ্যোগ ও সঠিক পরিকল্পনার অভাব। ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ, তদারকি, তালিকাভুক্তি, হিসাব রক্ষণ, আয় ব্যয় নির্ধারণ, চাঁদা ধার্য ও আদায়, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও তার সঠিক বাস্তবায়ন ইত্যাদি কর্মকান্ডের জন্য বর্তমানে মাত্র ১১১ জন লোক কাজে নিয়োজিত আছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বর্তমানে প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বিভাগীয় ও জেলা ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ অফিস স্থাপন করা অতীব জরুরী। ওয়াক্‌ফের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও গতিশীল প্রশাসনের স্বার্থে দুর্নীতি দূর, প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও সঠিক পরিকল্পনা এবং একটি সৎ ও সাহসী সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা অপরিহার্য।

২. জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হতে জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ, বেহাত, বিক্রি ও বেআইনীভাবে হস্তান্তরিত সম্পত্তি উদ্ধারের কার্যক্রম জরুরী ভিত্তিতে আরম্ভ করা প্রয়োজন।

৩. জেলা ও থানা প্রশাসনের সক্রিয় সহায়তায় ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাধ্যমে তালিকা বহির্ভূত ওয়াক্‌ফ এস্টেট তালিকাভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা খুবই প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনা, জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। উল্লেখ্য তালিকাভুক্ত ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশের ৪৭ (৫) ধারা মতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের অফিস হতে তালিকাভুক্ত সম্পত্তি সরকারি সম্পত্তি কি না তদ্বিষয়ে একটি বিবরণী সংগ্রহ করার বিধান রয়েছে। কিন্তু জেলা প্রশাসন হতে এ সমস্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির জন্য অনেক সময়ক্ষেপণ করতে হয়। ফলে তালিকাভুক্তির বিষয়টি বিঘ্নিত ও বিলম্বিত হয়। তাই তালিকাভুক্তি তরান্বিত করার লক্ষে জেলা প্রশাসকের নিকট বিবরণী চাওয়ার এক মাসের মধ্যে বিবরণী পাওয়া না গেলে বিবরণী পাওয়া সাপেক্ষে উক্ত এস্টেট সাময়িকভাবে তালিকাভুক্ত করা।

৪. প্রশাসন বিকেন্দ্রিকরণ তথা ওয়াক্‌ফের স্বার্থে যেসব জেলায় ১০০ টির উর্ধ্বে তালিকাভুক্ত ওয়াক্‌ফ এস্টেট রয়েছে সে সব জেলায় অনতিবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ ওয়াক্‌ফ অফিস স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫. ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহ সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক এস্টেটের সম্পত্তির প্রকৃত পরিমাণ ও প্রকৃতি নিরূপণ করে ওয়াক্‌ফ ক্ষেত্রের সকল প্রকার দুর্নীতি ও অনিয়ম দূর করার সাহসী ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

৬. ওয়াকিফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নসহ লিল্লাহ্ খাতে অর্থাৎ মসজিদ, মাদ্‌রাসা, এতিমখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও দাতব্য চিকিৎসালয়সহ অন্যান্য জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় কাজে অধিক পরিমাণ ব্যয়ের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

৭. মুতাওয়াল্লিবিহীন ওয়াক্‌ফ এস্টেটের দলিল মোতাবেক মুতাওয়াল্লি নিয়োগ তরান্বিত করণ, সম্পত্তির পরিমাণ ও প্রকৃতি নিরূপণ, এস্টেটের আয় সঠিকভাবে ব্যয় করার নির্দেশ প্রদানসহ ওয়াক্‌ফ দলিলের শর্তাদি পালনের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

৮. ওয়াকফের দুর্নীতি দূর ও সুষ্ঠু প্রশাসনের স্বার্থে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, যানবাহনের ব্যবস্থা, সময়মত পদোন্নতি, সামঞ্জস্যপূর্ণ বেতন কাঠামো, নির্মোহ ও কল্যাণকর মানসিকতা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মদক্ষতা ও কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করা একান্ত দরকার।

৯. ওয়াক্‌ফের স্বার্থে এস্টেটসমূহের নিয়মিত পরিদর্শন, তদন্ত, তদারকি অডিট করা, হিসাব গ্রহণ ও চাঁদা আদায়ের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

১০. ওয়াক্ফের প্রধান কার্যালয়ে ওয়াক্ফ এস্টেটের দলিল ও অন্যান্য নথিপত্র রেকর্ডরুমে সঠিকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. ওয়াক্ফ সম্পত্তি বেহাত ও আত্মসাৎ করার প্রবণতা রোধে কার্যকর ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২. ওয়াক্ফ প্রশাসনে বিচারাধীন মোকদ্দমাসমূহের নিষ্পত্তি তরান্বিত করার লক্ষে নিজস্ব আইনজীবি নিয়োগ অথবা স্বাধীন আইনজীবি পেনেল গঠন করতে হবে।

১৩. মুতাওয়াল্লিবিহীন ওয়াক্ফ এস্টেটের দলিল মোতাবেক মুতাওয়াল্লি নিয়োগ তরান্বিত করা।

১৪. জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ওয়াক্ফ প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের মাধ্যমে ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিশ্চয়তা বিধান করা।

১৫. থানা ও জেলা দেওয়ানী আদালতে বিচারাধীন মোকদ্দমাসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা ও তদবীরের জন্য আইনজীবি নিয়োগ দেয়া।

১৬. ওয়াক্ফ এস্টেটের হিসাব ও ওয়াক্ফ চাঁদা আদায়ের জন্য থানা ম্যাজিষ্টেট কোর্টে দায়েরকৃত ফৌজদারী মোকাদ্দমাসমূহের নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার লক্ষে থানা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসকগণকে সক্রিয় সহযোগিতার জন্য পুণঃ পুণঃ পত্র প্রেরণ।

১৭. ওয়াক্ফ এস্টেটের সম্পত্তি বে-আইনীভাবে দখল ও হস্তান্তর না করার জন্য ওয়াক্ফ প্রশাসন কর্তৃক পত্রিকার মাধ্যমে সতর্কী করণ।

১৮. ওয়াক্ফ এস্টেটের সম্পত্তি ওয়াক্ফ হিসাবে রেকর্ড করার প্রয়েজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে মুতাওয়াল্লি / কমিটিকে নির্দেশ প্রদান।

১৯. ওয়াক্ফ এস্টেটের বার্ষিক চাঁদা জেলা প্রশাসকের অফিস হতে আদায় করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মুতাওয়াল্লি ও ওয়াক্ফ পরিদর্শক/হিসাব পরিক্ষকগণকে নির্দেশ প্রদান এবং জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ জ্ঞাপন।

২০. ওয়াক্ফ প্রশাসনের বাৎসরিক উদ্ধৃত্ত আয় থেকে উল্লেখযোগ্য অংকের টাকা লিল্লাহ্ খাতে ওয়াক্ফ এস্টেটের পুরাতন ঐতিহাসিক মসজিদ, মাদ্রাসার সংস্কার, আর্ত-মানবতার সেবা, এতিমখানা, ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয় বর্ধন প্রকল্পে অনুদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

২১. প্রত্যেক এস্টেটের মুতাওয়াল্লিগণ কর্তৃক আয় ব্যয়ের হিসাবসহ প্রত্যেক বৎসরের বাজেট এপ্রিল মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে ওয়াক্ফ প্রশাসকের অনুমোদনের জন্য তার অফিসে দাখিল করতে হবে। উক্ত বাজেটে মোট আয়, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়, উন্নয়ন ও লিল্লাহ্ খাতে ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে।

২২. বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার মধ্যে কেবলমাত্র সাবেক জেলাসহ ওয়াক্ফ প্রশাসনের ৩৮ টি আঞ্চলিক অফিস বিদ্যমান।[১] প্রাথমিক পর্যায়ে যে সব জেলায় ১০০ টির উর্ধ্বে তালিকাভুক্ত ওয়াক্ফ এস্টেট আছে সেসব জেলায় অনতিবিলম্বে ওয়াক্ফ এর অফিস স্থাপন করা অপরিহার্য।

২৩. ওয়াক্ফ এস্টেটের আয় বৃদ্ধি, স্বার্থ সংরক্ষণ, লিল্লাহ্ খাতে সঠিক ব্যয় নিশ্চিত করণ এবং দুর্নীতি দমন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং জেলা / থানা প্রশাসনের কর্মকর্তাদেরকে ওয়াক্ফ এস্টেটগুলো ঝটিকা পরিদর্শন পূর্বক দায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তাব প্রেরণের অনুরোধ করা যেতে পারে।

২৪. ওয়াক্ফ দলিল মোতাবেক ওয়াক্ফ এস্টেটের আয় সঠিকভাবে ব্যয় করার জন্য মুতাওয়াল্লি ও বৃত্তিভোগীদের উদ্বুদ্ধ করণ।

২৫. ওয়াক্ফ প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা / কর্মচারীদের মাধ্যমে ওয়াক্ফ দলিলের শর্তাদি পালনের নিশ্চয়তা বিধান।

২৬. মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা / কর্মচারীগণকে তাদের স্ব-স্ব জেলাধীন ওয়াক্ফ এস্টেটের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রমের মাসিক প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করার নির্দেশ প্রদান।

২৭. বিভাগীয় ও জেলা সদরে ওয়াক্ফ এস্টেটের নিজস্ব জমিতে পর্যায়ক্রমে ওয়াক্ফ অফিস স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২৮. ওয়াক্ফ এস্টেটের উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন, লিল্লাহ্ খাতে ব্যয় এবং শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের বিবরণ জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২৯. ওয়াক্ফ এস্টেটের সম্পত্তির বিবরণ, মালিকানা বিষয়ক তথ্য, আয়-ব্যয়ের হিসাব, চাঁদা ধার্য ও অন্যান্য বিবরণ, ধর্মীয় ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের বিবরণসহ অন্যান্য তথ্য সম্বলিত স্থায়ী রেজিষ্টার তৈরী ও কম্পিউটারের মাধ্যমে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

---

১. এক নজরে ওয়াক্ফ প্রশাসন, ৪, নিউ ইস্কাটন, ওয়াক্ফ ভবন, ঢাকা, ১০০০, পৃ. ৯

৩০. ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনে আরো আগ্রহী ও উৎসাহিত করার জন্য যোগ্যতা অনুসারে পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩১. ওয়াকফের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যাণের জন্য পেনশন, বাসস্থান, যাতায়াত ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩২. ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি হিসাবে রেকর্ডভুক্তসহ আলাদা খতিয়ান খোলার নিশ্চয়তা বিধানের পদক্ষেপ গ্রহণ।

৩৩. প্রত্যেক এস্টেটের আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্যায়ক্রমে অডিট করে সঠিক দাবী নিরূপণের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ চাঁদা পুনঃ নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩৪. ওয়াক্‌ফ এস্টেটের কোন জায়গা-জমি খালি না রেখে ব্যাপকহারে বৃক্ষ রোপণ, পুকুর খনন করে মাছ চাষ, দোকান-পাট নির্মাণ ইত্যাদি কাজে ব্যবহার ও সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান।

৩৫. সারাদেশে দেড় লক্ষাধিক এস্টেটের মধ্যে মাত্র ১৫,০০০ ওয়াক্‌ফ এস্টেট তালিকাভুক্ত আছে।[১] জেলা ও থানা প্রশাসনের সক্রিয় সহায়তায় ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাধ্যমে এ বিপুল সংখ্যক অ-তালিকাভুক্ত এস্টেটসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তালিকাভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩৬. মুতাওয়াল্লি ও বৃত্তিভোগীগণ অনেকেই ইতোমধ্যে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ব্যক্তির নামে রেকর্ড করেছেন, যে রেকর্ড সংশোধন একান্ত অপরিহার্য। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ হিসাবে রেকর্ড করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের যথার্থ নির্দেশ প্রদান।

৩৭. মুতাওয়াল্লি বিহীন ওয়াক্‌ফ এস্টেটের দলিল মোতাবেক মুতাওয়াল্লি নিয়োগ ত্বরান্বিত করণ, সম্পত্তির পরিমাণ ও প্রকৃতি নিরূপণ এস্টেটের আয় সঠিকভাবে ব্যয় করার নির্দেশ প্রদানসহ ওয়াক্‌ফ দলিলের শর্তাদি পালনের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।[২]

৩৮. সুষ্ঠু ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের স্বার্থে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, যানবাহনের ব্যবস্থা, সময়মত পদোন্নতি ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে কর্মদক্ষতা ও কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।

---

১. Bangladesh Bureau of Statistic, *Report on the Census of Waqf Estate*, dhaka-1987, p. 3

২. মো: নিজাম উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৩৯. কোথাও থেকে কোন অর্থনৈতিক উপায় উপকরণ বা মূলধন, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বিনামূল্যে অনুদান হিসেবে পাওয়া গেলে 'ফাই' সম্পদ সংক্রান্ত ইসলামী আইন অনুযায়ী তাকে ওয়াক্ফ ব্যবস্থার অধীন করতে হবে। যেন তা সাধারণ মানুষ বিশেষ করে গরিবদের কাজে লাগে।

৪০. ওয়াক্ফের স্বার্থে এস্টেটসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন, তদন্ত, তদারকি, অডিট করা, হিসাব গ্রহণ ও চাঁদা আদায়ের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

৪১. ওয়াক্ফ এস্টেটের আয় বৃদ্ধি, স্বার্থ সংরক্ষণ, লিল্লাহ্ খাতে সঠিক ব্যয় নিশ্চিত করণ, দুর্নীতি দমন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে জেলা ও থানা প্রশাসনের কর্মকর্তাদেরকে ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহ পরিদর্শন পূর্বক প্রয়োজনবোধে দায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জ্ঞাপন।

৪২. মুতাওয়াল্লি ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক বে-আইনীভাবে ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যক্তির নামে রেকর্ড, জবর-দখল, বেনামী হস্তান্তর ও বিক্রি করার ফলে ওয়াক্ফের স্বার্থ ও অস্তিত্ব দিন দিন বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তাই ওয়াকিফের মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের স্বার্থে সরকারের প্রতিনিধি কালেক্টর এর ১ নং খাস প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।[১]

৪৩. আগামী প্রজন্মের নাগরিকদের মাঝে ওয়াক্ফের মূল তত্ত্ব জ্ঞাতকরণসহ সমাজে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সৃষ্টির স্বার্থে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচীতে ওয়াক্ফের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

আইনের ক্ষেত্রে করণীয়

১৯৬২ সালের পর ওয়াক্ফ আইনের আর তেমন কোন সংস্কার হয়নি। ওয়াক্ফ আইন ও বিধিমালাকে আরো যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষে গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করে ওয়াক্ফ অডিনেন্স পরিবর্তন বা সংস্কার প্রয়োজন। ইসলামে সুদ হারাম। তাই ওয়াক্ফ কার্যক্রমের সাথে সুদের সম্পর্ক বন্ধ করতে হবে। ওয়াক্ফ আইন ১৯৬২ এর কোন কোন ধারা ও বিধিমালায় সুদের উপস্থিতিকে মেনে নেয়া হয়েছে। 'ধারা- ৭২' বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন বিধি, ১৯৭৫-এর বিধি ৮' এর ৯-ক ও খ, ১২-ক, ১৩, ১৮-গ, ও ঘ ইত্যাদি।

ক. বর্তমানে প্রচলিত ১৯৬২ সালের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের ৩২, ৩৪, ৪৩, ৪৪, ৪৭, ৫০, ৬১ ও ৬৪ ধারাসমূহের কার্যক্রম গ্রহণকালীন অবস্থায় নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যার সংশোধন অপরিহার্য। এছাড়া উক্ত অধ্যাদেশের অন্যান্য ধারাসমূহের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন ও

---

১. মো: নিজাম উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

সংযোজন ওয়াক্ফ এস্টেটের স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন। কেননা ধারাগুলোতে যা রয়েছে তা হলো-

ধারা- ৩২

কতিপয় ক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লির অপসারণ এবং বিশ্বাস ভঙ্গের জন্য ওয়াক্ফ প্রশাসকের দায়-দায়িত্ব হচ্ছে-

১. এ অধ্যাদেশের যে কোন স্থানে অথবা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে যা-ই বলা থাকুক না কেন, ওয়াক্ফ প্রশাসক স্বেচ্ছায় অথবা অন্য কোন ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মুতাওয়াল্লিকে অপসারণ করতে পারেন।

ক. বিশ্বাস ভঙ্গ, অব্যবস্থাপনা, অবৈধ কার্যকলাপ অথবা অবৈধ আত্মসাতের জন্য;

খ. মুতাওয়াল্লির কোন কাজের দরুন ওয়াক্ফ সম্পত্তির ক্ষতি হলে অথবা যথাযথ প্রশাসনে, ওয়াক্ফ নিয়ন্ত্রণে বা সংরক্ষণে অভাব হলে;

গ. অধ্যাদেশের ৬১ ধারার অধীন মুতাওয়াল্লি একাধিকবার দন্ডিত হলে;

ঘ. যদি বর্তমান মুতাওয়াল্লি অনুপযুক্ত, অযোগ্য, অমনোযোগী অথবা অন্য কোন ভাবে অবাঞ্চিত দৃষ্ট হয়।

২. উপধারার (১) এর অধীন আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ মুতাওয়াল্লি এরূপ আদেশ জানার তিন মাসের মধ্যে এরূপ আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজের নিকট অপীল করতে পারবেন। তবে শর্ত এই যে, (৪) উপধারার অধীন নিযুক্ত নতুন মুতাওয়াল্লির নিকট ওয়াক্ফের দায়িত্ব বুঝিয়ে না দেয়া পর্যন্ত (১) উপধারার প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলবে না।

৩. এরূপ আদেশের নব্বই দিনের মধ্যে উপস্থাপন করা হলে (২) উপধারার অধীন জেলা জজ প্রদত্ত প্রত্যেকটি আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে ডিভিশন চলবে এবং এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

৪. যখন কোন মুতাওয়াল্লি অপসারিত হন অথবা যখন কোন মুতাওয়ল্লি পদত্যাগ করেন, তখন প্রশাসক একজন নতুন মুতাওয়াল্লি নিয়োগ করবেন যার নিকট বিদায়ী মুতাওয়াল্লি প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নগদ অর্থ তদসম্পর্কীয় যাবতীয় কাগজ পত্রসহ ওয়াক্ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও দখল হস্তান্তর করবেন।

৫. যদি বিদায়ী মুতাওয়াল্লি (৪) উপধারার অধীন নগদ অর্থ ও তদসম্পর্কিত যাবতীয় কাগজ পত্রসহ ওয়াক্ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও দখল উত্তরাধিকারী মুতাওয়াল্লির নিকট হস্তান্তর করতে ব্যর্থ হন বা অস্বীকার করেন, তা হলে উত্তরাধিকারী মুতাওয়াল্লি অথবা প্রশাসক ডেপুটি কমিশনারের নিকট আবেদন করতে পারেন, যিনি বিদায়ী মুতাওয়াল্লিকে উচ্ছেদ করবেন এবং নগদ অর্থ ও তদসম্পর্কিত কাগজ পত্রসহ ওয়াক্ফ সম্পত্তির দখল উত্তরাধিকারী মুতাওয়াল্লি অথবা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করবেন।

৬. যখন কোন মুতাওয়াল্লি বিশ্বাস ভঙ্গ করেন অথবা ওয়াক্ফ সম্পত্তির ক্ষতি করে কোন কাজ করেন, তখন তাকে ওয়াক্ফ সম্পত্তির অথবা এর সত্ত্বভোগীদের ক্ষতি পূরণ দেয়ার জন্য দায়ী থাকবেন।[১]

ধারা- ৩৪

বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রশাসক ওয়াক্ফ সম্পত্তি গ্রহণ করতে পারেনঃ

১. অত্র অধ্যাদেশের অন্যত্র বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনের বা কোন আদালতে কোন ডিক্রি বা আদেশে অথবা কোন দলিল বা দস্তাবেজে যা-ই থাকুক না কেন, ওয়াক্ফ প্রশাসক সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কোন মাজার, দরগাহ, ইমামবাড়া, ওয়াক্ফের সম্পত্তির অন্যান্য ধর্মীয় অথবা প্রতিষ্ঠানসহ কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তির প্রশাসন, নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেন।

২. এর (১) উপধারা মোতাবেক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর যত শীঘ্র সম্ভব প্রশাসক ওয়াক্ফ সম্পত্তির দখল এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র নির্ধারিত তারিখেই অর্পণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়াক্ফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লির প্রতি নোটিশ জারী করবেন এবং মুতাওয়াল্লি যদি নির্ধারিত সময়ে তা বুঝিয়ে দিতে ব্যর্থ হন, তা হলে প্রশাসক ডিপুটি কমিশনারের নিকট আবেদন করতে পারবেন। ডেপুটি কমিশনার মুতাওয়ল্লিকে উচ্ছেদ করে ওয়াক্ফ সম্পত্তির দখল প্রশাসকের নিকট অর্পণ করবেন।

৩. (১) উপ-ধারার অধীনে প্রশাসক কর্তৃক গৃহীত ওয়াক্ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা প্রশাসক তার অধিনস্ত যে কোন অফিসার বা কোন প্রতিনিধি অথবা সরকারি মুতাওয়াল্লি দ্বারা পরিচালনা করতে পারবেন।

---

১. Dhaka law Report office, *The Waqf Ordinance 1962*, Ordinance no-32(1)

৪. (৩) উপ-ধারার বিধানাবলীর অধীনে ব্যবস্থাপনা কমিটি নিযুক্ত হলে এর সদস্যগণের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লি, ব্যবস্থাপনা বা সাজ্জাদানশীন যদি থাকেন এবং ডিপুটি কমিশনার বা তার প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং কমিটির সদস্যগণের মধ্য হতে অনুরূপ প্রত্যেকটি কমিটির সভাপতি ও সেক্রেটারী নিযুক্ত হবেন।

৫. (১) উপ-ধারার অধীন প্রশাসক কর্তৃক গৃহীত কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবস্থপনার জন্য (৩) উপ-ধারার অধীন নিযুক্ত অফিসার বা প্রতিনিধি বা ওয়াক্‌ফের ইচ্ছার সাথে এবং ওয়াক্‌ফের শর্তাবলীর সাথে সম্পর্ক রেখে এবং এ অধ্যাদেশের বিধানাবলী অনুসারে পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। তবে এ পরিকল্পনা প্রশাসকের অনুমোদন সাপেক্ষে হতে হবে এবং তিনি প্রয়োজন মনে করলে এ পরিকল্পনা বা কর্মসূচী সংশোধ করতে পারবেন।

৬. প্রশাসক (১) উপ-ধারার অধীন তৎকর্তৃক একটি পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন এবং প্রশাসন ও তদুদ্দেশ্যে তার সংস্থাপন খরচসহ উক্ত সম্পত্তির আয় ও ব্যয়ের হিসাব রাখবেন এবং প্রশাসক কর্তৃক তার নিয়ন্ত্রণাধীন ও ব্যবস্থাপনাধীন অনুরূপ সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রাপ্ত ও আদায়কৃত সকল অর্থ ওয়াক্‌ফ তহবিলে জমা হবে।[১]

ধারা- ৪৩

কতিপয় ক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লি নিয়োগের ক্ষমতা

কোন ওয়াক্‌ফে মুতাওয়াল্লি না থাকলে অথবা প্রশাসকের বিবেচনায় ওয়াক্‌ফ দলিলের শর্তানুসারে মুতাওয়াল্লি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকলে অথবা মুতাওয়াল্লি পদের উত্তরাধিকারী ব্যক্তি নাবালক, মস্তিষ্ক বিকৃতি অথবা কোন আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হলে সেক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফ প্রশাসক উপযুক্ত মনে করলে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে নোটিশ দিয়ে কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একজন মুতাওয়াল্লি নিয়োগ করতে পারবেন। অনুরূপ নিয়োগ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হতে তিন মাসের মধ্যে জেলা জজের নিকট অপীল করতে পারবেন এবং জেলা জজের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।[২]

ধারা- ৪৪

সরকারি মুতাওয়াল্লি নিয়োগ

এ অধ্যাদেশের বা আপতত: বলবৎ অন্য কোন আইনে অথবা যে কোন দলিলে বা দস্তাবেজে যা-

১. *The Waqf Ordinance 1962*, Ibid, Ordinance no-40

২. Ibid, Ordinance no-43

ই বলা থাকুক না কেন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি এবং এর সাথে সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও অফিসে তালিকাভুক্ত হবে। ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন বোধে ওয়াক্‌ফ প্রশাসক পারিশ্রমিক ও অন্যান্য বিষয়ে যেরূপ উপযুক্ত মনে করবেন সেরূপ শর্তাবলী সাপেক্ষে সরকারি মুতাওয়াল্লি নিয়োগ করতে পারবেন।[১]

ধারা- ৪৭

ওয়াক্‌ফসমূহের তালিকাভুক্তি

১. এ অধ্যাদেশ প্রবর্তনের সময় বর্তমান অথবা অধ্যাদেশের পরে সৃষ্ট সকল ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের অফিসে তালিকাভুক্ত হবে।

২. তালিকাভুক্তির জন্য মুতাওয়াল্লিকে আবেদন করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, ওয়াক্‌ফে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তি অনুরূপ তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

৩. ওয়াক্‌ফ প্রশাসক যেরূপ নির্ধারণ করবেন সেরূপ ধরণ ও পদ্ধতি এবং সেরূপ স্থানে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করতে হবে এবং যতদূর সম্ভব এতে নিম্নলিখিত বিবরণ থাকতে হবে:

ক. সনাক্ত করার জন্য ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির পর্যাপ্ত বর্ণনা;

খ. এরূপ সম্পত্তির সর্বমোট বার্ষিক আয়;

গ. ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বাবদ প্রতি বৎসর পরিশোধযোগ্য খাজনা, আয়কর এবং করের পরিমাণ;

ঘ. প্রাপ্ত বিবরণের ভিত্তিতে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় আদায়ের জন্য বার্ষিক খরচের অনুমতি হিসাব;

ঙ. ওয়াক্‌ফের অধীন নিম্নলিখিত খাতের জন্য পৃথকভাবে রাখা ব্যয়ের পরিমাণ;

* মুতাওয়াল্লির বেতন এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের ভাতা;
* সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় কাজের উদ্দেশ্যে;
* দাতব্য উদ্দেশ্যে;
* অন্য কোন উদ্দেশ্যে এবং
* প্রশাসক কর্তৃক অন্য কোন বিবরণ।

---

১. *The Waqf Ordinance 1962*, Ibid, Ordinance no-44

চ. প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন বিবরণ।

৪. এরূপ প্রত্যেকটি আবেদন পত্রের সাথে ওয়াক্ফ দলিলের একটি সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে অথবা এ ধরণের কোন দলিল সম্পাদিত দলিলের অনুলিপি পাওয়া না গেলে তা অনুরূপ প্রত্যেকটি আবেদন পত্রে আবেদনকারীর জানামতে ওয়াক্ফের সৃষ্টি, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকবে।

৫. তালিকাভুক্তির জন্য আবেদনপত্র পাওয়া এবং কোন সম্পত্তি ওয়াক্ফ সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্তির পূর্বে এ সম্পত্তিটি যে জেলায় অবস্থিত সে জেলার ডেপুটি কমিশনারের নিকট আবেদনের একটি কপি প্রেরণ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি খাস সম্পত্তি কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন। যদি ডেপুটি কমিশনার উক্ত সম্পত্তি সরকারি মালিকানাধীন হওয়ার কারণে তালিকাভুক্তিতে আপত্তি জানান তবে তা আবেদনকারীকে জানাতে হবে এবং আবেদনকারী যদি দেওয়ানী আদালতের বিপরীত কোন সিদ্ধান্ত দাখিল করতে না পারেন তা হলে তালিকাভুক্তির আবেদন পত্রটি নাকচ করা হবে।

৬. (৫) উপ-ধারার অধীন আবেদন পত্রটি নাকচ করা না হলে উক্ত ওয়াক্ফ সম্পত্তি তালিকাভুক্তির পূর্বে আবেদন পত্রটির যথার্থতা, বৈধতা এবং এতে বর্ণিত বিবরণের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে যে রূপ উপযুক্ত মনে করবেন, সেরূপ করতে পারবেন এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তির পরিচালনাকারী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক আবেদন করা হলে ওয়াক্ফ তালিকাভুক্তির পূর্বে প্রশাসক যে ব্যক্তি ওয়াক্ফ সম্পত্তি পরিচালনা করছেন তাকে আবেদনের নোটিশ দিবেন এবং তিনি তার বক্তব্য পেশ করতে চাইলে প্রশাসক তা শুনবেন।

৭. এ অধ্যাদেশ যে তারিখে বলবৎ হবে তার পূর্বে সৃষ্ট ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে তালিকাভুক্তির ঐ তারিখ হতে তিন মাসের মধ্যে করতে হবে এবং ঐ তারিখের পরবর্তী সময়ে সৃষ্ট ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে ওয়াক্ফ সৃষ্টির তারিখ হতে তিন মাসের মধ্যে তালিকাভুক্তির দরখাস্ত করতে হবে।

৮. (২) উপ-ধারার অধীন দাখিলকৃত প্রত্যেকটি আবেদন পত্র ইংরেজী অথবা বাংলা ভাষায় লিখতে হবে এবং স্বাক্ষর ও প্রত্যয়নের জন্য ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধিতে (১৯০৮ এর-৫) যে রীতির ব্যবস্থা রয়েছে সে রীতি অনুযায়ী স্বাক্ষর ও প্রত্যয়ন করতে হবে।

৯. আবেদনকারীকে জানাবার পরও আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করা বা প্রত্যয়ন করা বাদ দিলে বা

করতে অস্বীকার করলে ৪৮ ধারার অধীন রক্ষিত রেজিষ্ট্রারে সে মর্মে একটি নোট লিখে রাখা হবে।[১]

ধারা- ৫০

কোন সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি কি না সে সম্পর্কে নির্দেশ

কোন সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি কিনা এরূপ যে কোন প্রশ্নের সিদ্ধান্ত প্রশাসক দেবেন। তবে শর্ত এ যে, মুতাওয়াল্লি কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি এ ব্যাপারে প্রশাসকের সিদ্ধান্ত বা আদেশে সংক্ষুব্ধ হলে তিনি অনুরূপ সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদানের তারিখ হতে তিন মাসের মধ্যে ৩৫ ধারার (১) উপ-ধারার বিধান অনুসারে জেলা জজের নিকট আবেদন করতে পারবেন এবং যদি এ রূপ আবেদন পেশ করা হয় তা হলে ৩৫ ধারার বিধান প্রযোজ্য হবে।[২]

ধারা- ৬১

দন্ড :

১. যদি কোন মুতাওয়াল্লি-

ক. তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করতে ; বা

খ. স্পষ্ট ও সঠিক হিসাব রাখতে এবং এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিবরণ বা হিসাবের বিবরণী সরবরাহ করতে ; অথবা

গ. প্রশাসক অথবা কোন মনোনীত ব্যক্তির প্রয়োজন অনুসারে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির হিসাব অথবা এ সংক্রান্ত নথি, দলিল এবং দস্তাবেজ পরিদর্শনের অনুমতি দান করতে অথবা অনুসন্ধান ও তদন্তে সহায়তা দিতে আহবান করা সত্ত্বেও সহায়তা দিতে ; অথবা

ঘ. প্রশাসক বা আদালত কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির দখল অর্পণ করতে ; অথবা

ঙ. প্রশাসক বা তার মনোনীত কোন ব্যক্তির নির্দেশ পালন করতে ; অথবা

চ. ৭১ ধারার অধীন প্রদেয় চাঁদা প্রদান করতে ; অথবা

ছ. ওয়াক্‌ফ দলিলের শর্তানুযায়ী ওয়াক্‌ফের বিশেষ কোন সুবিধাভোগীর পাওনা পরিশোধ করতে;

---

১. *The Waqf Ordinance 1962,* Ibid, Ordinance no-47

২. Ibid, Ordinance no-50

অথবা

জ. ওয়াক্ফ দলিলের শর্তানুসারে লাভ-ভোগীকে অথবা ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকে ওয়াক্ফের অবস্থা এবং বিষয়াবলী সম্পর্কে পূর্ণ ও সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে;
অথবা

ঝ. ওয়াক্ফ দলিলের শর্তানুসারে কোন মসজিদ অথবা অন্যান্য ধর্মীয়, দাতব্য ও শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান অথবা সংস্থার তত্ত্বাবধান, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের জন্য অর্থ প্রদান করতে ;
অথবা

ঞ. সরকারি কোন পাওনা পরিশোধ করতে ; অথবা

ট. কমিটির সাথে সহযোগিতা করতে এবং এর কার্যাদি সম্পাদনের নির্দেশ পালন করতে ; অথবা

ঠ. ওয়াক্ফ সম্পত্তির স্বত্ব রক্ষা করতে এবং এর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে ; অথবা

ড. এ অধ্যাদেশ বলে অথবা এর অধীন আইন সঙ্গতভাবে এর অন্য যে কাজ করতে হবে তা করতে ব্যর্থ হন এবং আদালতকে এ মর্মে সন্তুষ্ট করতে না পারেন যে, তার ব্যর্থতার জন্য যুক্তিসঙ্গত কারণ বিদ্যমান ছিল, তবে তিনি দু'হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং তা অনাদায়ে ছয় মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবেন। তবে শর্ত থাকে যে, এ অধ্যাদেশের ৭১ ধারার অধীন প্রদেয় চাঁদা প্রদানের ব্যর্থতার জন্য যখন কোন মুতাওয়াল্লি অভিযুক্ত হন তখন সর্বোচ্চ দুই হাজার টাকার শর্তে জরিমানার পাওনা ও অপরিশোধিত চাঁদার পরিমাণের দ্বিগুনের কম হবে।

২. যদি মুতাওয়াল্লি (১) উপ-ধারার (খ) অথবা (গ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত এরূপ কোন বিবরণী, রিটার্ণ বা তথ্য সরবরাহ করেন, যা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মিথ্যা, ভুল ধারণাপুষ্ট, অশুদ্ধ বা অসত্য বলে তিনি জানেন বা বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে তবে তিনি দুই হাজার টাকা জরিমানায় এবং তা অনাদায়ে ছয় মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবেন।

৩. ৬৩ ধারার (১) অথবা (২) উপ- ধারার অধীন আদালত কর্তৃক আরোপিত জরিমানা যদি আদায় করা হয় তা হলে তা ওয়াক্ফ তহবিলে প্রদান ও জমা করা হবে।[১]

ধারা- ৬৪

১. *The Waqf Ordinance 1962,* Ibid, Ordinance no-61

অনধিকার প্রবেশকারী এবং দুস্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

ক. যদি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির কোন অংশীদার বা কোন লাভ-ভোগী ব্যক্তি অথবা ওয়াক্‌ফের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানের শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার বিঘ্ন বা বাধার সৃষ্টি করে অথবা মুতাওয়াল্লি কর্তৃক বা কোন ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা প্রশাসকের দ্বারা নিযুক্ত সম্পত্তির দখলে বিঘ্ন ঘটায় অথবা এরূপ যে কোন সম্পত্তিতে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটায় তা হলে প্রশাসক ডেপুটি কমিশনারের নিকট আবেদন করবেন যিনি অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে উচ্ছেদ করবেন অথবা অনুরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি বা বাধা প্রতিরোধের জন্য তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করবেন সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (২) (১) উপ-ধারার অধীন ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক উচ্ছেদকৃত কোন ব্যক্তি তার উচ্ছেদের তারিখ হতে তিন মাসের মধ্যে অনুরূপ উচ্ছেদের আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজের নিকট আপীল করতে পারবে এবং অনুরূপ আপীলের ক্ষেত্রে জেলা জজের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।[১]

খ. ওয়াক্‌ফের সুষ্ঠু প্রশাসন তথা এস্টেটের সার্বিক স্বার্থে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি উদ্ধার, জবর-দখলকারীদের উচ্ছেদ, ওয়াক্‌ফের অর্থ আত্মসাৎ ও অন্যান্য বেআইনী কার্যক্রমের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ও গুরুত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষে ওয়াক্‌ফ প্রশাসককে আরো অধিক ক্ষমতা প্রদানসহ উপ-ওয়াক্‌ফ প্রশাসক ও সহকারী প্রশাসকদের সরকার কর্তৃক **১**ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

গ. ওয়াক্‌ফের প্রধান কার্যালয়ে বিচারাধীন মোকদ্দমার নিস্পত্তি ত্বরান্বিত করণসহ থানা ও জেলা আদালতে বিচারাধীন মোকদ্দমাসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা ও তদবিরের জন্য আইনজীবি নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

ঘ. ওয়াক্‌ফ এস্টেটের হিসাব ও চাঁদা আদায়ের জন্য থানা ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে দায়েরকৃত ফৌজদারী মোকদ্দমাসমূহের দ্রুত নিস্পত্তির নিমিত্তে থানা ও জেলা প্রশাসনকে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন।

ঙ. বিচারাধীন মোকদ্দমা দ্রুত নিস্পত্তির স্বার্থে বিভাগীয় সদরে ওয়াক্‌ফ ট্রাইবুন্যাল কোর্ট স্থাপনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

উপরোক্ত ধারাসমূহ সুক্ষভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ ধারাসমূহ বাস্তবায়ন করতে নানাবিধ অসুবিধার সৃস্টি হয়। অতএব, ওয়াক্‌ফের গতিশীলতার স্বার্থে উপর্যুক্ত ধারাসমূহসহ আরো ব্যাপক সংশোধনী অপরিহার্য।

---

১. *The Waqf Ordinance 1962*, Ibid, Ordinance no-64

আর্থিক ক্ষেত্রে করণীয়

১. ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের ৭১ ধারা মতে এস্টেটের নিট আয়ের ৫% ভাগ হারে ধার্যকৃত ওয়াক্ফ চাঁদাই ওয়াক্ফ প্রশাসনের আয়ের একমাত্র উৎস। ওয়াক্ফ আয় বৃদ্ধির লক্ষে নিট আয়ের ১০% ভাগ হারে উক্ত চাঁদা ধার্য করা একান্ত প্রয়োজন।

২. ওয়াক্ফ এস্টেটের ক্ষতি পূরণ নির্ধারণ এবং ধার্যকৃত ক্ষতি পূরণের টাকা ও বার্ষিক ভাতা / এ্যানুইটির টাকা অনতিবিলম্বে ওয়াক্ফ অফিসে প্রেরণ করার জন্য জেলা প্রশাসককে অনুরোধ জ্ঞাপন।

৩. আয় বৃদ্ধির লক্ষে প্রত্যেক ওয়াক্ফ এস্টেটের আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্যায়ক্রমে অডিট করে সঠিক দাবী নিরূপণের মাধ্যমে ওয়াক্ফ চাঁদা পুনর্নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪. অধিকাংশ ওয়াক্ফ এস্টেট এখনো অ-তালিকাভুক্ত অবস্থায় রয়েছে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উক্ত ওয়াক্ফ এস্টেটগুলো তালিকাভুক্তির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫. ওয়াক্ফ এস্টেটের পতিত জমি আবাদ করা এবং উল্লেখযোগ্য এস্টেটের জমিতে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি পেলে ওয়াক্ফ এস্টেটগুলো আর্থিকভাবে সচ্ছল হবে। ফলশ্রুতিতে ওয়াকিফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষে ধর্মীয় ও জনকল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানসহ দুস্থ মানবতার সেবার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

৬. ওয়াক্ফ প্রশাসন এতদসংক্রান্ত সুপারিশমালা সরকারের পার্লামেন্টারী স্ট্যান্ডিং কমিটিতে উপস্থাপন করেছে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

"With the passage of time and change of the present society, it is essential to amend some laws of the Waqfs Ordinance of 1962. However, a proposal for changing some sections of low under that Ordinance has been submitted to the parliamentary standing Committee formed by the Government. This proposal is under active consideration of the government. Moreover, sanction for additional manpower and creation of new posts for Bangladesh Waqf administration is also under active consideration of the Government. But due to pancity of fund and other reasons, sanction for additional manpower for Waqf Administration is delayed. If additional manpower is provided ; it will

be possibal on the part of Bangladesh Waqf Administration to manage, control, supervise, audit and administer the Waqf Estates properly and smoothly. In this way both income and reputaion of the Organisation can be enhanced remarkably. "[১]

ওয়াক্ফের নতুন ব্যবহার বিধি

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ওয়াকফের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিশ্চিত করতে হলে ওয়াক্ফ প্রশাসনকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে তা যেন সৎ, গতিশীল ও সময়োপযোগী হয়। এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। এ সম্পর্কে মুনজের কাহ্ফ যে চিন্তাধারা পেশ করেছেন নিম্নে তা তুলে ধরা হলো :

"There are several prerequisites that must be fulfiled if the awqaf are going to assume an impotant role in the development of economics. The most important prerequisites can be put forward in the following points :

* A new legal framework that defnies the functions and objectives of the awqaf, whether general philanthrhropic or private philanthropic and regulates its social and economic role. The law should define the responsibilities and authorities of awqaf managers and their relationship with the government on the one hand and private and public beneficiaries of awqaf on the other hand . We also need a legal framework that provides sufficient legal protection for awqaf properties.

* A law which provides for the repossession of all awqaf properties that were diverted to other public and or private persons and which reviews old records of awqaf in order to re-establish their rights on many lost real estates.

১. Muhammad Azharul Islam, *Awqf Experience of Bangladesh in south Asia,* Ibid, p. 11

* A complete revision of awqaf management, especially of the investment waqf, in order to fulfill two objectives:

Increasing the efficiency and productivity of awqaf properties and minimizing fraudulent practices and corruption by the awqaf managers (nazers). A new style of management is needed that suits the awqaf institution, keeping in mind that their properties are not woned by those who manage them, as well as sufficient checks and balances on the awqaf managers without allowing the awqaf management to fall in to the lap of the government.

* A clear definition of the role of awqaf in social and economic development and a recognition of the relevance and importance of family awqaf and their role in economic growth. We need to reinstate provisions that protect and orpaganize the idea of establishing new awqaf in general.

* Province technial, managerial and financial support to awqaf management to help it increase the productivity of awqaf properties. We need to redefine the roles of the ministries of awqaf by making them agents of support and catalysts of help in the development of awqaf , rather than government managers of awqaf properties.

* Revise our classical fiqh on awqaf in order to accommodate many new forms of potential waqf that have no precedents in classical fiqh, especially in the area of waqf of usufruct and waqf of nonphysical properties (abstract properties). We need also an expansion of the concept of temporary waqf.

* Provide a master plan in each Muslim country to redeploy the awqaf properties in such a way that maximizes their benefits and services. ”[১]

১. Monzer Khaf, *Financing the Development of Awqaf Poperty,* The American Journal of Islamic Social Science (Economics), Vol-6, No-4 USA 1999, p. 46-47

বাংলাদেশের বিদ্যমান ওয়াকফ সমস্যা পর্যালোচনা করে মালেশিয়া বিশ্ববিদ্যারয়ের গবেষক জনাব মুহাম্মদ ফজলুল করিম তাঁর "*PROBLEMS AND PROSPECTS OF AWQAF IN BANGLADESH: A LEGAL PERSPECTIVE*" বিষয়ক এক নিবন্ধে মৌলিক কয়েকটি সুপারিশসহ ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। নিম্নে তাঁর সুচিন্তিত মতামত হুবহু তুলে ধরা হলোঃ

RECOMMENDATION AND PLAN FOR ACTION

"There appears a clear need to refurbish and review the whole *awqaf* sector in Bangladesh. The socio-economic role that *awqaf* can play in the betterment of Muslim society is very significant. Therefore, in order to revitalize *awqaf* and to make it more relevant to the overall development process in Bangladesh we would like to recommend the followings:

1. Need for a New *Waqf* Act.

A fresh *Waqf* Act is the need of the day in Bangladesh. The existing "*Waqfs* Ordinance of 1962" emerged as a poorly drafted piece of legislation in the face of the present day needs. Many of its important provisions are poorly drafted. The machinery of administration it laid down in those days of Pakistan Martial law is now incompatible in the new framework of Bangladesh. [1]

A resolution was adopted at a recently held seminar on '*Awqaf* Experiences In South Asia'[2] in New Delhi, where it was resolved, with

1. The Ordinance originated during Martial Law. It came into force on 19th January, 1962 when there was no Parliament. Pakistan's 1962 Constitution was promulgated on March 1, 1962. East Pakistan became independent Bangladesh in 1971.
2. Held in May 1999, jointly organized by the Institute of Objective Studies, New Delhi, the Islamic Development Bank, Jeddah, the Kuwait *Awqaf* Public Foundation, Kuwait and *Ta'awun* Trust, New Delhi.

regard to Bangladesh, that the implementation of *Waqf* Ordinance 1962 without repealing the Bengal *Waqf* Act 1934 has brought uncertainty to the law of *waqf* and that the enactment of a new *waqf* law is necessary. Another resolution specifically highlighted the need for amending section 86 of the *Waqf* Ordinance 1962 which empowers the Administrator to realize from an individual *waqf* all costs and legal expenses incurred by the Administrator.[1] This, again, shows the need of a thorough and critical appraisal of all the laws applicable to *awqaf* in Bangladesh to evaluate their appropriateness of meeting the current need of effective *waqf* management.

As mentioned earlier that *waqf* plays an important role in the religious and socio-economic development of the Muslims. The vast resources of *waqf*s can, in theory become a strong instrument not only for the preservation of religious, charitable and philanthropic institutions but also for the educational and economic boost up of the community. It is of utmost importance that *waqf*s should be maintained properly. So the need of a pragmatic and empirical approach in the area of *waqf*s is obvious. The Ordinance cannot fulfill this task in today's changed situation, it has become ineffective. Hence, an ideal Act is essential.

2. Development of Urban *Waqfs* and Issuance of *Waqf* Bond

The urban *waqf* properties situated in busy commercial areas possess immense potentials for development. There is no scheme to develop these properties. These properties being more secure, financing may be easily available. It seems to be the need of the hour that the government should have on contract basis the services of some

[1]. Resolution No. 17 & 18 of above mentioned seminar.

consultant engineer to help in developing these *waqf* properties. In order to remove the hesitation on the part of financing institutions to advance money on the security of *waqf* property (because of its inalienability), a suitable clause may be added to the future *Waqf* Act. The procurement of necessary finances for such ventures could be negotiated by the Administrator with various banking institutions locally and internationally. Moreover, the *Waqf* Administration should be empowered to issue bonds and debentures for making available necessary finances. This venture may attain a bright prospect. Therefore, adequate attention must be paid to the development of urban *waqf* properties.

3. Collaboration with Other Countries

In Bangladesh, what really remains to be done in this important and interesting area is to undertake collaboration and comparative study of *waqf* administration with countries where an administrative set-up for *waqf*s exists. Such countries include almost all the Middle-Eastern countries, Malaysia and Indonesia just to name a few. Among countries where Muslims are minorities, India and Singapore have made considerable development in *awqaf* sector. Obviously, such a study would go a long way towards the betterment of *waqf* administration in Bangladesh.

4. Establishment of National *Waqf* Advisory Board (NAWAB)

Bangladesh should establish a National *Waqf* Advisory Board (NAWAB) that would work in collaboration with the Waqf Administration. It may serve as a Think-Tank and a key driving force that would have, *inter alia,* the following strategic functions:

- To establish branches of NAWAB in District and *Thana* (Sub-District) level. Its aim, among others, would be to encourage, attract and strive to solicit every able Muslim to create *waqfs;*

- To provide consulting services to the *Waqf* Administration and its various chapters;

- To help establish various community development projects and institutions that would be supported primarily from *awqaf* revenues and resources.

- To promote and establish stronger cooperation and coordination with Islamic NGOs and financial institutions nationally and internationally in order to find and determine common and innovative ways of finance for better utilization of *awqaf*.

- To establish cooperation and collaboration with World *Waqf* Foundation (WWF) established by the Islamic Development Bank (IDB).

It is an admitted fact, that in order to improve the situation, there must be a *Waqf* Administrator competent to perform all functions entrusted to him. Government should nominate experts in law, finance and administration as member of NAWAB to help the Administrator. The body will advise in matters such as compromising suits by or against *mutawalli*s and appoint *mutawalli*s in cases where *mutawalli*ship is in dispute or no suitable person is available according to the *waqf* deed.

5. Education and Training for *Mutawalli*s

The *mutawalli*s have to be educated and adequately trained. The objective of such training would be to equip them with proper

knowledge and guidelines for productive utilization the awqaf properties. The training should also serve them to realize that they are holding a trust and they must exhibit a high standard of trustworthiness. This can be achieved by holding regular Training Camps at the district and divisional levels. Booklets and brochures containing instructive material can be issued by the Waqf Administrator's Office and distributed free to the mutawallis.

6. Increasing Staff Benefit

Social security, adequate salary and other benefit for the staff are not available and this sub-standard situation fails to attract young talented persons to this sector. There is no Insurance Scheme which can help the employees in different situation in their career.

7. *Waqf* Tribunal

Waqf disputes and their resolution are another area that must be improved. If litigation and litigation alone is the mode of resolving such disputes, it is wastage of time, money and vital *waqf* resources. Therefore, establishing *Waqf* Tribunals would be a huge step forward in dispute resolution of *awqaf*. Such tribunals, for instance, are operating in India and have been found to be effective. It may be made mandatory for the disputing parties who must go to the *Waqf* Tribunal for mediation and arbitration before the dispute may be taken to a court of law. Then, *waqf* institutions must be exempted from paying court fees and registration charges, and preferably, any legal action against a religious or charitable *waqf* may be defended at the cost of the state, because the state is the custodian of public interest, and the *waqf* is a public matter. Only cases relating to family *waqf* need to be defended by the beneficiaries themselves, as it is their private matter."[১]

ওয়াক্ফ : প্রয়োজন আন্দোলন

আমাদের দেশে এক সময় ওয়াক্ফ সিস্টেম ব্যাপকভাবে চালু ছিল। কিন্তু বর্তমানে পূর্ব থেকে চলে আসা কিছু ওয়াক্ফ বাদে নতুন করে ওয়াক্ফ কম হচ্ছে। এর কারণ আমাদের সমাজ থেকে ওয়াক্ফের গুরুত্ব আজ অনেকটা হারিয়ে গেছে। আমাদেরকে সমাজের দুস্থ, অসহায় ও বৃত্তহীন মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখার জন্য ওয়াক্ফের গুরুত্ব সমাজে ফিরিয়ে আনতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন নতুন এক ওয়াক্ফ আন্দোলন। বিশ্বব্যাপীই তা আরম্ভ হওয়া প্রয়োজন, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে এবং বাংলাদেশে।[২]

এক সময় আমাদের দেশে জমিদারী প্রথা চালু ছিল। অনেকেই শত শত বিঘা জমির মালিক ছিল। সেখান থেকে এক বা একাধিক বিঘা জমি পরকালের কল্যাণের জন্য আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াক্ফ করে দিত। এই চিত্র এখন আর দৃশ্যমান নয়; বরং এটি সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়ে এখন মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প কলকারখানা স্থাপন করে কোটিপতি বা শত শত ও হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হচ্ছে। তাই যারা কোটিপতি বা দশ বিশটা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক তারা নগদ অর্থ অথবা এক বা একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান ওয়াক্ফ করে দিতে পারেন। ইচ্ছা করলে এ উদ্দেশ্যে এক একজন এক একটি ফাউন্ডেশনও গঠন করতে পারেন। এর আয় দ্বারা সমাজের দুস্থ অসহায় মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে। কোন খাতে অর্থ ব্যয় করা হবে তা ওয়াকিফ নির্ধারণ করে দেবেন। কোন এক ব্যক্তি কর্তৃক এর অর্থ অপচয় ও অপব্যবহারের কোন সুযোগ রাখা যাবে না; বরং একটি কমিটি দ্বারা এটি পরিচালিত হবে। এখানে মডার্ণ কর্পোরেট ধরণের ম্যানেজমেন্ট ব্যবহার করতে হবে। যাকে ফাউন্ডেশন বা ট্রাস্ট বলা যায়।[৩] যেমনটি দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে। দক্ষিণ আফ্রিকার "The corporate governance of an organisation managing Islamic charitable endowments (*waqfs*) " শিরোনামে এক স্টাডিতে বলা হয়েছে,

---

১. Muhammad Fazlul Karim, *PROBLEMS AND PROSPECTS OF AWQAF IN BANGLADESH: A LEGAL PERSPECTIVE,* International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, pp. 10-13

২. শাহ আবদুল হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

"The founders of the organisation have stated their intentions as being: 'To ensure that governing organs are representative of the demographics of the country and diversity of our communities, and further, to incorporate significant roleplayers from the mainstream of the *ummah* (Muslim community)…. We are committed to clean, transparent and effective corporate governance.'

Awqaf SA is governed by a board of trustees, who are both executive and non-executive (see Appendix B), and who may serve for no longer than 9 years. There are also donor *(waqif)* trustees who ensure that the returns stemming from the *waqfs* are spent correctly. Various committees, which include investment professionals, clergy, and individuals with knowledge of governance, play a major role in advising the management team and its board of directors. International players from various prominent institutions serve on the consultative committees.

The NGO is strongly supported by volunteers at a grassroots level. Both volunteers and employees report to the operational manager. The management team reigns over the operational manager in terms of hierarchy and consults with the committees mentioned above.

The organisation has numerous internal controls that dictate its functioning and contribute to effective governance. These controls include multiple signatories for bank accounts, monthly management meetings, an asset register, and the identification and management of risks. According to Najjaar: 'An asset cannot be sold unless the trustees approve and the asset is replaced with a better one.' Another integral form of internal control is the published audited annual financial statements, which are available on the website.

Lastly the organisation is governed by a constitution, a code of ethics and a volunteer's manual for those who join. Thus one can see that AWQAF SA functions in a similar fashion to a major corporation. "[১]

দক্ষিণ আফ্রিকার উক্ত অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কাজে লাগানোর যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এ জন্য সরকারের আইন থাকবে, তবে পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। এভাবে যদি পাঁচশ, একহাজার বা ততোধিক ওয়াক্‌ফ-ফাউন্ডেশন দেশব্যাপী গড়ে উঠে, তবে সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য এনে দেবে। পূর্ব থেকে চলে আসা ওয়াক্‌ফ- সমূহের কার্যকর ভূমিকার পাশাপাশি নতুন এরূপ ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান দ্বারাই বর্তমান সময়ে দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ অবদান রাখা সম্ভব হবে। এ জন্য জাতির অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ, গবেষক ও আলেমগণকে এগিয়ে আসতে হবে এবং দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে হবে। বিত্তশালীদের মন ও মননে সৃষ্টি করতে হবে ওয়াক্‌ফের দীর্ঘ পথ পরিক্রমার মানবিক চেতনা ও সমাজ উন্নয়ন জাগৃতি।

১. Council for Geoscience, Private Bag X 112 Pretoria 0001, South Africa. Correspondence should be addressed to gmahed@geoscience.org.za.

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ওয়াক্‌ফের সম্ভাবনা

প্রথম পরিচ্ছেদ
ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতার ধারণা

বাংলাদেশে ধর্মের প্রভাব

ধর্ম বিশেষত ইসলাম সুবিন্যস্ত ও বিজ্ঞানসম্মত এক সিস্টেম বা জীবন-পদ্ধতির নাম। মানুষের সুন্দর ও উন্নত জীবন যাপনের জন্য আল্লাহ্‌ প্রদত্ত এ পদ্ধতি অত্যন্ত বাস্তবধর্মী ও জীবনঘনিষ্ঠ। মানুষের দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী হলেও খুবই মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা দুনিয়ার জীবনের কার্যক্রমের উপরই আখিরাতের অনন্ত জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। দুনিয়াতে মানুষ ভাল-মন্দ যা কিছু করবে তারই প্রতিফল পাবে আখিরাতে।[১] তাই দুনিয়ায় সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য মহান আল্লাহ্‌ প্রয়োজনীয় সব উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করে তা সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে জীবন-যাপন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠাঁই দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থাও করে দিয়েছি।"[২] মানুষের জীবন-জীবিকার গুরুত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে প্রায় সত্তরটিরও বেশী আয়াত রয়েছে, যাতে কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শ্রম ও চাকুরী, নির্মাণ তৎপরতা, যোগাযোগ ও পরিবহণ, আবিষ্কার-উদ্ভাবন ইত্যাদি সব বিষয়েরই বর্ণনা রয়েছে।[৩] এ সব আয়াতে মানুষকে সাফল্যের সাথে তার লক্ষ্যপানে এগিয়ে যেতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ সাধারণত ধর্মপরায়ণ। এ অঞ্চলের অধিবাসীদের ধর্মীয় অনুভূতি অত্যন্ত প্রবল। বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের খ্যাতি রয়েছে। এখানকার মুসলমানদের জীবন-যাত্রা ইসলামী মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ দেশের মানুষ তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানসমূহ নিয়মিত পালন করে। এমনকি পোষাক-পরিচ্ছেদ ও আচার-আচরণে তারা ইসলামের ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলে।

---

১. আল কুরআন, ৯৯ : ৭-৮

২. আল কুরআন, ৭ : ১০, ১৫ : ১৯-২০,

৩. মোহাম্মদ আবু তাহের, *জীবন ও ধর্ম* (ঢাকা: স্বরাজ প্রকাশনী, ২০১০), পৃ. ২৭

এর কারণ বাংলার মুসলিম সমাজে ধর্মীয় অনুভূতির শিকড় অনেক গভীরে। আদিকাল থেকেই ধর্মের নিয়ম-কানুন দ্বারা সমাজ প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়ে আসছে। এ অঞ্চলের মত পৃথিবীর অনেক দেশেই এখনও ধর্মীয় মূল্যবোধ দ্বারা সমাজ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে।[১]

আইন সংস্কারেও ধর্মের প্রভাব লক্ষণীয়। ধর্ম মানুষকে সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে সচেতন করে এবং মানুষের মধ্যে সুন্দর ও নির্মল মনোভাব জাগ্রত করে। ধর্মীয় বিধান মানুষকে সৎ, ন্যায়-নিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ এবং উদার ও পরোপকারী হবার শিক্ষা দেয়। একই সাথে ধর্ম মানুষকে নীতি ও আদর্শ মেনে চলতে শিখায়। ধর্ম বিশেষত ইসলাম মানুষের সার্বিক জীবনকে একটি অখন্ড ও অভিন্ন ধারায় পরিচালনার নির্দেশনা দেয়। ইসলাম জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছে। ধর্মের সর্বজনীন একটি আবেদন হচ্ছে মানুষ যেন অসৎ ও অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকে। ধর্মের অনুশাসন মেনে না চললে গুরুতর শাস্তির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ধর্মেই পার্থিব জীবনের পর পারলৌকিক জীবন প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। দুনিয়ার আমল বা কাজকর্মের উপরই পরকালের সাফল্য নির্ভরশীল। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে সৎ কর্মই ধর্ম।[*] পার্থিব জীবনের সব কাজ-কর্মের বিচার এবং বিচারের রায়ের ভিত্তিতে মানুষের জন্য পরকালে শাস্তি বা পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে। এ বিশ্বাসই মানুষকে সমাজে এমনভাবে বসবাস করতে শিখায় যে, সে নিজেই নিজেকে সংশোধন ও নিয়ন্ত্রণ করে চলে এবং সমাজে সৎ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়।[২] এ জন্যই ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাব মানবজীবনে বেশ গুরুত্ব বহন করে। ধর্মের অন্তর্নিহিত শিক্ষার ফলেই মানুষের মধ্যে সুকুমার চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে, মানুষ সর্বোত্তম চরিত্র গঠনে আগ্রহী হয় এবং মহৎ ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। এতদ্ব্যতীত ধর্ম কতগুলো বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে।[৩]

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় ধর্ম বিশেষত ইসলামের প্রভাব বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এখনও বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে যৌন অপরাধের বিচার হয় ইসলামের বিধান অনুযায়ী। (যদিও বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী এটি দন্ডনীয় অপরাধ।) স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য নিরূপণ এবং মা বাবার সঙ্গে সন্তান-সন্ততির সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয় ধর্মীয় আদর্শ দ্বারা। সম্পত্তির উত্তরাধিকার নীতিও ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত। ধর্মের উত্তরাধিকার নীতি রাষ্ট্রও মেনে চলে।

১. সৌদি আরব, ইরান ও মিসরসহ গোটা মধ্যপ্রাচ্যে ধর্মের নিয়ন্ত্রণ লক্ষণীয়।

* সৎকর্ম বলতে বুঝায়, ইসলামের দৃষ্টিতে যা কিছু হালাল বা বৈধ কিংবা যা হারাম বা অবৈধ নয়।

২. আল কুরআন, ১০৩: ১-৩, ৪ : ১২৪

৩. আল কুরআন, ৪: ১১৪, ৪৯ : ১০

এ ভাবে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তির সাথে সমাজ ও প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক নির্ণীত হয় ধর্মীয় শিক্ষা অনুযায়ী। এখনও ধর্ম বিরোধী আচরণ করলে সমাজচ্যুত করা হয়। কয়েকজন মিলে গরু-মহিষ কোরবানী দিতে গিয়ে বকধার্মিক বা অসৎ পথে অর্থ উপার্জনকারীকে কেউ সাথে নিতে চায় না।[১] বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে ধর্মের প্রভাব এতই ব্যাপক ও গভীর যে, তা ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্ম সামাজিক সম্পর্ক বা মানব সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে। কেননা ধর্মেই নির্দেশ রয়েছে কিভাবে কার সাথে আচরণ করতে হবে। কেমন করে কার সাথে কী সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। সামাজিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করার অর্থ সমাজ কাঠামোকেও নিয়ন্ত্রণ করা। ধর্ম শুধু অপকর্ম বা সমাজ বিরোধী কাজ-কর্মকেই নিরুৎসাহিত বা বাধা প্রদান করে ক্ষান্ত হয় না; বরং ধর্ম অপকর্মের চিন্তা-বাসনাকেও অবদমিত করে।[২] তাই ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামের দৃষ্টিতে সমগ্র মানব জাতির উৎস এক ও অভিন্ন। সে অভিন্ন উৎস থেকেই মানুষ বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, ধর্ম বা দেশে দেশে বিভক্ত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে, "হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে একজন মাত্র নারী ও পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমারা পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পার।"[৩] এজন্য ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কোন প্রকার বংশীয়, শ্রেণিগত বা জাতিগত আভিজাত্যকে স্বীকার করা হয় না। ইসলামে মানুষের মর্যাদা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নয়; বরং তা তার চারিত্রিক গুণাবলী ও সমাজের উপকারার্থে অবদানের উপর নির্ভরশীল। সে কারণে ইসলাম মানুষের অভিন্ন ভ্রাতৃত্বের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে। কেননা বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ইসলামের লক্ষ্য।[৪] সকল মানুষই সমান এবং জন্ম বা মর্যাদার ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে কোন মৌলিক প্রভেদ নেই, এটাই ইসলাম বিঘোষিত নীতি। তাই ইসলাম জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম-বর্ণ বা সামাজিক পেশা ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকল নর-নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে বলেছে।

ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতার ধারণা এবং বাংলাদেশে তার প্রভাব

ইসলাম মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্যকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য এবং সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য। সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালন সামাজিক দায়িত্ববোধকেই নির্দেশ করে। আসমান ও জমিনের মধ্যে যা কিছু বিদ্যমান তার সব কিছুর মালিক মহান আল্লাহ, মানুষ নয়। মালিকানার অর্থ ইচ্ছেমত

---

১. ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *সমাজ বিজ্ঞান পরিচিতি* (ঢাকা: হাসান বুক হাউস, ১৯৯৩), ১৩২

২. আল কুরআন, ৭৯ : ৪০

৩. আল কুরআন, ৪৯ : ১২

৪. আল কুরআন, ৪৯ : ১০

বস্তুর অবাধ ব্যবহারের অধিকার। এ অধিকার মানুষকে দেয়া হয়নি। মানুষ সম্পদের আমানতদার বা তত্ত্বাবধায়ক। ইসলামে বিশ্বাসী মানুষ জড়-সম্পদ ভোগ করবে মালিক রূপে নয়, আমানতদার হিসেবে আল্লাহ্‌র 'রব' (লালন-পলনকারী) গুণের প্রতিভূরূপে। অপরের কল্যাণে অন্তরায় ও উদাসীন না হয়ে সম্পদ ভোগের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। কিন্তু এ ব্যবহারিক স্বত্ত্বাধিকার অর্জন করতে হয় আল্লাহ্ প্রদত্ত শ্রম শক্তির সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে। কোন সঙ্গত কারণে যারা শ্রম দানে অক্ষম, সামাজিক জীবন মানের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মৌলিক চাহিদা মেটানোর দায়িত্ব সমাজের অর্থশালী ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত। এ দায়িত্ব পালনের নামই 'হুক্কুল ইবাদ' বা মানুষের অধিকার।[১] এ জন্য আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং কোন কিছুকে তার সাথে শরিক করো না। পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।"[২] অন্যত্র বলেছেন, "যারা এতিমদের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন, যারা ক্ষুধার্তকে অন্ন দানে বিমুখ এবং যারা প্রতিবেশীর উপকারের প্রতি উদাসীন সে সকল উপাসনাকারী অভিশপ্ত।"[৩] দরিদ্র বা অভাবী হওয়ার অজুহাতে কারও সামাজিক দায়িত্ব এড়াবার সুযোগ নেই। প্রত্যেককেই আল্লাহ্ এমন কিছু না কিছু দিয়েছে যা সে সমাজের জন্য কম-বেশী ব্যয় করতে পারে। হতে পারে তা অর্থ-সম্পদ, শ্রম, মেধা বা সময়। এ জন্যই আল্লাহ্ বলেছেন, "যাদের প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্য আছে তারা তা হতে সমাজকল্যাণে ব্যয় কর, আর যারা অসচ্ছল ও অভাব-অনটনের মধ্যে আছে তারা আল্লাহ্ তাদেরকে যা দিয়েছে তা হতে ব্যয় কর।"[৪] এভাবেই সমাজকল্যাণে অবদান রাখার ব্যাপারে ইসলাম তাগিদ দিয়েছে। কেননা মহান আল্লাহ্ মানব সমাজের সচ্ছলতা কামনা করেন। পার্থিব জীবনে নানাবিধ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার কারণে অনেক সময় মানুষ সম্পূর্ণ নিঃস্ব, অসহায় ও পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সমাজের ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের অপরিহার্য দায়িত্ব হচ্ছে এ সব মানুষের পাশে দাঁড়ানো। সে কারণেই সমাজপতিদের উচিত ওয়াক্‌ফের ন্যায় নানা রকম অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা গড়ে তোলা।

ইসলাম সমাজের বিভিন্ন স্তরে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সহযোগিতা, কল্যাণ কামনা ও সমৃদ্ধিকে শুধু উৎসাহিতই করেনা; বরং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে। ইসলাম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক প্রয়োজন পূরণ এবং ধর্মীয় ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করার পথ-নির্দেশ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কুরআন ধনীদের উপর যাকাত ফরয করেছে এবং নির্ধারিত

১. আল কুরআন, ৫১ : ১৯
২. আল কুরআন, ৪ : ৩৬
৩. আল কুরআন, ১০৭: ২-৫
৪. আল কুরআন, ৬৫ : ৭

আটটি খাতে তা ব্যয়ের নির্দেশ দিয়েছে। "এ সাদাকাহ্সমূহ (যাকাত) আসলে ফকির মিসকিনদের জন্য, সাদাকাহ্ সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত লোকদের জন্য, যাদের মন জয় করা প্রয়োজন তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের সাহায্য করার জন্য, আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী এবং মুসাফিরদের উপকারে ব্যয় করার জন্য। এটা আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।"[১] কুরআনে উল্লেখিত আট শ্রেণির লোকের পূনর্বাসনের ব্যবস্থা হলে সমাজ দারিদ্রমুক্ত হতে বাধ্য এবং সে সমাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধি অনিবার্য।

আধুনিককালে যেসব প্রতিষ্ঠান গরিব অসহায় মানুষের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে, ইসলাম সে ধরণের কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পক্ষপাতী। অবশ্য এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে যে, তা যেন কোন অবস্থাতেই অবৈধ কোন ব্যবস্থা বা নীতি-কৌশলের সাথে জড়িত না থাকে। মূলধন ঠিক রাখা এবং কর্মচারীদের ব্যয় ভার নির্বাহের জন্য লাভের বৈধ পন্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে পারস্পরিক সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ সত্যিকার কল্যাণে পরিণত হয়, মূলধন নিরাপদ থাকে এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের সংস্থান হয়। আর এভাবেই এরূপ প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখা সম্ভব। পারস্পরিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তা তথা কল্যাণমূলক উদ্দেশ্যে গঠিত প্রতিষ্ঠানের লেন-দেনের প্রাক্কালে সদাচার, বৈষম্যহীন এবং আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার নীতি কার্যকর থাকবে।[২] পবিত্র কুরআনে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, "পূর্ণ কাজে এবং তাকওয়ার ভিত্তিতে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং শয়তানের কাজে ও শত্রুতা সৃষ্টিতে ইন্ধন যুগিওনা।"[৩] অন্যত্র বলা হয়েছে, "তারা কী আপনার পালনকর্তার রহমত বন্টন করে? বরং আমি তাদের পার্থিব জীবনের জীবিকা বন্টন করি এবং একের উপর অন্যকে মর্যাদা দান করি, যাতে একে অপরকে সেবকরূপে গ্রহণ করে। তারা যা সঞ্চয় করে রাখে আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহ তদাপেক্ষা অনেক উত্তম।"[৪]

এ ভাবে দেশের জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং সার্বিক কল্যাণের জন্য সর্বস্তরের সামর্থবান মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে যে আহবান জানিয়েছেন, তা যথাযথভাবে প্রতিপালিত হলে সমাজে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতার পরিবেশ সুনিশ্চিত হতে বাধ্য, যা মানবতার মহান শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর জীবদ্দশায় বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে

---

১. আল কুরআন, ৯ : ৬০

২. মাওলানা হিফজুর রহমান (অনুবাদ মাওলানা আব্দুল আওয়াল), *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮), পৃ. ২৯৫

৩. আল কুরআন, ৫ : ২

৪. আল কুরআন, ৪৩ : ৩২

দিয়েছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) শুধু তাত্ত্বিকভাবেই আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার উপর জোর দেননি; বরং তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ তাঁদের জীবদ্দশায় বিভিন্ন কার্যক্রমে রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে এর কার্যকর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। এমনকি নবুওত প্রাপ্তির পূর্বেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) "হিলফুল ফুজুল" নামক সমাজ সংস্কারক ও সহযোগিতা সংস্থা গঠন করে বিশ্ববাসীর সামনে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিও না।"[১]

অপর এক হাদিসে বলা হয়েছে, "তুমি মু'মিন লোকদের পারস্পরিক অনুগ্রহ, অনুকম্পা, ভালাবাসা ও বন্ধুত্ব এবং কৃপা ও সহানুভূতির ক্ষেত্রে একটি অখন্ড দেহের মত দেখতে পাবে। দেহের কোন একটি অঙ্গে ব্যথা হলে গোটা দেহ যেমন জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ে, তদ্রুপ মু'মিনরাও আক্রান্ত হলে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠে।"[২] মহানবী (স.) অভাবী লোকদের দায়িত্ব নিজের উপর গ্রহণের উদ্দেশ্যে আরও বলেছেন, "যে লোক ঋণগ্রস্ত হয়ে অথবা সহায় সম্বলহীন অক্ষম সন্তানাদি রেখে মারা যায়, তার উত্তরসূরীরা যেন আমার কাছে আসে। কেননা এরূপ অবস্থায় আমি তাদের অভিভাবক।" সহায় সম্বলহীন লোকদের পরিবার পরিজনদের দেখাশুনার ভারও রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে তিনিই গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন- "যে লোক ধন-মাল রেখে মারা যাবে তা তার উত্তরাধিকারীরা পাবে। আর যে লোক দুর্বহ বোঝা (ঋণ), অসহায় সন্তানাদি ও পরিবার রেখে মারা যাবে, তা বহনের দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে।" [৩] উপরে উল্লেখিত কুরআন ও হাদিস থেকে যে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে তা হলো ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে দুর্দশাগ্রস্ত অসহায় মানুষের সহায়তা ও কল্যাণের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। ইসলাম যেহেতু মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেয় এবং এ কল্যাণ যাতে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে তার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং প্রকৃত মুসলমান হতে হলে অবশ্যই তাকে মানবজাতির কল্যাণে ব্রতী হতে হবে, ভূমিকা রাখতে হবে। এ জন্যই ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, দরিদ্র, অভাবী, মজলুম, অসহায় ও বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করতে, ক্ষুধার্তকে অন্ন দিতে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিতে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে, মজলুমকে জালিমের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে, অত্যাচারী শাসকের সামনে উচিত কথা বলতে। এভাবেই ইসলাম মানুষের মর্যাদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমাজ সেবাকে গুরুত্ব দিয়ে সমাজকল্যাণকে ত্বরান্বিত ও ফলপ্রসূ করেছে। এ কারণেই মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, সমান সুযোগ, সামাজিক

---

১. আল কুরআন, ২: ১৮৮

২. মুহিউদ্দিন আল আলী, *মিশকাত শরীফ*, বাব আল বির্ ওয়া ওয়াসিলা, পৃ. ২৬৩

৩. *মিশকাতুল মাসাবিহ্* , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৩

দায়িত্ব, সম্পদের সুষম বন্টন, সামাজিক ন্যায়বিচার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সামগ্রিক জীবনবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে অসংখ্য বর্ণনার উল্লেখ রয়েছে। ইসলামের বিধান মতে দানশীলতা ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং তার আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও অন্যান্যদের হক রয়েছে তার সম্পত্তির উপর।[১] সে জন্য ইসলামে সামাজিক কল্যাণ সাধনের জন্য বিভিন্ন প্রথা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে সম্পদের সুষম বন্টন, অসহায় জনগণের নিরাপত্তা বিধান ও সামাজিক ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যাকাত, বায়তুলমাল, করযে হাসানা, সাদাকায়ে জারিয়াহ্ তথা ওয়াক্ফের অবদান অনস্বীকার্য। এ সব সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলাম কেবলমাত্র মসলমানদেরই সামাজিক নিরাপত্তা দেয়নি; বরং ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকলের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করেছে। হযরত আবু বকর (রা.) এর শাসনামলে হীরাবাসীদের সঙ্গে যে সন্ধির চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাতে উল্লেখ রয়েছে যে, বৃদ্ধ, অক্ষম, আকস্মিক বিপদগ্রস্ত, ভিক্ষুক, হঠাৎ দরিদ্রে পরিণত হলে তাদের উপর থেকে জিজিয়া কর প্রত্যাহার করা হবে।[২] তাছাড়া বায়তুলমালের মাধ্যমে অসহায় ও দরিদ্র জনগণের কল্যাণ সাধন করে সামাজিক কল্যাণ সাধনকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলামী অনুশাসন এবং বিধি-বিধানকে অনুসরণ করে খুলাফা-এ-রাশেদীনের যুগে আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যাকে বিশ্বের প্রথম 'কল্যাণ-রাষ্ট্র' অভিহিত করা হয়।

ইসলামের অনুপ্রেরণা, মূল্যবোধ, মানবীয় দর্শন এবং মানবকল্যাণের সর্বজনীন নীতি সর্বোপরি ইসলামের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাস্তবমুখী পদক্ষেপসমূহ বাংলাদেশের সমাজকল্যাণের উদ্ভব ও বিকাশে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে আছে। ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সমাজের আপামর জনসাধারণ দরিদ্র অসহায় মানবতার কল্যাণে এগিয়ে এসেছে যুগ যুগ ধরে এবং নিঃস্বার্থভাবে এতিমখানা, দাতব্য চিকিৎসালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দুস্থ নিবাস ও অন্যান্য সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। যা আরো ব্যাপক ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে।

১. আল কুরআন, ৭০ : ২৪-২৫

২. মো: আতিকুর রহমান, *সমাজকল্যাণ* (ঢাকা: কুরআন মহল, ১৯৯০), পৃ. ২৯১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফের ভূমিকা

ওয়াক্‌ফ-এর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস-ঐতিহ্য

ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আমলেই প্রথম চালু হয়েছিল। হযরত আবু তাল্‌হা (রা.) তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় একটি ফলের বাগানের মালিকানা এই বলে মহানবী (স.) এর নিকট হস্তান্তর করেন যে, এ বাগানকে তিনি যে ভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন। মহানবী (স.) তাঁকে ঐ বাগান তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেয়ার পরামর্শ দিলে তিনি তাই করেন।[১] এরপর হযরত উমর (রা.) খায়বরের জমি ওয়াক্‌ফ করেন। অতঃপর হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.) ও হযরত মুয়াজসহ (রা.) অন্যান্য সাহাবীগণও নিজ নিজ জমি ও বাগান ওয়াক্‌ফ করেন।[২] মূলত হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলেই ওয়াক্‌ফের প্রচলন ব্যাপকভাবে শুরু হয়। নিজের একখন্ড জমি ওয়াক্‌ফ করার মধ্য দিয়ে তিনি এ কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। এরপর শতাব্দীর পর শতাব্দী, প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম মুসলমানগণ ওয়াক্‌ফের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছে। তারা ফসলি জমি, বাগান, ঘরবাড়ি ও ফল-ফলাদি ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক খাতে ওয়াক্‌ফ করত এবং তাতে মুসলিম সমাজ বিপুলভাবে উপকৃত হতো।

ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান সাধারণত দু'ভাবে গড়ে উঠতো। প্রথমত: সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ওয়াক্‌ফ। দ্বিতীয়ত: সমাজের ধনী লোকদের প্রতিষ্ঠিত ওয়াক্‌ফ। এ ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম যে প্রতিষ্ঠানটির নাম উল্লেখ করতে হয়, তা হচ্ছে মসজিদ। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে লোকেরা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করতো। এমনকি খলিফা, রাজা ও সম্রাটগণও নতুন নতুন মসজিদ নির্মাণ এবং বিদ্যমান মসজিদের সম্প্রসারণ, সংস্কার ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক দামেস্কের উমাইয়া মসজিদে অঢেল অর্থ ব্যয় করেছেন এবং অসংখ্য মানুষ এর নির্মাণ কাজে অংশ নিয়েছেন।[৩] এরপর গুরুত্বপূর্ণ ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসালয়।

---

১. মুফতী মুহাম্মদ শাফী, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত), অনু: মাওলানা মহিউদ্দীন খান, পৃ. ১৮৬

২. বাদায়েউস্ সানায়ে, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩২৬

৩. ড. মোস্তফা আস্-সিবায়ী, (অনু: আকরাম ফারুক), *ইসলামে জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব*, ৪ ফেব্রুয়ারী-২০০২, দৈনিক সংগ্রাম, পৃ. ৭

এ সম্পর্কে আব্দুল মালিক আহমদ সায়িদ বলেন,

"Consequently, the Muslim society depended essentially on awqaf to provide all level of education; cultural services, such as liberaries and lecture facilities; Scientific research in all material and religious sciences and health care. It is reported that under Islamic rule the Islam of sicily had 300 elementary schools all built by awqaf and payment of teachers and school by suplies provided for by waqf revenues."[১]

মুসলিম বিশ্বের বড় বড় শহর ও রাজধানীসমূহ যেমন আল কুদুস, দামেস্ক, বাগদাদ, কায়রো এবং নিশাপুরে শত শত হাইস্কুল এবং দশটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঐসব বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিজ্ঞানসম্মত এবং শৃঙ্খলার সাথে চিকিৎসা বিদ্যা, রসায়ন এবং ইসলামী ধর্মতত্ত্ব পড়ানো হতো। এর মধ্যে ফিজের ফারাবিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাগদাদের মুসতানসিরিয়ার নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম। এসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ওয়াক্ফ সম্পদ থেকে। এদের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার উন্নত ধারা সম্পর্কে আব্দুল মালিক আহমদ সায়িদ বলেছেন,

"The awqaf estates provided these Universities with buldings in addition to teaching materials, scientific books, Salaries for teachers and stipends for students. Some Universites even have students dormitories for both single and married students. Awqaf also built scientific libraries and supplied them with hundreds of thousands of volumes. Pyment for liberaries employees, supervisors and scribes were provided from the huge revenues collected from orchards and rentable buildings made to awqaf for the benefit of these liberaries."[২]

এ সম্পর্কে মুস্তফা আল যারকাহ্ বলেছেন, "In order to facililate lending books to scholars and researchers, they ruled that it is not permessible to

---

১. Abdul Malik Ahmad Sayed`*Role of Awqaf in Islamic History"* in Hassan Abdullah Al-Amin, ed, Idarat wa tathmir mumtalakat al awqaf, Jeddah, IRTI, 1989, p. 231

২. Abdul Malik Ahmad Sayed` Ibid , p. 279

ask book borrowiers to provide collateral, even if the waqf founder made such a provision in the waqf ducoment. It is thus ruled that such a condition by the founder is invalid.”[১]

আব্দুল মালিক আহমদ সায়িদ আরো বলেছেন,

“Islamic history has witenssed specialized awqaf for scientific research in medicine, pharmacology and other sciences. [২] The awqaf that provided for education were probably responsible for the independence of mind that was common among scholars, keeping them free of the rulers. These awqaf turned Muslim scholas in to popular leaders and out spoken representatives of the society in any confrontation with the authority. The awqaf system also contributed to reducing the socio-economic differences by offeaing education on the basis of ability rather than on the ability to pay. Hence, the poor had educational opportunities that allowed them to clibm the socio-economic ladder.” [৩]

কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন, সম্বলহারা, পথহারা, মুসাফিরদের জন্য মুসাফিরখানা ও খাবার ঘর তৈরী করা হত। এসব জায়গায় স্থান সংকুলান সাপেক্ষে লোকেরা যত দিন প্রয়োজন হতো তাতে থাকতে পারত। অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ লোকদের জন্য লোকালয়ের বাইরে নির্জন এলাকায় ইবাদত ও ইসলামী শিক্ষার জন্য বিশেষ ধরণের খানকাহ্ ও ইবাদতখানা তৈরী করা হতো। দরিদ্র ও দুস্থ লোকেরা যারা নিজের ঘর-বাড়ি নির্মাণের ক্ষমতা রাখতো না, তাদের জন্য বাড়ি-ঘর নির্মাণ করে দেয়া হতো। জনসাধারণের চলাচলের পথে জায়গায় জায়গায় খাবার পানির কূপ খনন করা হতো।[৪] বেকার লোকদের জন্য বিনামূল্যে খাবার বিতরণের গৃহ নির্মাণ করে সেখানে রুটি, গোস্ত-হালুয়া বিতরণ

---

১. Mustafa al-Zarka,*Ahkam-al awqaf,* Damescus,Syrian University press,1947, p.48

২. Abdul Malik Ahmad Sayed` op.cit. p. 290

৩. Abdul Malik Ahmad Sayed, Ibid, p. 256

৪. ড. মোস্তফা আস্-সিবায়ী, (অনু: আকরাম ফারুক), *ইসলামে জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব*, ৪ ফেব্রুয়ারী-২০০২, দৈনিক সংগ্রাম, পৃ. ৭

করা হতো। সরকার হাজিদের থাকার জন্য ঘর বাড়ি নির্মাণ করতেন। এসব বাড়ি-ঘর মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় অনেক ফক্বিহ মক্কায় ঘর বাড়ি ভাড়া দেয়াকে অবৈধ বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। কেননা এসব বাড়ি ঘর হাজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত ছিল।[১] মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সীমান্ত রক্ষীদের প্রহরার জন্য গৃহ নির্মাণ করা হতো, যাতে কোন বিদেশী শত্রু সীমান্ত অতিক্রম করে ভেতরে ঢুকে পড়তে না পারে। এ সব সীমান্তরক্ষীদের জন্য বরাদ্দকৃত বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান ও ঘর-বাড়ি ছিল। এ সব গৃহে জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সব উপকরণ যেমন খাদ্য, পোষাক, অস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস সহজেই পেত। ঘোড়া তলোয়ার, বর্শা ও অন্যান্য সামরিক শিল্পে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। মুসলমানদের শতীর-ধনুক ও অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জামও ওয়াক্‌ফ করা হতো। ফলে মুসলিম মুজাহিদগণ কখনও অস্ত্র সরঞ্জামের অভাব বোধ করতো না। তাই মুসলিম শহরগুলোতে বড় বড় কল-কারখানা নির্মিত হয়েছিল। পশ্চিমা দেশের ক্রুসেড যোদ্ধারাও শান্তির সময়ে মুসলিম দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়তো এবং অস্ত্র কিনতো। এজন্য ইমামগণ ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, শত্রুদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা বৈধ নয়।[২] বেশ কিছু ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি এমনও ছিল যার আয় আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের সংকল্পকারী ও জিহাদে লিপ্ত সে সব সামরিক ব্যক্তির জন্য বরাদ্দ ছিল, যাদের ব্যয় বহন করা সরকারের সাধ্যাতীত ছিল। আবার এমন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি থাকতো যার আয় দিয়ে রাস্তা, ব্রিজের সংরক্ষণ, মেরামত ও নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হতো।[৩]

দরিদ্র ও অনাথদের দাফন কাফনের ব্যয় নির্বাহের জন্যও কিছু কিছু সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা হতো। কিছু কিছু সম্পত্তি কবরের জন্যও ওয়াক্‌ফ করা হতো। সাধারণভাবে দুস্থ মানুষের সাহায্যের জন্য অসংখ্য প্রতিষ্ঠান ছিল, তদুপরি সুনির্দিষ্টভাবে লাওয়ারিশ শিশুদের লালন-পালন, খতনা দেয়া ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও কিছু কিছু স্বতন্ত্র ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বরাদ্দ ছিল। পঙ্গু, অন্ধ ও অক্ষম লোকদের তত্ত্বাবধান তথা খোরপোষ, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ সম্মানজনক জীবন-যাপনের জন্যও স্বতন্ত্র ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ছিল।[৪] কয়েদীদের চরিত্র সংশোধন, তাদের জীবন মানের উন্নয়ন, খাদ্য ও সুচিকিৎসার জন্য বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত লোকদের পেছনে ব্যয় করার জন্য বহু ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠানের আয় নির্দিষ্ট থাকতো। এ আয় দিয়ে সর্বত্র চিকিৎসা কেন্দ্র ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছিল।

---

১. ড. মোস্তফা আস্‌-সিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

২. Mustafa al-Zarka,*Ahkam-al awqaf,* op.cit. p. 59

৩. ড. মোস্তফা আস্‌-সিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৪. Monzer kahf, Financing the Development Awqaf property". The American Journal of Islamic social sciences. Vol- 16, No. 3, 1999, p. 45-46

আহমদ সায়িদ এ প্রসঙ্গে বলেন, "Health services were also provided by awqaf thought the Muslim Lands. Hospitals and their equipment, Salaries to Physicians and their subordinates, to Schools of medicine and pharmachy and stipend to students were all regularly provided by the awqaf. Special awqaf were established for estabilized medical schools for reseach in Chemistry and for payment for food and medicine for hospital patients."[১]

এমন কিছু ওয়াক্ফ সম্পত্তিও ছিল, যার আয় দিয়ে বিয়ের উপযুক্ত যুবক-যুবতীর বিয়ের খরচ মেটানো হতো। যে সকল অভিভাবক বিয়ের খরচ ও মোহরানা ইত্যাদির দায় বহন করতে পারতো না, তাদের সাহায্যে এ সব প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসতো। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান দুগ্ধপোষ্য মায়েদের সাহায্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবীর অসংখ্য জনকল্যাণমূলক অবদানের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল এই যে, তিনি নিজের দুর্গের দরজার কাছে দু'টো ঝর্ণা বানিয়ে রেখেছিলেন। একটা ঝর্ণায় দুধ এবং অন্যটায় মিষ্টি পানি থাকতো। অভাবী ছোট শিশুদের মায়েরা সাপ্তাহে দুই দিন এখানে আসতো এবং নিজ নিজ শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় দুধ, চিনি ও পানি নিয়ে যেত। আজও দামেস্কে তা বিদ্যমান রয়েছে।[২]

এমন কিছু ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান শুধু এ উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছিল যে, যেসব শিশু চাকর-বাকরের মাটির কলসী ও অন্যান্য পণ্য দ্রব্য কিনতে বা আনতে গিয়ে হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে যেত, তাদেরকে নতুন পাত্র সরবরাহ করত। ফলে তাদের মনিবগণ জানতেই পারতেন না যে, পাত্র ভেঙ্গে গেছে এবং তারা শাস্তি থেকে রক্ষা পেত। আরো এক প্রকারের ওয়াক্ফ সম্পত্তি ছিল রুগ্ন পশুর চিকিৎসা, তাদের ঘাস ও খাদ্য সরবরাহ এবং তারা যখন কাজ করতে অক্ষম হয়ে যেত, তখন ওয়াক্ফের অর্থ দিয়ে তাদের বিচরণের জন্য ময়দান তৈরী করা হতো। এ ধরণের ময়দানকে 'মায়জুল আখজার' বলা হতো।[৩] এ ভাবেই ইসলামী সমাজে যুগ যুগ ধরে সেবামূলক ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল।

---

১. Abdul Malik Ahmad Sayed, Ibid, pp. 280-287

২. ড. মোস্তফা আস্-সিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফের ভূমিকা

মালেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট গবেষক জনাব মুহাম্মদ ফজলুল করিম তাঁর এক নিবন্ধে বাংলাদেশের বর্তমান ওয়াক্‌ফ কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। নিম্নে তাঁর লেখাটি হুবহু তুলে ধরা হলো:

ÒBangladesh has an approximate population of 140 million, 87% of which is Muslim, being the third largest Muslim population in the world. *Waqf*, as a religious charitable institution, has been in existence in this South Asian Muslim country for centuries. Bangladeshi Muslims have high regard for religious activities and thus have a rich tradition of establishing *awqaf* for various types of religious, educational and social welfare purposes. *Awqaf* properties in Bangladesh consist of Mosques, *Madrasah*, *Eidgahs*[3], Graveyards, Pharmaceuticals, cultivable agricultural lands, barren lands, forests, hillocks, and urban lands. There are a lot of urban real estates in the major cities such as the capital city of Dhaka and the port city of Chittagong. Such *waqf* estates include, for instance, Baitul Mukarram (the National Mosque) Complex in the capital city and the Andar Qillah Shahi Jame Masjid Complex in the commercial city of Chittagong. Both the estates have huge shopping complexes which are let out in consideration of rents. Besides, there are real estates in the form of residential buildings that are mostly used by the descendant beneficiaries of the *waqifs*. *Dargahs* and *Mazars*[4] constitute a big portion of the *waqf* estates in Bangladesh. Most of these estates are recognized as *waqf* by long user.[5] Such estates include, for

---

[3]. Large open fields designed and dedicated for congregational *Eid* prayers.

[4]. *Dargahs* and *Mazars* are the shrines of great Islamic personalities.

[5]. Where there is no formal deed on the *waqf* estate but the owner of the estate has for long allowed the estate to be used for some religious or charitable purposes such *awqaf* are known as *waqf* by user.

instance, Shah Jalal(R) and Shah Poran(R)'s *Mazar*s in the north-eastern district of Sylhet. These estates earn a huge income, albeit, without any apparent investment. The main sources of income for these estates are various kinds of offerings, *hadiyah* and consecration of charities made. Usually people would go to such *mazar*s and *dargahs* to seek Allah's blessings through those saints who are buried in those *maqbarahs* and offer valuables such as livestock and domestic animals, poultries and vegetables, money in cash and jewelry etc. These offerings come in enormous volume particularly during the annual celebration of *Urs Mahfil* [6] which is held on a regular basis.

As far as registration with the Office of the *Waqf* Administrator (OWA) is concerned, a*wqaf* properties in Bangladesh can be categorized into three broad categories. First, *awqaf* that are registered with OWA; second, *awqaf* that are created as private trusts and are not listed in the Office of the *Waqf* Administrator (OWA) in the Ministry of Religious Affairs; and third, *awqaf* that are managed by *Mutawalli*s or committees without registering with OWA. Only *waqf* properties that fall under the first category fall under the *waqf* administrative system of the government. Since *waqf* properties under the second and third categories are not registered they are not under the direct control of the Office of the *Waqf* Administrator as the OWA is not directly involved in various types of dealings, decision making and day to day activities of these two categories of *waqf* estates.

Recent years have also seen the emergence of a new trend, which is relatively new in Bangladesh, of making *waqf* of money in cash or

[6]. A huge annual anniversary get-together of the followers and devotees to commemorate the saints.

better known as cash *waqf.* It is encouraging to note that in Bangladesh a couple of private banks have pioneered in introducing cash *waqf.* Dedicating intellectual properties as *waqf* is another interesting development in Bangladesh that has been found to be in practice recently. Some Islamic scholars have initiated this noble tradition by dedicating the copyrights of the religious books that they have either themselves authored or they have translated other great Islamic scholars' works. "[১]

বাংলাদেশে বর্তমান ওয়াক্‌ফ কার্যক্রম (বিশেষত:হামদর্দ ও শাহ আলী মাযার)

হামদর্দ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ

সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ ভারতের প্রখ্যাত ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানী হাকীম আব্দুল মজিদ ১৯০৬ সালে দিল্লীতে সর্বপ্রথম "হামদর্দ" নামে একটি হার্বস বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২২ সালে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে স্ত্রী রাবেয়া বেগমকে এ প্রতিষ্ঠান জনকল্যাণে ওয়াক্‌ফ করার নির্দেশ দেন। স্বামীর মৃত্যুর পর দুই পুত্র হাকীম আব্দুল হামিদ ও হাকীম মোহাম্মদ সাঈদকে নিয়ে হামদর্দ নামক প্রতিষ্ঠানটি গড়ার কাজে মনোনিবেশ করেন। মাতা ও দুই পুত্রের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যে হার্বাল চিকিৎসা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং হামদর্দ একটি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বে খ্যাতি লাভ করে। অতঃপর হাকীম আব্দুল মজিদের অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্র ১৯৪৬ সালে দেশ বিভক্তির পূর্বেই হামদর্দকে জনকল্যাণে ওয়াক্‌ফ করে দেন।

ভারত বিভক্তির পর ১৯৪৮ সালে হাকীম আব্দুল মজিদের কনিষ্ঠ পুত্র হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ পাকিস্তান গমন করেন। সেখানে শিক্ষকতা করে কষ্ট করে অর্থ জমিয়ে হামদর্দ কার্যক্রম শুরু করেন। ১৯৫৩ সালে নিজ হাতে গড়া পাকিস্তান হামদর্দকে তিনি জনকল্যাণে ওয়াক্‌ফ করে দেন। অতঃপর ১৯৫৩ তিনি ঢাকা ও চট্টগ্রামে দু'টি বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে হামদর্দের কার্যক্রম আরম্ভ করেন। ১৯৬৯ সালে হাকীম মোহাম্মদ সাঈদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ হামদর্দকে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত করে।[২] মোটকথা উপমহাদেশে হামদর্দের তিনটি শাখা ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এক অভিন্ন লক্ষে তথা মানবকল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে।

---

১. Muhammad Fazlul Karim, *PROBLEMS AND PROSPECTS OF AWQAF IN BANGLADESH: A LEGAL PERSPECTIVE,* International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, pp. 1-2

২. অধ্যাপক হাকীম শিরী ফরহাদ, *হাকীম মো: ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া ও হামদর্দ বাংলাদেশ* (ঢাকা: হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ২০০৬), পৃ. ৯

হামদর্দ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ-এর কার্যক্রম

১৯৭২ সালে বাংলাদেশে হামদর্দ ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম আরম্ভ করে। আজকের পর্যায়ে পৌঁছতে হামদর্দকে অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ ও নিষ্ঠার ফলে হামদর্দ বাংলাদেশ বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে তাঁদের অন্যতম হলেন হাকীম মো: ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া। বলা যায় অনেকটা তাঁর একক নেতৃত্বে হামদর্দ বর্তমান সাফল্যে পৌঁছেছে। ১৯৮২ সালে ব্যবস্থাপনা পরিচারক হিসেবে তিনি হামদর্দের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৯০ সালে তিনি বিশিষ্ট উদ্ভিদ বিজ্ঞানী জনাব রফিকুল ইসলামের মতো প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বকে সহযোগী হিসেবে সাথে পান। যিনি পরিচালক বিপণন হিসেবে হামদর্দে অসাধারণ সাফল্য আনতে সক্ষম হন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই বর্তমানে ডাক্তারগণ রোগীদের জন্য হামদর্দের ওষুধ প্রেসক্রাইব করছেন। হামদর্দের লক্ষ্য হচ্ছে গণ মানুষের চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তি সুলভ ও সহজ করা। একই সাথে ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও ইউনানী চিকিৎসকদের চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি করা। এ উদ্দেশ্যে বর্তমানে সারাদেশে প্রায় ১০০টি চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রায় দুই শতাধিক হাকীম এ সব চিকিৎসা কেন্দ্রে বিনা মূল্যে রোগীদের ব্যবস্থা পত্র দিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ৬৮ হাজার গ্রামে মানুষকে চিকিৎসা সেবা দেয়ার জন্য প্রতিটি স্থানে হামদর্দ ক্লিনিক স্থাপনসহ মানুষের রোগমুক্ত জীবন গড়ার লক্ষে কাজ করে যাচ্ছে।

ঢাকায় হামদর্দের রয়েছে নিজস্ব অফিস ভবন। গবেষণার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির গবেষণাগার ও উন্নয়ন কেন্দ্র। এ কেন্দ্রে গবেষনায় রত রযেছেন কেমিষ্ট, ফার্মাসিস্ট, বোটানিষ্ট ও ইউনানী চিকিৎসাবিদগণ। মেঘনা সেতুর নিকট সোনারগাঁয়ে ১০০ বিঘা জমির উপর অত্যাধুনিক কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হযেছে। এ কারখানাটি বাংলাদেশে ইউনানী ওষুধের জন্য মডেল হিসেবে ইতোমধ্যে স্বীকৃতি পেয়েছে। চট্টগ্রামে ওষুধি বাগানের জন্য ১০০ একর, মিরপুরে ২৭ একর, গাজিপুরে ৩ একর, বগুড়া হামদর্দ ইউনানী মেডিক্যাল কলেজের জন্য ২ বিঘা, খুলনা, রংপুর লক্ষ্মীপুরে নিজস্ব ভবনে ক্লিনিক স্থাপন, সোনারগাঁও নিউটাউন, পঞ্চগড়, মানিকগঞ্জ, মিরপুর, ঢাকা ও চট্টগ্রামে ক্রয়কৃত পজিশনে ক্লিনিক, শ্রমিক কর্মচারীদের আবাসনের জন্য সোনারগাঁয়ে প্রায় ১০০ বিঘা জমি সংগ্রহ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মেঘনা ব্রিজের অপর পাড়ে প্রায় ১০০ বিঘা জমির উপর হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও এর একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে । এভাবে হামদর্দের সম্পদ বর্তমানে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা।[১] এছাড়া হামদর্দ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বর্তমানে নিম্নোক্ত কাজগুলো পরিচালিত হচ্ছে:

১. অধ্যাপক হাকীম শিরী ফরহাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮

১. হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রতিমাসে 'হামদর্দ সন্ধ্যা' নামে একট আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। অনুষ্ঠানটিতে স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনাসহ বিভন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আলোচনায় অংশ নিয়ে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য তুলে ধরেন।

২. হামদর্দ ফাউন্ডেশন থেকে 'হামদর্দ সমাচার' নামে একটি স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ এবং হার্বাল ওষুধের উপর বিভিন্ন বই-পুস্তক ও লিটারেচার প্রকাশ করা হয়ে থাকে। হামদর্দের রয়েছে সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থাগার।

৩. ১৯৮৩ সাল থেকে প্রতি বছর তাবলীগ জামাতের বিশ্ব ইজতিমায় 'হামদর্দ ফ্রি ক্লিনিক' স্থাপন করে হাজার হাজার মুসল্লীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে।

৪. দেশের যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে হামদর্দ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ করে ১৯৮৮, ১৯৯১ ও ১৯৯৮ সালে দেশব্যাপী প্রলয়ংকারী বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় অসহায়, দুর্দশাগ্রস্ত ও বিপন্ন মানুষের সেবায় নগদ অর্থ, ওষুধ, খাদ্য, বস্ত্র, বিশুদ্ধ খাবার পানি নিয়ে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে।

৫. শিক্ষার আলো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 'নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রকল্প'। এ প্রকল্পের অধীনে রয়েছে অনেকগুলো নূরাণী মাদ্‌রাসা ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র। বগুড়া, চট্টগ্রাম, নীলফামারী, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা, পঞ্চগড়, নাটোর ও পটুয়াখালীসহ সারাদেশে এ শিক্ষা কেন্দ্রগুলো পরিচালিত হচ্ছে।

৬. নারী শিক্ষার জন্য লক্ষীপুরের এক নির্বৃত্ত গ্রামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে কামিল (বিশ্ববিদ্যালয়) মহিলা মাদ্‌রাসা। ভবিষ্যতে এখানে নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিশ্বদ্যিালয় ও আধুনিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে।

৭. এতদ্ব্যতীত হামদর্দ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রতিদিন অসংখ্য দুস্থ মানুষকে সহায়তা করা হচ্ছে। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, এতিম, অসহায় রোগাক্রান্ত মানুষকে চিকিৎসা সাহায্য, বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্‌রাসা, স্কুল, কলেজ, দু:স্থ মহিলা ও বেকারদের কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিনই কিছু না কিছু সাহায্য করা হয়।

৮. হামদর্দের ভবিষ্যত পরিকল্পনা 'হামদর্দ বিজ্ঞান নগর' প্রতিষ্ঠা করা। যেখানে থাকবে হামদর্দ পাবলিক স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল, গবেষণাগার, লাইব্রেরী ও ভেষজ উদ্ভিদের বাগান ইত্যাদি। ইতোমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম আরম্ভ হয়েছে।

আশা করা যাচ্ছে পরিকল্পনার বাকী কাজও অচিরেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।[১]

মিরপুর হযরত শাহ্ আলী (র.) মাযার ওয়াক্ফ এস্টেট

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে হযরত শাহ্ আলী বাগদাদী (র.) অন্যতম। এ সুফী সাধক ৮৩৮ হিজরী মোতাবেক ১৪১২ খৃস্টাব্দে একশত জন অনুসারী নিয়ে বাগদাদ থেকে প্রথমে দিল্লী আগমন করেন। দিল্লীতে কিছুদিন অতিবাহিত করার পর তিনি তাঁর সহচরদের ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্য পাঠিয়ে দিয়ে নিজে কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে বাংলাদেশে আগমন করেন। এ মহান তাপস বাগদাদের সুপ্রসিদ্ধ বাদশাহ ফখরুদ্দিন শাহের জ্যৈষ্ঠ পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর রাজ সিংহাসন ত্যাগ করে মাত্র বিশ বৎসর বয়সের সময় তিনি শুধু ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ হয়ে বাংলাদেশে আগমন করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ফরিদপুর, পাবনা ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে ইসলাম প্রচার করে ঢাকার মিরপুরে এসে বসতি স্থাপন করেন। তিনি প্রায় একশত বৎসর হায়াত পেয়েছিলেন। অবশেষে ৯২৩ হিজরী মোতাবেক ১৪৯৮ খৃস্টাব্দে ঢাকার মিরপুরে মৃত্যু বরণ করেন।[২] তাঁর তিরোধান সম্বন্ধে নিম্নরূপ একটি ঘটনা প্রচলিত আছে।

বর্তমান মাযারটি ১৪৮০ খৃস্টাব্দে মসজিদ রূপে দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক প্রথম নির্মিত হয়। হযরত শাহ আলী বাগদাদী (র.) এখানে এসে মসজিদটি ধ্বংশ প্রায় দেখতে পান। এক সময় তিনি মসজিদের দরজা বন্ধ করে ৪০ দিনের চিল্লায় (ধ্যানে) বসেন। চিল্লায় বসার পূর্বে তিনি ভক্তদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, ৪০ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন বন্ধ দরজা না খোলে। একে একে উনচল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ মসজিদের ভেতর থেকে তাঁর ভক্তগণ বিকট চিৎকার ও মর্মভেদী আর্তনাদ শুনতে পান। তাঁর ভক্তগণ বিপদ সংকুল বিকট শব্দ শ্রবণ করে স্থির থাকতে পারলেন না। ফলে ঊনচল্লিশতম দিনে তাঁর ভক্তরা মসজিদের দরজা ভেঙ্গে ফেলেন এবং রক্তাক্ত ও ছিন্ন-বিছিন্ন এক ব্যক্তির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। দরজা খোলার সাথে সাথে চিৎকার ও আর্তনাদ থেমে গেল। ছিন্ন-বিছিন্ন ব্যক্তির পরিচয় জানার বা বুঝার কোন উপায় ছিল না এবং ঘটনার আকস্মিকতায় ভক্তগণ কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েন। অতঃপর ছিন্ন-বিছিন্ন দেহবাশেষ ঐ স্থানেই সমাহিত করা হয়। অনেকের ধারণা হযরত শাহ আলী (র.)-এর ভক্তদের অধৈর্যের ফলেই তাঁকে অস্বাভাবিকভাবে শাহাদাৎ বরণ করতে হয়েছে। এভাবেই তিনি বিসাল (আল্লাহর সাথে মিলন) হয়ে যান। তখন হতেই মসজিদটি তাঁর মাযারে পরিণত হয়।

---

১. অধ্যাপক হাকীম শিরী ফরহাদ,   প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৫

২. সম্পাদক: অধ্যাপক সৈয়দ আহমদ খান, *আল-বাগদাদী* (ঢাকা: মিরপুর মাযার কমিটি, ১৯৯৫), পৃ. ৫৩-৫৫

পরে ১৮০৭ সালে মোহাম্মদী শাহের অনুরোধে নবাব নাছিরুল মূলক মাযারের সংস্কার করেন।[১]

মাযার-ওয়াক্ফ কার্যক্রম

আয়ের উৎস:

শাহ আলী মাযার ওয়াক্ফ এস্টেটের বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা। শুধু ঢাকা শহরে এর জমির পরিমাণ ২৭.২১ একর।

১. ৬ তলা আবাসিক ভবনে ১৬টি ফ্লাট ও নীচের দু'টি ফ্লোরে দোকান এবং মাযারের আশেপাশে মিলে মোট ১৮০ টি দোকান মাসিক ভিত্তিতে ভাড়া দেয়া আছে;

২. পালঙ্ক, মিলাদ-বক্স ও সিন্ধুক হতে প্রাপ্ত অর্থ

৩. আগরবাতি, মোমবাতি, গোলাপজল ও দুধ মহাল ইজারা

৪. সিন্নীরটেক ঘাট মহাল ইজারা

৫. পুকুর, জলাশয় এবং গণশৌচাগার ইজারা

৬. ডেগ, গ্যাসের চুলা ভাড়া

৭. চাদর-চান্দিনা ও জায়নামায হাদিয়া

৮. গৃহপালিত পশু-পাখি মহাল ইজারা

৯. অনুদান

১০. হাসপাতালের টিকেট বিক্রি ও ডেন্টাল ফি

ব্যয়ের খাতসমূহ :

১. মাযারের প্রায় ১৩৩ জন কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন-ভাতা

২. হাসপাতাল পরিচালনা খরচ

৩. হাফিজিয়া মাদ্রাসা পরিচালনা ও ত্রিশ জন এতিমের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা

৪. হযরত শাহ আলী বাগদাদী (র.) কামিল মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের মূল বেতনের ১০%

১. সম্পাদক: অধ্যাপক সৈয়দ আহমদ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-৫৫

বেতন-ভাতা প্রদান (বর্তমানে শুধু বাড়ী ভাড়া ও ঈদ বোনাস দেয়া হয়।)

৫. শাহ্ আলী কামিল মাদ্‌রাসার ১০০ জন এতিমের প্রতিদিনের খাওয়া খরচ

৬. মাযার জামে মসজিদ পরিচালনা খরচ

৭. শবে বরাত ও শবে কদরসহ বছরে মোট আঠারটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদযাপন

৮. পবিত্র রমজান মাসে প্রতিদিন ২০০ জন রোজাদারকে সেহরী ও ইফতার খাওয়ানো

৯. মাযারের বিভিন্ন ভবন মেরামত/সংস্কার ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ক্রয়

১০. সরকারি রাজস্বাদি প্রদান ও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

১১. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দুস্থ ব্যক্তিদের অনুদান প্রদান

১২. প্রতিদিন গরিব মিসকিনদের মধ্যে দুই ডেগ রান্না করা খাবার বিতরণ ইত্যাদি।

সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম :

ক) হাফিজিয়া মাদ্‌রাসা পরিচালনা ও ত্রিশ জন এতিম ছাত্রের ফ্রি থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা ;

খ) শাহ্ আলী কামিল মাদ্‌রাসার ১০০ জন এতিম/ দুস্থ ছাত্রের প্রতিদিনের খাওয়ার ব্যবস্থা করা ;

গ) প্রতিদিন গরিব মিসকিনদের মধ্যে দুই ডেগ রান্না করা খাবার বিতরণ করা ;

ঘ) শাহ্ আলী জেনারেল হাসপাতালে আগত রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দেয়া হয় এবং কিছু কিছু ওষুধ বিনা মূল্যে সরবরাহ করা হয়;

ঙ) বে-ওয়ারিশ লাশ দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা হয়;

চ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দুস্থ ব্যক্তিদের আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয় ;

ছ) বাদ এশা মাযার মসজিদে বড়দের কুরআন শিক্ষা দেয়া হয় ;

জ) বাদ ফজর মসজিদে শিশুদের জন্য মক্তব পরিচালনা করা হয় ;

ঝ) মুসলিম ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা হয় ;

ঞ) পবিত্র রমজান মাসে প্রতিদিন ২০০ জন রোজাদারকে সেহরী ও ইফতার খাওয়ানো হয় ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

* দেশব্যাপী মাধ্যমিক পর্যায়ে (স্কুল ও মাদ্‌রাসা) 'শাহ আলী বৃত্তি' চালুকরণ। (ব্যয় প্রতি বছর ২৫ লক্ষ টাকা।
* ইসলামিক গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 'গবেষণা বৃত্তি' প্রদান এবং মনীষীদের জীবনী ও গবেষণাধর্মী গ্রন্থ প্রকাশ করা।
* শাহ আলী জেনারেল হাসপাতালে ইনডোর সার্ভিস চালু করণ।
* মাযার সংলগ্ন বেড়ি বাঁধ-লিংক রোডের দক্ষিণ পাশে বহুতল মার্কেট নির্মাণ (আয়ের নতুন উৎস সৃষ্টির লক্ষে)।
* মাযারের জলাশয়টি ভরাট করে একটি পাইকারী কাচাবাজার স্থাপন।
* মাযার এলাকায় সিসিটিভি স্থাপন । (ইতোমধ্যে এটি বাস্তবায়িত হয়েছে।)
* কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন। এছাড়াও আরো বেশ কিছু দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা রয়েছে।[১]

এ ভাবে বাংলাদেশের বহু ওয়াক্‌ফ এস্টেট আঞ্চলিকভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

১ সাক্ষাৎকার ম্যানেজার, মিরপুর হযরত শাহ আলী (র.) মাযার, ঢাকা, ১২১৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফের সম্ভাবনা ও সুপারিশ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ওয়াক্‌ফ

ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলার মুসলমানরা মসজিদ, মাদ্‌রাসা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দুস্থ-নিবাস, দাতব্য চিকিৎসালয়, এতিমখানা ও অন্যান্য সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এদিক থেকে বাংলাদেশ একটি উর্বর ক্ষেত্র। আইনুদ্দিন হায়দার ওয়াক্‌ফ এস্টট, হামদর্দ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ, শাহ্‌ আলী মাযার ওয়াক্‌ফ এস্টেট, পীর ইয়ামেনী ও গোলাপ শাহ মাযার ওয়াক্‌ফ এস্টেটসহ বাংলাদেশের বড় বড় শহর ও গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য ওয়াক্‌ফ এস্টেট তারই প্রমাণ বহন করে। বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফের ধারণা, প্রকৃতি ও বিস্তার লাভ করেছে মূলত ইসলামের মৌলিক আদর্শ ও মহানবী (স.) এর অনুসৃত নীতির উপর ভিত্তি করেই। এ প্রসঙ্গে A Brief out line of Waqf in Bangladesh-এ বলা হয়েছে,

"The concept, extent and nature of waqfs in Bangladesh is mainly based on the rules laid down by the Holy prophet (sm.). In consonant with the principles of Islam and varius lagislatives enancments and Judicial decision, Waqfs in Bangladesh are created primarily as a family settlements of the waqifs or dedicators family or descandants with the main objectives for charity and religius activities as well as security for prosperity."[১]

ঐতিহ্যগতভাবেই বাংলাদেশের মুসলমানগণ ধর্মপরায়ণ। ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই তারা বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠান এবং দাতব্য সংস্থা গড়ে তুলেছেন। A Brief out line- এ বলা হয়েছে,

"Traditionally the Muslim population of Bangladesh are deeply religious in sentiment having great attachment of the Islamic Institutions and culture. These traits are more prominent in the eastern districts of

১. *A Brief out line of Waqf in Bangladesh.* Waqf Bhaban, 4, New Eskaton Road, Dhaka, p. 1

the country due to influence of Muslim preachers more extensively, as such vast endowments for multiple religious and social welfare activites exist there. The districts of Chittagong Hill tracts, Bandraban and Khagrachhari are inhabited by tribals of various ethnic origin who profess others religious. Religious preaching and social welfare activities emanating from indowments of God fearing Muslims in Bangladesh, indeed, are voluminous and deserve special commendation.”[১]

বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ একটি ধর্মীয়, সমাজ কল্যাণ ও সেবামূলক সংস্থা। এটি বাংলাদেশ সরকারের ধর্মমন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। রাজধানী ঢাকার নিউ ইস্কাটনে ওয়াক্‌ফ ভবন অবস্থিত। অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর কার্যক্রম সম্পর্কে বলা হয়েছে,

“The Department (of waqf) with all its resource constraints looks after various religious and socio-Economic institutions including 15 thousand mosques, 7 hundred madrashas, 100 orphnage and 5 charitable despensaries. In addition, the department also administers a welfare fund from where stipends and scholarships are awarded to poor meritorious students and financial grants to destitute muslims and newly converted muslims for their instant assistance and rehabilitation. The Administrator supervise over the management of the waqf estates and controls the activities of the mutawallis under the provisions of waqfs ordinance 1962. Each waqf estate, maintains its separate entity and is managed by the mutawalli as per terms and condition of waqf deeds.” [২]

বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীন ওয়াক্‌ফ প্রশাসক সমুদয় ওয়াক্‌ফ এস্টেট ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এ সব ওয়াক্‌ফ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এতিমখানা, হাসপাতাল, স্কুল, মসজিদ, মাদ্‌রাসা, মক্তব, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়ে আসছে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, “They observe all the Islamic festivals / functions according to the guidelines of the Quran and sunnah. The Department of Bangladesh

১. *A Brief out line of Waqf in Bangladesh.* Ibid, p. 1
২. Ibid, p. 2

Waqf Administraion ensures these activities regularly from time to time. Moreover, the local Administration rendars all kinds of support to perform these religious festivals/ functions with due sanctity and dignity. Besides, various development programs of different institutions like Mosques, Madrashas, Mazars, Dargahs, Graveyards, Eidghahs are taken up out of the income of respective waqf estates with the prion approval and financial assistance of the Department of Bangladesh Waqf Administration." [১]

দেশের বিভিন্ন ওয়াক্ফ এস্টেটের অধীন মসজিদ এবং মাদ্রাসাসমূহ ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষে বেশ কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। ওয়াক্ফ পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয়, গণশিক্ষা কর্মসূচী এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ওয়াক্ফ প্রসাশন যে কাজগুলো করে থাকে তা হল :

"More over, internal roads within the Estates, horticulture, tree-plantation, establishment of dairy farms, excavation and re-excavation of ponds for pisciculture purpose are being carricd out by the respcetive waqf estate with their own fund. Arrangement for rehabilitation of poor, helpless, she lterless, ill fated people including distribution of foods and clothing among them are made with the increased earning of the estates. sewing machins are distributed among the destitute and helpeless women for their employment and arrangements are also being made for establishment of poultry and dairy farms for them. The increased income of the waqf estates is also provided for co-operative caltivation, handloom industries, and for seyying up of smallscale cottage industries. Moreover active co-operation is provided for setting up of technical training centers and big industrial units for employment of poor and landless people of our country." [২]

---

১. Muhammad Azharul Islam, *Awqf Experience of Bangladesh in south Asia* (Country paper), New Delhi, 1999 p. 5-6

২. Ibid, p. 7

ওয়াক্ফ এস্টেটের মাধ্যমে হারবাল মেডিসিন (ইউনানী আয়ূর্বেদিক) ফ্যাক্টরী, জুটমিল, গ্লাস ফ্যাক্টরী ইত্যাদি নির্মাণ করে বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখা হচ্ছে। এ ছাড়া বিভিন্ন ওয়াক্ফ এস্টেটের অধীনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশেষ বিশেষ দিবসে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব উদ্যাপন ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালন করে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ ক্ষেত্রে হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ, হযরত শাহ আলী মাযার ওয়াক্ফ এস্টেট ও ইসলামীয়া চক্ষু হাসপাতাল (ওয়াক্ফ)-এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। হামদর্দ ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানটি দেশব্যাপী দরিদ্র ও অভাবী মানুষের মধ্যে শিক্ষা, বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং অন্যান্য দাতব্য কাজের মাধ্যমে সেবা করে যাচ্ছে। হামদর্দ বাংলাদেশে ১০০ একর জমির উপর 'বিজ্ঞান নগর' গড়ে তোলার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।[১] বিষয়টি খুবই উৎসাহ ব্যাঞ্জক। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে তা হবে বাংলাদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের ক্ষেতে মাইল ফলক। ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে রাজধানী ঢাকার শেরে বাংলা নগরে 'ইসলামিক এডুকেশন ওয়াক্ফ' নামে একটি বহুতল ভবন নির্মিত হয়েছে। ওয়াক্ফ ভবনটি বাংলাদেশ সরকার ও ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক হতে তিন জন করে মোট ছয় সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি পরিচালনা করছে। কিন্তু ওয়াক্ফ প্রশাসন এতে সহযোগিতা করেনি। বলা হয়েছে,

"Though it is a waqf property and has been constructed for welfare of foor Muslim people of this country, but the Bangladesh waqf Administration has not been associated with the committi of with the activities of the waqf Estate. Consequently, the waqf Administration is deprived of its activities and its income as well. It is possible to take different development programs including expansion of Islamic education in Bangladesh with the income of that building; if the authrity of contrling and managing that building is entrusted with Bangladesh waqf Administration. The Islamic Development Bank authority is requested to kindly look in to the matter and entrust responsibility for running that building with Bangladesh waqf Administration. " [২]

১. Muhammad Azharul Islam, Ibid, p. 8
২. Ibid, p.10

দেশের বিভিন্ন ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের আওতাধীন জমির এক ব্যাপক অংশ অনাবাদী ও অব্যবহৃত পড়ে রয়েছে প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাবে। ওয়াক্‌ফের আয় বৃদ্ধির লক্ষে ওয়াক্‌ফ জমিতে বহুতল বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফের আয় বহুগুণ বাড়ানো যায়। ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের অনেক মূল্যবান জমি-জমা লোভী ও অসৎ ব্যক্তিবর্গ অবৈধভাবে দখল করে আছে। এক আইনুদ্দিন হায়দার ওয়াক্‌ফ এস্টেটের হাজার হাজার বিঘা জমি অবৈধ দখলকারীদের আত্মসাতের স্বীকার। এভাবে পীর ইয়ামেনী ও গোলাপ শাহ্ মাযার ওয়াক্‌ফ এস্টেটসহ অসংখ্য ওয়াক্‌ফ এস্টেটের হাজার হাজার নয়; বরং লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ কায়েমী স্বার্থবাদী ও ক্ষমতাধররা অবৈধভাবে ভোগ-দখল করে চলছে। সৎ সাহস, প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও অর্থের অভাবে এ সব অপতৎপরতার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না। সঠিক সিদ্ধান্ত ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার আলোকে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে মূল্যবান সম্পদ উদ্ধার করা সম্ভব। আর তা করা হলে, ওয়াক্‌ফের সম্পদ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে দারিদ্র বিমোচন ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা হবে ।

বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফের সম্ভাবনা ও সুপারিশ

বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফের রয়েছে অমিত সম্ভাবনা। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ওয়াক্‌ফ সংক্রান্ত সমস্যা ও সমাধানসমূহ সরেজমিনে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করে রিপোর্ট তৈরীর জন্য একটি 'ওয়াক্‌ফ স্টাডি কমিটি' গঠন করা হয়েছিল। ১৯৮২ সালে কমিটি এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করেছিল। সে রিপোর্ট ও সুপারিশটি বাস্তবায়ন করা হলে ওয়াক্‌ফ সংক্রান্ত অনেক জটিলতাই দূর হয়ে যেত।[১] কিন্তু তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। সরকারি উদ্যোগে এ সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করে পুনরায় কাজ আরম্ভ করা খুবই জরুরী। ওয়াক্‌ফের মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে নতুনভাবে এ সংক্রান্ত নিয়ম-বিধি ঢেলে সাজানো হলে এটি আমাদের সমাজ জীবনে এক বৈপ্লবিক কল্যাণধারার সূচনা করবে। বিশেষ করে দারিদ্র বিমোচন, ইসলামী আদর্শ বিস্তার, যুগ-জিজ্ঞাসার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় জ্ঞান-গবেষণা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, এবং নিজস্ব সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ বিকাশে ব্যাপক ও স্থায়ী অবদান রাখতে সক্ষম হবে। দেশবাসীর ঈমান-আকীদা, নৈতিক জীবনবোধ, নিজস্ব সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের উন্নতি ও বিকাশের স্বার্থে আত্মসাৎকৃত ও হারিয়ে যাওয়া ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহ পুনরুদ্ধার করতে হবে। এ লক্ষে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের কাঠামোগত দুর্বলতা দূর করা একান্ত প্রয়োজন। এটি একমাত্র বলিষ্ঠ কোন ধর্ম মন্ত্রণালয় অথবা পৃথক ওয়াক্‌ফ মন্ত্রণালয়ই করতে পারে। অন্যান্য মুসলিম দেশেও ওয়াক্‌ফ বিষয়ক আলাদা মন্ত্রণালয় রয়েছে।[২]

---

১. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬

২. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,* ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫-২৪৬

বর্তমানে অনেক ওয়াক্‌ফ এস্টেটের মুতাওয়াল্লি বৃত্তিভোগীদের মধ্যে ওয়াক্‌ফদাতার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সদিচ্ছার অভাব দেখা যায়। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বলিষ্ঠ প্রশাসনের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফের স্বার্থ সুসংহত করে কোটি কোটি টাকা আয় পূর্বক দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালনের প্রচুর সম্ভাবনা বিদ্যমান। বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফের বিদ্যমান অবস্থা পর্যালোচনা করে নিম্নে কিছু সুপারিশসহ এর অপার সম্ভাবনাসমূহ উপস্থাপন করা হলো :

ক) ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের কাঠামোগত দুর্বলতা দূর করার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন একটি নতুন ওয়াক্‌ফ এ্যাক্ট প্রণয়ন করা। ওয়াক্‌ফের মূল লক্ষ্য অক্ষুন্ন রেখে ব্যাপকভাবে এ সংক্রান্ত নিয়মবিধি সংস্কার করা হলে তা আমাদের সমাজ জীবনে প্রভূত কল্যাণধারার সূচনা করবে। বিশেষ করে এদেশে দারিদ্র বিমোচন, ইসলামী আদর্শ বিস্তার, যুগ-জিজ্ঞাসার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইসলামী জ্ঞান-গবেষণা, নিজস্ব সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ বিকাশে ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

খ) আমাদের দেশের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিসমূহ ব্যাপকভাবে দুর্নীতি ও আত্মসাতের শিকার। এটি পুনরুদ্ধার (Revive) করতে প্রয়োজন একটি সৎ ও বলিষ্ঠ ধর্ম মন্ত্রণালয় কিংবা আলাদা 'ওয়াক্‌ফ মন্ত্রণালয়' গঠন করা। তবেই ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা সমাজজীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হবে।

গ) আত্মসাৎকৃত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিসমূহ পুনরুদ্ধারে একটি 'সংসদীয় বিশেষ কমিটি' গঠন করে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন এবং একই সাথে ওয়াক্‌ফ সংক্রান্ত সকল অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব হলে তা দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে।

ঘ) নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত উভয় প্রকার ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সঠিক পরিমাণ রেকর্ডের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বর্তমানে বিপুল পরিমাণ ওয়াক্‌ফ এস্টেট অতালিকাভুক্ত আছে। যা জরুরী ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত করা সম্ভব হলে যথেষ্ট পরিমাণ আয় বৃদ্ধি পাবে।

ঙ) বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে চাষাবাদযোগ্য কৃষিজমি, অচাষাবাদযোগ্য জমি, বনাঞ্চল, পাহাড়ী অঞ্চল, নগর এলাকা, বাণিজ্যিক মার্কেট এবং অট্টালিকা ইত্যাদি। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ বন্দর নগরী চট্টগ্রাম এবং প্রতিটি জেলা ও থানা শহরের প্রাণকেন্দ্রে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বহুসংখ্যক ওয়াক্‌ফ এস্টেটের খালি জায়গা রয়েছে।[১] এসব

১. Muhammad Azharul Islam, op. cit. p. 8

এস্টেটসমূহে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক এবং বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ ও শিল্প-কারখানা স্থাপন করলে এস্টেটের আয় বর্তমানের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

চ) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা, বন্দর নগরী চট্টগ্রাম এবং খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, সিলেট ও রংপুর বিভাগীয় সদর দপ্তর এলাকার ওয়াক্ফ এস্টেটে দোকন-পাট, মার্কেট, বাণিজ্যিক ভবন, ফ্লাট এবং সুউচ্চ ভবন নির্মাণ করে ওয়াক্ফের আয় বৃদ্ধির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

ছ) ঢাকা মহানগরীসহ অনেক জেলা শহরে অধিকাংশ ওয়াক্ফ এস্টেটের মসজিদ, মাদ্‌রাসা, দরগাহ/ মাযার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন খালি জায়গায় দোকান পাট নির্মাণ করে ওয়াক্ফের আয় বাড়ানো যায়।

জ) বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলসহ প্রায় সব জেলাতেই ওয়াক্ফ এস্টেটের অধীন প্রচুর অনাবাদী ও পতিত জমি রয়েছে, যা সেচের মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে শাক-সবজী, ফলমূলের চাষ এবং গাভী ও হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপনের মাধ্যমে ওয়াক্ফের আয় বাড়ানো সম্ভব।[১]

ঝ) বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূল এলাকায় বহু সংখ্যক ওয়াক্ফ এস্টেট রয়েছে। যেখানে চিংড়ী চাষের প্রকল্প গ্রহণ করা হলে যথেষ্ট পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া ঐ সকল এলাকার সমতল ভূমিতে লবণ চাষের মাধ্যমে এস্টেটের আয় বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

ঞ) চট্টগ্রাম, সিলেট ও অন্যান্য জেলায় পাহাড়ী অঞ্চলে ওয়াক্ফ এস্টেটের জমিতে উন্নত জাতের গাছ রোপণ করলে এস্টেটের আয় যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

ট) বাংলাদেশের জেলা শহর এবং গ্রামে-গঞ্জে অবস্থিত ওয়াক্ফ এস্টেটের আওতাধীন বহু পুকুর ও জলাশয় আছে। এ সব পুকুর ও জলাশয়ে মৎস অধিদপ্তরের পরামর্শক্রমে উন্নতজাতের মাছের চাষ করলে ওয়াক্ফ এস্টেটের আয় প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।

ঠ) বাংলাদেশের শহর ও গ্রামে-গঞ্জে বহু সংখ্যক ওয়াক্ফ এস্টেটের হাট-বাজার আছে। এ সকল ওয়াক্ফ এস্টেটের হাট-বাজারে দোকান পাট নির্মাণসহ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এস্টেটের আয় বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

---

১. Muhammad Azharul Islam, op. cit. p. 8

ড) প্রত্যেক জেলা সদরে একজন গেজেটেড অফিসারের পদ-মর্যাদা সম্পন্ন অফিসার দ্বারা একটি পূর্ণাঙ্গ ওয়াক্‌ফ অফিস পরিচালিত হলে ওয়াক্‌ফ সংক্রান্ত যাবতীয় অসুবিধা দূর করে এর সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে।

ঢ) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ওয়াক্‌ফ প্রদান এবং এ সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের মত মৌলিক তথা দারিদ্র বিমোচনের যে অভূতপূর্ব সম্ভবনা রয়েছে তা জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করা দরকার। এ উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ প্রশাসন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইসলামী ব্যাংকসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং ওআইসি, আইডিবি ও ওয়ামীসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং কোড়পত্র প্রকাশের মাধ্যমে মানুষের নিকট ওয়াক্‌ফের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করতে পারে।

ণ) বিদ্যমান ওয়াক্‌ফ সম্পদের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতির* উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ত) নিয়মিত অডিটের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত এস্টেটের দাবী পুনঃনির্ধারণ করে এস্টেটের আয় বাড়ানো সম্ভব।

থ) বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতি বছর তাদের সার্বিক কার্যক্রমের রিপোর্ট এবং বাংলাদেশ অভ্যূদয়ের পর থেকে ওয়াক্‌ফ সম্পদ ব্যবস্থাপনার অগ্রগতির সারাংশ জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা প্রয়োজন। এতে সর্ব সাধারণের আস্থা ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে এবং ওয়াক্‌ফ জন সম্পৃক্ত হয়ে উঠবে।

দ) ওয়াক্‌ফ আইন ও বিধিমালাকে আরো সুন্দর ও যুগোপযুগী করার উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ আইনের সংস্কার এবং ক্যাশ ওয়াকফের জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

ধ) বস্তুবাদ ও পুঁজিবাদ প্রভাবিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাধারণত উপকার গ্রহণকারীদের মনে দীনতাবোধের সৃষ্টি হয়। তাই এমন যৌক্তিক উপস্থাপনা ও ব্যবস্থাপনা থাকা জরুরী যাতে করে ওয়াক্‌ফ হতে উপকৃত ব্যক্তিদের মনে হীনমন্যতা সৃষ্টি না হয়। এক্ষেত্রে রাসূল (স.) এর হাদিস প্রণিধানযোগ্য। রাসূল (স.) বলেছেন যে, "দুর্বল ও নিঃস্বদের উসিলাতেই সচ্ছল ব্যক্তিরা রিযিক ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়।"[১]

---

* প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শিক্ষা বলতে দীনি বা দুনিয়াবী শিক্ষা, এরূপ আলাদা কোন ধারণা ইসলামে নেই। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে দুনিয়ার সকল কার্যক্রম পরিচালনা করার নামই দীন। আর এ উদ্দেশ্যে যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয় প্রকৃত পক্ষে তার নামই শিক্ষা।

১. সহীহ বুখারী, রিয়াদুসসালেহীন, হাদিস নং- ২৭১, ২৭২

ন) ওয়াক্ফ সম্পদ দ্বারা মানুষের শুধু বাহ্যিক বা তাৎক্ষণিক উপকার সাধন করাই উদ্দেশ্য হলে তা যথার্থ হবে না; বরং এ সম্পদকে সুদক্ষ মানব-সম্পদ তৈরীর মাধ্যম রূপে ব্যবহার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এতে করে উপকৃত ব্যক্তিরা নিজেদেরকে নিছক দানপ্রাপ্ত অসহায় মনে না করে সমাজ গঠন ও মানব সভ্যতার উন্নয়ন সহযোগী ভাবতে পারবেন।

প) ব্যক্তিগত ওয়াক্ফের পাশাপাশি সামষ্টিক মালিকানা সম্পত্তিও এক ধরনের ওয়াক্ফ সম্পত্তি। প্রাথমিক কালে এ ধরনের প্রচুর ওয়াক্ফ গড়ে উঠেছিল। বিজিত ইরাক ও খায়বারের জমি এর দৃষ্টান্ত। বর্তমান সময়ে কারখানা, ফ্যাক্টরী, বাগান, ট্রান্সপোট ও ভাড়া লাগানো বাসা/বাড়ি ইত্যাদি সামষ্টিক মালিকানাভুক্ত সম্পত্তিতে এ ধরনের ওয়াক্ফ অতি সহজেই প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

ফ) শরী'আতের কোন দাবীর ভিত্তিতে কিংবা সরকারের কোন সিদ্ধান্তের কারণে যে সব কৃষি বা শিল্প কিংবা অন্য কোন সম্পদ ব্যক্তির নিকট থেকে নিয়ে নেয়া হয় (তাতে যদি কতিপয় নাগরিকের অধিকার শামিল থাকে, তা হলে তা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট্য অংশকে) আল্লাহ্র জন্য ওয়াক্ফ গণ্য করা যেতে পারে। বাংলাদেশের পরিত্যক্ত সব সম্পত্তিই ওয়াক্ফ সম্পত্তি রূপে গণ্য হতে পারে।[১]

ব) বৈদেশীক ঋণ দিয়ে যে সব মুনাফাদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা কল-কারখানা গড়ে তোলা হবে সেগুলোকে শ্রমজীবি ও দরিদ্র মানুষের জন্য আল্লাহর নামে ওয়াক্ফ করে দেয়া উচিত। কেননা এরূপ ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব সমগ্র জাতির উপর বর্তায়। এতে দারিদ্র বিমোচন সহজ হবে।[২]

ভ) যে সব গোপন খনিজ সম্পদ বিশেষ করে পেট্রোল, ইস্পাত, তেল, গ্যাস ও ইউরেনিয়ামের ন্যায় খনিজ সম্পদ উত্তোলন, পরিচ্ছন্নকরণ ও পরিশোধন কাজের জন্য মূলধন, শ্রম, রসায়নিক, প্রকৌশলী ও যান্ত্রিক উপায় উপকরণের প্রয়োজন পড়ে সেসব ব্যক্তি বা ঠিকাদার ফার্মের নিকট না দিয়ে আল্লাহ্র জন্য ওয়াক্ফ গণ্য করাই যুক্তিসংঙ্গত। এর ফলে তার সুফল গোটা জাতি সমান অধিকারের ভিত্তিতে ভোগ করতে পারবে। সরকার শুধু ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পন্ন করবে।[৩]

ম) সরকার কিংবা গণ-প্রতিষ্ঠান জনগণের নিকট থেকে চাঁদা নিয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক বা ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠান ছাড়াও এমন সব শিল্প ও কল-কারখানা গড়ে তুলতে পারেন যে সবের আয় গোটা জাতির জন্য বা হাসপাতালের রোগীদের জন্য বা পঙ্গু, বিধবা, এতিম,গরিব ছাত্র-ছাত্রী প্রভৃতি এক বা একাধিক জনগোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া যায়।

---

১. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ. ৪৯
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় আইনও রচনা করা যেতে পারে।[১]

য) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উৎকর্ষতা অর্জন, অংশগ্রহণমূলক অর্থনীতি বিষয়ক পাঠ্যসূচী প্রণয়ন এবং ইসলাম ও সামাজিক মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতি রেখে ইনফরমেশন সিস্টেম নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

র) শাশ্বত পুঁজি সৃষ্টির লক্ষে ক্যাশ ওয়াক্ফ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে আয়কর মুক্ত এলাকা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

ল) আয় করের কার্যকর বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে 'ক্যাশ ওয়াক্ফ'। এটা হতে পারে একটি সোস্যাল এসাইনমেন্টের মতো।

শ) আমাদেরকে এমন বিকল্প ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হবে যাতে রাজস্ব ব্যয় হ্রাস পায়। সরকার বিভিন্ন সামাজিক খাতে রাজস্ব ব্যয় করছে; কিন্তু এই ব্যয় করতে গিয়ে যে পরিমাণ দুর্নীতি ও অপচয় হচ্ছে তা থেকে মুক্তি পেতে হলে সরকার পরিচালিত বিভিন্ন সামাজিক খাতকে জনগণের পরিচালনায় ছেড়ে দিতে হবে। রাজস্ব নীতিতে মৌলিক পরিবর্তনের অংশ হিসেবে প্রত্যক্ষ আয়কর বিলোপের প্রস্তাব করা যায়। আমাদের সমাজের মাত্র ১০ থেকে ১২ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ করদাতা। আবার এ কর আদায় প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির কারণে যিনি কর দিচ্ছেন তার মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে কর ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা। যারা এ কর আদায়ের সাথে জড়িত তারা উৎকোচের বিনিময়ে করদাতার করযোগ্য বিষয়-সম্পত্তিকে কম করে দেখায়। ফলে সরকার প্রকৃত কর থেকে বঞ্চিত হয়। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট বা বন্ড প্রবর্তনের মাধ্যমে জনগণকে এমন সব সামাজিক খাতে অর্থ খরচে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যেখানে প্রতিবছর রাজস্বের একটি বড় অংশ ব্যয় হয়। এটা শিক্ষা খাত থেকে শুরু করে যে কোন খাত হতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে সরকারকে পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করতে হবে এবং প্রত্যেক সদস্যের অর্থ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে যেসব সুফল পাওয়া যাবে তা হলো সরকারের রাজস্ব আদায় ও বন্টন প্রক্রিয়ায় জড়িত মধ্যসত্ত্বভোগী শ্রেণির বিলোপ ঘটবে। ফলে প্রশাসনের আকার ছোট হয়ে রাজস্ব ব্যয় হ্রাস পাবে। আয়কর দাতার মধ্যে কর ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা হ্রাস পেয়ে সমাজ সেবামূলক মনোভাবের বিকাশ ঘটবে, ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং এক সময় তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অর্থ ব্যয়ে এগিয়ে আসবেন।

ষ) 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' ইসলামিক অর্থনীতি এবং আমাদের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় এক নতুন সংযোজন।

---

১. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

স্বেচ্ছাসেবা খাতে পুঁজি বাজারের কার্যক্রম সংগঠিত করার প্রক্রিয়া হিসেবে ইতিহাসে এ প্রথম-বারের মত 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' সার্টিফিকেট স্কীম প্রবর্তন করে সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক। সামাজিক বিনিয়েগ ও সমাজ কল্যাণে বিত্তশালীদের পারিবারিক উত্তরাধিকারের ক্ষমতায়ন এর লক্ষ্য। ক্যাশ ওয়াক্ফের অর্থ বিনিয়োগ করে এর অর্জিত আয় বিভিন্ন ধর্মীয়, শিক্ষা এবং সমাজ সেবায় ওয়াক্ফ সম্পত্তির মতই ব্যয় করার প্রচুর সম্ভাবনা বিদ্যমান।

স) ক্যাশ ওয়াক্ফ বা নগদ অর্থ এমন এক সম্পদ যা সহজেই স্থানান্তর করা যায়। তাই শুধু দেশের

অভ্যন্তরে নয়, দেশের বাইরেও তা হস্তান্তরযোগ্য। ফলে ক্যাশ ওয়াক্ফ পেতে পারে সমাজ সেবার এক বিশ্বজনীন রূপ। যে কোন দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ তাদের অর্থ ওয়াক্ফ করে যেমন স্বদেশের কল্যাণ করতে পারেন তেমনি পারেন দেশের বাইরেও একই উদ্দেশ্য সাধন করতে।

হ) দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবা খাত বিকাশের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, অর্থায়ন ও পুঁজি বাজার সংগঠিত করার প্রক্রিয়া হিসেবে ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট প্রবর্তন এবং সামাজিক বিশ্ব ব্যাংক গঠনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

ড়) ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট যে কোন দেশেই একটি সামাজিক পুঁজির বড় উৎস হতে পারে। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ায় প্রথম ইসলামী ব্যাংক 'মুয়ামেলাত' এই সার্টিফিকেট প্রতর্বন করেছে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তারা একটি 'ওয়াক্ফ ম্যানেজমেন্ট ইউনিট' প্রতিষ্ঠা করেছে। তাদের সুদূর প্রসারী লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠা। বিশ্বব্যাংকের বিকল্প হিসেবে গড়ে তোলা হবে এ ব্যাংক। বিভিন্ন মুসলিম দেশে ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট বিক্রি করে এ ব্যাংক গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহ করা মোটেই কঠিন কিছু নয়। ওয়াক্ফ নির্দেশিত খাতে সামাজিক উন্নয়নের চেষ্টা চালাবে এই ব্যাংক।

ঢ়) এদেশের মাটি-মানুষ ও তার কৃষ্টির মধ্যে যে অসীম সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তা বার বার উপেক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যে বিপুল পুঁজি অনাদরে অবহেলায় পড়ে আছে তার উন্নয়ন বা তার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনসহ অন্যান্য সামাজিক সমস্যা সমাধানের দিকে কখনো কার্যকর নজর দেয়া হয়নি। আমাদের সামাজিক পুঁজি গঠনের প্রধান তিনটা উৎস হতে পারে যাকাত, ওয়াক্ফ সম্পত্তি ও ক্যাশ ওয়াক্ফ। এছাড়া দারিদ্র বিমোচনে ইসলামী স্বেচ্ছামূলক খাত সাদাকাতুল-ফিতর, সাদাকায়ে-নাফেলা, হিবা, ওসিয়্যত ও উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি অর্থনৈতিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে।

য়) মুসলিম দেশসমূহে মসজিদ ভিত্তিক ওয়াক্ফ সম্পত্তি ও সম্পদ এবং এর শিক্ষাদান কার্যক্রমের

উন্নয়ন ঘটানোর ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। ক্যারিকুলামে যুগোপযোগী পরিবর্তন এনে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুসলিম দেশসমূহের আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডের মূল স্রোতের সাথে যুক্ত করতে হবে। মসজিদ ভিত্তিক বিপুল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যাবহার, ব্যবস্থাপনা ও আয় বৃদ্ধির জন্য ওয়াক্ফ ও মসজিদ ব্যবস্থাপনা ক্যাডার সার্ভিস প্রবর্তন করা যেতে পারে। শুধু গ্রামীণ উন্নয়নই নয়, অর্থনীতির সার্বিক উন্নয়নে মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। মসজিদকে জীবনের সামগ্রিক গতিশীলতার প্রক্রিয়ায় সমন্বিত করা প্রয়োজন। সরকার বা ইসলামী ব্যাংকের উদ্যোগে মসজিদ সম্পত্তি উন্নয়ন বন্ড প্রবর্তন করা যেতে পারে। মসজিদ-এর ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় বৃদ্ধির জন্য এই বন্ড ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৯) ইসলামের ইতিহাসে ওয়ক্ফের বিরাট ভূমিকা চির ভাস্বর। বাংলাদেশেও এক সময় ব্যাপকভাবে ওয়াক্ফ সিস্টেম চালু ছিল। বিপুল সংখ্যক লোকের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা হতো এ ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় হতেই। হাজী মুহাম্মদ মহসিন ওয়াক্ফ এস্টেট ও নবাব ফয়জুন্নেসা ওয়াক্ফ এস্টেটসহ অসংখ্য ওয়াক্ফ এস্টেট এর প্রমাণ। বর্তমানে পূর্ব থেকে চলে আসা কিছু ওয়াক্ফ বাদে নতুন করে ওয়াক্ফ কম হচ্ছে। বিভিন্ন কারণে এই সুন্দর ব্যবস্থাটি বর্তমানে প্রায় বিলীন হওয়ার পথে। উপরন্তু নগর কেন্দ্রীক জীবনে জমির স্বল্পতা ও অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি এ সমস্যাকে আরো ঘনিভূত করে তুলছে। সমাজের দুস্থ ও অসহায় মানুষের কল্যাণে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এটিকে পুনরুজ্জিবীত করা সময়ের দাবী। পরিবর্তীত পরিস্থির আলোকে প্রয়োজন একটি নতুন ওয়াক্ফ-বিপ্লব। সমাজে যারা বিত্তবান, শতকোটি বা হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক তারা তাদের সম্পদের একটি অংশ ওয়াক্ফ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান ইত্যাদি খাতে এক একজন এক একটি করে ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। যেমন, করিম সাহেব করবে 'ক' ফাউন্ডেশন, খলিল সাহেব 'খ' ফাউন্ডেশন ইত্যাদি। এই টাকার লভ্যাংশই প্রতিবছর ওয়াক্ফ খাতে ব্যয় হবে। এভাবে যদি ৩০০ থেকে ৫০০ ফাউন্ডেশন সৃষ্টি হয় তা হলে দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তা বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এটি পরিচালনার জন্য ওয়াকিফ একটি কমিটি গঠন করে দিবেন। কমিটির মাধ্যমেই ফাউন্ডেশন পরিচালিত হবে। এখানে এককভাবে কোন ব্যক্তির সম্পদ অপব্যয় বা আত্মসাতের সুযোগ রাখা যাবে না। নগদ অর্থ, শিল্প প্রতিষ্ঠান, আয়যোগ্য বাসা/বাড়ি কিংবা যে কোন স্থাবর অস্থাবর সম্পদ দিয়েই ফাউন্ডেশন করা যেতে পারে। সেখান থেকে যে আয় আসবে তা সমাজ কল্যাণে ব্যয় করা হবে। এখানে মডার্ণ কর্পোরেট ধরনের ম্যানিজমেন্ট ব্যবহার করতে হবে। বর্তমানে এরূপ ওয়াক্ফ দ্বারাই সমাজ ব্যাপকভাবে উপকৃত হতে পারে। [১]

১. শাহ আবদুল হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৬৭

Dhaka University Institutional Repository

৮) আমাদের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক নারী। বর্তমানে দেশে নারী শিক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ নিঃসন্দেহে একটি সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ। শিক্ষার অভাবে নানাভাবে তাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এমনকি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য সম্পদও তারা ঠিকমত পাচ্ছে না। ওয়াক্ফ সম্পদ ব্যবহার করে সুশিক্ষার মাধ্যমে নারীদের সকল বঞ্চনার অবসান ঘটাতে হবে এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। নারীরা সুশিক্ষিত হলেই পরিবার, সমাজ ও জাতির ব্যাপক উন্নতি সাধিত হবে।

ঃ) একটি পৃথক 'ওয়াক্ফ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করার সময়োপযোগী ও সাহসী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। একই সাথে ওয়াক্ফ কার্যক্রম, সুদমুক্ত ব্যাংকিং বা ওয়াক্ফ ব্যাংক ব্যবস্থা পরিচালনা সহজতর করার লক্ষে আলাদা একটি ইসলামী ব্যাংক আইন প্রণয়ন করা খুবই জরুরী।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ ওয়াক্ফ এস্টেটের উপর্যুক্ত সম্ভাবনাসমূহকে যদি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে এর আয় শতগুণ বৃদ্ধি পাওয়া ফলে দারিদ্র বিমোচন সহজ হবে এবং এ আয় দ্বারা নিম্নোক্ত কাজগুলো করা যাবে।

১. ওয়াক্ফ এস্টেটের বর্ধিত আয় দিয়ে ওয়াক্ফদাতার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নসহ লিল্লাহ্ খাতে যথা- মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা, শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মাণ, সংস্কার এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। এছাড়া দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানসহ বিনামূল্যে লেখা-পড়া ও থাকা খাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

২. ওয়াক্ফ এস্টেটের বর্ধিত আয় দ্বারা সমাজের গরিব, ছিন্নমূল, ভাগ্যাহত ও নিঃস্ব লোকদের অন্ন, বস্ত্র বিতরণসহ মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা যাবে।

৩. ওয়াক্ফের বর্ধিত আয় দ্বারা সমাজের কম সুবিধাভোগী লক্ষ লক্ষ জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা এবং সুদবিহীন ক্ষুদ্রঋণের (Microcredit) মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বী করা সম্ভব হবে।

৪. ওয়াক্ফ এস্টেটের অধীন পুকুর ও জলাশয় পুনঃসংস্কার করে সমবায়ের মাধ্যমে মাছ চাষের ব্যবস্থা গ্রহণ করে কর্ম সংস্থান করা যাবে।

৫. দুস্থ ও অসহায় নারীদের কর্ম সংস্থানের জন্য সেলায় মেশিন বিতরণ এবং হাঁস-মুরগী, ও গরু-ছাগল পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৬. গরিব, দুস্থদের বিনামূল্যে শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দাতব্য চিকিৎসালয় নির্মাণ ও সংস্কারের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা সহজ হবে।

৭. ওয়াক্‌ফের মাধ্যমে সমবায়ের ভিত্তিতে চাষাবাদ, কুটির শিল্প, তাঁতশিল্প ও যন্ত্রচালিত ছোট ছোট শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠায় সার্বিক সহায়তা প্রদান করা যাবে।

৮. ওয়াক্‌ফের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে বিরাট জনগোষ্ঠীর কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা সম্ভব হবে।

৯. ওয়াক্‌ফ এস্টেটের অধীন মসজিদ, মাদ্‌রাসা ও মক্তবের মাধ্যমে গণশিক্ষা/বয়স্কশিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কালিমা, সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ ও কুরআন শিক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১০.ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের উদ্যোগে ওয়াক্‌ফ এস্টেটের আয় দ্বারা ওয়াক্‌ফ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এবং বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণ করা সম্ভব হবে, যা দেশকে দারিদ্র মুক্ত করে উন্নতির কাঙ্ক্ষিত লক্ষে পৌঁছে দেবে।

উল্লেখ্য, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবহার সম্পর্কে এক জ্ঞান গর্ভ আলোচনা করেছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব মনজের কাহ্‌ফ (Monzer kahf)। তিনি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির দু'টি ব্যবহার বিধি দেখিয়েছেন। তার একটি হলো, "ক্যাশ ওয়াক্‌ফ তহবিল" অপরটি হলো, "অস্থায়ী ওয়াক্‌ফ ডিপোজিট" অর্থাৎ- "অস্থায়ী ওয়াক্‌ফ ব্যাংক" প্রতিষ্ঠান। এ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারার অংশ বিশেষ এখানে হুবহু তুলে ধরা হলোঃ [১]

Two patterns of charitable financing can be mentioned to finance the develoment of awqaf properties: creation of a cash waqf fund and establishment of a bank for temporary waqf deposits.

Cash Waqf Fund

The idea of a cash waqf fund is simple. It is based on adding a new waqf to an old one. The new waqf takes the form of cash that can be utillized

১. Monzer kahf, *Financing the Development Awqaf property"*. The American Journal of Islamic social sciences. Vol- 16, No. 4, The Internationl Institute of Islamic Thought, U. S. A. 1999, pp. 53-56, 64-65

for financing the development of waqf properties. The fund is open for soliciting cash waqf. Contributors to the fund give their cash money for the purpose of financing the development of awqaf physical properties, especially real estates. The management of the fund utilizes the cash waqf of financing the development of awqaf, free of charge, except for the cost of administering the loans. Hence the cash waqf is utilized for providing revolving loans for the development of awqaf properties.

The resources of the fund come from cash waqf contributions solicited from individuals and institutions including the government, while its administrative expenitures are covered from the administrative service charges which are permissible in the Shariah as long as they represent the actual cost of administering a loan. This fund may also receive special cash waqf contributions that are assigned for the development of specific waqf properties, either as additions to the waqf intended to be developed (in this case, the cash would be transformed into a material addition to the waqf as builing , equipment, furniture, etc) or as special cash waqf for development of certain kinds of waqf property (such as cash waqf for financing the development of educational or health institutions).

The idea of creating a cash waqf has been practiced in the past and it is well established in the late Hanafi and Maliki literatures. As mentioned in these two schools of fiqh, cash waqf may be either for lending the money itself and retrieving it from the borrowers to be lent again to some other users, or it may be utilized on a mudharabah basis and its profit would then be utilized for a philanthropic objective, such as helping the poor and needy, while preserving the principal of the mudharabah intact.

Temporary Waqf Deposits

The idea of creating a temporary waqf deposits bank is a bit more complicated. It requires the creation of a temporary waqf of cash money.

There might be people who are willing to help the development of waqf properties with their available financing resources for a certain period of time and they would like to retrieve their principal at the end of that time. As defined in the Shari'ah, they are similar to loans that are acts of charity in which the lenders sacrifice the benefit of using their cash during the period of the loan. The bank of temporary waqf deposits would solicit such loans from individuals and institutions for the specific purpose of creating timed deposits to be exclusively utilized for financing the development of awqaf.

The these deposits one must add the deposits of all awqaf institutions in the country. i.e.. this bank would also act as a " bank of awqaf " where by the banking transactions of all the nazers should be handled through this waqf bank. If this bank is established and supervised by the government, some other agencies may also be asked/ forced to bank through the awqaf bank. This may include the Ministry of Awqaf and its branches and the Zakah Institution and its branches.

This waqf bank may also be permitted to hold current accounts for individuals and institutions so that it can utilize current deposits as leverage for the creation of means of payment (credit) to be exclusively utilized for the development of awqaf properties. In other words, it may be allowed to exercise its share in the credit creation like other commercial banks.

Time deposites held in this bank may by classified in to two categories. This first category consists of temporary waqf deposits in which depositors give their cash as temporary waqf for a certain period to time for the exclusive utilization in financing the development of wqaf properties, free of cost except for the service charge as mentioed above. The second category of timed deposits consists of investment deposits aimed at providing, return to owners. But their investment would be

exclusive for financing the development of awqaf properties by utilizing one of the modes of profitable financing.

New Institutional Modes of Financing the Development of Awqaf:

Of course, new modes of financing investments in awqaf must be derived from the some fiqh on waqf and financing. This is made easier by the tremendous growth of fiqh on financial transactions that came about over the last two decades along with the rise of Islamic banking, keeping in mind that a waqf property must not be disposed of except in the form of exchange as discussed before. Hence, contemporary modes of financing must be based on the some three well-known principle of sale and the principle of leasing.

We will now discuss the modes of financing that are suitable for institutional provision of resources and we will sort them on the basis of which party is given the right to the whol project. There are four modes of financing that allow the waqf nazer to keep an exclusive right over management: murabahah, istisna, ijarah and mudharabah. To these four modes, we will add the mode of ownership sharing (sharikat al-milk), which allows the two contractors to share management or to assing it to either party; and we will also have two more modes that give the management of the project to the financier, namely, the mode of output sharing and the financier, namely, the mode of output sharing and the mode of hukr or long lease.

Murabahah:

Murabahah financing has become well known in the literature. its application on awqaf requires the waqf nazer to take the functions of an ectrepreneur who manages the investment process and buys necessary equipment and materials through a murabahah contract the purchase orderer, while the provision of financing comes from an Islamic bank.

The management of a wqaf becomes a debtor to the banking institution for the cost of the material purchased puls the financing markup which represents the prise of the secend sale contract in the murabahah to the purchase orderer. This debt will be paid from the returns of the expanded awqaf property.

IStisna:

The mode of Istisna allows management of a waqf to order the required expansion in the waqf property (e. g., construction) from the financing institution by means of an istisna contract. The bank then enters into another contract with a contractor to provide the same to the order of the bank that will be delivered on the bank's behalf to the awqaf management. According to the OIC Islamic Fiqh Academy Resolution, istisna is a Shari'ah-compatible contrat in which payment may be deferred by mutual agreement.

This istisna mode of financing also creates a debt on the waqf management that should be settled from the returnes of the expanded waqf property and the financier will not have a right to interfere in the management of the same.

Ijarah:

The ijarah mode of financing is a special application of ijarah in which the waqf nazer keeps full control over the management of the project. Its modus operadi goes as follows:

The nazer issues a permit, which a valid for a given number of years only, to the institutional financier, allowing it to erect a building on the waqf land. Then the nazer leases the building for the same period during which is owned by the financer and uses it for the benefit of the waqf objective, be it a hospital, a school, or an investment property such as rental officer of apartments. The nazer runs the management and pays

the periodic rent to the financier. The amount of rent is determined so that it compensates the financier would have obtained its principal and desired return. At the end of the permit period, the financier would have obtained its principal and desired profit and since the permit lapses, the financier would have no accessibility to waqf property.

This kind of ijarah is obviously a special case of ijarah that ends with the lessee owning the construction by virtue of being the owner of the land on which it is built. The permit may also be permanent for as long as the project lasts; e. g., for the economic life of the project, the nazer uses part of the income of the project if it is an investment waqf for payment of the rent to the financier.

Mudharabah by the Nazer with the Financier:

The mode of mudharabah can be used by the waqf, who assumes the role of entrepreneur (mudharib) and receives liquiyd funds from the financing institution to construct a building on the waqf property or to drill an oil well if it were an oil-producing waqf land. The management will exculsively be in the hands of the nazer, and the rate of profit sharing will be set in a way that compensates the waqf for the effort of its management as well as the use of its land.

Ownership sharing:

The ownership mode of financing may be utilized when two parties happen to individually own two things related to each other, such as if each one of them owns one half of a lot of agricultural land without having a formal partnership agreement. Ownership sharing is not a partnership since in a partnership both parties commonly own the property of the partenrship in accordance with their shares in its principal. In ownership sharing we are faced with two distinct properties, each one of which is owned completely and individually by

an independent party. In fiqh, their relationship is determined by what is called sharikat al-milk in contrast to sharikat al-aqd, which applies to partnership.

The operational formal of ownership sharing is as follows:

The nazer permits the financing institution to construct a building on the waqf land (or to dig an oil well and install extraction equipment). Each

party owns independently and separately its own property and they agree on diving the output between themselves.

The fiqh of sharikat al-milk implies that each party is responsible for managing its own property. Hence , in this mode of financing the nezer and the financing institution may agree on sharing the management or assigning it to either party. Obviously, in determing the ratio of distributing the output, the managing party may be assigned extra percentage points as a compensation for its effort.

In this mode of financing, the management compensation may be set at a given amount of dollars or as a proportion of the output, and the owners may also agree on dividing gross or net income between themselves in proportion to their ownership, Furthermore, since the financing institution usually desires to get out of its ownership, at a certain future point of time, the perties may agree on selling the financier's property to the waqf and utilizing part of the waqf share of the output as payments for its prise.

Output Sharing

The output sharing mode is a contruct that allows one party to provide a fixed asset such as land, to anather party and then divides the gross return (output) between the parties on the basis of an agreed upon ratio. This mode of financing is based on muzara'a in which the landlord

provides the land (and may be machinery) to the farmer. In output sharing, land and man agrement cannot be provided by the same party. In the output sharing mode of finance, the waqf provides the land and other fixed assets if they are owned by the waqf and the financing institution provides operational expeness and management. The financing institution may also provide part or all of the machinery as long as the land is provided by the nonmanaging party in accordance with the conditions of muzara. This mode is thus suitable for financing institutions that desire to take charge of the provided be the nonmanaging party in accordance with the conditions of muzara. This mode is thus suitable for financing institutions that desire to take charge of the projects management, while the waqf nazer takes the position of a silent partner. This makes it one of the two modes in the financing institution.

Long Lease and Hukr:

The final mode of institutional financing is one in which management is also kept in the hands of the financing institution that lease the waqf property for a long period of time. The financier takes charge of construction and management and pays periodic rent of the waqf nezer.

In the hukr submode, a provision is added in the contract, according to which the financing institution gives a cash lump sum payment in adddition to periodic rent payments. However, under fair market conditions, the total present value of the retrun to the waqf inhukr and long lease should be approximately same.

It must be noted that the first category of deposits, the temporary waqf deposits, represents as act of charity in which the donor contributes the benefit of his/ her cash for a certain period of time for the purpose of helping the development of waqf properties on a loan basis and the

banking proces helps mobilizing such funds from small deposits and channeling them to the waqf users.

Additionally, the utilization of part of the cumulative current deposits and the ability to create credit help to expand the potential resources of the awqaf band in providing financing for the development of awqaf properties. In other words, this bank should be able to benefit from the seniority right and channel it toward awqaf development financing. Furthermore, such an awqaf band may be a domestic corre-spondent/ agent of international. Financial institutions that may be willing to help finance the development of awqaf properties.

বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ ঃ প্রয়োজন সমন্বিত উন্নয়ন

একটি দেশের সীমারেখার মধ্যে বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম ও বর্ণের মানুষ বসবাস করা স্বাভাবিক। পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যানগত কারণেই তাদের সকলের ‘ডেমোগ্রাফিক’ তথ্য জানা প্রয়োজন। কোন দেশের সম্পদ বন্টনের প্রশ্নে এই হিসাব আরো বেশী প্রয়োজন। সেখানে জাতি বা উপজাতি অথবা মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান ইসলামের দৃষ্টিতে কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। এখানে মুখ্য বিষয় মানুষ। প্রত্যেকেই আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি। ইসলামে অধিকারকে যুক্ত করা হয়েছে দায়িত্বের সাথে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা যদি সত্যিকারের মুসলমান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে তাহলে সংখ্যা লঘিষ্ঠ অমুসলমানরাও তাদের অধিকার পেয়ে যাবে স্বাভাবিকভাবেই। বিশ্বে মুসলিম শাসনের ইতিহাসের দিকে তাকালে এ সত্যেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। স্পেন থেকে শুরু করে ভারত বর্ষ পর্যন্ত মুসলিম শাসনামলে তাই ঘটেছিল। মুসলমানরা যখন ভারত বর্ষ শাসন করেছিল তখন তারা এখানে ছিল সংখ্যালঘু। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলিম শাসনকেই মেনে নিয়েছিল তাদের ন্যায়নিষ্ঠা ও মানবতা-বোধের কারণে। মুসলমানরা অমুসলমানদের হৃদয় জয় করেছিল তাদের সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও মানবিকগুণাবলী দিয়েই, অন্য কোনভাবে নয়। কেননা অমুসলমানদের অধিকার রক্ষা করাও মুসলমানদের পবিত্র দায়িত্ব এবং তাদের ধর্ম পালনের অন্যতম অংশ। ইসলামী রাষ্ট্রে কারো মৌলিক অধিকার পূরণ না হলে রাষ্ট্র প্রধানের বিরুদ্ধে মামলা করা যায়। যা বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রায় অকল্পনীয়। ইসলামে প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে পেট ভরে খাওয়ার বিধান নেই। এই প্রতিবেশী কোন ধর্ম বা কোন বর্ণের এ প্রশ্ন অবান্তর। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ বন্টন কিংবা অধিকারের ক্ষেত্রে সকলেই সমান এবং উন্নয়নও হতে হবে সর্বজনীন ও সমন্বিত।

আমাদের দেশে পার্বত্য অঞ্চল, উপকূলীয় বা আদিবাসী এলাকা আজো অনুন্নত রয়ে গেছে মূলত উন্নয়নের ক্ষেত্রে ওয়াক্ফের মত জনকল্যাণমূলক ধারণা অনুসরণ না করার কারণে। হিন্দু, মুসলিম, বোদ্ধ ও খ্রিস্টানসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী এবং আদিবাসীদের উন্নয়নের প্রতি ন্যায্য নজর দেয়া না হলে এবং সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ না করলে অর্থনৈতিক তথা সার্বিক উন্নয়ন কখনোই সম্ভব নয়। ওয়াক্ফের মত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান যদি কোন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিংবা কোন গোষ্ঠীর জন্য না হয়ে জনকল্যাণে হয়ে থাকে তবে এরূপ দানের দ্বারা সমন্বিত উদ্যোগ নিতে ইসলামে কোন বাধা নেই। বাংলাদেশে এরূপ বহু জনকল্যাণমূলক ওয়াক্ফ সম্পত্তি রয়েছে যা দ্বারা অনুন্নত এলাকার মানুষের জীবন মান উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।[১] প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সমন্বিত উদ্যোগের, যা কেবল সামগ্রিক উন্নয়ন ও স্বাবলম্বিতা অর্জনকেই ত্বরান্বিত করবে না; বরং আমাদের মানবিক মূল্যবোধকেও বিশ্ব সভায় অনুসরণীয় করে তুলবে।

১. প্রফেসর ড. এম. এ মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

উপসংহার

ইসলাম প্রচলিত অর্থে নিছক কোন ধর্ম নয়; বরং বিজ্ঞানসম্মত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামী শরী'আতের সকল আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের উদ্দেশ্যই হলো মানবজীবনের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। তাই মানবজীবনের কোন দিককেই ইসলাম উপেক্ষা করে না। জন্ম গ্রহণের পর মানব শিশুর প্রথম প্রয়োজন হয় খাদ্য। একইভাবে তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের মতো মৌলিক ও মানবিক চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন অর্থ-সম্পদ। এ জন্য ইসলাম অর্থ-সম্পদ অর্জন, ব্যয়, ভোগ ও বন্টনের সুষ্ঠু নীতিমালা পেশ করেছে। আল্লাহ্ প্রদত্ত হওয়ায় এ নীতিমালা সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং সকল প্রকার শোষণ ও বঞ্চনার অভিশাপ মুক্ত। ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাতের পাশাপাশি মানব কল্যাণের স্বার্থে স্বেচ্ছায় সম্পদ সদ্ব্যবহারের সর্বোত্তম পন্থা হলো ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা। এর লক্ষ্য মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে সমাজকে দারিদ্র্য মুক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ রাখা। বাংলাদেশে ইসলামের স্বেচ্ছাসেবামূলক খাত ওয়াক্‌ফকে বাস্তবে রূপ দিয়ে সামাজিক পুঁজি গঠনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

ইসলাম ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে মানুষের কল্যাণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে অর্থ ব্যবস্থা পেশ করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে 'ফালাহ' বা কল্যাণ বলতে একজন মানুষের পবিত্র জীবন-যাপনের (হায়াতে তাইয়্যেবা) জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছুকেই বুঝায়। ইসলাম সর্বজনীন ও সর্বাত্মক 'ফালাহ' বা কল্যাণের একমাত্র উৎস ও ধারক-বাহক। তাই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার লক্ষ্য শুধু বস্তুগত বা জাগতিক সমৃদ্ধি নয়; বরং বস্তুগত সমৃদ্ধির পাশাপাশি আত্মিক ও পারলৌকিক সাফল্যও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ কখনও সত্যিকার কল্যাণ লাভ করতে পারে না, যতক্ষণ না সে তার ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের প্রয়োজনের একটি সুষম ও সমন্বিত লক্ষ্য নির্ধারণ করে কর্ম-পন্থা গ্রহণ করে। আর এ কল্যাণ সর্বাধিক এবং পূর্ণাঙ্গ হয় তখন, যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির কল্যাণ বিঘ্নিত না করে নিজের কল্যাণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। বস্তুত মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করাই ইসলামী অর্থনীতি তথা যাকাত, সাদাকাহ্ ও ওয়াক্‌ফ ইত্যাদির লক্ষ্য।

বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি ধর্মীয় ও সমাজ সেবামূলক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। ওয়াক্‌ফ প্রশাসক এ সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। ১৯৮৭ সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুযায়ী দেশে মোট ১,৫০,৫৯৩ টি ওয়াক্‌ফ এস্টেটের মধ্যে মাত্র ১৫,০০০ টি এস্টেট ওয়াক্‌ফ প্রশাসনে তালিকাভুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিসমূহ সাধারণত মসজিদ, মাদ্‌রাসা, ঈদগাহ্, কবরস্থান, দরগাহ্, মাযার, দাতব্য চিকিৎসালয়, ফসলী জমি, দোকান-পাট ও বাসা-বাড়ি ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ওয়াক্‌ফে যুগান্তকারী

এক নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে, যা 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' নামে পরিচিত। এর পথ প্রদর্শক সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এম এ মান্নান। মানবসেবা ও সমাজ উন্নয়নে অধিক কার্যকর হওয়ায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডসহ অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইতোমধ্যে এ কার্যক্রম আরম্ভ করেছে। এর ফলে দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে নব দিগন্তের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। বর্তমানে প্রয়োজন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ক্যাশ ওয়াক্ফকে আয়কর ও ক্ষুদ্র ঋণের (Microcredit) বিকল্প হিসেবে ব্যবহারে আরো গবেষণা এবং সুদমুক্ত এ উদ্যোগের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ও পরিকল্পিত কর্ম-কৌশল নির্ধারণ।

বাংলাদেশে প্রচুর ওয়াক্ফ সম্পত্তি রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিনের নানা অনিয়ম, অবহেলা, দুর্নীতি, জবর-দখল ও লোকবলের অভাব ইত্যাদি কারণে ওয়াক্ফ ব্যবস্থা যথাযথ অবদান রাখতে পারছে না। হারাতে বসেছে তার প্রকৃত আবেদন ও অবদান। এ অবস্থার অবসান সময়ের অনিবার্য দাবী। প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকবল নিয়োগপূর্বক সকল বিভাগ ও জেলায় ওয়াক্ফের পূর্ণাঙ্গ অফিস স্থাপন একান্ত জরুরী। জেলা প্রশাসকদের সহায়তায় ওয়াক্ফ প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাধ্যমে ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের সঠিক তদারকী, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিশ্চয়তা বিধানসহ ওয়াক্ফ সম্পত্তি হতে জবর দখলকারীদের উচ্ছেদ, বেহাত, বিক্রি ও বেআইনীভাবে হস্তান্তরিত সম্পত্তি উদ্ধারের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা খুবই প্রয়োজন। ওয়াক্ফের আয় বৃদ্ধির লক্ষে জরুরী ভিত্তিতে বিপুল পরিমাণ অতালিকাভুক্ত এস্টেটসমূহ তালিকাভুক্ত করণ, জেলা ও থানা শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ওয়াক্ফ এস্টেটের খালি জায়গায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ তথা বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ এবং শিল্প ও কল-কারখানা স্থাপন, নিয়মিত অডিটের মাধ্যমে এস্টেটের দাবী পুনঃনির্ধারণসহ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরী। ওয়াক্ফ প্রশাসনকে মুতাওয়াল্লিগণের আন্তরিক সহযোগিতা, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি ও ওয়াক্ফের স্বার্থ সুসংহত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। মোটকথা ওয়াক্ফ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার পথে সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করে এর গতিশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে। তবেই ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহ এবং ক্যাশ ওয়াক্ফ হতে লক্ষ কোটি টাকা আয় পূর্বক দারিদ্র্য বিমোচন ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে।

ঐতিহাসিক বাস্তবতা হচ্ছে, মানবজাতির উন্নয়নে মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, নৈতিক মূল্যবোধ ও কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান নির্মাণের যে শক্তিশালী ও সুষ্ঠু ধারা সৃষ্টি করেছিল তা কয়েকশ' বছরের ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য এই বিপর্যয়ের জন্য মুসলমানরা নিজেরাও কম দায়ী নয়। আশার কথা হচ্ছে, মুসলিম পন্ডিতগণ তাদের হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে বর্তমানে সচেষ্ট। একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও

অর্থায়নকে টেকসই উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে নিতে মুসলিম পন্ডিতগণ তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তথ্য-প্রযুক্তি আর ইন্টারনেটের বদৌলতে বিশ্ব আজ 'গ্লোবাল ভিলেজ' এ রূপ নিয়েছে। এ 'বিশ্বায়ন' (Globalisation) সকল ক্ষেত্রের মত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। বর্তমানে পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের বিশেষত ইসলামের সংঘাত নব্য ঔপনিবেশবাদ তথা বিশ্বায়নের নামে মুসলিম দেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে অর্থনৈতিক ঔপনিবেশে পরিণত করা। মুসলিম বিশ্ব বিশেষ করে ওআইসি, আইডিবি ও ডি-৮ সহ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহকে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। সুখবর হচ্ছে, সাম্প্রতিক আমেরিকাসহ বিশ্ব 'অর্থনৈতিক-মন্দা' সংকটের সময় ইসলামিক ফিন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান তথা ইসলামী ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীসমূহ মন্দার কবলে পড়েনি। এর ফলে বিশ্বময় ইসলামী ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ পদ্ধতি প্রসংশিত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে এবং এর জনপ্রিয়তা ও গ্রাহক সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলছে। বাংলাদেশেও ইসলামী ব্যাংক ও বীমা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি সনাতন ব্যাংকসমূহ ইতোমধ্যে তাদের ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো চালু করছে। ফলে বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং এর উপর সম্প্রতি আলাদা 'গাইড লাইন্স ফর ইসলামী ব্যাংকিং' প্রকাশ করেছে। সুতরাং একবিংশ শতকে সামাজিক শান্তি ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষে মুসলিম বিশ্বকে তাদের বিশাল মানবীয় ও বস্তুগত সম্পদ কাজে লাগিয়ে সহযোগিতার এক কল্যাণকর ধারা সৃষ্টি করা খুবই জরুরী।

ওয়াক্‌ফ ক্ষেত্রে মুসলিম জাতির রয়েছে স্বর্ণালী ইতিহাস। বর্তমান সময়েও ওয়াক্‌ফ খাতে প্রদত্ত দান দ্বারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা গড়ে উঠছে। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) সদস্যভুক্ত দেশসমূহের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষে 'ওয়াক্‌ফ ফান্ড' নামে একটি বিশেষ তহবিল গঠন করেছে। এ তহবিলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান 'ইসলামী গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (IRTI)। এতদ্ব্যতীত আরব মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন বাংলাদেশসহ দরিদ্র মুসলিম দেশসমূহে জনকল্যাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

"মানব কল্যাণে ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা ঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক গবেষণাকর্ম সম্পাদনে যে সকল বিষয় সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে তা নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো:

এক. ইসলাম সর্বজনীন ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে এর অর্থনৈতিক দিক-নির্দেশনা মানুষের জন্য সার্বিকভাবে কল্যাণকর ও বাস্তবসম্মত।

দুই. ইসলামী অর্থব্যবস্থা সম্পদ অর্জনের বৈধ অধিকারের স্বীকৃতির পাশাপাশি সম্পদ ভোগের নির্ধারিত সীমা ও বন্টনের সুস্পষ্ট নীতিমালা দিয়েছে। অর্থনৈতিক শোষণের অন্যতম হাতিয়ার

সুদকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের অর্থনৈতিক সমঅধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করেছে।

তিন. মানব রচিত পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ, ভারসাম্যহীন তথা মানবতাহীন হওয়ার কারণে ক্রমেই জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ প্রদত্ত ইসলামী অর্থব্যবস্থা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত, ভারসাম্যপূর্ণ, সর্বজনীন তথা কল্যাণকর হওয়ায় দিন দিন এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চার. ইসলামের স্বেচ্ছামূলক খাত দান-সাদাকাহ্, ওয়াক্ফ ইত্যাদি গরিবের প্রতি ধনীদের নিছক করুণা নয়; বরং যাকাতের ন্যায় আল্লাহ্ প্রদত্ত গরিবের হক বা অধিকারও বটে। ইসলাম সম্পদ অর্জন, ভোগ ও বন্টনের যে সুষ্ঠু নীতিমালা পেশ করেছে তাতে তা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে।

পাঁচ. ইসলামের সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহ- যাকাত, বায়তুলমাল, ওয়াক্ফ ব্যবস্থা, করযে হাসানা, ফিতরা ও কুরবানী ইত্যাদি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর ও মানব কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব।

ছয়. নানামুখি অনিয়ম ও দুর্নীতি গোটা ওয়াক্ফ ব্যবস্থাকে গ্রাস করে এক প্রকার স্থবির করে দিয়েছে। সারা দেশে ওয়াক্ফ এস্টেটের হাজার হাজার একর সম্পত্তি (লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ) কায়েমী স্বার্থবাদীরা বিভিন্নভাবে আত্মসাৎ করে ভোগ দখল করছে, যা পুনরুদ্ধারের কার্যকর কোন উদ্যোগ নেই। এমন একটি বিশাল জনকল্যাণ ও দারিদ্র্য বিমোচনকারী গুরুত্বপূর্ণ খাত চরম অবহেলায় পড়ে আছে।

সাত. দারিদ্র্য বিমোচন ও মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে ইসলামের ওয়াক্ফ নীতি খুবই কার্যকর ব্যবস্থা। বাংলাদেশে ওয়াক্ফ প্রশাসনের কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী ও গতিশীল করার মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র দূর করা এবং এর বর্ধিত আয় দ্বারা সমাজের কম সুবিধাভোগী লক্ষ লক্ষ জনগোষ্ঠীর কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। এ লক্ষে বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা জরুরী। সমাজের গরিব এবং দুস্থ ও অসহায় নারীদের কর্ম সংস্থানের জন্য সেলাই মেশিন বিতরণ এবং হাঁস-মুরগী ও গরু-ছাগল পালনের কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার।

আট. ওয়াক্ফের মাধ্যমে সমবায়ের ভিত্তিতে চাষাবাদ, কুটির শিল্প, তাঁতশিল্প ও যন্ত্রচালিত ছোট ছোট কল-কারখানা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান এবং ওয়াক্ফ এস্টেটের অধীন মসজিদ, মাদ্‌রাসা

ও মক্তবের মাধ্যমে গণশিক্ষা কার্যক্রম ও ইসলামের মৌলিক বিধান নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ও কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

নয়. ওয়াক্ফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য এবং এ সম্পদের সঠিক ব্যহারের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের যে দৃষ্টান্ত মুসলমানদের ইতিহাসে রয়েছে তা ব্যাপকভাবে প্রচার করা প্রয়োজন। এতে সম্পদশালীরা ব্যাপক হারে এ মহতী কাজে এগিয়ে আসতে অনুপ্রেরণা পাবে।

দশ. ওয়াক্ফ ব্যবস্থা দরিদ্র ও বিত্তশালীদের মাঝে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সেতু-বন্ধন রচনা করে এবং এর মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসে। ফলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা কমে যায়।

এগার. ওয়াক্ফের মাধ্যমে সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধের আবহ তৈরী হয় ও একে অপরের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠে। এতে প্রত্যেকেই পরস্পরের সহযোগিতা নিয়ে সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে এগিয়ে আসতে পারে।

বার. ওয়াক্ফ সম্পদের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি তথা মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত জরিপ কার্যক্রম, গবেষণা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

তের. নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত উভয় প্রকার ওয়াক্ফ সম্পত্তির পরিমাণ রেকর্ড ও তা যথাযথ ভাবে পরিচালনার জন্য কেবল সরকারি উদ্যোগের অপেক্ষায় না থেকে বেসরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

চৌদ্দ. ১৯৬২ সালের পর ওয়াক্ফ আইনের তেমন কোন সংস্কার করা হয়নি, যা বর্তমানে ওয়াক্ফের গতিশীলতার পথে নানা জটিলতা সৃষ্টি করছে। ওয়াক্ফের সকল অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা দূর এবং ওয়াক্ফ প্রশাসনকে যুগোপযোগী ও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ আইনের সংস্কার জরুরী।

পনের. ওয়াকিফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করে থাকেন। সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সুদকে এড়িয়ে চলতে মহান আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ ওয়াক্ফ আইনের কোন কোন ধারা ও বিধিমালায় সুদের উপস্থিতিকে মেনে নেয়া হয়েছে। যেমন- ১৯৬২ সালের ‘ধারা-৭২’ বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন বিধি, ১৯৭৫-এর ‘বিধি ৮, এর ৯-ক, ১১-ক ও খ, ১২-ক, ১৩, ১৮-গ, ১৯-গ ও ঘ ইত্যাদি। সুতরাং বর্তমান ওয়াক্ফ আইনের সংশোধন প্রয়োজন।

ষোল. ওয়াক্ফকে যুগোপযোগী করার লক্ষে গবেষণা চালিয়ে সম্প্রতি মুসলিম বিশ্বে 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' নামে এক নতুন চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছে। ওয়াক্ফকৃত অর্থ স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ ও বিনিয়োগ করে তার মুনাফা থেকে অর্জিত আয় ওয়াক্ফ সম্পত্তির মতই ওয়াকিফের ইচ্ছানুযায়ী ধর্মীয়, শিক্ষা ও সমাজসেবায় ব্যয় করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

সতের. 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' ওয়াক্ফের নতুন সংস্করণ। এটি বাংলাদেশে সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক 'ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট স্কীম' নামে প্রথম প্রবর্তন করে। যুগোপযোগী হওয়ায় অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকসমূহও ইতোমধ্যে এ কার্যক্রম শুরু করেছে। যা সমাজ পরিবর্তনে ব্যাপক অবদান রাখবে।

আঠার. 'ক্যাশ ওয়াক্ফ' আয়করের কার্যকর বিকল্প হিসেবেও ব্যবহার হতে পারে । এটা হতে পারে একটি সোস্যাল এসাইনমেন্টের মতো। আমাদের দেশে কর না দেয়া বা কর ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা প্রকট। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট বা বন্ড প্রবর্তনের মাধ্যমে জনগণকে এমন সব সামাজিক খাতে অর্থ খরচে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যেখানে প্রতিবছর রাজস্বের এক বড় অংশ ব্যয় হয়। এতে আয়কর দাতার মধ্যে কর ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা হ্রাস পেয়ে সমাজ সেবামূলক মনোভাবের বিকাশ ঘটবে এবং এক সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অর্থ ব্যয় করবেন।

উনিশ. ক্যাশ ওয়াক্ফ দ্বারা মানুষের শুধু তাৎক্ষণিক উপকার সাধনই লক্ষ্য নয়; বরং এ সম্পদকে ক্ষুদ্র ঋণ দানের বিকল্প ও সুদক্ষ মানব সম্পদ তৈরীর হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করা যায়। এতে উপকৃত ব্যক্তিরা নিজেদেরকে নিছক দান গ্রহণকারী অসহায় বনি আদম মনে না করে মানব সভ্যতার উন্নয়ন সহযোগী ভাবতে পারবেন।

বিশ. ওয়াক্ফ সম্পদ দ্বারা সামাজিক পুঁজি বা তহবিল গঠন করে দেশের অর্থনীতি, ব্যাংকিং কার্যক্রমকে ইসলামী শরী'আতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা দরকার। এ খাত দ্বারা দেশে প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও বিপর্যয়ে সহায়তা প্রদান, আইটি খাত, বিশেষ টেকনিক্যাল সহযোগিতা প্রদান এবং ইসলামী সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধ বাস্তবায়ন ও বিকাশে সহযোগিতার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

একুশ. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গবেষণা ও সেবা খাতে পরস্পরকে সহায়তা দানের জন্য মুসলিম বিশ্বের ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্যাশ ওয়াক্ফের মাধ্যমে একটি তহবিল গঠন এবং এ ক্ষেত্রে

আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে। আইডিবিসহ আন্তর্জাতিক ইসলামিক সংস্থাসমূহ এ ব্যাপারে আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাইশ. মুসলিম বিশ্বের দেশসমূহে ওয়াক্ফসহ ইসলামী অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। একইভাবে ওআইসিভুক্ত দেশসমূহে গবেষণা লব্ধ ফলাফল কাজে লাগানো প্রয়োজন।

তেইশ. বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহ ব্যাংকিং কার্যক্রমের পাশাপাশি ওয়াক্ফসহ সমাজ কল্যাণে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সময়ের দাবী হচ্ছে একটি 'ওয়াক্ফ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করা। তাই ইসলামী ব্যাংক পরিচালনা সহজতর করার লক্ষে আলাদাভাবে 'ইসলামিক ব্যাংকিং আইন' প্রণয়ন করা জরুরী।

চব্বিশ. দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষে মুসলিম বিশ্বের দেশসমূহের সমন্বয়ে 'ওয়ার্ল্ড সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক' গঠন করা যায়। ওয়াক্ফ এবং দান-সাদাকাহ্ এ আয়ের একটি বড় উৎস হতে পারে।

পঁচিশ. বাংলাদেশে ওয়াক্ফ বিশেষ করে ক্যাশ ওয়াক্ফকে আয়কর ও ক্ষুদ্র ঋণের বিকল্প হিসেবে ব্যবহারের বিষয়ে আরো ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন।

পরিশেষে এ গবেষণাকর্মে ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যে সকল সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তা সমাধানকল্পে যে সব সুপারিশ ও সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়েছে তা বাস্তবায়িত হলে দারিদ্র্য বিমোচন ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক নীরব বিপ্লব সংঘটিত হবে। তাই বাংলাদেশের মতো দরিদ্র-পিড়ীত ও উন্নয়নশীল একটি দেশের ওয়াক্ফ সম্পদের সঠিক ব্যবহার এবং তার অগ্রগতির পথে অন্তরায়সমূহ দূরীকরণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। নেপোলিয়ান বলেছিলেন, "মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন, কিন্তু জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শৃঙ্খলিত।" আর একবিংশ শতাব্দীতে মানুষকে শেখানো হচ্ছে, মানুষ কিছু দায়-দায়িত্ব নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, সমাজ-সম্প্রদায় ও রাষ্ট্রের প্রতি প্রত্যেক মানুষেরই কিছু না কিছু দায়-দায়িত্ব রয়েছে। ইসলামের স্বেচ্ছাসেবামূলক ওয়াক্ফ খাত মূলত মানবিক দায়-দায়িত্ব পালনেরই এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ধনীদেরকে আর্ত-মানবতার সেবায় এগিয়ে আসতে হবে নিজের ও সমাজ-সভ্যতার স্বার্থেই। কেননা ইসলামে একাকী সুখী হওয়ার কোন সুযোগ নেই এবং বাস্তবে তা সম্ভবও নয়। শরীরের কোন একটি অংশকে অসুস্থ রেখে যেমন সুখী হওয়া যায় না, তেমনি সমাজস্থ মানুষের কোন একটি অংশকে অভুক্ত বা অবহেলায় রেখে

সামাজিক সুখ ও সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। তাই সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলার জন্যই ইসলাম অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। সুতরাং ইসলামের স্বেচ্ছামূলক খাত তথা ওয়াক্ফ ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থেই জরুরী। আর তা বাস্তবে রূপায়িত হলেই ওয়াক্ফ অতীতের ন্যায় বর্তমানেও মানব কল্যাণে প্রভূত অবদান রাখতে সক্ষম হবে। প্রয়োজন, সময়ের দাবী অনুযায়ী যথাযথ উদ্যোগ ও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া। মহান আল্লাহ্ এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

গ্রন্থপঞ্জি

১. অনুবাদ, সম্পাদকমন্ডলী : *আল-কুরআনুল কারিম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪

২. আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী : *আল-জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন* ,মিসর, আল-আমীরীয়াহ- ১৩২৩ হিজরী

৩. ইসমাইল ইবন কাছীর : *তাফসীরুল কুরআনিল আজিম*, বৈরূত, দারুল ম'আরিফ, ১৯৮৩

৪. মুফতী মুহাম্মদ শফী : *তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন*, অনুবাদ, মাওলানা মহিউদ্দীন খান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৪২৩ হিজরী

৫. সম্পাদকমন্ডলী : *আল-কুরআনে অর্থনীতি*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৩

৬. আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী : *সহীহ বুখারী*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, ২০০৭

৭. হাজ্জাজ ইবন মুসলিম কুশায়রী : *সহীহ মুসলিম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, ২০৯১

৮. আবু ঈসা মোহাম্মদ ইবন ঈসা : *আল-জামি আত-তিরমিযী*, দিল্লী, কুতুবখানা-ই রাশীদিয়া, তা. বি.

৯. আবু আব্দুল্লাহ্ ইবন মাজাহ : *সুনানে ইবন মাজাহ*, ভলিউম-২, ১৯৫২

১০. নূর মোহাম্মদ আজমী : *মিশকাত*, এমদাদীয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৭৭

১১. ইবনুল আবদীন : *রাদ্দুল মোহতার আলাদ দুররিল মুখতার*, ৩য় খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা,

১২. ড. ইউসুফ আল কারযাভী : *মুশকিলাতুল ফিক্‌রি ওয়া কাইফা আ'লাজিহালইসলাম*, কায়রো, মাকতাবাতুল ওহাবা, ১৯৮৬

১৩. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী : *আল-ইনসাফ ফী বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ* দেওবন্দ, মাকতাবাতে রশিদীয়া, ১৪১২ হিঃ

১৪. বুরহান উদ্দীন আলী ইবন আবুবকর : *আল হিদায়া*, তা. বি।

১৫. ড. মোস্তফা আস-সিবায়ী : *মিন রওয়ায়িয়ে হাযারাতিনা*, তা. বি.

১৬. সাইয়্যিদ আমীর আলী : *আইনুল হিদায়া*, লাহোর, কানূনী কুতুবখানা, ২য় খণ্ড, তা. বি.

১৭. আল্লামা ওবায়দুল্লাহ : *শারহুল বিকায়া*, দেওবন্দ, মাকতাবাতে রহমানীয়া, ২য় খণ্ড, তা. বি.

১৮. ইমাম শামসুদ্দিন আস সারাখসী : *আল মাবসূত*, বৈরুত, দারুল মা'আরিফা, ১২তম খণ্ড, ১৯৭৮

১৯. কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ : *ফাতহুল কাদীর*, ৬ষ্ঠ খন্ড, কোয়েটা , আল মাকতাবা আল রশিদিয়া, ১৯৮৫

২০. মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহ আল কুবাইস : *আহকামে ওয়াক্‌ফ ফিস শারীআতীল ইসলামিয়া*, ১ম খণ্ড,বাগদাদ, ১৯৭৭

২১. আবু যাহরা : *মুহাযারাত ফিল ওয়াক্‌ফ*, কায়রো দারুল ফিক্‌র আল আরবি, ১৯৭৬

২২. সম্পাদনা পরিষদ : *ওয়াক্‌ফ সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৭

২৩. আহমদ বিন মুহাম্মদ : *আশ-শরহুস ছগীর*, ৪র্থ খন্ড, মিসর, দারুল মা'আরিফ ১৯৭৪

২৪. আল্লামা রাগিব আল ইস্পাহানী : *আল মুফরাদাত ফি গারীব আল কুরআন*, কারখানাই তিজারাতই কুতুব, করাচী, তা. বি.

২৫. ইমাম আল-গাযালী, : *আল-মুসতাসফা*, ১ম খন্ড, তা. বি.

২৬. ওয়ালীউদ্দিন মহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ : *মিশকাতুল মাসাবিহ*, কলকাতা, এম বাশীর হাসান আল খতীব আত-তিবরিযী এণ্ড সন্স, তা. বি.

২৭. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী : *হুজ্জাতুল্লাহ্ হিল বালিগা*, বৈরুত, দারুল মা'আরিফা, ১ম খণ্ড, তা. বি.

২৮. ইবনুল আরবী : *আহকামুল কুরআন*, ১ম খন্ড, আস সায়াদা সংস্করণ, মিসর, ১৩৩১ হিঃ

২৯. সাইয়েদ সাবিক : *ফিকহুস সুন্নাহ্*, কায়রো, দারুল ফাতাহ, ১৯৯০

৩০. বাদশাহ আবুল মুজাফ্ফর মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন আওরংগযেব আলমগীর : *ফতোয়ায়ে আলমগীরী*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩

৩১. ড. এম ওমর চাপরা : *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০১১

৩২. ড. কামাল সিদ্দিকী : *বাংলাদেশের গামীণ দারিদ্র্য, স্বরূপ ও সমাধান*, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, তা. বি.

৩৩. প্রফেসর ড.এম.এ.মান্নান : *নীরব অর্থনৈতিক বিপ্লব : বিকল্প চিন্তাধারা*, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৪

৩৪. শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান : *ইসলামের অর্থনৈতিক বিপ্লব*, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজশাহী, ১৯৮০

৩৫. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন : *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪

৩৬. মুহাম্মদ আবদুর রহীম : *ইসলামের অর্থনীতি*, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭

৩৭. নূরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত : *দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৫

৩৮. মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান : দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সেবায় বিশ্বনবীর আদর্শ, স্টাডি পাবলিকেশন, ২০০২

৩৯. জুলফিকার আহমদ কিসমতী : *চিন্তাধারা,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮

৪০. ড. খলিফা আবদুল হাকীম : ইসলামী ভাবধারা, আল-হিকমাহ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৪

৪১. সম্পাদনা পরিষদ : *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০০

৪২. শাহ আবদুল হান্নান : *ইসলামী অর্থনীত : দর্শন ও কৌশল,* আল-আমীন প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৬

৪৩. মুফতী মুহাম্মদ শফী : *ইসলামের অর্থবন্টন ব্যবস্থা,* অনুবাদ-ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৩

৪৪. আলিমুজ্জামান চৌধুরী : বাংলাদেশে মুসলিম আইন, অবনি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১

৪৫. মুফতী মুহাম্মদ শফী : *ইসলামে ভূমি ব্যবস্থা,* অনুদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৬,

৪৬. সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী : *ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ,* অনুবাদ, **মুহাম্মদ** আবদুর রহীম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৬

৪৭. সাইয়েদ কুতুব শহীদ : *ইসলামে সামাজিক সুবিচার,* অনুবাদ, মাওলানা কারামত আলী নিযামী, ইসলামিয়া কুরআন মহল, ঢাকা, ২০০২

৪৮. হিফজুর রহমান : *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা,* অনুবাদ-আবদুল আউয়াল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৮

৪৯. গাজী শামছুর রহমান : *ওয়াকফ আইনের ভাষ্য,* ঢাকা ল'বুক হাউজ, ১৯৯৭

৫০. ড. মু. ইয়াসিন মাযহার সিদ্দিকী : *রাসূল (স.) এর সরকার কাঠামো,*ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪

৫১. শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান : *ইসলামী অর্থনীতি: নির্বাচিত প্রবন্ধ*, রাজশাহী স্কয়ার পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬

৫২. আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুস : সমাজ গঠনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, ঢাকা, মুক্তমন প্রকাশনী, ১৯৯৮

৫৩. ইসলামী আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড : *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫

৫৪. ড. মাহমুদ আহমাদ : *অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা*, ঢাকা, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ তা. বি.

৫৫. ড. মায়েজুর রহমান : *খাদ্য সমস্যা ও ইসলাম*, ঢাকা, ই. ফ. বা. ১৯৮৭

৫৬. ফজলুর রহমান আশরাফী : *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং*, চতুর্থ সংস্করণ, আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৬

৫৭. ড. হাসান জামান : *ইসলামী অর্থনীতি*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮২

৫৮. ছিদ্দিকুর রহামন মিয়া : *ওয়াক্ফ বিষয়ক আইন*, ঢাকা নিউ ওয়ার্সী বুক কর্পোরেশন, ২০০৯

৫৯. এস. এ. হাসান : ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ, বাংলাদেশ ল'বুক কোম্পানী, ২০০৪

৬০. গাজী শামছুর রহমান : ইসলামী আইন তত্ত্ব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০

৬১. গোলাম সাকলায়েন : *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭

৬২. আব্দুল মান্নান তালিব, : *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২

৬৩. আব্বাস আলী খান, : *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০২

৬৪. ড. হাসান জামান, : *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য* ঢাকা, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০

৬৫. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ : *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ* ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬

৬৬. শামছুল আলম : *ইসলামী রাষ্ট্র*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬

৬৭. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম : *ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭

৬৮. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম : *ইসলামে সম্পদ অর্জন ব্যয় ও বন্টন*, ঢাকা, জমজম প্রকাশনী, ২০০৭

৬৯. ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন : *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০

৭০. ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান : *সমাজ বিজ্ঞান পরিচিতি*, ঢাকা, হাসান বুক হাউস, ১৯৯৩

৭১. আব্দুস সামাদ : *আধুনিক সমাজকল্যাণ*, ঢাকা, পুথিঘর, ১৯৮৭

৭২. মোঃ আতিকুর রহমান : *সমাজকল্যাণ*, ঢাকা, কোরআন মহল, ১৯৯০

৭৩. আজিজুল হক বান্না : *বরিশালে ইসলাম*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪

৭৪. সম্পাদনা পরিষদ : *বাংলা পিডিয়া*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩

৭৫. শাসসুদ্দীন মুহাম্মদ ইসহাক : *শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি*, চট্টগ্রাম, ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০

৭৬. মোহাম্মদ আবু তাহের : *জীবন ও ধর্ম*, স্বরাজ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০

৭৭. মুহাম্মদ রুহুল আমীন : *বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সুফিদের অবদান*, (১৭৫৭ ১৮৫৭) পিএইচডি থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬

৭৮. মুহাম্মদ আবদুর রহীম : *ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন*, ঢাকা,খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৩

৭৯. শাহ মু. হাবিবুর রহমান : *ইসলামী অর্থনীতি:নির্বাচিত প্রবন্ধ*, রাজশাহী: স্কয়ার পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬

৮০. গওছুছুল আলম : *মুসলিম আইন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৯

৮১. ড. আমিনুল ইসলাম : *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৫

৮২. এ. জেড. এম. শামসুল আলম : *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫

৮৩. মোঃ নূরুল ইসলাম : *প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা*, ঢাকা, আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০০৩

৮৪. মুহাম্মদ আকরাম খান : *রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর অর্থনৈতিক শিক্ষা*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯

৮৫. মুহাম্মদ আবদুর রহীম : *ইসলামে মানবাধিকার*, ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী, ২০১১

৮৬. লেখক মন্ডলী : *সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১

৮৭. শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান : *ইসলাম, রাষ্ট্র ও সমাজ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪

৮৮. আব্দুল করিম জায়দান : *ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৯

৮৯. ড. মোঃ হামিদুল্লাহ : *ইসলামের পরিচয়*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, তা. বি.

৯০. ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন : *দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তা. বি.

91. Syed H. M. Naqvi & Syed Mahmudun nasir : *Low of Waqfs*

92. Mustafa al-Zarka : *Ahkam al-awqaf,* Damescus, Syrian University press, 1947

93. Abdul Malik Ahmad Sayed : *Role of Awqaf in Islamic History* in Hassan Abdullah Ahmad Sayed Al-Amin, ed, Idarat wa tathmir

mumtalakat al awqaf, Jeddah, IRTI, 1989

94. Ahmed Raissouni : *Islamic `Awaqf Endowmen'Scope andImplications,*ISESCO, Rabat, Morocco, 2001,

95. Ariff Mohamed, : *The Islamic voluntary sector in Southeast Asia*, Institute of Southeast Asian Studies, 1991,

96. *The Waqf Ordinance of 1962* : Government of the Peoples Republic of Bangladesh.

97. *Report on the Census of Waqf Estates 1986,1987* : Bangladesh Bureau of Statistics, Government of Bangladesh.

98. Md. Azharul Islam, : *Waqf* Mosjid, Mondir O Majar Bebosthapona Proshongey'(On the Management of *Waqf* Mosques, Temples, and Tombs) (Mimeo), Office of the Administrator of *Waqfs*, (Dhaka, n.d.)

99. *Bangladesh Mosque Census1983* : Bangladesh Bureau of Statistics, Government of Bangladesh.

100. *A Brief outline of Waqf In Bangladesh* : Office of the Administrator of Waqfs (Dhaka,n.d.)

101. *Waqf* Administrator : *An introduction to Awqaf in Bangladesh*, a paper presented at the Seminar on Management and Development of the *Awqaf* properties, held in Jeddah, in August 1984 organised by IDB.

102. M. A. Mannan : *The Institution of Awqaf: its religious and socio-economic role*

and implications, a paper presented at the Seminar on Management and Development of the *Awqaf* properties, held in Jeddah, in August 1984 organised by IDB.

103. A. A. K. M. Ali : *History of Traditional Islamic Education,* Dhaka, Islamic Foundation Bangladesh, 1983

104. M. Hidayat Ullah & Arshad Hidayat Ullah : Mull's Princples of Mahomedam Law

105. Thomas patrick hughes : *A Dictionary of Islam,* Lahore: premier Book house, 1964

106. Prof. Raihan Sharif : *Islamic Economics Principles and Applications*,Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka-1985

107. Zahurul Islam : *Islamic Economics,* Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka-1987

108. Professors Hen : *History of Economic thought*, London, 1964.

109. W. W. Hul Hunter : *The Indian Mussalmans,* Bangladesh Edition, 1975

110. Enamul Huq and Abdul karim : *Arakan Rajsabhay Bangla Sahitya,* Calcutta, 1935,

111. Shah Abdul Hannan : *Thoughts on Islamic Economics,* Bangladesh Islamic Research Bureau, 1980

112. Prof. Hasan Askari : Bengal Past & Present, Vol- LXVII

113. J. Nasir : TheIslamic Law of personal Status, Graham & Trofman Ltd. 1986

114. J. E. Mandaville : Usurious piety: the cash waqf controversy in the Ottoman empire. *International Journal of Middle East Studies*. 1979,

115. Muhammad Fazlul Karim : *problems and prospects of awqaf in Bangladesh: a legal perspective,* International Islamic University Malaysia (IIUM), Jalan Gombak, Kuala Lumpur, Malaysia,

116. --------, *Structural Adjusments and Islamic Voluntary Sector with Special Reference to Awqaf in Bangladesh*, Discussion Paper No. 12, IRTI, IDB, Jeddah, 1995.

117. Mohammad Zafor, : *Islamic Alternative to Poverty Reduction, Zakah, Awqaf, and Microfinance: Bangladesh Perspective*, Paper presented at the International Seminar on Poverty Reduction in the Muslim Countries, held in Dhaka between 24-26 Nov. 2006)

118. Yousuf Al Qaradawi : *Poverty Alleviation in Islam*. Dhaka, Bangladesh (2008)

119. Abulhasan M. Sadeq : Waqf, Perpetual Charity and Poverty Alleviation, (2000)

120. Abulhasan M. Sadeq : *Awqaf in Bangladesh,* in Rashid, Syed Khalid, (ed.), *Waqf* Experience in South Asia, (2000)

জার্নাল, পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী

১. দর্শন ও প্রগতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, ২০০২

২. নিবন্ধমালা, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, একাদশ খণ্ড, ২০০২

৩. দি লের্সনসার, ২৫ শে এপ্রিল ১৯৩৮

৪. ইসলামিক ফাইন্যান্স, সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ বুলেটিন, পঞ্চম সংখ্যা, জুলাই '২০০৮

৫. ইসলামী ব্যংকিং পত্রিকা, জনসংযোগ বিভাগ, ৮ম সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৯, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিডেট

৬. ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ, চট্রগ্রাম সাময়িকী ১৯৯৭, ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ, চট্রগ্রাম

৭. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী, ২০০৪, প্রবন্ধ সংকলন, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ঢাকা

৮. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বুক, ২০০৮, ঢাকা, বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্টাডিসটিক, জানুয়ারী, ২০০৯

৯. মাওলানা মুহীউদ্দীন খান *মাসিক মদীনা*, ঢাকা, জানুয়ারী, ১৯৯২

১০. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুর, *অগ্রপথিক*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪

১১. ওয়াক্ফ প্রশাসক, এক নজরে ওয়াক্ফ প্রশাসন, ঢাকা, ২০১১

১২. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, মোঃ আবুল বাসার, *আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামে ওয়াক্ফ ব্যবস্থাঃ পরিপ্রেক্ষি বাংলাদেশ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঢাকা-২০০৩

১৩. প্রফেসর ড. এম.এ মান্নান, *ক্যাশ ওয়াক্ফ*, সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ, ঢাকা, ১৯৯৮

১৪. মোঃ নিজাম উদ্দিন, *বাংলাদেশে ওয়াক্ফ : সমস্যা ও সম্ভাবনা*, ঢাকা, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন, সাভার, ১৯৯৪

১৫. মুহাম্মদ মুজাহিদ মূসা, *ওয়াক্ফ, জনকল্যাণ এবং কিছু প্রস্তাব*, ইসলামী আইন ও বিচার, ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা, বর্ষ; ৫,সংখ্যাঃ ১৭, ঢাকা, ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ-২০০৯

১৬. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিডেট, মুদারাবা ওয়াক্ফ ক্যাশ সঞ্চয়ী হিসাব

17. G. H. Damant Shah Ismail Gazi, *Journal of Asiatic Society of Bengal*, 1876

18. Khandker Abul Basher, Seminar Paper on waqf Properties in Bangladesh, Dhaka, 2002
19. Monzer Khaf, *Financing the Development of Awqaf Poperty,* The American Journal of Islamic Social Science (Economics), Vol-6, No-4 USA 1999
20. Prof. Dr. M. A. Mannan, *Cash Waqf Certificate- An innovation in Islamic Financial Instrument,* Dhaka,Social Investment Bank
21. Readings in Islamic Banking, Bangladesh Islamic Bankers Association (BIBA), Vol-1, 1983-1984.
22. Mohammad Azharl Islam, A wqaf Experience of Bangladesh in South Asia, (Country paper), New Delhi, 1999
23. Syed Khalid Rashid, *Awqaf Experiences in South Asia,* (ed.),(Institute of Objective Studies, New Delhi, 2002
24. Islamic Delopment Bank Annul Report 1418 Hizri (1997-1998).
25. Al Arafah Islami Bank LTD Annul Report, 2009.
26. Social Islami Bank, Annul Report, 2009.
27. World Bank, Annul Report, 1997.
28. Thoughts on Islamic Economics, IERB, Special Issue on Banking Feleruary 1982.
29. Human Development Report 2009
30. Journal of Islamic Economics, International Islamic University, Malaysia, Vol-3, No-1.
31. Economic Review of Bangladesh 2007 &2009
32. Banglaesh journal of political Economy, Volume-17, Number, December,2002, Bangladesh Economic Association, Dhaka.
33. Journal of Modern African Studies, Vol-3, No-1. 1963.
34. Bank parikrama Bangladesh Institute of Bank Managment, September, 1996.

বিশ্বকোষ ও অভিধান গ্রন্থ

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১য় খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,১৯৮৬।
সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬, অখন্ড।
Insurance, IIBL, London, U.K., Encyclopadia of Islamic Banking and 1995.
Encyclopadia Britannica, Encylcopadia Britannica (India) Pvt. Ltd. New Delhi 2005.
Directory of Islamic Banks and Financial Institution, The International Association of Islamic Banks, 1997.
Encyclopedia of Religion, N. Y. 1986,
Encyclopedia of Islam, Leyden: E, J, Bril. Ltd-1924.
Encyclopedia of Islam, Lahore, The University of Panjab, 1964
Dictionary of English to Bengoli, Bangla Academy, Dhaka-2009.
মুজমাউল লুগাহ আল আরাবিয়্যাহ, আল মু'অজামুল অসীত, আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, তেহরান।
ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৭

ওয়েব সাইট

www. waqf.gov.bd
www. hamdard-bd. com/ main. html
www. ifsb. org
www. siblbd. com
www. islamibankbd. com
www. al-arafabank.com
www. csbib.org
www. newsnetwork-bd.com
www. islamicfoundation-bd.org